শ্রীশ্রীশ্যামাজয়তি।

জিতেন্দ্রিয়।

মুক্ত

রামকৃষ্ণ পাঠকের

জীবন চরিত্র।

কৃতজ্ঞ

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভাগবতাচার্য্য

কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

অভয়াচরণ মিত্রের লেন ৬।২ নং কলিকাতা সভাবাজার।

কলিকাতা

৭।১ নং নন্দরাম সেনের ষ্ট্রীট মেডিক্যাল ইণ্টেলিজেন্সার প্রেসে

শ্রীঅম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩২৫

শ্রীশ্রীশ্যামা জয়তি।

অবতরণিকা।

ত্র্যম্বকেশ! লোক যাহাকে নিমিষাদি কল্পান্ত কাল বলিয়া কল্পনা করিতেছে, সে অখণ্ড দণ্ডায়মান তুমিই একমাত্র মহা-কাল। এই বিশ্বে প্রত্যক্ষ বলিয়া যাহা দর্শন করিতেছি, সে পদার্থ মাত্রই তোমার উভয় দন্তপংক্তি মধ্যে বিরাজ করি-তেছে। তোমার মুখ ব্যাদান মাত্রই বিশ্বের আবির্ভাব, তোমার মুখ সঙ্কোচন মাত্রই বিশ্বের তিরোভাব; তোমার অঘটন ঘটন পটীয়সী যাহা সৎ অসৎ বলিয়া নিশ্চয় করা যায় না, সেই চৈতন্যময়ী শক্তির নয়নকোণ কটাক্ষেই সংসারের সংযোগ এবং বিরূপ কটাক্ষে পরস্পর বন্ধুজনের বিচ্ছেদ হইয়া থাকে। যাঁহাদিগকে সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কর্ত্তা বলিয়া মুনিগণ নির্দ্দিষ্ট করি-য়াছেন, সেই হরি-হর বিরিঞ্চির প্রথমক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয়ক্ষণে অবস্থান, তৃতীয় ক্ষণেই সংহার হইতেছে। সাধারণ জনের কথা আর কি বলিব,—বিশ্বে যাহা দেখিতেছি সকলি উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হইবে, শেষ কেবল কাল অথবা কালশক্তি; যাহাই হউক তোমরাই অবশিষ্ট থাকিবে।

মহাকাল তোমাকে স্ত্রী, পুরুষ, ক্লীব কোন চিহ্নেই নির্ব্বাচন করিতে কেহই সমর্থ হয় না; অথচ বিশ্বে পদার্থ বলিয়া যাহা কিছু ইন্দ্রিয়মাত্রের গোচর হইতেছে তৎ সমুদয় পদার্থ পদ-বাচ্যেই অখণ্ড দণ্ডায়মান কাল। তুমি আকাশ রূপী জীবের অন্তরে বাহিরে বিরাজ করিতেছ তথাচ জীবের ইন্দ্রিয় মাত্রের অবিষয় বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত। অথবা জীব মাত্রই তোমাতে কূর্ম্ম কলেবরের ন্যায় ওত প্রোতভাবে বিরাজিত। নিতরাং মাতৃগর্ভগত বালকের জননীকে ইন্দ্রিয় বিষয়ীভূত করা নিতান্ত

দুঃসাধ্য, এই হেতুই বিশ্বজীব তোমায় লক্ষ্য করিতে পারিতেছে না। কিন্তু তোমাকে নানা দর্শনবাদীগণ যেরূপেই ব্যাখ্যা করুন্ না কেন, তাহার কিছুই যুক্তিসিদ্ধ প্রত্যক্ষ হইতেছে না। আমরা ইহাই নিশ্চয় করিয়াছি যে তুমি একমাত্র ত্রিকালস্থায়ী আনন্দময়ী শক্তি।

আজ দেখিলাম পরম বন্ধু হাস্যরসে নিমগ্ন হইয়া পরমানন্দে কতই কৌতুক করিতেছে, হয়ত কাল হাস্যের সহিত কৌতুকের সহিত, দেহের সহিত বন্ধুকে একেবারে গ্রাস করিয়া নিরাকার করিয়া ফেল; তোমার ভীষণ বদনে রূপ, বল, বিদ্যা, বিত্ত, অভিমান, সকলই বিলীন হইয়া যায়। কেবল জীবের সৎকীর্ত্তি রত্নকে চর্ব্বণ করিয়া কোন রূপেই অদ্যাপিও জীর্ণ করিতে পারিতেছ না।—কি করিব তোমরা একমাত্র এই বিশ্বের কর্ত্তা— তোমাদের পর কর্ত্তা এই বিশ্বে তত্ত্ব করিয়া পাওয়া যায় না;— যাহা কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়াছ তাহাই ভূত, ভবিষ্যত, বর্ত্তমান ত্রিকালে ফলিত হইবে; কাহার সাধ্য তাহা বারণ করিতে পারে। আমরা বিশ্বজীব মায়ার গম্ভীর উদরে ভ্রমণ করিতেছি; সুতরাং অন্ধকারে থাকিয়া বেদনা পাইলে রোদন করিয়াই শোক শান্তি করিতে হয়। ইদানীং যে আমাদের কুলতিলকটীকে বিলোপ করিয়া আমাদিগকে ঘোরতর বন্ধু বিরহে দগ্ধ করিতেছ সেই বেদনায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলাম। করুণাময়! করুণাময়ির সহিত বিশ্বের বিয়োগ সূচক বাক্যগুলি শ্রবণ করিও। পিতা ভিন্ন সন্তানের বেদনা আর কে বুঝিবে? মাতৃ তাড়িত বালক মা, মা, বলিয়া রোদন করিয়া থাকে।

অনুতাপ।

মহাপুরুষতো আনন্দময়ীর ক্রোড়ে বিরাজ করিতেছেন; ধীরের সদ্ভাব স্মরণ করিয়া দিন দিন আমার হৃদয় উত্তপ্ত হই-তেছে। হা ধর্ম্মবীর! আমি তোমার ধর্ম্ম ঋণসূত্রে চির আবদ্ধ থাকিলাম; আমি তোমারি সদুপদেশে ভক্তিশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিয়াছি। অদ্যাপিও তোমার মুখ নিঃসৃত সে বচনটী যেন শব্দায়মান হইতেছে।

"শতযোজন পন্থানং গচ্ছন্ যাতি পিপিলিকা।
নগচ্ছেৎ বৈনতেয়োপি পাদমেকং ন গচ্ছতি"॥

অর্থাৎ উদ্যম প্রকাশ পূর্ব্বক পিপীলিকাও শত শত যোজন গমন করিতে পারে, নিরুদ্যম স্বভাব হইলে পক্ষীরাজ বৈনতেয়ও একচরণ গমন করিতে পারেন না। তুমি আমার এই দেহ কাল কবল হইতে রক্ষা করিয়াছ; তোমার নিরুপেক্ষ ধার্ম্মিকতা, বিপদে ধৈর্য্যতাপর গুণের প্রসন্নতা, নিজ দোষের অনুতাপ, দাম্পত্য প্রণয়, সদা সন্তুষ্টি, সহাস্য প্রসন্ন বদন, পরদার পরাঙ্মুখতা, অকাতরে অন্নদান, বিদ্যার্থীর সাহায্য স্মরণ পথে দেদীপ্যমান রহিয়াছে; কেবল তোমার গৌরকান্তি, আজানুলম্বিত বাহুযুগল, বিশাল হৃদয়, প্রশস্ত নয়ন, উন্নতা নাসিকা, প্রসন্ন বদন, সুদীর্ঘ সুন্দর কলেবরটি নয়নপথের অন্তর্হিত হইয়াছে। আমি সততই মনে করিতাম তোমার নিক-টস্থ হইয়া আনুগত্য প্রকাশ করি; কিন্তু জীবমাত্রেরই ত্রিবিধ অহঙ্কারময় দেহ, নিতরাং হিংসাপৈশূন্যাদি অপরিহার্য্য, আমার অসূয়াপর তোষামোদকগণ তোমার নিকট সততই বাস করিত তাহাদের ভয়ে ভীত হইয়া নিকটস্থিতা পূর্ব্বক কোন কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করিতাম না. কিন্তু দূরে থাকিয়া কৃতজ্ঞতা সততই স্মরণ

করিতাম। আহা! তুমি যে এত শীঘ্রই সাধ্বীর প্রেমপাশ, অজ্ঞান সন্তানের স্নেহপাশ, অতুল সম্পত্তির মমতা ছেদন করিয়া বৈদিক জগত অন্ধকারে রাখিয়া আনন্দময়ীর কোলে বিরাজ করিবে, ইহা স্বপ্নেও একবার মনে করি নাই। আজ বৈদিক জগত মধ্যাহ্নেই অন্ধকার ব্যাপ্ত হইল—ভিক্ষুক কুলের মার্ত্তণ্ড, দিবসেই কাল রাহু গ্রাস করিল। ভাবিয়াছিলাম তোমার সোপার্জ্জকত্ব কিরণ দেখিয়া বৈদিককুল পরপ্রত্যাশা তমো মুক্ত হইয়া উপার্জ্জন নয়ন লাভ করিবে। আহা! সে আশালতা এতদিনে নির্ম্মূল হইল। তুমি সততই নিরহঙ্কারে বলিতে

"স্বরো হ্রস্বঃ গতির্ম্মন্দঃ গাত্র কম্পঃ শিরো ব্যথা।
মরণে যানি চিহ্নানি তানি চিহ্নানি যাচনে॥"

অর্থাৎ মরণ কালে যেমন জীবের গতি শক্তি তিরোহিত হইয়া যায়, এবং স্বর শক্তি ক্রমশই অনুদাত্ত হইতে থাকে, আপাদ ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত প্রাণোৎক্রমণে কম্পিত হইয়া পরে ব্রহ্মরন্ধ্রে দারুণ বেদনা উপস্থিত হয়, ধনীর নিকটে যাচ্ঞা করিতেও প্রায় ঐ সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। আজ সে সদুপদেশ লুপ্ত হইল। কিন্তু যাহাই হউক বিশ্বে তোমার সৎকীর্ত্তি কদাচ বিলুপ্তা হইবে না,—তোমার সৎকীর্ত্তি, সন্তান, স্বীয় সম্পত্তি সকলি চিরস্থায়ী দেখিব, কেবল তোমার সুদীর্ঘ সুন্দর কলেবরটি আমাদের নয়নপথে উপস্থিত হইবে না। ধীর! তুমি ক্ষেমঙ্করী ক্রোড়ে ক্ষেমাগুণ বলে পরম মঙ্গল লাভ করিতেছ; আমি আমার কৃতজ্ঞতা পরিচয়ার্থ জিতেন্দ্রিয় লিখিয়া তোমার প্রণয়নীর করে সমর্পণ করিলাম; ইহাতে সন্তুষ্ট স্বভাবে আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া সাধ্বী হৃদয়ে নিত্যই প্রত্যক্ষ থাকিও এই প্রার্থনা মাত্র।—

উৎসর্গপত্র।

পতি দেবতা শ্রীমতি জয়মনি
দেবীর পাণিকমল যুগলে
নিবেদন করিলাম।

দেবি! আমি আপনাদের দম্পতিদ্বয়ের নিকট চিরদিনের তরে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম। আপনারা আমার প্রতি যেরূপ অকৃত্রিম সাহায্য করিয়াছেন, আমি চিরজীবনে কদাচও প্রত্যুপকারদ্বারা তাহার প্রতিশোধ করিতে পারিব না। আমার এই দেহ আপনার পতির কৃপায় কালকবল হইতে মুক্ত হই-য়াছে এবং তাঁহারই সদুপদেশে আমি বিদ্যাবান হইয়াছি। আজ সে মহাত্মা পুত্রস্নেহাদিপাশমুক্ত হইয়া আনন্দময়ীর কোলে সুখে বিরাজ করিতেছেন। আহা! আজ আপনি জিতেন্দ্রিয় পতি হারাইয়া বিরহানলে দগ্ধাবশিষ্ট কলেবর প্রায়। অনেকে পতির প্রতিবিম্ব দেখিয়া শোক শান্তি করিয়া থাকে; কিন্তু সে অচল প্রতিবিম্ব দর্শনে বরং শোক বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা; যে হেতুক প্রতিবিম্বকে জিজ্ঞাসিলে কোন কথারই প্রত্যুত্তর পাওয়া যায় না। তাই আমি আপনার পাণিকমলে শোকানল শান্তি কারণ "জিতেন্দ্রিয়" সমর্পণ করিলাম; আপনিও আপনার জিতে-ন্দ্রিয়কে পাণিকমলে ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করুন্। জিতে-ন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ স্বপ্রতিবিম্ব দেখাইয়া উত্তর করিবেন;—দেখিবেন সেই সুদীর্ঘ সরল কলেবর, উন্নত নাসিকা, বিশাল হৃদয়, আজানু লম্বিত বাহুযুগল, সুন্দর গৌরকান্তি, প্রশস্ত প্রেমনয়ন, সতিলক

কপালদেশ, সশিখ উত্তমাঙ্গ, সদা সহাস্যবদন, মুখে সকৌতুক বাক্য, সর্ব্বভূতে দয়া, সতত ব্রহ্মণ্যানুষ্ঠান, পণ্ডিত প্রিয়তা, স্বয়ং শাস্ত্রানুশীলন, সাধারণে অন্নদানরুচি, পণ্ডিতে দানশীলতা, পরদার পরাঙ্মুখতাদি পদে পদে ধর্ম্ম বীরত্বের সহিত জিতে-ন্দ্রিয় রামকৃষ্ণ কীর্ত্তিময় দেহ ধারণ করিয়া আপনার সহিত পূর্ব্ববৎ সৎসম্ভাষণ করিতেছেন। সাধ্বি! "কীর্ত্তির্যস্য সজীবতি" ইহা আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন যে সৎকীর্ত্তিময় দেহে রামকৃষ্ণ চিরজীবি রহিয়াছেন। ঐ শুনুন্—প্রায় মানব সমাজ হৃদয়ের সহিত উচ্চৈঃস্বরে জিতেন্দ্রিয়ের জীবনচরিত্র সমালোচনা করিয়া বলিতেছেন, জিতেন্দ্রিয় তুমি ঐহিক জগৎ,—পারত্রিক জগৎ উভয়কেই জয় করিয়াছ; পাষণ্ড কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিয়া কচ্চিদল শলিলের ন্যায় একমাত্র তুমিই নির্লেপরূপে জীবনযাত্রা সমাপন করিয়াছ। ধন্য ভিক্ষুককুলে তুমিই এক মাত্র ইন্দ্রিয় জয়ী সুরাগ্রগণ্য। সংসার সলিলে অনায়াসেই প্রবিষ্ট হইয়া অমূল্য মুক্তিধন সঞ্চয় করিয়া উত্তরকূলে পার হইয়াছ। কামাদি জলজন্তুগণ একনিমেষের নিমিত্তও তোমায় স্পর্শ করিতে পারে নাই।

সাধ্বি! আর রোদন করিও না; তোমার মহাপুরুষ পতি অনিত্য দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্য দেহ ধারণ করিয়া এক-বারেই প্রেমময় হইয়াছেন; তুমিও কিছুকাল পতিকে নারায়ণ জ্ঞানে চিন্তা করিয়া নিত্যপতির প্রেমাধিকারিণী হইতে পারিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

কৃতজ্ঞ শ্রীবিশ্বেশ্বর ভাগবতাচার্য্য।

প্রত্যক্ষ মুক্তিলাভ।

গত বৃহস্পতিবার পাশ্চাত্য বৈদিক কুলোদ্ভব জিতেন্দ্রিয় পুরুষ মহাত্মা রামকৃষ্ণ পাঠক গঙ্গাতীরস্থ হইলে, কোন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, শীতলবায়ু অনাবৃত স্থানে আপনি রহিয়াছেন এ বড়ই দুঃখের বিষয়। মহাত্মা উত্তর করিলেন "চিরদিন কাহারও সমান যায় না। কোন বন্ধু বলিলেন, আমি এই রুদ্রাক্ষ আনিয়াছি পরাইয়া দিব? মহাত্মা উত্তর করিলেন, আনিয়াছত দাও। বন্ধু বলিলেন, ঐ গঙ্গাদর্শন করুন্! মহাত্মা বলিলেন, "ইয়ং গঙ্গা অহং ম্রিয়ে"। এবং

"গঙ্গা গীতাচ গায়ত্রী গোবিন্দ গুরুরেচ।
গকার পঞ্চকং স্মৃত্যা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

বন্ধু বলিলেন, আপনাকে গীতা শ্রবণ করাই। মহাত্মা বলিলেন,

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাংগতিম্॥

এইরূপ বলিবামাত্র মহাত্মাকে তৎক্ষণাৎ নাভিপর্য্যন্ত গঙ্গাজলে নিমগ্ন করা হইল; মহাত্মা ওঁ গঙ্গা ওঁ গঙ্গা, এই সশক্তিক মহামন্ত্র কিঞ্চিৎকাল উচ্চারণ করিয়া পুনর্ব্বার ওঁ বলিবা মাত্রেই পরমানন্দে লীন হইলেন। এই ব্যাপার প্রায় পাঁচ নিমেষ মধ্যেই সম্পূর্ণ হইল।

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহবিদ্যতে॥

শ্রীহরির শ্রীমুখের এই বাক্যের প্রত্যক্ষ ফল দেখা গেল। পরদার পরাঙ্মুখ, মহাত্মা পাশ্চাত্যে বৈদিক কুলের পরম সাধু ছিলেন। ১৭।১৮ বৎসর বয়সের মধ্যেই কৌমার, ব্যাকরণ

সমাপন করিয়া কলিকাতা নগরীতে উপস্থিত হইয়া আর্য্যধর্ম্মের অনাদর দেখিয়া বাণিজ্য কার্য্যে নিযুক্ত হন। চঞ্চলা ইহাঁর সুহৃদয় জানিয়া অনন্ত রত্নের সহিত গৃহে বাস করিতেছেন।

আমরা জানিতাম যে কেবল ইনি সামান্য রত্ন সঞ্চয় করিয়াছিলেন; কিন্তু গঙ্গাতীরস্থ হইয়া মুক্তিকালীন জ্ঞানরত্ন সঞ্চয়েরও পরিচয় দিয়াছেন। সতের এইরূপই হওয়া উচিত। ইহার মনে মনে পূর্ব্বাবস্থা সততই জাগিত, যে হেতু মুক্তহস্তে অন্নার্থী মাত্রেই অন্নদান করিতেন। কেবল ব্যাকরণ সংস্কারেই যে এইরূপ জ্ঞানরত্ন সঞ্চয় হওয়া সম্ভব নয়, ইহাতে শ্রীহরির কৃপা বিনা আর হেতু নাই।

জ্ঞানদায়িকা ১৩০১ সাল। ২২ পৌষ। দুই সপ্তাহের সার সংগ্রহ।

অদ্বিতীয় কবি মহাত্মা রাজকুমার ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জ্ঞানদায়িকা পত্রিকায় মহাত্মা রামকৃষ্ণ পাঠকের প্রশংসার সহিত অনুতাপ বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আমি কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় লিখিতে আরম্ভ করিয়া মনে করিলাম। আহা! নিঃসম্পর্ক ব্যক্তিও যাঁহার প্রশংসা করিতেছেন, আমি তাঁহার নিকট চিরঋণাবদ্ধ হইয়া কবিত্ব সত্ত্বে কোন্ বিচারে মুক হইয়া থাকিব; আমি কিছুতেই আমার জীবনদাতাকে ভুলিতে পারিব না।

পাঠকমহাশয়! জিতেন্দ্রিয়ই আমার জীবনদাতা; যে মারিভয় উপস্থিত হইলে পিতামাতা পুত্রকে, পুত্র পিতা মাতাকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে, পত্নী স্বামীকে, স্বামী পত্নীকে এমন কি স্থাবর অস্থাবর অনন্তবিত্ত পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য স্বদেশ হইতে দেশান্তরে প্রস্থান করিয়া থাকে; কোন সময়ে ঐ ভয়ানক

ব্যাপারে কলিকাতা ভয়ে টলটলায়মানা হইয়াছিল, ভুতকালে এবং বর্ত্তমান কালে কেহ এমন ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখেন নাই, এমন নিদারুণ বার্ত্তা শ্রবণও করেন নাই। মহামারীর কথা উল্লেখ করা দূরে থাকুক স্মরণ করিলেও গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে; কেহ বলে বায়ু শীঘ্রগামী, কেহ বলে গরুড় শীঘ্রগামী, কেহ বলে ধনুর্ম্মুক্ত শর শীঘ্রগামী, কেহ বলে সর্ব্বাপেক্ষা মানসই শীঘ্রগামী। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল ইহারা কেহই শীঘ্রগামী নয়, শীঘ্রগামী বলিতে হইলে মহামারীর জীবকেই শীঘ্রগামী বলা কর্ত্তব্য। তৎকালে কলিকাতা বাসীগণ ইহা একতররূপে কেহই নিশ্চয় করিতে পারিত না। যে অগ্রে মারীরোগ উপস্থিত কিম্বা অগ্রে রোগীর মৃত্যু উপস্থিত। সে ভীষণ ব্যাপার বর্ণনাতীত। ইতিপূর্ব্বে আমি কলিকাতা নগরীতে অধ্যয়নার্থ উপস্থিত হইয়াছিলাম; জিতেন্দ্রিয় আমায় অনন্যগতিক দেখিয়া প্রায় সম্বৎসর কাল আমায় আশ্রয় দিয়াছিলেন কিছু দিন মধ্যেই হঠাৎ ঐসময় মহামারি আমায় অর্দ্ধগ্রাস করিল, নিকটে বন্ধু নাই, অর্থ নাই, অন্ন নাই, বস্ত্র নাই; সর্ব্বশূন্য দুর্গতি রাক্ষসী পূর্ব্বেই আমার অপর অর্দ্ধগ্রাস করিয়াছিল; উভয়ই বলবতী উভয়ের যুদ্ধ উপস্থিত হইতে লাগিল? মহামারী বলেন আমি সমস্ত গ্রাস করিব, দুর্গতি তুই আর গিলিতে পারিবি না; দুর্গতি বলিলেন মহামারী আমি সম্পূর্ণ গ্রাস করিব, তুই অর্দ্ধ ছাড়িয়া পলায়ন কর, এইরূপে দুই রাক্ষসীর তুমূল যুদ্ধ হইতে লাগিল। কথায় বলে "বাঘে মহিষে যুদ্ধ কীট পতঙ্গের মরণ"। ইহারা উভয় উভয়ার্দ্ধ ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন; আমার মুমুর্ষ দশা উপস্থিত হইল। গ্রামে মারীভয় উপস্থিত হইলে গ্রামবাসী প্রায়

অর্দ্ধেক অগ্রেই মূচ্ছির্ত হইয়া থাকে, রোগ উপস্থিত মাত্রেই অপরার্দ্ধ মরিয়া যায়। আমি তখন জীবীত কি মৃত, ইহার কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলাম না। একবার মনে হইল এই বার আমার নবদ্বীপ না যাইয়া পাঠ সমাপন হইল। এইবারই আমার ভবরঙ্গভুমির অবসান ভেরী নিনাদিত হইল, ভবের সকল আশালতা একবারেই উৎখনিত হইল; যাহাই হউক নিস্তারের আর কোন উপায় নাই, কি করিব কোথায় যাইব উত্থান শক্তি নাই, কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিব, ঋষিবাক্য যাহা কিঞ্চিৎ অধ্যয়ন করিয়াছিলাম তাহাতে বুঝিয়াছি সকল রোগেরই চিকিৎসা ব্যবস্থা রহিয়াছে, কেবল একমাত্র ভবরোগই অপ্রতিক্রিয়, ইহার আর কোন চিকিৎসা নাই। তবে যদি কেহ বিপদভঞ্জন গোবিন্দ নামামৃত মহৌষধি সেবন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারই ভবরোগ হইতে মুক্তি লাভ হয়। ইহা মনে করিয়া পিতার মুখে একটী বচন যে বাল্যকালে অভ্যাস করিয়াছিলাম, যদিও পাঠ করিবার ক্ষমতা নাই, মনে মনে তাহাই স্মরণ করিতে লাগিলাম।

যথা—পাপানিবিলয়ং যান্তি পুণ্যং ভবতি চাক্ষয়ম্।
অনিষ্টানি পলায়ান্তে নৃহরের্নাম কীর্ত্তনাৎ ।।)

এদিকে জিতেন্দ্রিয় আমার চিকিৎসায় অর্থরাশি বর্ষণ করিয়া বিমুখ হইয়া প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন উভয় প্রকার চিকিৎসককেই বলিতে লাগিলেন, তোমাদের প্রতি এক্ষণ ইহাই বক্তব্য এরোগীর আরোগ্যের প্রত্যাশা অনুমাত্রও করিতেছি না, তবে যদি ইহাকে ভবরোগ হইতে মুক্ত করিতে পারি তাহার সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দাও। এই ব্রাহ্মণ চিরদুঃখী পিতৃ মাতৃহীন, আমি, ইহাকে ভবরোগহারিণী সুরধনী তীরস্থ করিব।

আমি রোগের উপসর্গে অত্যন্ত মর্ম্মাহত, প্রায় সংজ্ঞাবিহীন ক্ষণেক চৈতন্য, ক্ষণেক অচৈতন্য। যখন চৈতন্য হইত তখন দেখিতাম জিতেন্দ্রিয় আমার নিকটে বসিয়া কখন বা স্বহস্তে বমন ক্লেদাদি দূর করিতেছেন, কখন বা আমার বুকে হাত বুলাইয়া বলিতেছেন ভাই ভয় নাই, একবার বাণেশ্বরের শ্যামা স্মরণ করিয়া বল কালীকরুণাময়ী; আমিও কালীনাম করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম; অসার কলেবর, মারী রাক্ষসী শক্তি প্রায় হরণ করিয়াছে, বিস্পষ্টরূপে আর কালী করুণাময়ী বলিতে পারিলাম না, কিন্তু কালীনাম লইতে যত অশক্ত হইয়াছিলাম, বিষয় কথা বলিতে তত অশক্ত নয়। জিতেন্দ্রিয়ের মুখ চাহিয়া বলিলাম আপনি আমার জীবন দান করুন্, জিতেন্দ্রিয় দয়ালু অশ্রুপাত করিয়া বলিলেন, কালী কালী বল, কালী তোমার জীবন দান করিবেন। এই কথা বলিতে বলিতে রোগানল উপসর্গ সমীরণ মিশ্রিত হইবা মাত্র দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল, আমি মর্ম্মাহত হইয়া পূর্ব্ববৎ সকলই বিস্মৃত হইতে লাগিলাম। ইতি মধ্যে জিতেন্দ্রিয় আমার অন্তকালের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। আমার নিকটে আর কেহই নাই, এমন সময় একটী আশ্চর্য্য ভীষণ দৃশ্য আমার প্রত্যক্ষ হইল; আমি মারীগ্রস্থ হইয়া ত্রিতল গৃহের বিস্তৃত খণ্ডের দক্ষিণাংশে রণসজ্জায় শয়ন করিয়াছিলাম, গৃহটী অতি লম্বায়মান, গৃহের উত্তরাংশে অতি বিস্তৃত একটী বক্র সোপান ছিল; এমন সময় আমার ক্ষণিক চৈতন্য হইল উত্তরদিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম অতি উত্তুঙ্গ ধূসরবর্ণাবৃত, ভীষণ কলেবর, মূলকের ন্যায় রক্তবর্ণ দন্তাবলী, চক্ষুদ্বয় কুপস্থিত দীপ শিখার ন্যায়, জটাশশ্রু নাভী নিতম্ব পর্য্যন্ত বিরাজিত, রক্ত

বসন পরিধায়ী, বক্র বংশদণ্ডপাণি আমায় তর্জ্জন করিয়া বলি-তেছে, পশু ! আজ তোমায় কে রাখিবে, তুমি সততই ভগবতী উদ্দেশে বৈধহিংসার ব্যাঘাত করিয়া থাক, আজ পশুবিনিময়ে তোমায় বলিদান করিব । একতঃ মহামারীময় কলিকাতা নগরী, দ্বিতীয়তঃ স্বয়ং মারীগ্রস্থ, তৃতীয়তঃ অন্তর্যাত্রা করাইবার কথা স্বকর্ণেই শুনিয়াছি, চতুর্থতঃ ভীষণ মূর্ত্তি সোপানে দাঁড়াইয়া তর্জ্জন করিতেছে, বিপদের আর সীমা নাই, এই সময় পিতৃ-বাক্য স্মরণ হইল, অর্থাৎ পিতা বলিয়াছিলেন, নৃসিংহ মৃত্যুর মৃত্যু, তাঁহার নাম স্মরণ করিলে ভূত বেতালের কথা দূরে থাকুক স্বয়ং কালও লয়প্রাপ্ত হইয়া যায় । কর্ম্মনুসারেই জীবের বুদ্ধি সঞ্চার হইয়া থাকে,আমি তত ভক্ত বিশ্বাসী না হইলেও কথায় বলে আতুরে দেবতা ভক্তি, তাহাই আমার কর্ম্মানুরূপ উপজাত বিশ্বাসের সহিত পিতৃবাক্য সত্য বলিয়া বোধ হইল, (বিশ্বাসে মিলিবে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর) আমি যেন উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলাম, "জয় নৃহরে, জয় নৃহরে" নাথ ! কোথায় রহিয়াছ, ঐ দেখ ভীষণমূর্ত্তি আমায় লইয়া দ্বিখণ্ড করিতে উদ্যত হইতেছে, এবং আর বলিলাম ভীষণ আয় দেখি, তোর কত বড় যোগ্যতা আমায় ধারণ কর, আমি যখন নৃহরি নাম উচ্চারণ করিয়াছি তখন আর আমায় ধারণ করিতে তোর একচরণও অগ্রসর হইবে না । এই কথা বলিবা মাত্রেই ভীষণ কৃতাঞ্জলি হইয়া যেন কাহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, ঠিক বলিয়াছ ভাই, তাহাই বটে, এই আমি প্রস্থান করিলাম । জিতেন্দ্রিয় আমায় ভাগীরথী তীরস্থ করিবার উদ্যোগ করিতে ছিলেন, আমার গর্জ্জন শুনিয়া বলিলেন, শ্লেষ্ম পরিপূর্ণ মহা-বিকারগ্রস্থ বাক্‌শক্তিবিহীন রোগী মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করি-

তেছে কেন! বোধ হয় কোন প্রতিপক্ষকে শাসন করিতেছে, এই বলিয়া একতল হইতে দ্বিতলে উপস্থিত হইয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, বিশ্ব কাহাকে শাসন করিতেছ! আমি বলিলাম আমি এক ভীষণ মুর্ত্তিকে সিড়ির কাছে দেখিয়া ঐরূপ বাক্য বলিতেছিলাম। কে ও ভীষণমূর্ত্তি, কোথা হইতে আসিল, কেনইবা আমায় বিভীষিকা দেখাইল, আপনারা কি দেখিয়াছেন? ভীষণ কোন পথে আসিয়াছিল কোন পথেইবা গমন করিল। জিতেন্দ্রিয় বলিলেন বিশ্ব তুমি আরোগ্য হও পশ্চাৎ এ বিষয় তোমায় বলিব, আমরা দেখিয়াছি ভীষণ সত্য সত্যই সিড়ি দিয়া উঠিয়াছিল এবং তোমার মুখে নরহরি নাম শুনিয়া সিড়ি দিয়াই পলায়ন করিল। এখন বল তোমার শরীরে কিরূপ যাতনা বোধ হইতেছে? আমি বলিলাম আমার শরীরে আর অনুমাত্রও যাতনা বোধ হইতেছে না, এখন আমার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ বলিয়া বোধ হইতেছে। বলিতে বলিতেই ঐ সময় উভয়রূপ চিকিৎসক উপস্থিত, তাহারাও আমায় পরীক্ষা করিয়া বলিতে লগিলেন, এ রোগী নিশ্চয় আরোগ্যই হইয়াছে, ইহাতে আর রোগের লেশমাত্র অনুভব হইতেছে না, কি আশ্চর্য্যের বিষয়! যে রোগী সপ্তাহ পূর্ণবিকারে অচৈতন্য প্রায়, আজ সে রোগী হঠাৎ কি ঔষধে আরোগ্য হইল। যাহা হউক বড় আহ্লাদের বিষয়, গঙ্গাযাত্রার উন্মুখ রোগী যে এইরূপে আরোগ্য লাভ করিবে ইহা আমরা স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলাম না; কিন্তু যে ঔষধে এ রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে ইহা আমাদের উভয় চিকিৎসকের কাহারও ভাণ্ডারে কখন আবিস্কৃত ছিলনা। ভক্ত জিতেন্দ্রিয় হাসিয়া বলিলেন তোমরা সত্যই বলিয়াছ

এ ঔষধ প্রায় ভবভাণ্ডারে অত্যন্ত দুর্লভ বলিয়াই বোধ হইতেছে। এইরূপে মহাত্মা আমার জীবনদান করিয়াছিলেন। সে আরোগ্যই আমার সুখের মূল হইয়াছে।

পাঠক মহাশয়! সেই কৃতজ্ঞতা স্মরণ করিয়া আমার জীবনদাতার জীবনচরিত লিখিতে আরম্ভ করিয়া একবার মনে হইল আমিত মহাত্মার অনিচ্ছাবশতও চিকিৎসার ব্যয়গুলিন তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিয়াছি আর কৃতজ্ঞতা লিখিবার প্রয়োজন কি? এবং যাহা অদেয় * যাহা স্থিররাজলক্ষ্মীপ্রদ এবং অন্তে মোক্ষদায়ক লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র তাঁহাকে তাঁহা সমর্পণ করিয়া একবারেই ঋণে মুক্ত হইয়াছি। ভাবিতে ভাবিতে পাপাঞ্জনে দেহ লিপ্ত হইতে লাগিল। অকৃতজ্ঞতা অগ্নিশিখায় ব্রহ্মরন্ধ্র দগ্ধ হইতে লাগিল। বলিলাম ধিক আমার অকৃতজ্ঞ যবন জীবনে, আমি যতই কেন না জীবনদাতাকে অদেয় ধন সমর্পণ করিয়া থাকি; কিছুতেই তাঁহার নিকট চিরজীবনে আমার ঋণ পরিশোধ হইবে না, তাহাই কৃতজ্ঞতার স্বরূপ এই কাতন্ত্র লিখিয়া তাঁহার দেহার্দ্ধভাগিনীকে সমর্পণ করিল্যাম, আমি টোলের ছাত্র, টোলের অধ্যাপক, গৌড়ীয় সাধুভাষা লিখিতে ভাল জানিনা, পাঠকমহাশয়গণ আপনারা সানুকম্পী হইয়া ইহার কেবল কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করিলেই আমার জীবন সফল হইবে।

কৃতজ্ঞ শ্রীবিশ্বেশ্বর ভাগবতাচার্য্য।

---

* "ন হ্যমূলা জনশ্রুতিঃ" জনশ্রুতি কখনও অমূলক হয় না কিম্বদন্তি বলে। লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র, শৃগালশৃঙ্গ, দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ, আকব্বরি মোহর, রাজলক্ষ্মীপ্রদ

শ্রীশ্রীশ্যামজীউ।

জিতেন্দ্রিয়।

আজ যে মহাত্মা জিতেন্দ্রিয় সাধু ৺রামকৃষ্ণ পাঠকের জীবনী সাধারণ সমাজে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তিনি পবিত্র গোতমবংশে জন্মগ্রহণ করেন। মহামনস্বি গোতমের পরিচয় ন্যায় দর্শন, সংহিতা ও পাতিব্রাত্যাদি বিবিধ শাস্ত্রেই বিস্তার রহিয়াছে এবং তৎপুত্র সতানন্দই যুগ-বিপর্য্যয় কর্ত্তা; অর্থাৎ যাহা হইতে সত্য দ্বাপর ত্রেতা কলি এই যুগ চতুষ্টয়ের ক্রম বিপর্য্যয় করিয়া সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এইরূপ যুগক্রম অদ্যাপিও প্রচলিত রহিয়াছে। এ বংশের পবিত্রতা নিখিল ভুবনেই ব্যাপিত রহিয়াছে। ভগবান নারায়ণ গৌতমকুলে বুদ্ধরূপে আবির্ভূত হইয়া "অহিংসাপরম ধর্ম্ম" বিস্তারিয়া বিশ্ব উদ্ধার করিয়াছিলেন। এবং কুরুপাণ্ডবের আদি গুরু কৃপাচার্য্য এই গৌতমকুল-সম্ভূত হইয়া ব্রাহ্মণের ধনুর্বিদ্যা ব্যবসায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। এখনও এই কলিকালে ধর্ম্মবিপ্লব সময়েও গৌতমকুলে বহু মহাত্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যাঁহাদের অগ্রগণ্য কুলপাবন চৈতন্যপ্রিয় গঙ্গাকুমার মিশ্র (চৈতন্য যাঁহাকে বৈষ্ণবানন্দ উপাধি দিয়া নিজ সঙ্গী করিয়াছিলেন) ঘোর যবন বিপ্লব সমকালীন গৌতম গঙ্গাকুমার ধর্ম্মরক্ষাভয়ে কণৌজ হইতে দুর্গম কোটালীপাড়া নগরে আসিয়া বাস করেন। ঐ স্থানে ভট্টকানন নামে একটী প্রসিদ্ধ বন ছিল।

ঐ কাননে বৈষ্ণবানন্দ বিষ্ণুর নৃসিংহরূপ চিন্তা করিতেন; এবং প্রতিনিয়তই ঐ বনে বসিয়া নিশাচৌর নামে একটী দানবেরও উপাসনা করিতেন। কদাচিত আনুসঙ্গিক সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া নিশাচৌর হাসিতে হাসিতে বলিলেন হে গঙ্গাকুমার! তোমার পরিচর্য্যায় আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। অতএবতুমি কোনও অভিলষিত বিষয় আমার নিকট প্রার্থনা কর। এই বাক্য শ্রবণান্তর গঙ্গাকুমার বলিলেন, "দানব! তোমার নিকট আর কি প্রার্থনা করিব? যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক, তাহা হইলে কৃপা করিয়া বলিয়া দাও, ঘোর কলিকালে জীবের সংসার সাগর নিস্তারের কি উপায়? নিশাচৌর প্রসন্ন বদনে বলিতে লাগিলেন "জীব যে আশ্রয়ে ঘোর সংসার সাগর পার হইবে, সে ভবকর্ণধার অদ্যাপিও আবির্ভূত হন্ নাই; যে দিন গঙ্গার পশ্চিম তীরে শ্রীধাম নবদ্বীপে শচী দেবীর গর্ভে চৈতন্য দেব আবির্ভূত হইবেন, সেই দিন হইতেই জীবের সংসার-সাগর নিস্তারের উপায় হইবেক। অতএব তুমি অদ্য হইতেই প্রাণায়াম যোগাবলম্বন করিয়া দীর্ঘজীবী হওয়ার চেষ্টা কর"। ইহা বলিয়া দানব অন্তর্হিত হইলে গঙ্গাকুমার প্রাণায়াম যোগদ্বারা তিনশতবর্ষ পর্য্যন্ত আয়ুর্ব্বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ক্রমে চৈতন্যদেব নবদ্বীপে আবির্ভূত হইলে গঙ্গাকুমার আসিয়া চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস সমকালীন দণ্ডগ্রহণ করিলেন। চৈতন্যদেব নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবন ভ্রমণ পূর্ব্বক পুরুষোত্তমক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে প্রভু নীলাচল গমন কালীন গঙ্গাকুমারকে "বৈষ্ণবানন্দ" উপাধি প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার বৃন্দাবনে সমাধি করিতে আদেশ করিলেন। বৈষ্ণবানন্দ প্রভুর অনুজ্ঞাক্রমে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া গোবিন্দচরণ লাভ করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণবানন্দ মিশ্রের বৈষ্ণবত্ব বিষয় বৈদিক সমাজে বহুরূপ কিম্বদন্তি রহিয়াছে। বৈষ্ণব চূড়ামণি বৈষ্ণবানন্দ রাঢ়, গৌড়, বঙ্গে ঘোর যবন দুঃশাসনে আর্য্যশাস্ত্র বিলোপ হইলে কান্যকুব্জ দেশ হইতে আসিয়া উক্ত দেশত্রয়ে প্রথমতঃ বৈষ্ণবধর্ম্মের পুনঃ সংস্কার করিয়াছিলেন। উক্ত দেশত্রয়ে প্রায় ব্রাহ্মণত্ব বিলোপ হইলে বৈষ্ণবানন্দ আসিয়া দেখিলেন, উৎকলের পণ্ড ব্রাহ্মণেরা এই দেশত্রয় আক্রমণ করিয়া বৈদিক নামে এ দেশে সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণত্ব পাইয়াছেন। প্রায় পৌরাণিক, বৈদিক ক্রিয়ার লোপাপত্তি হইয়াছে; কেবল আদিসুর সমানিত ব্রাহ্মণেরা তান্ত্রিক কার্য্যের ঈষৎ অনুষ্ঠান করিতেছে। গৃহে গৃহে সততই পশুহিংসার অনুষ্ঠান; কিবা উত্তমবর্ণ ব্রাহ্মণ কিবা অধমজাতি চণ্ডাল সকলেই মৎস্য মাংস ভোজনে অত্যন্ত তমপ্রকৃতি হইয়া উঠিয়াছে। সকল সমাজেই দস্যুবৃত্তি, চৌর্য্যবৃত্তি, লাম্পট্য নিত্য ব্যবসায় পরিগণিত হইতেছে। কে ভূস্বামী, কে দস্যু, কে চোর, কে লম্পট, কে গুরু, কে পুরোহিত, কিবা নিন্দনীয় কার্য্য, কিবা প্রসংশনীয় কার্য্য কিছুরই প্রভেদ লক্ষ্য হইতেছে না, এই দেখিয়া বৈষ্ণবানন্দ ভগবদ্ভক্তির উপদেশে, ক্রমে সনাতন ধর্ম্ম স্থাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুদিন মধ্যেই পূর্ব্ববৎ হরিভক্তি পল্লবিতা হইতে লাগিল। কিন্তু যে স্থানে প্রেম সে স্থানে বিরহ, যে স্থানে সুখ সে স্থানেই দুঃখ, যে স্থানে সদ্ভাব সে স্থানেই অসদ্ভাব, যে স্থানে ভক্তি সে স্থানেই পাষণ্ডতা হইয়া থাকে। বৈষ্ণবানন্দ হরিভক্তি উপদেশে দেশত্রয় বৈষ্ণব করিতে লাগিলেন, কিন্তু নিজের জামাতা যশোধর মিশ্র যে ঘোর কৌলধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন তাহা তিনি স্বপ্নেও একবার

মনে করিতেন না। বৈষ্ণবানন্দ পশু পক্ষী বিক্রয় করিতে দেখিলেই দ্বিগুণ মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া লইতেন। ইহাই বৈষ্ণব শিরোমণির স্বোপার্জ্জিত বিত্তের একমাত্র কর্ত্তব্য ছিল।

মহাত্মা, মেষ, মহিষ, ছাগ, মৃগ, গো, কুক্কুট প্রভৃতি পশু পক্ষী ক্রয় করিয়া একটি উদ্যান মধ্যে উহাদিগকে প্রতিপালন করিতেন। যৎকালে কান্যকুব্জ হইতে সাধু গৌড়ে সমাগমন করেন তৎকালীন দস্যুভয়ে মহাবলপরাক্রান্ত সাতটি চণ্ডালবীর এবং জামাতা যশোধর মিশ্র, পত্নী হরিপ্রিয়া, কন্যা ব্রহ্মাণীর সহিত এদেশে আসিয়াছিলেন। এই পাষণ্ড-রাজ্য শাসন করিতে বহুকাল অতীত হইলে একরূপ মিশ্র মহাশয়ের এদেশ দ্বিতীয় নিবাস স্থান হইয়া উঠিল। সৎ স্বভাব বৈষ্ণব প্রায় নানা স্থানেই ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। ভট্টকাননে উঁহার অল্প কালমাত্রই অবস্থান হইত। বৈষ্ণবানন্দ হরিনাম উপদেশ করিতে গৃহ হইতে দেশ দেশান্তরে বহির্গত হইলে জামাতা যশোধর মিশ্র বৈষ্ণবের প্রতিপালিত ছাগ, মেষ, মৃগ প্রতি দিন এক একটি করিয়া উদরসাৎ পূর্ব্বক ভট্টকানন প্রায় পশুশূন্য করিয়া তুলিলেন। কেবল জাতিরক্ষা ভয়ে গো, মহিষ, কুক্কুট এই কয়েকটিকে পাত্রাবশিষ্ট প্রসাদের ন্যায় মাত্র রক্ষা করিলেন। কন্যা ব্রহ্মাণী, রক্ষক সপ্তচণ্ডাল, পত্নী হরিপ্রিয়া দারুণ ব্যাপার জানিতে পারিয়া যশোধরকে শাসন করিয়া বলিল,—আপনি কি করিতেছেন, মিশ্র ঠাকুরের এত যত্নের প্রতিপালিত পশুগণ একেবারে উদরসাৎ করিলেন। যশোধর বলিলেন তোমারা একথা মিশ্র ঠাকুরকে প্রকাশ করিও না; বলিও ভট্টকাননে ব্যাঘ্র প্রবেশ করিয়া ঐ পশুদিগকে সংহার করিয়াছে। যশোধরের সে বঞ্চনাবাক্যে কেহই শান্ত হইল না,

কোন সময়ে মিশ্রঠাকুর গৃহে আসিলে উঁহারা যশোধরের দারুণ ব্যাপার প্রকাশ করিয়া দিল। মিশ্রঠাকুর হা নারায়ণ বলিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন এবং ব্রহ্মাণীকে বলিলেন, মা ব্রহ্মাণি! স্ত্রীজাতির পতি বিনা ভবসমুদ্র নিস্তারের অন্য গতি নাই, অতএব তুমি যশোধরের সহিত নিজ গৃহেই বাস করিও, আর আমার গৃহে কদাচ আগমন করিও না, এবং আমি তোমাদের দম্পতি দ্বয়ের মুখাবলোকন করিব না। এই বলিয়া ব্রহ্মাণীর ভবন হইতে বিষ্ণবানন্দের ভবন পর্য্যন্ত একটি জাঙ্গাল নামক প্রসিদ্ধ বিস্তারিত যে পথ ছিল সপ্তচণ্ডাল দ্বারায় তাহার কিয়দংশ ভগ্ন করিয়া দিলেন; অদ্যাপিও উক্ত নগরে ঐ পথের ভগ্নাবশিষ্ট কিয়দংশ লক্ষ্য হইয়া থাকে। সাধারণ জনে উহাকে ব্রহ্মাণীর জাঙ্গাল বলিয়া উল্লেখ করিতেছে। বিষ্ণবানন্দের এইরূপ বহুবিধ উপদেশগর্ভ আখ্যায়িকা পাশ্চাত্য সমাজে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে।

শাক্ত বাণেশ্বর ঐ কুলের কুলপ্রদীপ। মহাত্মার পিতামহ হৃদয়ানন্দ আচার্য্যকে ঢাকা নগর নিবাসী ঠাকুর ভিকনলাল পারক কোটালিপাড়ান্তর্গত রতাল গ্রাম হইতে আনিয়া মন্দার গ্রামে সংস্থাপন পূর্ব্বক ১ দ্রোণ ১৪ কানি ভূমি ব্রহ্মত্র প্রদান করিয়া বাস করান। হৃদয়ানন্দ মিশ্রের পুত্র রামকৃষ্ণ ন্যায়পঞ্চানন; তাহার পুত্র রামজীবন ন্যায়বাগীশ ও যাদবেন্দ্র বিদ্যালঙ্কার (প্রসঙ্গাধীন রামজীবনের বংশ উল্লেখ হইবে)। যাদবেন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের তিন পুত্র--রাঘবেন্দ্র বেদাচার্য্য, বাণেশ্বর পাঠক এবং রামশরণ চক্রবর্ত্তী। মন্দারপুরের নিকট বীরমোহন গ্রামে বীরমোহন চতুর্ধুরী বাড়িতে অগ্নিহোত্রি যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইল। মধ্যাবস্থাতে বেদক্রিয়া-পারগ ব্রাহ্মণের অত্যন্ত অভাব ছিল

একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রাঘবেন্দ্র ভাগ্যবশতঃ বেদশাস্ত্র জানিতেন। চতুর্ধুরী রাঘবেন্দ্রকে হোতৃপদে বরণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। যজ্ঞের দিন রাঘবেন্দ্র এবং জেঠা রামজীবন, চৌধুরীর বাড়ী উপস্থিত হইয়া চৌধুরীকে বলিলেন আমায় পরিত্যাগ করিয়া রাঘবকে হোতৃপদে বরণ করা তোমার অত্যন্ত অনুচিৎ। চতুর্ধুরী বলিলেন রাঘবেন্দ্র বলিয়াছেন আপনাদিগের বৈদিকক্রিয়া শিক্ষা নাই; রাঘবেন্দ্র বেদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সুতরাং উহাকেই আচার্য্যপদে বরণ করা উচিৎ। রামজীবন ক্রোধে বলিলেন, উত্তম, বিচার করা যাক্; বেদ বিচারে আমি পরাজিত হইলে, অবশ্যই পরাঙ্মুখ হইব, এই বলিয়া রাঘবের প্রতি দশকর্ম্মদর্শনের প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। রাঘব হাসিয়া বলিলেন জেঠামহাশয়, এই দশকর্ম্মদর্শনের বিচারে হোতৃপদে বরণ হওয়া যায় না; উহাতে কেবল যজমান বঞ্চনা করিয়া সর্ব্বস্ব হরণ করা যায়। ফলতঃ রাঢ়, গৌড়, বঙ্গে, সর্ব্বদর্শন লোপ পাইয়া দশকর্ম্মদর্শনই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সে বিষয় বর্ণনা করা অতি বাহুল্য মাত্র।

সপ্তদ্বীপের অতীত নবদ্বীপধাম ধর্ম্মের রত্নাকর সমুদ্রবিশেষ। সমুদ্র হইলেই তাহাতে কুম্ভীর প্রভৃতি জলজন্তু, হলাহল বিষ এবং নানাবিধ অমূল্যরত্ন সকলেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে। নবদ্বীপ রত্নাকর হইতে শ্রীচৈতন্য অমূল্যরত্ন, নানাশাস্ত্র প্রসবিনী সরস্বতী প্রভৃতি অনেক অমূল্য নিধি ভারতবাসী লাভ করিয়াছেন। ভূলোকে নবদ্বীপ গোলোক ধাম। যে কান্যকুব্জ প্রভৃতি আর্য্যস্থান নিবাসী জনগণ গৌড়ের সতত কুৎসা করিতেন, শ্রীচৈতন্যদেব প্রসাদে সেই সমস্ত দেশ-নিবাসী জনেরা অবনত মস্তকে কৃতাঞ্জলি হইয়া নবদ্বীপে ছাত্রতা স্বীকার

পূর্ব্বক জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। নবদ্বীপ রত্নাকরের গুণ বর্ণন করা মাদৃশ অল্পমতির অত্যন্ত অসাধ্য। যথামতি এ পর্য্যন্তই নবদ্বীপ রত্নাকরের রত্নবিষয় অবশেষ হইল।

কিন্তু রত্নাকর হইতে যে সকল গরল উত্থিত হইয়াছিল, তাহা উল্লিখিত হইতেছে। যথা—সততই পরশ্রীকাতর হইয়া প্রায় পণ্ডিতাপণ্ডিত জনগণ মাত্রেই পরস্পর উপহাস করিতেন ইহাই স্থাবর বিষ, এবং বিষ্ণু-পরায়ণ পণ্ডিতেরা শক্তি-পরায়ণ পণ্ডিতদিগের সততই হিংসা করিতেন এবং শক্তি পরায়ণেরা বিষ্ণুপরায়ণদিগের সততই দ্রোহাচরণ করিতেন, ইহার প্রথমটি হলাহল দ্বিতীয়টি কালকুট।

তথাচ মদ্ভক্তঃ শঙ্কর দ্বেষী মদ্দ্বেষী শঙ্করপ্রিয়ঃ।
কুত্রাপি ন বিমুক্তঃস্যাৎ রৌরবং নরকমূব্রজেৎ॥

অর্থাৎ হরি বলিয়াছেন, হে নারদ! যে বৈষ্ণব আমায় ভক্তি করিয়া শঙ্করের দ্বেষাচরণ করিয়া থাকে, এবং শঙ্করের ভক্ত হইয়া আমার দ্বেষাচরণ করে; এইরূপ উভয় সাধকের কোন লোকেই মুক্ত হইবার সম্ভব নাই। ইহাদিগকে নিশ্চয়ই রৌরব নরকে অবস্থান করিতে হয়।

নবদ্বীপে ন্যায়, স্মৃতি, শাঙ্খ্য, পূর্ব্বমিমাংসা, আগম, নিগম, জামল, পুরাণ, তন্ত্র, কাব্য, ইতিহাস, পাতঞ্জল, বৈশেষিক,, গান্ধব্য, ধনুর্ব্বেদ,আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্রের কিছুই অভাব ছিল না। কেবল কতকগুলি অসৎ ব্যবহারের দ্বারা ইহাই বোধ হইতেছে যে নবদ্বীপে উপনিষদ শাস্ত্রের অত্যন্ত অভাব হইয়াছিল। অনেক ইতিহাসে নবদ্বীপের বেদান্তাভাবের বিলক্ষণ পরিচয় বোধ হইতেছে। কোন সময়ে নবদ্বীপ সভায় পাশ্চাত্য হইতে বৈদান্তিক উপস্থিত হইলেই বেদান্ত বিচার না করিয়া গোপাল

ভাঁড় এবং রামচঙ্গি প্রভৃতি বিদূষক, তোষামোদক দ্বারা বৈদান্তিক পণ্ডিতকে অপমান করিয়া বিদায় করা হইত। কোন সময়ে নবদ্বীপে পাশ্চাত্য হইতে একটি বৈদান্তিক উপস্থিত হইয়া রাজসভায় বিচার প্রার্থনা করিল। গোপাল ভাঁড় প্রভৃতি বিদূষকেরা বৈদান্তিককে অনুকরণ করিয়া বেদ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। যথা—"শ্বানম্ শ্বানম্ চতুষ্পাদম্ মুদ্‌গালে ত্রিপাদম্ ঘুম" এবং "কটু তলেন মুড়িম্ গচ্ছচায়তে পলাণ্ডেন পচানেটা মশ্মীয়াৎ" ইত্যাদি কৃত্রিম বেদ পাঠ করিয়া বৈদান্তিককে সকলে একত্রিত হইয়া পরাভব করিয়া দিতেন। সুতরাং বৈদান্তিক মাত্রেই নবদ্বীপে আসিয়া কেহ বেদালাপ করিতে পারিত না। নবদ্বীপ নিবাসী পণ্ডিতেরা বেদশাস্ত্র অভ্যাসের যত্ন করিতেন না; কেহ আসিয়া আলোচনা করিলেও তাঁহাকে অপমান করিয়া বিদায় করিতেন, নিতরাং বৈদিক ক্রিয়া এবং বৈদিক জ্ঞান এবং বৈদিক মোক্ষ শাস্ত্র একেবারেই বিলোপ হইয়াছিল। তৎকালে নবদ্বীপাধীন উক্ত দেশত্রয় নবদ্বীপে যে আচরণ হইত তাহারই অনুকরণ করিতে ভাল বাসিতেন, কাজে কাজেই সকল দেশের বৈদিক ক্রিয়া বিলোপ হইয়া তান্ত্রিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইত।

যে পাঠক নবদ্বীপ রত্নাকরের ত্রিবিধ বিষের বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইবেন তাঁহার উচিত একটিবার নবদ্বীপ প্রভৃতি সপ্তগ্রাম ভ্রমণ করিয়া বিদ্রূপ গরলের পরীক্ষা করা। তাহা হইলেই জানিতে পারিবেন ঐরূপ বিদ্রূপ গরল দেশত্রয়কে প্লাবিত করিয়াছে কি না। বিদ্রূপ গরলের তরঙ্গ অদ্যাপিও সপ্তগ্রামে নিবৃত্ত হয় নাই। শ্বশুর পুত্রবধুকে, ভ্রাতা ভগ্নীকে, পিতা কন্যাকে রসের সহিত বিদ্রূপ করিয়া পরম আনন্দ লাভ

করিতেছেন। পাঠক মহাশয়! অত্যন্ত অশ্লীল বিষয় বলিয়া ঐ বিদ্রূপ উল্লেখ করিতে পারিলাম না।

নবদ্বীপ রত্নাকরের গরলে যে কেবল দেশত্রয়কে প্লাবিত করিয়াছিল ইহা নয়। ঐ রত্নাকর হইতে ঘোর তান্ত্রিক বাড়-বানলও উত্থিত হইয়া বহুস্থান দগ্ধ করিয়াছিল। তৎকালের পণ্ডিতেরা নিজের অনভিমতে কোন কার্য্য উপস্থিত হইলেই কথায় কথায় প্রাণীমাত্রকেই ষট্‌কর্ম্মের দ্বারা সংহার করিতেন।

রাঘব এক মাত্রই মন্দার গ্রামে বেদাচার্য্য হইয়াছিলেন। জেঠা রামজীবন এ কারণ রাঘবকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

যে পাঠক এ বিষয় জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি একবার প্রাচীন ভুস্বামীগণের ইতিহাস পাঠ করিলেই অবগত হইতে পারিবেন। যজমানগণ রাঘবের সযৌক্তিক বৈদিক বাক্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া রাঘবকে আচার্য্যপদে বরণ করিলেন। জেঠা অভিমানে বিমুখ হইয়া মন্দার গ্রামে উপস্থিত হইলেন; পর দিন প্রাতেই রাঘবের প্রতি মারণ প্রয়োগ করিলেন। এদিকে রাঘব যজ্ঞ সমাপন করিয়া যে দিন বাটী উপস্থিত হইলেন, সেই দিন জেঠামহাশয়েরও মারণক্রিয়ার পূর্ণাহুতি হইল। উপস্থিত মাত্রেই রাঘবেন্দ্র রুধির বমন করিয়া ধরা-তলে শয়ন করিলেন; জেঠা জেঠাইকে বলিলেন "রামভদ্রের মা কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে হাঁড়ি ফেলিয়া দেও।" যাদবেন্দ্র রাঘবকে কোলে করিয়া বলিলেন রাঘব কি হইয়াছে বাপ! হঠাৎ কেন অবসন্ন কলেবর হইতেছ?

রাঘব বলিলেন বাবা আর কি বলিব, আমায় ব্রহ্মরাক্ষসে গ্রাস করিয়াছে। জেঠা মহাশয় অগ্নিহোত্রী যজ্ঞে হোতৃপদ-

চ্যুত হইয়া নিশ্চয়ই আমার প্রতি মারণ প্রয়োগ করিয়াছেন; আর আমার নিস্তারের প্রত্যাশা নাই। কোথায় মা শীঘ্র নিকটে আগমন কর;—জন্মের মতন একবার মা বলিয়া বিদায় হই। রাঘবের মাতা বিবৎসা গাভীর ন্যায় বেগে আসিয়া পতিতা হইলেন, এবং রাঘবের মস্তকটি ক্রোড়ে লইয়া সজলনয়নে বলিতে লাগিলেন। বাপ রাঘব! কি সর্ব্বনাশ হইল,—আহা! দেখিতে দেখিতে একবার কর্পূরপিণ্ডের ন্যায় কলেবর বিলীন হইতে লাগিল। বাপ কি হইয়াছে বল? তুমিত আবার ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হও নাই। কারণরাশি একত্রিত হইয়া একটী কার্য্য সাধন হয়। রাঘবেন্দ্র যে কেবল জেঠার অভিচারে বিনষ্ট হইয়াছিলেন তাহা নয়। ইনি ইতিপূর্ব্বে কোন এক সন্ন্যাসীকে বেদালাপে পরাজয় করিয়া অল্প আয়ু সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এতদিনে রামজীবন হইতে তাহাই সম্পন্ন হইল।

রাঘব মৃদুস্বরে বলিলেন, মা আমায় ব্রহ্মরাক্ষসে দংশন করিয়াছে। আমার জেঠামহাশয় আমার প্রতি মারণ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া রাঘবের জনক-জননী রামজীবনের চরণ ধারণ করিয়া বলিলেন, দাদা! অবিচারে আমার রাঘবকে সংহার করিতেছেন; আমার রাঘবের কোন অপরাধ নাই; যজমান আগ্রহতার সহিত রাঘবকে হোতৃপদে বরণ করিয়াছে বলিয়া কি ব্রহ্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছেন? ক্রোধ হইলে কি একেবারেই পণ্ডিতেরও জ্ঞান বিদূরিত হইয়া যায়। তুমি পণ্ডিত হইয়া ক্রোধ বশতঃ জ্ঞাতি এবং ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিতেছ, সাধুর ক্ষমাই ভূষণ; অনুগ্রহ করিয়া আমায় পুত্র ভিক্ষা দাও। ভ্রাতৃপুত্র এবং নিজপুত্র ইহা-

দিগের ধর্ম্মশাস্ত্রেতেও প্রভেদ উল্লেখ নাই ; আপনি কিরূপে মমতা পরিত্যাগ করিয়া এমন দারুণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। রামজীবন মদাঘূর্ণিত আরক্তিম নয়নে দন্ত কটমট ধ্বনি করিয়া কর্কশ স্বরে বলিলেন, কি বলিতেছিস কুষ্মাণ্ড, রাঘবের আর নিস্তার নাই—তোমার রাঘব পশুটীকে মহামায়া ভদ্রকালীকে নিবেদন করিয়াছি, এখন কি হইয়াছে ? এখনো তোমার উপযুক্ত ফল প্রদান করি নাই ; এইরূপ একাদিক্রমে তোমার পুত্র ত্রয়কেই মাহামায়া ভদ্রকালীকে উৎসর্গ করিয়া তোমার জলপিণ্ড বিলোপ করিব। পামর, আমায় যজ্ঞবেদী হইতে এ জন্মের মত বিদূরিত করিয়াছে, রাঘব জীবিত থাকিলে ক্রমে ক্রমেই বৈদিক মতে যজ্ঞাদি ক্রিয়া প্রচলিত হইতে থাকিবে। তবে আর আমাদিগের দশকর্ম্মদর্শনমতে কোন কার্য্যই প্রচলিত হইবে না ; অতএব উহাকে সংহার করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। এই কথা বলিতে বলিতেই রাঘবের প্রাণ কণ্ঠাগত, যাদবেন্দ্র পত্নির সহিত "হা রাঘব" বলিয়া ধরায় পতিত হইলেন। রাঘব বলিলেন বাবা যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে, পুত্রশোকে কাতর হইয়া যেন ধর্ম্ম হারাইবেন না। যদি একদিনের নিমিত্তও শ্যামা চরণে জবা বিল্বদল সমর্পণ করিয়া থাকি, তবে বলিলাম ঐ ব্রহ্মরাক্ষস পুত্রশোকে দগ্ধ কলেবর হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিবে। শ্যামা শিববল্লভে ! পতিতে চরণে স্থান দিও মা এই বলিয়াই উত্তারনয়ন হইলেন। এদিকে বাণেশ্বর রামশরণ উভয় ভ্রাতা রাঘবের দাহের উদেযাগ করিলেন, রাঘবপত্নি পতির বিরহে কাতর হইয়া সহমরণ সংকল্প করিলেন, এবং আবরোধে সহমরণ বিধানে দম্পতির দাহকার্য্য সম্পন্ন হইল। পরে যথা সময়ে ঔর্দ্ধদেহিক সম্পন্ন করিয়া বাণেশ্বর এবং

রামশরণ উভয়ে উভয়কে না বলিয়া যথেষ্ট দেশে গমন করিতে লাগিলেন।

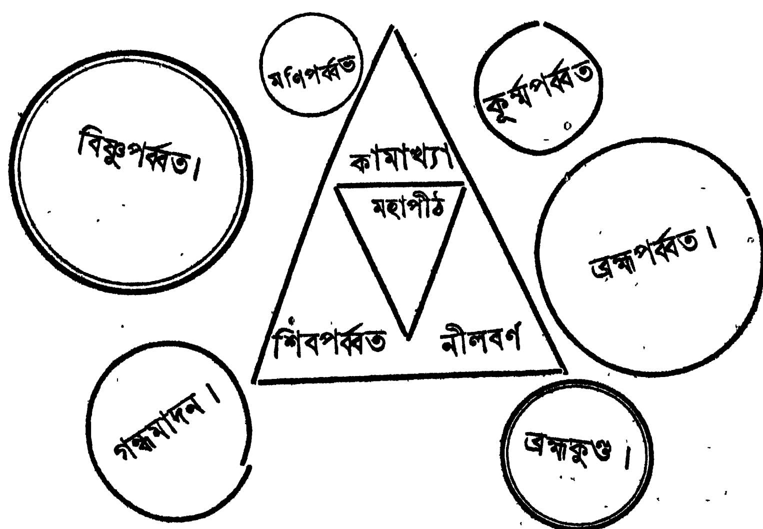
বাণেশ্বর ও রামশরণ জ্ঞাতি ভয়ে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। বৃদ্ধ পিতা মাতার দুঃখের আর অবশেষ রহিল না; জীবিত এবং মৃতপুত্রের শোকে কাঁদিতে কাঁদিতে দুইজনের চক্ষু অন্ধতা প্রাপ্ত হইল। এদিকে বাণেশ্বর জ্ঞাতিভয়ে সচকিত-ভাবে পলায়ন করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন একটি যুবা পথিক আসিয়া তাহার সঙ্গী হইল। বাণেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাই পথিক! তুমি কোথায় যাইবে,তোমার নাম কি? পথিক বলিল ভাই আমার নাম নিমারাম আমি ধনীকুলে জন্মিয়াছি; বাণিজ্যকার্য্যে আমার মনোনিবেশ হইতেছে না, এই দোষে পিতা আমায় পরিত্যাগ করিয়াছেন; কি করিব অনন্য গতিক, তাই এই বনপথে ভ্রমণ করিতেছি। তুমি একাকী ভয়ে ভয়ে নিবিড় বনে কেন বিচরণ করিতেছ? জাতি ব্রাহ্মণ বলিয়া বোধ হইতেছে, তোমার পরিচয় দিয়া আমাকে নির্ভীত করিয়া বন্ধুত্বে গ্রহণ কর। বাণেশ্বর বলিলেন, ভাই আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ, আমার নাম বাণেশ্বর, কুমারনদের দক্ষিণভাগে মন্দার নগরে আমার বাসস্থান। আমার জ্যেষ্ঠপিতৃব্য আমার অগ্রজকে অভিচার প্রয়োগ দ্বারায় সংহার করিয়াছেন। অতএব আমি স্বীয় প্রাণভয়ে বৃদ্ধ পিতা মাতা এবং তরুণী ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়া নিবিড় বনে প্রবেশ করিয়াছি। তুমি আমার বন্ধু হইলে, এবং আমিও তোমার বন্ধু হইলাম। চল আমরা এই খলরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন দেশে প্রস্থান করি। এই বলিয়া সুরথ রাজা এবং সমাধি বৈশ্যের ন্যায় তাঁহারা উভয়ে ক্রমে উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগি-

লেন। উভয়েই সুকণ্ঠ এবং সঙ্গীতে বিশারদ ছিলেন। সঙ্গীত বিদ্যাবলেই দৈনন্দিন জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া ক্রমে মহাপীঠ কামাখ্যায় উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, আশ্চর্য্য কামাখ্যা দেবীর মোক্ষধাম, ভূতলে আবির্ভূত হইয়াছে। তথায় সেবকেরা যাত্রিকের শ্রদ্ধা বৃদ্ধির কারণ উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে।

"মনোভব গুহা মধ্যে রক্ত পাষাণ রূপিণী।
তস্যাস্পর্শনমাত্রেণ পুনর্জ্জন্ম নবিদ্যতে॥"

এই বচন পাঠ করিতেছে। গিরি-গুহা মধ্যে পীঠ ত্রিকোণাকার, এক কোণে উমানন্দ ভৈরব, পরমানন্দে শূলপাণী হইয়া গৌরী পীঠ রক্ষা করিতেছেন। অপরদিকে নীলমাধব চক্রপাণী হইয়া পরম পীঠের স্তব করিতেছেন। গৌরী পীঠের সন্মুখ কোণে স্বয়ং কামরূপ অর্দ্ধ নিমীলিত লোচনে মুল প্রকৃতির ধ্যান করিতেছেন, এবং দেখিতেছেন পূর্ব্বে ব্রহ্ম পর্ব্বত, পশ্চিমে বিষ্ণু পর্ব্বত উভয়ের মধ্যে উদূখলাকৃতি, নীলবর্ণ শিবপর্ব্বত ত্রিকোণাকার, ঈশানে কূর্ম্ম পর্ব্বত, বায়ুকোণে মণিপর্ব্বত, নৈঋতে গন্ধমাদন এবং ব্রহ্ম পর্ব্বতের পূর্ব্বভাগে ভস্মাচলে কুব্জিকা পীঠে শক্তি শিবের সহিত যোনিরূপে অবস্থান। পীঠ দীর্ঘে ২১ অঙ্গুলী প্রস্থে এক বিঘত। দেবী পঞ্চরূপে অবস্থান করিতেছেন, যথা—কামাখ্যা, ত্রিপুরা, কামেশ্বরী, শারদা,মহৎসাহা, অষ্টদিকে অষ্ট যোগিনী গুপ্তকামা, শ্রীকামা, বিন্ধবাসিনী, কটীশ্বরী, ধনস্থা, পাদ দুর্গা, দীর্ঘেশ্বরী, প্রকটা এই সকলের সেবক বিষ্ণু, পীঠের উভয় পার্শ্বে লক্ষ্মী এবং সরস্বতী। শিব পর্ব্বতের পূর্ব্বদ্বারে সিদ্ধি গণেশ, বহিঃ প্রদেশে কল্পবৃক্ষ, কল্পলতা, অপরাজিতা বিরাজিতা ; তথায় বরাহ বিষ্ণু মধুকৈটভ বিনাশ

স্থানে স্বয়ং রহিয়াছেন, এবং তথায় ব্রহ্মকুণ্ড যাহা হইতে ব্রহ্মপুত্র নির্গত হইয়াছে, গয়াক্ষেত্র এবং কাশীক্ষেত্র দুই কুণ্ড রূপে রহিয়াছে; তন্নিকটে ইন্দ্রাদি নির্ম্মিত অমৃতকুণ্ড, তন্নিকটে কামেশ্বরকুণ্ড ও সিদ্ধিকুণ্ড, তন্নিকটে কেদারক্ষেত্র ও গুপ্তকুণ্ড। কামেশ্বর পর্ব্বতেলগ্ন শৈলপুত্রী কামাখ্যা, উভয়ের মধ্যে কাল রাত্রি এবং সদ্যোজাত অঘোর প্রভৃতি ভৈরবেরাও পীঠস্থান রক্ষা করিতেছে। মহাপীঠ উপলক্ষ করিয়া কোটীকোটী তীর্থই তথায় প্রকাশ রহিয়াছেন—তাহা জীবের দর্শনাসাধ্য ও বর্ণনাতীত।



এই প্রকারে সমস্তদর্শন করিয়া দেখিলেন, দেবীর প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি কুমারীগণ সিন্দুর চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া পীঠের চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতেছে। সিন্দুর বিভূষিত ভালদেশ সধবাগণ মাভৈঃ মাভৈঃরবে যেন কালভয় দমন করিতেছে। রুদ্রাক্ষমালা বিভূষিত নরকপালপাণি অম্বুলেপন বিলেপিত ভালদেশ,

কাসায় বসন পরিধায়ী শূলপাণি গৌরীপরায়ণেরা শ্যামা জয়ধ্বনি করিয়া পরমানন্দে মহামায়ার উপাসনা করিতেছে। মেষ, মহিষ, ছাগ প্রভৃতি মেধ্য পশুর বলিচ্ছিন্ন কলেবর হইতে নির্গত শোণিতে পীঠস্থল পঙ্কিল প্রায় হইয়া উঠিয়াছে। উপাসক মাত্রেই সুধাপানে প্রমত্ত, অরুণ নয়ন মদস্খলিতালাপে শ্যামার জয় বলিয়া কাল জয় করিতেছে। ত্রিদল বিল্বদল অরুণ জবা কুসুম অনুলেপন আর্দ্র করিয়া মহাপীঠে সমর্পণ পূর্ব্বক পূর্ব্ব পরাজ্জিত কর্ম্মবীজ উন্মূলিত করিতেছে। কত কত ভাগ্যবান্ জন, স্বর্ণ, রজত, হীরক, পট্টবসন আদি জগতের যে সকল উপাদেয় বস্তু তাহা আহরণ করিয়া গৌরীর প্রীতি সাধনের নিমিত্ত কুমারীগণকে সমর্পণপূর্ব্বক দেহের চরিতার্থতা সাধন করিতেছেন। নিমারামের সহিত বাণেশ্বর পরমানন্দে পরমপীঠ দর্শন স্পর্শন পূজা স্তব করিয়া মহাপীঠে বাস করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন প্রভাতে উঠিয়া জবা বিল্বদল আহরণ করিয়া দেবীর পাদপদ্মে সমর্পণ করিতেন, এবং সুস্বরে দুই বন্ধু একত্র হইয়া ভগবতীর গুণ গান করিতেন। এইরূপে একাদশবর্ষ অতীত হইল, কদাচিৎ বৃদ্ধ পিতা মাতা তরুণী ভার্য্যাকে স্মরণ করিয়া বাণেশ্বরের অশ্রু বিসর্জ্জন হইতে লাগিল; ঐ দেখিয়া নিমারাম জিজ্ঞাসা করিলেন। বন্ধু, কি মনে করিয়া তোমার গলদশ্রু হইতেছে? এই পরমানন্দ স্থান, নিরানন্দের ত কোন কারণ দেখিতেছি না! বাণেশ্বর বলিলেন, বন্ধু কি বলিব, আজ আমার হৃদয়ে বৃদ্ধ পিতা মাতা এবং প্রণয়িণীর অদর্শনাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। ধিক্ আমার পাষণ্ড জীবনে, আহা! নিষ্ঠুর পিতৃব্য আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে বিদ্যা বিদগ্ধ দেখিয়া মারণ প্রয়োগ করিয়া সংহার করিয়াছেন।

ন্ধ পিতা মাতা শোকসাগরে ভাসিতেছেন, যথা সর্ব্বস্ব যাজ্ঞিক জমানগণকে, পিতৃব্য আক্রমণ করিয়া উপসত্ব গ্রহণ করিতে ছন। অন্নাভাবে এবং অবশিষ্ঠ জীবিত সন্তানদ্বয়ের চির ন্দর্শনে অবশ্যই তাঁহারা জীবন ত্যাগ করিয়াছেন। শ্বশুরালয় নিবাসিনী প্রণয়িনী আমার বিরহে উন্মাদিনী হইয়াছে, আর জন্মভূমি দর্শন করিবার প্রত্যাশা নাই। আমি মূর্খের অগ্রগণ্য; পিতৃব্য এবং পিতৃব্য পুত্রগণ নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, দ্বিতীয়ত দেশে উপস্থিত হইয়াই বা কিরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিব, এ সংসারে গুণহীনের সমাদর করিতে কেহই বাধ্য নহে। যজমানগণ অবশ্যই বিদ্বান পুরোহিতকে যজ্ঞে বরণ না করিয়া কদাচ আমাকে বরণ করিবে না। বন্ধু কি বলিব এ নিগুর্ণ দেহে আর জীবন ধারণ করিতে বাসনা করি না। এই বাক্য শুনিয়া বন্ধু নিমারাম বহু হিতোপদেশ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া বলিল, বন্ধু আর কান্দিও না। দুর্গতি ভাবিয়া যদি সদা কালই শোক সাগরে নিমগ্ন রহিবে, তবে আর পরমানন্দময়ীর মহাপীঠে আসিয়া কি ফল হইল? ব্রাহ্মণের মুখে শুনিয়াছি জীবের দুর্গতি বিনাশ করেন বলিয়াই জগদম্বিকা দুর্গানাম ধরিয়াছেন। আর কান্দিও না; চল ভাই দুই বন্ধু একত্র হইয়া আনন্দময়ীর গুণগান আরম্ভ করি। ভগবতীর পবিত্র নাম গান করিলে কখন কোন জীবের দুর্গতি অবস্থান করিতে পারে না। ইহাই পরমগুরু পশুপতির শ্রীমুখ বাক্য। বাণেশ্বর বন্ধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া মৌখিক (বন্ধুর বাক্যে) সম্মতি প্রকাশ করি- লেন। ক্রমে দিবাবসান হইল। ভয়ঙ্করী রাত্রি ঘন তম বসন পরিধান করিয়া, মহাপীঠ দর্শনে উপস্থিত হইলেন। উভয়েই

উপবাসী, জন্মভূমি চিন্তা করিয়া অত্যন্ত কাতর; ভগবতীর পূজা, স্তব, নামজপ করিতে করিতেই অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন; কিছুকাল মধ্যেই যোগনিদ্রার মায়াবলে বন্ধু নিমারাম নিদ্রিত হইলেন। কিন্তু বাণেশ্বর জনক-জননী চিন্তা করিয়া অত্যন্ত শোকাভিভূত হইলেও ক্ষুধা, নিদ্রা, ভয় কিছুতেই তাহাকে অভিভূত করিতে পারিল না। ভগবতীর প্রতি অত্যন্ত অভি-মান উপস্থিত, বন্ধুকে নিদ্রিত দেখিয়া মনে মনে স্থিরসিদ্ধান্ত হইল—জগদম্বিকার সেবকগণ, কুমারী, সাধক মহাপীঠনিবাসী সকলেই নিদ্রাতে অভিভূত; আমি অত্যন্ত কাপুরুষ, চণ্ডাল হইতেও নীচ, কর্ম্মচণ্ডাল, জননী বৃথা আমায় গর্ভে ধারণ করিয়া গর্ভযন্ত্রণা এবং প্রসুতি বেদনা অনুভব করিয়াছেন। যে আমি তুচ্ছ প্রাণভয়ে পরমগুরু পিতা মাতা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছি, আর পাপিষ্ঠ প্রাণ ধারণে কায নাই। সকলে নিদ্রিত। "এই সময় প্রাণ উৎসর্গ করিয়া যোগনিদ্রাক্ষেত্রে মহানিদ্রা শয্যায় শয়ন করি", এইরূপ সংকল্প করিয়া নিকটে দর্শন করিলেন, সন্ন্যাসীদিগের যজ্ঞাগ্নি বায়ুসহকারে দেদীপ্যমান হইয়াছে। এই অগ্নিতেই আমার প্রাণাহুতি প্রদান করিয়া মুল প্রকৃতি দুর্গতি বিনাশক দুর্গানামে কলঙ্ক আরোপণ করি; মা ত্রিভুবনেশ্বরি—পতিতপাবনি! জন্মের মতন এই তোমায় মা বলিয়া ডাকিলাম, আর শেষ বক্তব্য কিছুই নাই, কাপুরুষ কুসন্তানকে সুশীতল পাদপদ্মে স্থান প্রদান করিও, এই বলিয়া উর্দ্ধহস্ত হইয়া, "শ্যামা—অন্তে পতিতে চরণে স্থান দাও"; এই বলিয়াই অগ্নিতে পতনোন্মুখ। কিন্তু ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা বিনা উন্মেষ, নিমেষ, শ্বাস, প্রশ্বাস প্রভৃতি কোন কার্য্যই জীবের সম্পন্ন হইতে পারে না। বাণেশ্বর মনে করিয়াছিলেন অগ্নিতে

প্রাণাহুতি প্রদান করিয়া ভগবতী ব্রহ্মময়ীকে ব্রহ্মহত্যা সমর্পণ করিবেন, ভগবতীর অনিচ্ছাধীন জীবের অণুমাত্র কার্য্যও কদাচ সিদ্ধি হয় না বলিয়াই আত্মহত্যা দারুণ কার্য্যে দয়াময়ীর অনভিপ্রায় হেতু বাণেশ্বরের সঙ্কল্প সিদ্ধি হইল না। যেমন ঐ শব্দ উচ্চারণ করিলেন, অমনি দেখিলেন সম্মুখে এক অলৌকিক পুরুষ দণ্ডায়মান, মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় দেহ হইতে কিরণ নির্গত হইতেছে, অকলঙ্ক শশধরবরণ, বিচিত্র দ্বীপিচর্ম্ম পরিধায়ী, অগ্নিশিখার ন্যায় জাজ্জ্বল্যমান ত্রিশূলপাণি, কপালে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজিত, চন্দ্র সূর্য্যাগ্নি সদৃশ দেদীপ্যমান নয়ন ত্রয়, মুণ্ডমালা বিরাজিত বক্ষস্থল, নাগযজ্ঞোপবীতী জটা শটা লম্বিত নাভিদেশ, কপালপাণি বিভূতিভূষণ বলিলেন, কেরে মরিওনা, আমরা আসিয়াছি, অভিলাষ মাত্রই পূরণ করিব, এই বলিয়া ত্রিনয়ন বাণেশ্বরের দক্ষিণকর্ণে মহামন্ত্র প্রদান করিয়া বলিলেন, "বৎস! তোমার অদীক্ষিত কলেবর হেতু পর্ব্বতরাজনন্দিনী তোমার নয়নপথের অতিথি হয়েন নাই। ঐ দেখ গিরিকুমারী তোমায় কৃপা করিতে আসিয়াছেন।"

বাণেশ্বর জাগ্রৎ স্বপ্নের ন্যায় দেখিলেন, কে যেন মাতৃভাবে সুমধুর স্বরে "বাণেশ্বর বাণেশ্বর" বলিয়া ডাকিতেছেন! ভয়ানক সিংহপৃষ্ঠে দণ্ডায়মানা, বিল্বদলের ন্যায় শ্যামল কান্তি বিরাজিত কলেবর, খড়্গ বরাভয় নরকপাল চতুর্ভুজে শোভিত রহিয়াছে, অরুণবসন পরিধায়িনী, চন্দ্রাগ্নি সূর্য্যের ন্যায় ত্রিনয়ন বিরাজিত শ্রীমুখমণ্ডল, ভ্রূর ঊর্দ্ধদেশে অকলঙ্ক সুধাকর রেখা দেদীপ্যমান, সর্ব্বালঙ্কার বিভূষিতা, ঈষন্নীলবর্ণ আগুল্ফ লম্বিত কেশজাল, জগদম্বিকা ঈষদ্ধাস্যযুক্ত বদনে বলিতেছেন, বৎস বাণেশ্বর! প্রতিদিন তোমার মুখ হইতে আমার নিজ

গুণ-সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি, বৎস! আমি জ্ঞান, ধ্যান, জপ, হোমাদি অপেক্ষা আমার গুণগানে অত্যন্ত সন্তুষ্টা হইয়া থাকি। বৎস আর তোমায় হুতাশনে প্রাণাহুতি সমর্পণ করিয়া পূর্ণাহুতির প্রয়োজন নাই। তোমার অদীক্ষিত অনধিকারী দেহ দেখিয়া এত দিন প্রত্যক্ষ হইতে পারি নাই; ভয় নাই বৎস! যেহেতু তুমি পশু-পতি মুখ হইতে আমার মহামন্ত্র লাভ করিয়া নরোত্তম হই-য়াছ, সেই জন্য আমার ব্রহ্মরূপ দেখিতে সমর্থ হইলে।

বাণেশ্বর জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অবস্থাত্রয়ের অবিষয় এবং অবাঙ্মনস গোচর ব্রহ্মমূর্ত্তি দর্শন করিয়া মেঘমুক্ত মার্ত্তণ্ডের ন্যায় স্বপ্রকাশ লাভে শ্যামা, শিব প্রত্যেকের অষ্টোত্তর শত শ্লোক দ্বারা স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। শাক্ত বাণেশ্বর একটী প্রসিদ্ধ মূর্খের অগ্রগণ্য বলিয়া সমাজে বিখ্যাত ছিলেন, আনন্দময়ীর কৃপা লেশ মাত্র একবারে বাচস্পতিত্ব লাভ করি-লেন তাহা আশ্চর্য্য নহে, যে ত্রিভুবন নায়িকা, পরম শিবের সন্নিধান মাত্রই আনন্দের প্রতিবিম্ব ধারণ করিয়া যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ নির্গুণ পরম শিব তাহাকে জড়ময় জগতে আবদ্ধ করিয়া সততই অচেতন বিশ্বকে সচেতন করিতেছেন। সে আনন্দময়ীর কৃপায় মুর্খের বিশারদত্ব লাভ করা সর্ব্বোতো-ভাবে সঙ্গত বটে। অতএব বাণেশ্বরের মুখ নির্গত প্রলাপ বাক্যও স্বচ্ছন্দ সুকবিত্বভাবে নির্গত হইতে লাগিল। যেমন জগৎ বিভাকর মার্ত্তণ্ডের উদয় হইলেস্বভাবতই অন্ধকারাবলী পলায়ন করিতে থাকে, তেমনি নিত্য চৈতন্যময়ীর কৃপা হইলে দুর্মেধের মেধা, নির্ব্বুদ্ধির বুদ্ধি, মুকের বাক্‌শক্তি প্রভৃতি সকলই সঞ্চার হইয়া থকে। তখন বাণেশ্বর বাষ্প

গদ্গদবচনে, গলদশ্রু লোচনে, লোমাঞ্চিত কলেবরে, মহামায়া আদ্যাশক্তি কামাখ্যা দেবীর এবং পশুপতির স্তব করিতে লাগিলেন।

শ্যামা স্তব।

বন্দেঽহং ভববন্দিনীং ভয়হরাং শম্ভোর্মনোনন্দিনীং।
নিত্যাং ব্রহ্মময়ীং বিরিঞ্চিজসুতাং শ্রীমেনকানন্দিনীং॥
নন্দস্যাপি কুমারিকাং ত্রিজগতামম্বামজাং শঙ্করীং।
পাহিত্বং হরভাবিনি ত্রিনয়নে ক্ষেমঙ্করি ক্ষুদ্রকম্॥ ১॥

মাতস্ত্বচ্চরণং বিরিঞ্চি শরণং বিষ্ণোরভীষ্টপ্রদং।
আনন্দং সুখদং ভবাব্ধিতরণং সংসার দুঃখান্তকম্॥
দৃষ্টাতৎকৃপয়া কৃপাময়ি শিবে জীবোঽপি মুক্তিংগতঃ।
মাংপাহি ত্রিগুণে গুণাদি রহিতং দুঃখার্ণবাত্র্যম্বকে॥ ২॥

যৎপাদা বৃষয়ো বিহায় বিষয়ং ধ্যায়ন্তি গত্বাবনম্।
তে ধন্যা ধরণৌ গিরীন্দ্রতনয়ে প্রাপ্নুয়ুরিচ্ছাসুখম্॥
ক্ষুদ্রোঽহং সুখদে দ্বিজোমন্মধনং নালোকিতং ত্র্যম্বকে।
ত্বন্নাম্নাপিশিবেময়াভয়পদং প্রাপ্নোমি শম্ভোর্ধনম্॥ ৩॥

গৌরিত্বং নিজমায়য়া জগদিদং নির্ম্মায় মায়াময়ং।
হৃত্বাজ্ঞান ধনং মমাহমিতি যদ্দত্বাভ্রমং পার্ব্বতী॥
জীবং মোহয়সীশ্বরী পুনরিদং মিথ্যেতিবিদ্যাংসতি।
দায়ং দায়মমঙ্গলং ক্ষপয়সে ক্রীড়েতি নিত্যংতব॥ ৪॥

যস্ত্বাংব্রহ্মময়ীং ভজেদ্রিপুগণং জিত্বাশ্বযীণাং গতিম্।
সোঽপিত্বৎচরণং লভেৎসুখময়ং মোক্ষঞ্চ মোক্ষপ্রদে॥
যঃপাপীবিজয়েগতোভব ভয়ং ত্বৎপাদপদ্মং ত্যজেৎ।
দারিদ্র্যংনরকং সচাপিপরমে শোকংভয়ংপ্রাপ্নুয়াৎ॥ ৫॥

প্রাক্ত্বং শ্রীহরমোহিনী বিধিহরী রুদ্রঞ্চ সুত্বা সুতান্।
সৃষ্টৌপালনকে তথামরণকে ভীমেঽসতামাদিশঃ॥
ভূত্বাদক্ষসুতাসতী পশুপতিং কৃত্বাপতিং শ্যামলে।
ত্যক্ত্বাতৎকুণপং শিবাপকরণাৎ গৌরংবপুশ্চাদধঃ॥ ৬॥

কামাখ্যেবামকান্তে মদনহরবধূত্বম্মহেশী ভবানী।
দুর্গেদীনেদয়াঢ্যে দনুজকুলহরে সংহরেদংমমত্বম্॥
ত্বৎপাদেদেহিভক্তিং ত্বদিতরভজনে মাপ্রসক্তিংবিধেহি।
চান্তেত্বদ্দাস্যমুক্তিংবিতরতুগিরিজে ছিন্ধিপাশংত্বদীয়ম্॥৭॥

ত্বং বিদ্যা বুদ্ধিরূপা ভয়মলমভয়ং ত্বংসুখং ত্বংনিকৃষ্টা।
ত্বংনিদ্রাক্ষুৎপিপাসা ত্বমসিধৃতিমতী ত্বংবিভূতিঃশরণ্যে॥
হৃত্বাজ্ঞানংভবাব্ধৌ ক্ষিপসিজনগণান্ যান পুনস্ত্বংমহেশি।
দত্ত্বাজ্ঞানঞ্চতেভ্যো নয়সিনিজপুরং তারিণীদুঃখসঙ্ঘাৎ॥৮॥

শিবের স্তব।

নম আনন্দরূপায় গুরবে শিবরূপিণে।
কল্পবৃক্ষস্বভাবায় ত্র্যম্বকেশায় সাক্ষিণে॥॥ ১॥

নিত্যং যৎপদপল্লবং পরতমং ধ্যায়ন্তিবিষ্ণ্বাদয়ঃ।
যংশ্যামাগিরিনন্দিনী গুণময়ী ধ্যাত্বা প্রসূতেজগৎ॥

যচ্চক্ষুশ্চলনাৎ চলাচলমিদংজাতং ভৃশং লীয়তে।
নৌমিশ্রীগুরুরূপিণং গিরিপতিং তংত্র্যম্বকেশংশিবং ॥২॥

যো দৈত্যেন্দ্র গুরুংকবিং ভৃগুসুতং শাস্ত্রাম্বুধেঃ পারগং।
ভুক্ত্বা ক্ষুদ্র ফলোপমং পুনরহো মৃত্যুঞ্জয়ত্বংদদৌ ॥
যোঽন্ধং বিশ্বজিতং দয়াব্ধিরকরোৎ ভৃত্যংপ্রিয়ংভৃঙ্গিনং।
নৌমিশ্রীগুরুরূপিণং গিরিপতিং তংত্র্যম্বকেশংশিবং ॥৩॥

যঃ কন্দর্পরিপুং শঠং ত্রিজগতো নেত্রাগ্নিনা সংহরন্।
নাম্না কামপদে করোন্মনসিজং ত্রিগ্রামকং দগ্ধবান্ ॥
যোদুষ্টং দনুজং গজং মহিষজং শূলৈর্বিভিত্ত্বাহনৎ।
নৌমিশ্রীগুরুরূপিণং গিরিপতিং তং ত্র্যম্বকেশংশিবং ॥৪॥

যঃ পাশৈগ্র্থিতং যমেন নিয়মাৎ মার্কণ্ডবং বালকং।
রক্ষিত্বা যমমাহরে বিকরুণং হন্মীতি শূলৈর্ধ্রুবং ॥
মদ্ভক্তস্য মৃতির্ভবেন্নহিভবে নোগচ্ছতস্যান্তিকং।
নৌমিশ্রীগুরুরূপিণং গিরিপতিং তং ত্র্যম্বকেশংশিবং ॥৫॥

যঃ ক্ষীরাব্ধিভবংপরং গরতমং দৃষ্ট্বাজগৎপীড়কং।
ব্রহ্মাদের্ভয়দংতথা মুরজিতো কৃষ্ণত্বকারং ভৃশং ॥
পীত্বা নীলগলং চকারপুরজিৎ স্বীয়ং যমী সুন্দরং।
নৌমিশ্রীগুরুরূপিণং গিরিপতিং তংত্র্যম্বকেশং শিবং ॥৬॥

যোদক্ষং শিবনিন্দুকং বিধিসুতং ব্রহ্মণ্য দম্ভাত্মকং।
হত্বাভৃত্য করেন বর্ক্কর মুখং কৃত্বাকরোৎজীবিনং ॥

যো বস্তস্য ভৃগোশ্চকার বদনং রোম্নাতিনিন্দাস্পদং।
নৌমিশ্রীগুরুরূপিণং গিরিপতিং তং ত্র্যম্বকেশং শিবং ॥৭॥

যঃ শীলাদশিশুং নিরাশ্রয়তমং ভক্তানুরক্তং স্বকং।
ব্রহ্মণ্যঃ করুণাময়ঃ শিবপদে নাম্নাকরোন্নন্দিনং ॥
আনন্দাব্ধিরসে নিমজ্জতি সদা সোঽদ্যাপি মৃত্যুঞ্জয়ঃ।
নৌমিশ্রীগুরুরূপিণং গিরিপতিং তং ত্র্যম্বকেশং শিবং ॥৮॥

যঃ পূর্ব্বং মুনিবালকং পশুপতির্নাম্নোপমন্যুং দ্বিজং।
ক্ষীরার্থং পশুনায়কং স্মরহরং ধ্যায়ন্তমাত্মপ্রদং ॥
দৃষ্ট্বা ক্ষীরসমুদ্র মাশুবিতরন্ প্রাহার্ভকং পীয়তাং।
নৌমিশ্রীগুরুরূপিণং গিরিপতিং তং ত্র্যম্বকেশং শিবং ॥৯॥

যোযান্তং স্বসুতাং বিধিং ত্রিজগতো বাগ্দেবতাং কামুকং।
শূলেনোর্দ্ধ শিরোরুষাশু হৃতবান্ দৃষ্ট্বাপ্যরক্ষৎসর্ব্বাং ॥
যঃ কৃষ্ণৈক পরস্য বাগ্ভুজগতের্ব্যাসস্য সংহারকঃ।
নৌমিশ্রীগুরুরূপিণং গিরিপতিং তং ত্র্যম্বকেশং শিবং ॥১০॥

গত্বা যস্যোর্দ্ধভাগং বিধিরপিজগতাং নাপ্তবানন্তদেশং।
গত্বা ভূয়োপিনীচৈঃ মদন জনয়িতানান্তভূমিং জগাম ॥
যস্যান্তং বিশ্বমাতা হিমগিরিতনয়া প্রেম পাশেন সম্যক্।
সংপ্রাপ্যেদং প্রসূতে সকলগুণময়ী ত্র্যম্বকং তং নমামি॥১১॥

যং স্তুত্বা বাসুদেবোপি শাম্বং জাম্ববতী সুতং।
কামঞ্চ লব্ধবান্ পুত্রং সশম্ভুঃ শরণং মম ॥ ১২ ॥

পাঠক মহাশয়! অতি প্রাচীন কালের ভক্তাবলী নামক এক খানি জীর্ণ সংস্কৃত পুস্তক হইতে এই স্তোত্র কয়েকটী বহু যত্নে উদ্ধৃত হইল, নিতরাং ইহার অনেক স্থানে সন্দেহ হইলেও ভক্তকৃত স্তোত্র হেতু সংশোধনে বিশেষ যত্ন করিতে সাহস হইল না। এবং (গ্রন্থ বিস্তারভয়ে তাহার কিয়দংশ মাত্র উল্লেখ করিলাম) ভক্তাবলী গ্রন্থের এক দেশে গৌড়ীয়-ভাষায় কয়েকটী পদ্য পাইয়াছিলাম, পাঠক মহাশয়দিগের আনন্দের কারণ তাহারই উল্লেখ করিতেছি যথা,—

ব্রহ্মানন্দ গিরি আর পূর্ণানন্দ গিরি।
সর্ব্ববিদ্যা অর্দ্ধকালী তথা দিগম্বরী॥
গঙ্গেস্যুপাধ্যায় বীর শাক্ত বাণেশ্বর।
রাজা রামকৃষ্ণ বাম ভবানী তৎপর॥
ভক্তাগ্রগণ্য ভক্তপ্রিয় রামপ্রসাদ।
মাতৃভাবে শ্যামা যাঁর পূরাতেন সাধ॥
নিত্যানন্দ চৈতন্য অদ্বৈত সনাতন।
রূপ জীব বৈষ্ণবানন্দ ভক্ত পুরাতন॥
বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য সাধু তুলসীদাস।
কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ যাঁর গোবর্দ্ধনে বাস॥

গ্রন্থখানি দেখিয়া দরিদ্রের মণিহারি দোকানে যাওয়া হইল, বাসনা এই উক্ত ভক্তগণের সুমধুর চরিত্র গ্রন্থে বিস্তার রহিয়াছে, আশ্রয় হইলে ভক্তাবলী সম্পূর্ণ প্রকাশকরিতাম।

বাণেশ্বরের স্তবে সন্তুষ্টা হইয়া ভগবতী কামাখ্যা দেবী বলিতে লাগিলেন, "রামেশ্বর নামে আমার প্রিয়ভক্ত কাশী-ক্ষেত্র হইতে আগমন করিতেছে, অচিরকাল মধ্যেই তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, তুমি তাহাকে উপগুরু করিয়া পশুপতি

দত্ত আমার মহামন্ত্র পুনঃ সংস্কার করিয়া লইও। আর তোমার পিতৃভবনের পূর্ব্বদিগ্বিভাগে আমার নিত্য অধিষ্ঠানের স্থান,—ইদানীং বনাকীর্ণ হইয়া অগম্য রহিয়াছে, তুমি সেই স্থান অনুসন্ধান করিলেই আমার অধিষ্ঠিত কোন চিহ্ন পাইবে; তথায় আমার শববাহিনী দিগম্বরী মূর্ত্তি পশ্চিমাভিমুখে সংস্থাপন করিয়া উপাসনা করিলেই পুনরায় তোমায় প্রত্যক্ষ হইব; তোমার গৃহে নানাবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ রহিয়াছে। তুমি আমার নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক যে কোন গ্রন্থ স্পর্শ করিবে তাহাতেই তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদতা লাভ করিবে, এবং তোমার বণিক বন্ধুর বিনা বাণিজ্যে দরিদ্রতা দূর হইবে", এই বলিয়াই ভগবতী অন্তর্হিতা হইলেন।

এদিকে যামিনী প্রভাত প্রায়। বাণেশ্বর ভগবতীর অদর্শনে, দরিদ্র যেমন অনন্ত রত্ন লাভ করিয়া হারাইয়াছে, বন্ধ্যা যেমন পুত্র লাভ করিয়া জলে বিসর্জ্জন করিয়াছে, অন্ধ যেমন নয়ন লাভ করিয়া নিখিল অন্ধকারে পতিত হইয়াছে, বাণেশ্বর আপনাকে সেইরূপ জ্ঞান করিয়া "হা জগদম্বিকে! হা জগদম্বিকে!" বলিয়া গলদশ্রু লোচনে রোদন করিতে করিতে দেবীর উদ্দেশে প্রণাম করিতে লাগিলেন।

এমন সময় নিমারাম বন্ধুর নিদ্রাভঙ্গ হইল; বাণেশ্বর বলিলেন, "বন্ধু আমরা উভয়েই কৃতার্থ হইয়াছি, চল নিজদেশে প্রস্থান করি। ভয় নাই তোমার আর অন্নকষ্ট হইবে না।" এই বলিয়া কামাখ্যাদেবীকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া দুই বন্ধু প্রস্থান করিলেন। কিছুদিনের পর পথিমধ্যে বাণেশ্বর দেখিলেন যে, একটী তাপস ব্রহ্মপুত্র নদের লাঙ্গলবন্ধের ঘাট পার হইয়া বাণেশ্বরকে দেখিবামাত্র উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন, "বাণেশ্বর!

আয়রে! তোর তুল্য নরোত্তম এ ভারত ভুমিতে আর কেহই জন্মগ্রহণ করে নাই। আমি কাশীক্ষেত্রে পুরশ্চরণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম; করুণাময়ী আমায় আদেশ করিয়াছেন যে, রামেশ্বর! তুমি বাণেশ্বরকে আমার উপাসনা প্রণালী আদেশ করিও; তাহা হইলেই কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিবে। আমি জানিলাম, তুমিই একমাত্র জগদম্বিকার কৃপা পাত্র; অনন্ত কোটী কাল সমাধি করিয়া যে কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্য, যোগীগণ জন্মাইতে পারেন নাই, তুমি কতিপয় বৎসর মধ্যে কেবল ভগবতীর গুণগান করিয়া সেই পরম প্রকৃতিকে প্রসন্ন করিয়াছ” বাণেশ্বর ইহা শ্রবণ করিয়া রামেশ্বরের চরণ যুগল গ্রহণ করিলেন। রামেশ্বর ভগবতীর আদিষ্ট বিষয় বাণেশ্বরকে আদেশ করিয়া বলিলেন, বাণেশ্বর! তোমাকে যে মহাবিদ্যা প্রদান করিলাম তোমার বংশের প্রতি এ নিয়মের কোন নিবন্ধন নাই অর্থাৎ যথেচ্ছা উপাসনা করিবে। রামেশ্বর এই বলিয়াই কামরূপে প্রস্থান করিলেন। উভয়েই ভগবতীর আদেশ আনন্দে উন্মত্ত প্রায়; নিতরাং বিশেষ আলাপে কাহার কাল অতিবাহিত হইল না।

কিছুদিন পরে বন্ধু নিমারামের সহিত বাণেশ্বর দামোদর নগরে উপস্থিত হইয়া কোন এক গৃহস্থের গৃহে ভিক্ষার্থ ডমরু বাদন পূর্ব্বক দুই বন্ধু গান করিতে লাগিলেন; প্রায় দশ এগার বৎসর হইল বাণেশ্বর স্বদেশ স্বজন ত্যাগ করিয়া ঐ নগরে প্রবেশ করিয়াছেন; ঐ দামোদর নগরে ঐ ভক্ত বীরেরই শ্বশুরালয়; তাঁহার তাহা কিছুই মনে নাই; গান করিয়া বারম্বার বলিতে লাগিলেন, “মা ভিক্ষা দাও!” এ দিকে বাণেশ্বরের শ্বশ্রূ নিজ কন্যা লইয়া ধান্য কুড়ন করিতে

ছিলেন, কন্যাকে বলিলেন "মা অন্নপূর্ণা" ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিয়া বিদায় করিয়া দাও।

বাণেশ্বর-পত্নী অন্নপূর্ণা ভিক্ষা লইয়া দ্বারে দাঁড়াইলেন, কিন্তু ভিক্ষুকের মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া নয়নযুগল সজল হইয়া উঠিল, কদম্বকুসুমের ন্যায় গাত্র লোমাঞ্চিত হইল; তিনি অনাবৃত মস্তকে, মুক্তকেশে আসিয়া ছিলেন। জটা শ্মশ্রুধারী ভিক্ষুক দুইটীকে দেখিয়া অবগুণ্ঠনে বদন আচ্ছাদন করিলেন। ভিক্ষুক বারম্বার বলিতে লাগিলেন, "মা ভিক্ষা দাও", অন্নপূর্ণা বদনাচ্ছাদন করিয়া সঙ্কোচনয়নে বক্রদৃষ্টিতে ভিক্ষুকের যতই মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন, ততই শরীর শিথিল হইয়া উঠিল। দুইটী হস্ত একত্র করিয়া চরণাঙ্গুষ্ঠের দ্বারায় গৃহবেদী খনন করিতে লাগিলেন। বাণেশ্বর বলিলেন, "মা ভিক্ষা দাও"। বন্ধু নিমারাম সুরসিক, ভাবজ্ঞ ছিলেন; ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "বন্ধু! এবাড়ীর ভিক্ষা সহজে লাভের উপায় দেখিতেছি না। বোধ হয় সুন্দরী তোমার মুখের আর দুই চারিটী গান শুনিয়া ভিক্ষা প্রদান করিবে, ইহাই বোধ হইতেছে"—বাণেশ্বর বন্ধুর সহিত ডমরু সঙ্গত করিয়া গান করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্নপূর্ণা প্রথম মিলন কালীন বাণেশ্বরের সুকণ্ঠে গান শুনিয়াছিলেন, এবং ঊর্দ্ধ দন্তপংক্তির মধ্যে যুগল দন্তে পুষ্পাঙ্কণ দেখিয়াছিলেন। বাণেশ্বর যখন বদন বিস্তার করিয়া পুনরায় গান আরম্ভ করিলেন, তখন অন্নপূর্ণা দন্তে পুষ্পাঙ্কণ দেখিতে পাইয়া নিঃসন্দেহভাবে মনে করিলেন ইনিই আমার প্রাণেশ্বর—বাণেশ্বর! এতদিনের পর ভগবতী আমায় সুপ্রসন্না হইয়া পতিরত্ন মিলাইয়া দিলেন। বাণেশ্বর গান সমাপন করিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, "মা ভিক্ষা

দাও" ; অন্নপূর্ণা, "মা" কথা শুনিয়া লজ্জাবশতঃ দশনে রসনা দংশন করিয়া এক চরণ গৃহ সোপানে অপর চরণ গৃহ বেদীতে অর্পণ করিয়া দাঁড়াইলেন। এদিকে দশনে রসনা দংশন করা, তাতে আবার দুটী চরণ অগ্র পশ্চাতে অর্পিত হইয়াছে ; তখন বোধ হইল যথার্থই বুঝি বাণেশ্বর-হৃদয়চারিণী বাণেশ্বর হৃদয়ে চরণার্পণ করিবার উপক্রম করিতেছেন। আর একবার মনে হইল অন্নপূর্ণার নিকট যথার্থই বুঝি বাণেশ্বর অন্ন ভিক্ষা করিতেছেন।

এদিগে অন্নপূর্ণা জননী উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, অন্নপূর্ণে! মা গৃহে তণ্ডুল নাই, এই ধান্য কুড্ডন করিলে তবে আহারের ব্যবস্থা হইবে। একমুষ্টি ভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুক বিদায় করিয়া শীঘ্র চলিয়া আইস। অন্নপূর্ণা জননীর নিকটে গিয়া কোন কথাই বলিতে পারিলেন না, কেবল শ্রাবণের মেঘের ন্যায় নয়ন হইতে জলধারা নিপতিত হইতে লাগিল। জননী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা অন্নপূর্ণে কেন কাঁদিতেছ? চিরদিনত কাঁদিয়াই কাটাইতে হইবে"। আর আমরা বাণেশ্বরের মুখ দেখিব না, সে মুখে মধুর সঙ্গীত শুনিব না। সে কপাল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বুঝিয়াছি তিন দিন যাবৎ আমরা অনাহারে কালযাপন করিতেছি, তাই মা তুমি ক্ষুধায় কাতরা হইয়া রোদন করিতেছ? অন্নপূর্ণা বলিলেন, মা আমি ক্ষুধায় কাতর হইয়া রোদন করি নাই—তুমি যে ভাঙ্গাকপালের কথা কহিতেছ, কপালপাণি ভিক্ষুককে দেখিয়া সেই ভাঙ্গাকপাল বলিয়া বোধ হইতেছে। তাঁহারা এই কথা আলোচনা করিতেছেন, এই সময়ে বাণেশ্বর বুঝিতে পারিয়া নিমারামকে বলিল, বন্ধু! আর এস্থানে ভিক্ষার প্রয়োজন নাই, ইহারা অত্যন্ত দরিদ্র চল

অন্য কোন সম্বন্ধ গ্রামে যাইয়া ভিক্ষা করি। এই বলিয়া শ্বশ্রুর আগমনের পূর্ব্বেই দামোদরনগর হইতে উমাশ্রমের জটিল শিবের ন্যায় অন্নপূর্ণাকে বঞ্চনা করিয়া বাণেশ্বর প্রস্থান করিলেন। অন্নপূর্ণা বাণেশ্বরকে পলায়ন করিতে দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিয়া বলিলেন। কুললজ্জাই আমার সর্ব্বনাশের প্রতি কারণ হইল; যদি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া নাথের দুটী চরণ গ্রহণ করিতাম, তবে পতিতপাবন পতি আমায় কদাচ ত্যাগ করিতেন না, আহা! হারার ত্ন পাইয়াছিলাম বটে, কিন্তু অযত্নে কপালদোষে হারাইলাম। মাতা, অন্নপূর্ণাকে বিষণ্ণা দেখিয়া উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল; "অন্নপুর্ণে কি বলিলে, আমার ভাঙ্গাকপাল আসিয়াছে, তবে কি জামাই! আহা! কৈ কোথা গেল! বেগে ইতস্তত ধাবিত হইয়া বলিল, "বাবা, কোথারে আয়! আয়রে একবার তোর মুখখানি দেখি" এই বলিয়া পাগলিনির ন্যায় চিৎকার করিতে লাগিলেন, বাণেশ্বর দূর হইতে শ্বশ্রুর রোদন শুনিয়া বন্ধুসহ বেগে প্রস্থান করিতে লাগিলেন, কিন্তু অন্নপূর্ণাকে ভাবিয়া চিত্ত চঞ্চল হইতে লাগিল, নিমারাম বাণেশ্বরকে অত্যন্ত ব্যস্ত দেখিয়া বলিলেন, "বন্ধু ও বাড়ী গান করিলাম, ভিক্ষা মাগিলাম, সুন্দরীটিও ভিক্ষা লইয়া আসিল, তুমিও তাহার মুখপানে চাহিয়াই বিমর্ষ হইলে; সুন্দরীও তোমায় দেখিয়া নয়নজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিল, ব্যাপার কি সুন্দরী ভিক্ষা দিতে আসিয়া বিমুখ হইল কেন? বাণেশ্বর বলিলেন, "বন্ধু চল অগ্রে জননীর গুপ্তাদেশ পালন করি, পশ্চাৎ সকল ভাঙ্গিয়া বলিব" নিমারাম অনুরাগের সহিত বলিলেন, একথা না বলিলে আমি আর একপদও চলিব না; বাণেশ্বর বলিলেন, বন্ধু ঐ শুন দুঃখিনীরা হাহাকার করিতেছে

হয়ত এখনি আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিবে, নিমারাম বলিল, বন্ধু কেন আমরা তো উহাদের কোন দ্রব্য হরণ করি নাই ; নিরপরাধে কেনই বা আমাদের আক্রমণ করিবে ; বাণেশ্বর বলিলেন, বন্ধু তুমি কিছুই হরণ কর নাই বটে, কিন্তু আমি কিঞ্চিৎ হরিয়াছিলাম ; চল, চল, শীঘ্র যাই ধরা পড়িলে সর্ব্বনাশ হইবে, নিমারাম বলিল "হউক সর্ব্বনাশ ; তথাপি ইহা না জানিয়া একচরণও যাইব না" এদিকে দুঃখিনীদের আর্ত্তনাদ শুনিয়া প্রতিবাসীগণ উপস্থিত হইয়া বলিল "কি হইয়াছে? ভয় নাই।" দুঃখিনীরা বলিলেন "আমার বাণেশ্বর আসিয়াছিল ; ভিক্ষা চাহিয়াই পলায়ন করিল"। শুনিবা মাত্রই প্রতিবাসীগণ চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইয়া ধর ধর রব করিতে লাগিল। বাণেশ্বর বলিলেন "বন্ধু ঐ আসিতেছে এখনি সর্ব্বনাশ হইবে, "নিমারাম বলিলেন তাহা হউক, না বলিলে আমি এক পাও যাইব না" অনন্য গতিক বাণেশ্বর বলিলেন "বন্ধু এই আমার শ্বশুরালয়, সুন্দরী আমার পত্নী অন্নপূর্ণা" নিমারাম বলিল আহা এই কি সেই অন্নপূর্ণা? যাহাকে স্মরণ করিয়া মহাপীঠ কামাখ্যাতেও অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে? এই আমি তোমায় ধরিলাম বলিয়াই নিমারাম বাণেশ্বরের যুগলচরণ ধারণপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন "তোমরা আইসহে বাণেশ্বরকে ধরিয়াছি" আর কোথায় যাইবে এখন চল আমি অন্নপূর্ণা বাণেশ্বর একত্র করিয়া যুগলরূপ দেখিব ; আহা! কি সর্ব্বনাশ, পত্নী পরিত্যাগ করিয়া গৃহস্থের কোন ধর্ম্মই নাই। বাণেশ্বর বলিলেন "বন্ধু! ছাড়িয়া দাও চিৎকার করিও না আমি শ্যামার শ্রীমুখের কোন আদেশ পালন না করিয়া কদাচও কাহারও সম্ভাষণা করিব না, পুনর্ব্বার অনুরোধ করিলে আর বন্ধুত্ব থাকিবে না। নিমারাম

বাণেশ্বরের দৃঢ়তা দেখিয়া চরণ ছাড়িয়া দিলেন এবং বেগে দুই বন্ধু যথেষ্ট দিগে ধাবিত হইলেন।

অন্নপূর্ণার বিরহ।

অন্নপূর্ণা পূর্ব্বে যখন শুনিয়াছিলেন যে, জেঠা রামজীবন রাঘবকে সংহার করিয়াছেন, এবং বাণেশ্বর, রামশরণ জেঠার ভয়ে পিতা মাতা পরিত্যাগ করিয়া অনির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, তখনি একেবারে শোকানলে দগ্ধাবশিষ্ট কলেবর হইয়া পতি প্রত্যাশায় জলাঞ্জলি সমর্পণ করিয়াছিলেন। ইদানীং বাণেশ্বরের পুনঃসমাগমে নির্ব্বাণানল পুনরুদ্দীপিত হইয়া উঠিল, যখন প্রতিবাসীগণ বাণেশ্বরকে ধরিতে যাইয়া বিমুখ হইয়া আসিল, তখন অন্নপূর্ণা মাতা হৃতশাবক কুররীর ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন; অন্নপূর্ণা মাতাকে শোকানলে দগ্ধা দেখিয়া নির্জ্জনে উপবেশন করিলেন, প্রিয় চিন্তায় অরুণ ওষ্ঠ বিম্ব শুষ্ক হইতে লাগিল; কেশজাল আলুলায়িত, পরিধেয় বসন শিথিল, করপল্লব দ্বারা কপালে আঘাত করিতে লাগিলেন প্রিয় বিরহে যেন সমাজশৃঙ্খল উৎশৃঙ্খল হইয়া উঠিল; লজ্জা, ভয়, কুলগৌরব একবারেই বিসর্জ্জন করিয়া বাণেশ্বরময় রূপ ধারণ করিলেন, কখন উপবেশন, কখন দণ্ডায়মান, কখন বা বেগে ইতস্তত গমন, কখন উচ্চৈঃশ্বরে রোদন, কখন মুক্ত কণ্ঠে পতিগুণ স্মরণ করিয়া পিকালাপে সুমধুর গান, কখন বা পানিকমল দ্বারা হৃদয়াঘাত করিয়া বিবৃত চরণে উপবেশন করিলেন, তখন অন্নপূর্ণার যেইদিক নিরীক্ষণ হইতে লাগিল সেইদিকেই জটিল ডমরুপাণি বাণেশ্বর দর্শন হইতে লাগিল। মানিনী বলিতে লাগিলেন, সন্ন্যাসী! তোমায় কে বলিয়াছিল,

পুনর্ব্বার আমার নিকটে আগমন করিতে। এই কি তোমার উপাসনা, না কখনই নয়, ইহা তোমার একরূপ বিরহ করবালে রমণীর হৃদয় বিদারণ করা মাত্র। তোমার যতির অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের গন্ধ মাত্র নাই, নিরপরাধিনী প্রণয়িনী পরিত্যাগ করা কখনই উপাসনার প্রতিকারণ হইতে পারে না। নাথ! যদি বাস্তবিক তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাক তবে তোমার পুনর্ব্বার পত্নী সন্দর্শনে প্রয়োজন ছিল না, পিতার মুখে শ্রবণ করিয়াছি ভিক্ষুকের রমণী দর্শন স্পর্শন করার কথা দূরে থাক, কাষ্ঠ পাষাণাদি নির্ম্মিত রমণী পুত্তলিকা দর্শন করিলে তৎক্ষণাৎ যতিকে পুনর্দ্দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়! যাহাই হউক, তুমি কদাচ ভিক্ষু ধর্ম্মের অনুশীলন কর নাই, তুমি কপট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছ। তুমি বীর নও, বাম নও, সিদ্ধান্ত নও, কৌল নও তুমি একমাত্র ভীরু স্বভাব বঞ্চক। নাথ! যদি তুমি বাস্তবিক বীর হইতে তবে কদাচ জ্ঞাতি ভয়ে অনন্য গতিক জনক জননী ও চিরানুগতা নিরপরাধিনী প্রণয়িনী পরিত্যাগ করিয়া তুচ্ছ প্রাণ পিপাসায় চিরদিনের তরে দেশান্তরিত হইতে না। কপট যতি! আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছিলাম, যে আমায় বিরহ বাড়বানলে চির বিসর্জ্জন করিয়া অনুদ্দেশ হইলে? যাহাই হউক, তোমরা পুরুষ জাতি নিষ্ঠুর ভ্রমরের ন্যায় লম্পট স্বভাব, তোমাদের পরুষ ভাষা, পরুষ ব্যবহার, পরুষ কলেবর তাই বুঝি বিধাতা তোমাদিগকে পুরুষ জাতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। বিধাতার স্বজাতীয় পক্ষপাত বিশেষরূপে এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছি, তিনি নিজে সমানধর্ম্মা বলিয়া পরুষ শব্দে একটী উকার মাত্র প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার প্রধান দৃষ্টান্তস্থল পুরুষোত্তম গোবিন্দ যিনি নিরপ-

স্বাধে জগদারাধিকা রাধিকাকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বারকায় পলায়ন করিয়াছিলেন। প্রিয়! আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ বলিয়া অণুমাত্র অনুতাপ করিতে চাহিনা, কর্ম্মানুসারেই বিরহ দাবানলে আমায় দগ্ধ করিতেছে। তুমি আমায় রহস্যে বলিয়াছিলে যে, "অন্নপূর্ণে! তোমায় নিমেষমাত্র পরিত্যাগ করিয়াও অন্যত্র সুখময় স্থানে সুখানুভব করিতে পারি না; এই হেতুই আমার শাস্ত্রচিন্তা একেবারেই বিদূরিত হইল।" ভাল, নবীন-সন্ন্যাসি! এই একাদশ বৎসর আমায় পরিত্যাগ করিয়া কতই যে যাতনা অনুভব করিয়াছ, এবং ভবিষ্যতে কত যে করিবে, সেই চিন্তা করিয়া দুর্ভাগিনী জগৎ শূন্যময় দেখিতেছে; যাহাই হউক, কপট সন্ন্যাসি! অভাগিনীকে পরিত্যাগ করিয়াছ তাহাতে আর কিছুমাত্র অনুরোধ করিব না, আমার একমাত্র এই শেষ অনুরোধ, ব্রহ্মরাক্ষস শাসনে তোমার জনক জননী অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিতেছেন, একটীবার জনক জননীর নিকট যাইয়া তাঁহাদের দুঃখ দূর করিও। চৈতন্যদেব সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মাতা শচীদেবীকে সততই নিজ কুশল প্রদান করিয়া সন্তোষ করিতেন। ফলতঃ, দণ্ডগ্রহণ মাত্রেই নর নারায়ণত্ব লাভ করিলেও, জননীর নিকট নারায়ণত্ব লাভ করিতে পারে না।

মাতাতেন সদা বন্দ্যা পিতুর্বন্দ্যোঽথ মস্করি।
পৃথ্ব্যাং গুরুতরা মাতা নাস্তি মাতৃ সম গুরুঃ॥ *

বাবার মুখে শুনিয়াছিঃ—

বৃদ্ধৌচ মাতা পিতরৌ সাধ্বী ভার্য্যা সুতঃ শিশুঃ।
অপ্য কার্য্য শতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ॥

* অর্থাৎ পৃথিবীতে মাতৃতুল্য গুরু কেহই নাই। দণ্ডীকে দেখিয়া পিতা নমস্কার করিবেন। দণ্ডী মাতাকে দেখিলেই নমস্কার করিবেন।

অর্থাৎ বৃদ্ধা মাতা,বৃদ্ধ পিতা, সাধ্বী ভার্য্যা,এবং শিশু সন্তান ইহাদিগকে পরধর্ম্মাশ্রয় করিয়াও ভরণ করিতে হইবেক, এই কথা ভগবান মনু বলিয়াছেন। এই কথা বলিবা মাত্রই মূর্চ্ছা সহচরী আসিয়া অন্নপূর্ণাকে আলিঙ্গন করিলেন।

এদিকে বাণেশ্বর ক্রমে ক্রমে নিশীথকালে নিজদেশ মন্দার-নগরে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, বন্ধু! তুমি স্বগ্রামে গমন কর, আমি শ্যামার আদেশ পালন করিব। নিমারাম বাণেশ্বরকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন। বাণেশ্বর দেখিলেন, অন্ধকার প্রদেশ, নিবিড় বনময় গ্রাম; ব্যাঘ্ররব হইতেছে, পথ নাই, মনুষ্যের বাস স্থান বলিয়া বোধ হইতেছে না। কেবল নিজের জন্মভূমি হেতুই চিনিতে পারিলেন, ক্রমে ক্রমে অতি কষ্টে বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন; কিছুই লক্ষ্য হইতেছে না; ক্ষণেক দাঁড়াইয়া শুনিলেন জননী বলিতেছেন, "বাণেশ্বর! বাবা! কোথায় লুকাইলে! একবার আসিয়া দুঃখিনী মায়ের দুরবস্থা দেখিয়া যাও। অরে! তোরা তিন জনেই কি এই পরামর্শ করিয়াছিলি, যে দুর্ভাগিনী মাকে পরিত্যাগ করিয়া পলাইবি। শ্যামা, মা আমি শ্রীচরণে কি অপরাধ করিয়াছিলাম, যে আমাকে মৃত ও জীবিতের শোক সাগরে ভাসাইলে"। পিতা বলিতেছেন, হা ত্র্যম্বকনাথ! আর ক্ষুধা সহ্য হয় না; শীঘ্রই সংহার কর। "রাঘব বাপ! একবার মনে করিয়া আমায় সঙ্গী কর"‧বাণেশ্বর শুনিয়া অবাঙ্মুখ, নয়ন হইতে অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল; মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "আহা! নিশ্চয়ই জেঠা মহাশয় সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছেন, কি নির্দ্দয় কলেবর, যাহা হউক অগ্রে শ্যামার আজ্ঞা প্রতিপালন করা যাউক"। এই নিশ্চয় করিয়া যে গৃহে পুস্তক ছিল তথায়

প্রবেশ করিলেন; অনাবৃতদ্বার, দুঃখি দুঃখিনী পুত্রশোকে অন্যমনা, সুতরাং কিছুই জানিতে পারিলেন না। বাণেশ্বর শ্যামা স্মরণ করিয়া প্রথমতঃ জৈমিনীয় মহাভারত স্পর্শ করিলেন, তৎক্ষণাৎ শ্যামা কৃপা বশতঃ সর্ব্বশাস্ত্রই হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল—ক্রমে ভয়ঙ্করী বিভাবরী ঘোরাবস্থা হইলে, কুদ্দাল কুঠারপাণি ভক্তিবীর গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর যাইয়াই ভবনের অনতি দূরে নিবিড় বন মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন,—নানা জাতীয় বৃক্ষ সমাকীর্ণ অগম্য দেশ, পথ লক্ষ্য হইতেছে না; তথাচ অতি ক্লেশে গমন করিতে করিতে বল্মীকমঞ্চ আক্রান্ত একটী পবিত্র স্থান দেখিতে পাইলেন। দেখিয়াই ইহা মনে মনে বিবেচনা করিলেন, "এই স্থানে ভগবতীর আদিষ্ট যে কোন চিহ্ন অবশ্যই লাভ করিব" ইহা বলিয়া কুঠার দ্বারা বৃক্ষ চ্ছেদন ও কুদ্দাল দ্বারা বল্মীকমঞ্চ বিদারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে ত্রিযামা অবসান প্রায়, বৃক্ষ চ্ছেদন ও মৃত্তিকা খনন জন্য পরিশ্রমে ক্লান্ত বাণেশ্বর অভিমানের সহিত বলিতে লাগিলেন, "মা জগদম্বিকে! কোথায় রহিয়াছ, মা হইয়া সন্তানের দুঃখ কি রূপে দেখিতেছ, বৃক্ষচ্ছেদন, মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে বাহুযুগল ক্রমে শিথিল হইতে লাগিল, আর মৃত্তিকা খনন করিতে পারি না" এই বলিয়া পুনর্ব্বার মঞ্চে কুদ্দালাঘাত মাত্রেই দেখিতে পাইলেন, জ্যোতির্ম্ময় প্রতিষ্ঠিত চন্দন চর্চ্চিত দেবীর দেদীপ্যমান দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমিত একটী ঘট বিরাজ করিতেছেন, দেখিতে পাইয়াই দণ্ডের ন্যায় সাষ্টাঙ্গে পতিত হইয়া পুনরুত্থান পূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া উচ্চৈঃস্বরে "শ্যামার জয়" বলিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং

বলিতে লাগিলেন "ভবানি! এতদিনে এদাস কৃতার্থ হইল, আমি জীবন্মুক্ত হইলাম, নর হইয়া নরোত্তম হইলাম, তোমার শ্রীমুখ বাক্যাম্বুরূপ পরমপদার্থই আমার ভাগ্যে ফলিয়াছে" এইবলিতে বলিতে অরুণ কিরণমালী জগত-ভানু পূর্ব্বদিক উজ্জ্বল করিয়া অর্দ্ধ প্রকাশিত হইলেন; বাণেশ্বর গুপ্তধন প্রকাশ ভয়ে লতা পত্রে ঘট আচ্ছাদন করিয়া গৃহে আগমন করতঃ জনক জননীর চরণ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। হীনদৃষ্টি যাদব জিজ্ঞাসা করিলেন "কে আমায় প্রণাম করিতেছ!" বাণেশ্বর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "আমি বাণেশ্বর আসিয়াছি।" সচকিত যাদবেন্দ্র মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "রাঘবেন্দ্রের মা, তোমার বাণেশ্বর আসিয়াছে", অতি দূর হইতে দুঃখিনী অন্ধা অনুদ্দেশ পুত্রের পুনরাগমন শুনিয়া, "কৈ" "কৈ" কোথারে! বাপ! বাণেশ্বর সত্য সত্যই কি আসিয়াছ! যদি আসিয়া থাক, তবে অনেক দিন হইতে তোমার মুখ হইতে "মা" কথা শুনি নাই, একবার "মা" বলিয়া দুঃখিনীর তাপিত হৃদয় শীতল কর। বাণেশ্বর অন্ধা জননীর চরণ গ্রহণ করিলেন, এবং বলিলেন "মা" আমি সত্য সত্যই আসিয়াছি, আর কাঁদিও না; ভগবতী আমাদিগের দুঃখ দূর করিয়াছেন। যাদবেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া এত দিন কোথায় ছিলে?" বাণেশ্বর উত্তর করিলেন, "বাবা, আমি জেঠা মহাশয়ের ভয়ে কালভয়-হারিণী শ্যামার কামাখ্যাধামে এতদিন বাস করিয়াছিলাম, ত্রিভুবন নায়িকা আমার প্রতি পরম কৃপা প্রকাশ করিয়াছেন। মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন "বাপ, যদি তুমি এতদিনের পর দুঃখিনীকে স্মরণ করিয়া আসিয়াছ, তবে কেন রামশরণকে লইয়া আসিলে না? বাণে-

শ্বর বলিলেন "মা," রামশরণ যে জেঠা মহাশয়ের ভয়ে কোথায় পলায়ন করিয়াছে, আমি তাহার কোন সংবাদ জানি না; ইহা শুনিবা মাত্রই, মা রোদন করিয়া বলিলেন, "নিশ্চয় জানিয়াছি বাণেশ্বর! আমার রামশরণকে ঐ ব্রহ্ম-রাক্ষসে সংহার করিয়াছে।" বাণেশ্বর বলিলেন "মা, আমি তোমার চরণ স্পর্শ করিয়া বলিলাম, রামশরণকে কদাচ ঐ ব্রহ্মরাক্ষসে সংহার করিতে পারে নাই; যে কোন স্থলেই হউক জীবিত আছে; এখনই উপস্থিত হইবে।"

এই কথা বলিতে বলিতে অকস্মাৎ রামশরণ "মা, আমি আসিয়াছি" বলিয়া উপস্থিত হইয়া জনক জননীর চরণ বন্দন করিলেন। জননী যমমুখ প্রত্যাগতের ন্যায় রামশরণকে লাভ করিয়া অশ্রুধারায় অভিষিক্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "এত-কাল কোথায় অতিবাহিত করিয়াছিলে বাপ্!" রামশরণ বলিল, মা, আমি জেঠা মহাশয়ের ভয়ে শ্রীধাম নবদ্বীপে বাস করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে ছিলাম, এতদিনে পাঠ সমাপন করিয়া আপনাদিগের চরণ দর্শন করিতে আসিয়াছি। যাদবেন্দ্র বলিলেন, "রাঘবের মা, আর ভয় নাই, বাণেশ্বর আমার বাক্-সিদ্ধ হইয়াছে, আর কি বলিব প্রত্যক্ষই দর্শন করিতেছ; বাণেশ্বর যাহা বলিয়াছে তাহাই ফলিত হইল।" দুঃখিনী মাতা বহুকালের পর চিরাগত পুত্রদ্বয়কে দেখিয়া শোক ভয়ে বলিলেন, বাণেশ্বর! রামশরণ! আমার রাঘব ব্রহ্ম রাক্ষসের উদরসাৎ হইলে, তোমরা দুইজন প্রস্থান করিলে, ব্রহ্ম-রাক্ষস প্রায় প্রতি দিন বলিত, "সে দুটা কোথায় পলায়ন করিয়াছে একবার দেখিতে পাইলেই সে দুটাকে সংহার করিতাম"। বাপ! তোরা যে এতদিন দুর্ভাগিনীকে পরিত্যাগ

করিয়া দেশান্তরে পলায়ন করিয়াছিলি, এখন ভাবিয়া দেখিলাম আমার পক্ষে তাহা মঙ্গলের কার্য্য হইয়াছে, যদি পলায়ন না করিতিস তবে নিশ্চয় ঐ ব্রহ্মরাক্ষসে রাঘবের ন্যায় তোদেরও সংহার করিত। বাপ! দুঃখের কথা কি বলিব, বীরমোহন, আমগ্রাম, খালিয়া গ্রাম, মস্তকাপুর, আঁধারমাণিক প্রভৃতি গ্রাম নিবাসী কুলীনসন্তান যজমানদিগের যজ্ঞীয় উপসত্ত্বের কিয়দংশ মাত্রও আমাদিগকে প্রদান না করিয়া নির্দ্দয় যথা সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিতেছে, ব্রহ্মত্রলব্ধ শস্য এবং কর প্রজারা প্রায়ই হরণ করিতেছে, কি বলিব বাপ! আমরা কোন দিন ফল, কোন দিন মূল, কোন দিন ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল, অধিকাংশই উপবাসে এ যাবৎ কাল অতিবাহিত করিয়াছি, কি বলিব চক্ষুর দৃষ্টি শক্তি প্রায় বিলোপ হইয়াছে, তোমরা আসিয়াছ বটে, কিন্তু তোমাদের স্বর শুনিয়া পুত্র বলিয়া বোধ হইতেছে, তোমাদের আকার বিস্পষ্টরূপে লক্ষ্য হইতেছে না, বাণেশ্বর! আমাদের অদৃষ্টে যাহা হইবার তাহাই হউক, তোমরা দুই ভাই এস্থানে আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিওনা; তোমরা যে কোন গোপন স্থানে যাইয়া নিজের প্রাণ রক্ষা কর। যে স্থানেই হয় তোমরা জীবিত থাকিলে আমাদের বই অন্য কাহারও বলিবে না, এস্থানে বাসকরিলে নিশ্চয়ই ব্রহ্মরাক্ষসের উদরসাৎ হইবে। বাণেশ্বর বলিলেন, মা! যাহা হইবার তাহা হইয়াছে তাহার আর প্রতিকার নাই, ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মরাক্ষসের কথা দূরে থাকুক স্বয়ং মৃত্যুপতি কুপিত হইয়া আসিলে আর আমাদের কোন বিঘ্ন করিতে পারিবে না; এই শুনিয়া রামশরণ জিজ্ঞাসা করিল, বাবা আমার সমন্ধে মেজ দাদা কি বলিয়াছিলেন, আপনারাই বা তাহার কি প্রত্যক্ষ অনুভব করি-

লেন ; যাদবেন্দ্র বলিলেন, রামশরণ, বড়দাদা যেদিন রাঘবকে সংহার করিয়াছিলেন, তাহার কিছু দিন পরেই তোমরা উভয় ভ্রাতা অনুদ্দেশ হইয়াছিলে, বাণেশ্বর একাদশ বৎসর পর্য্যন্ত মহাপীঠ কামাখ্যায় থাকিয়া জগদম্বিকার কৃপাপাত্র হইয়া আসিয়া আমাদিগের নিকট এইমাত্র বলিয়াছে, যে কোন স্থলেই হউক রামশরণ জীবিত আছে, এখনি আগমন করিবে। এই বলিতে বলিতে তুমি উপস্থিত হইলে। ইহা শুনিবা মাত্র রামশরণ, বাণেশ্বরের চরণগ্রহণ করিয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন, মেজদাদা আপনি যদি বাকসিদ্ধ লাভ করিয়া থাকেন তবে বলুন ঐ ব্রহ্মরাক্ষস আমাদিগকে সংহার করিবে কি না ? বাণেশ্বর বলিলেন, আর সে ভয় করিতে হইবে না, এক্ষণে চল তোমাতে আমাতে একত্রিত হইয়া কোন একটী কার্য্য সাধন করি ; এই বলিয়া উভয়ভ্রাতা প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে বনে প্রবেশ করিয়া তৃণ কাষ্ঠময় শ্যামার অপূর্ব্ব কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন, ঐদিন বাণেশ্বর উপবাসী রহিলেন। বাণেশ্বর পরদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে জননীকে বলিলেন, মা ! আজ আমার অন্ন প্রস্তুত করিবেন না, আমি আজ উপবাসে দিনরাত্র যাপন করিব। এই বলিয়াই জগদম্বিকার চরণ চিন্তা করিতে করিতে দিবা অবসান হইল ; পশ্চিমা সন্ধ্যার উপাসনা করিয়া ক্রমে নিশীথকালের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, ক্রমে ক্রমে ঘোর বিভাবরী উপস্থিত হইল, বাণেশ্বর গদ্গদ চিত্তে জবা বিল্বদলে নিশীথ কালে শ্যামার পূজা আরম্ভ করিলেন। পূজা, জপ, স্তব করিতেই বিভাবরী অবসান। প্রভাতে প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া গৃহে আগমন পূর্ব্বক জননীকে প্রণাম করিলেন, জননী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাণে-

শ্বর! দুই দিন যাবৎ জলবিন্দুও গ্রহণ করিতেছ না, উপবাসী থাকিয়া কি কার্য্য সাধন করিতেছ বাপ? বাণেশ্বর বলিলেন মা, মায়ের নিকট মায়ের কথা আর কত গোপন করিব, এই একাদশ বৎসর যাবৎ মহাপীঠ কামখ্যায় বাস করিয়া যে ধন লাভ করিয়াছিলাম, এতদিনে সে ধন আমার স্থায়ী সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইল, মা জগদম্বিকার আদেশানুসারে আমাদিগের নিকটবনমধ্যে জগদম্বিকার প্রতিষ্ঠিত ঘটলাভ করিয়াছি, দেবীর প্রসিদ্ধ স্থানে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিতেই দুইদিন অতিবাহিত হইল। মা, আমার জন্য অনেক দুঃখ অনুভব করিয়াছ কিন্তু এতদিনে তোমাদিগের সেই দুঃখ অবসান হইল। এই শুনিয়া যাদবেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, বাণেশ্বর কি বলিলে বাপ! সত্য সত্যই কি এইরূপ ঘটনা হইয়াছে, আমাদিগকে দেখাইতে পারিবেত? বাণেশ্বর বলিলেন; তাহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই, এই বলিয়া যাদবেন্দ্রদম্পতী বাণেশ্বরের সহিত নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন, বাণেশ্বর অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন ঐ দেখুন, সিন্দূর চন্দনে বিভূষিত দ্বাদশ অঙ্গুলী পরিমিত পূর্ণঘট, অচল রূপে অবস্থান করিতেছেন, দম্পতী কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, বাণেশ্বর দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা কিছুই দেখিতেছি না, বাণেশ্বর জননীর দুঃখ দেখিয়া ঘটের বল্মীকমৃত্তিকা লইয়া জনক জননীর চক্ষে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, ঐ দেখ মা, শ্যামা ঘটে বিরাজ করিতেছেন, দম্পতী মহৌষধি প্রভাবে দিব্য চক্ষু লাভ করিয়া দেখিলেন, দেবীর জ্যোতির্ম্ময় ঘট বিরাজ করিতেছেন। পাঠক মহাশয়! যে ভগবতীর কৃপায় জীব অজ্ঞান অন্ধকার হইতে মুক্ত হইয়া জ্ঞাননেত্র লাভ করিতে পারে, তাঁহার কৃপায় দম্পতীর চর্ম্মচক্ষু

লাভ করা অতি সামান্য ব্যাপার মাত্র—অতএব দম্পতী অনায়াসেই দৃষ্টিশক্তি লাভ করিতে পারিলেন, দেখিয়া স্বর্ণ, কি রজত, কি তাম্র, কি মৃত্তিকাবিনির্ম্মিত ঘট তাহার অণুমাত্র নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। কত সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া কোন্ সাধকের ভক্তিবলে সর্ব্বঘট নিবাসিনী এই অনির্দ্দিষ্ট ঘটে অবস্থান করিতেছেন তাহাও স্থিরীকৃত হইল না। দম্পতী বাণেশ্বরকে আলিঙ্গন করিয়া নয়নসলিলে অভিষিক্ত হইয়া বলিলেন, বাণেশ্বর! তোমায় পুত্রলাভ করিয়া আমরা সংসার-সাগরের পারের উপায় পাইয়াছি; বাণেশ্বর পিতা মাতার নিকট বিনীতভাবে বলিলেন, "আমাদিগের সংসারে আর কোন কার্য্যই করিতে হইবেক না, সর্ব্ব-কার্য্য বিসর্জ্জন করিয়া এই সিদ্ধস্থানেই জগদম্বাকে স্মরণ করুন, অবশ্যই ঘোর সংসার-সাগরের নিস্তারের উপায় হইবে।" এই বলিয়া গৃহে গমন করিলেন। পরে বাণেশ্বর রামশরণকে নির্জ্জনে লইয়া বলিতে লাগিলেন, "রামশরণ! ব্রহ্মরাক্ষস আমাদের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছে, আহা! জনকজননীর এদুঃখ আর দেখিতে পারা যায় না, আমার শ্যামার সেবার ভার তোমাতে নির্ভর রহিল। দেখ যেন কদাচ সেবার ত্রুটী করিওনা, আমি অর্থ উপার্জ্জনে চলিলাম, যদ্যপি কখন জনক জননীর এদুঃখ দূর করিতে পারি তবেইতো পুনরাগমন করিব, নচেৎ জন্মের মতন এই প্রস্থান করিলাম।" দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বাণেশ্বর প্রতিজ্ঞা করিলেন, "যদি অন্নপূর্ণা অন্নের সংস্থাপন করিয়া দেন, তবেই অন্ন গ্রহণ করিব; নচেৎ জন্মের মত অন্ন পরিত্যাগ করিলাম"। এই বলিয়াই অনাহারে গমন করিতে লাগিলেন; যখন তৃতীয় প্রহর বেলা, তখন মহারাজা রাজবল্লভের রাজনগরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন মহামহোৎসব

হইতেছে, এমন সময় পদ্মানদীর তীরে এক দাসী আসিতেছে দেখিয়া বাণেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, মা! তোরণাবলী পুষ্প-মালা, চামর, দর্পণ, পতাকায় বিভূষিত, সিংহদ্বারের উভয় পার্শ্বে দধিলাঞ্ছিত পূর্ণকুম্ভ শোভিত রহিয়াছে, নৃত্যগীত বাদ্যের ধ্বনি হইতেছে, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ অনন্ত রত্ন লইয়া গমন করিতেছেন, রাজবাটীতে কিসের উৎসবের অনুষ্ঠান হইতেছে? দাসী বলিল, সন্ন্যাসি! যিনি রাজা গঙ্গাদাসের জননী, রাজা রাজবল্লবের পট্টমহিষী, আজ তাঁহারই ষটপঞ্চমীর ব্রতের উৎসব হইতেছে। বাণেশ্বর বলিলেন, মা, আমি রাজমহিষীর ব্রতকথার ব্যাখ্যা করিতে বাসনা করি; রাণীর নিকটে এবিষয়ের অনুমতি লইয়া ব্রাহ্মণের উচিত উপকার করিবে? দাসী বলিল, সন্ন্যাসি! ব্রতের কথা শুনাইয়া পুরো-হিত চলিয়া গিয়াছেন, পূর্ব্বাহ্নে আসিয়া চেষ্টা করিলে কিছুই অসম্ভব ছিলনা; বাণেশ্বর বলিলেন, যদিও হইয়া থাকে তথাচ তুমি রাণীর নিকট এই প্রার্থনা জানাইয়া উচিত উপকার কর। দাসী নবীন সন্ন্যাসীর সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাণীর নিকট আমূলক বাণেশ্বরের প্রার্থনা নিবেদন করিলে, রাণী রাজার অনুমতি লইয়া তাহাই স্বীকার করিলেন; এবং বাণে-শ্বরকে সমাদরের সহিত আনাইয়া ব্যাস আসনে সংস্থাপন করিলেন। বাণেশ্বর, নারায়ণ স্মরণ পূর্ব্বক মঙ্গলাচরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, নারদ বৈকুণ্ঠে গমন পূর্ব্বক লক্ষ্মী নারায়ণ দর্শন করিয়া প্রশ্ন করিলেন—"সরল উপায়ে কুলবধূর মুক্তি পাইবার উপায় কি? কি রূপেই বা কুলবধূ ভর্ত্তাকে সন্তুষ্ট করিয়া সনাতন প্রেমের অনুষ্ঠান করিতে পারে?" এই সম্বন্ধে লক্ষ্মীনারায়ণ নারদকে যাহা উপদেশ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত

বৃত্তান্ত বাণেশ্বর এতই বিশদরূপে বুঝাইতে লাগিলেন, যে, শ্রোতৃবর্গ বুঝিতে পারিলেন, কুলবধূগণের পতিপ্রেমানুষ্ঠান বিনা ভবসমুদ্রে পারের আর অন্য উপায় নাই। ফলতঃ প্রেম সর্ব্বতোভাবেই পরাৎপর ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। নারদ, নারদ-সূত্রে বলিয়াছেন, "সা কস্মৈ পরপ্রেমরূপা" অর্থাৎ, যাহা ব্রহ্ম-রসের ঈষৎ পূর্ব্বাবস্থা ভক্তি তাহাই ব্রহ্মরসাবস্থাতে, "প্রেম" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভক্তিবীর বাণেশ্বরের, শ্যামা কৃপাবশতঃ নিখিল শাস্ত্রই হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, তথাচ—"প্রলাপস্তস্যাপি প্রশরতি কবিত্বামৃতরসং" অর্থাৎ শ্যামার কৃপাপাত্র হইলে তাঁহার মুখ হইতে বিনির্গত প্রলাপবাক্যও কবিত্বামৃতরস প্রসব করিয়া থাকে। নারদ, শাণ্ডিল্য, কপিল, কণাদ, গৌতম, পতঞ্জলি, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রভৃতি দার্শনিকদিগের যথাসর্ব্বস্ব সংমত দেখাইয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। বাণেশ্বর প্রেম বুঝাইতে যাইয়া নারদের ঐ সূত্রটির ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। "কস্মৈ" অর্থাৎ প্রেম-চরমা ভক্তি কোন পুরুষেতে করিতে হয়, যে কোন পুরুষেতে এবং যে কোন স্ত্রীতে প্রেম অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। নারদ "কস্মৈ" শব্দের দ্বারা ইহাই যেন অনুসূচনা করিয়াছেন, অর্থাৎ প্রেমের পাত্র, জগৎস্বামী গোবিন্দ, ভৃত্যের অথবা বণিতার স্বামীর নাম করিতে নাই, নাম করিলেই প্রেমের রসভঙ্গ হইয়া যায়; অতএব যে, সে, কে, এ, ও, ইত্যাদি শব্দ সঙ্কেতে অদ্যা-পিও কুলকামিনীরা পতিকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। পাঠক মহা-শয়! প্রেমচরমা ভক্তি বুঝাইতে হইলে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হয়। আধুনিক প্রেম, আধুনিক প্রণয়িনী, আধুনিক ভক্তি, আধুনিক প্রাণনাথ, নারদ শাণ্ডিল্যাদির প্রেমপতির সঙ্গে তুলনা করিতে

হইলে অনেক অন্তর হইয়া পড়ে। আধুনিকেরও দুইটি অবস্থা রহিয়াছে,—একটি প্রাচীন আধুনিক, অপরটি অর্ব্বাচীন আধুনিক, প্রাচীন আধুনিকদের নিকট "প্রেম" শব্দ উচ্চারণ করিলেই অভিভাবকগণ চপেটাঘাতে গণ্ডদেশ ফাটাইয়া বলেন, "দূর হ, গণ্ডমূর্খ, অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিস্।" অর্ব্বাচীন আধুনিকদেরত, কথাই নাই। তাহাদের প্রেমের ছড়াছড়ি হইতেছে; ঘাটে-প্রেম, পথে-প্রেম, মাঠে-প্রেম, নৌকায়-প্রেম, গাড়িতে-প্রেম, বাগানে-প্রেম, সভায়-প্রেম, গোপনে-প্রেম। একেবারে প্রেমময়, প্রেমছাড়া তাঁহাদের কিছুই লক্ষ্য হইতেছে না। কিন্তু ইহাদের যত প্রেমেরই ছড়াছড়ি হউক না কেন, আমার নারদের প্রেমের একবিন্দুও তাহাতে লক্ষ্য হইতেছে না।

তথাচ—অন্যাভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞান কর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।

অর্থাৎ যে ভজন ব্যাপার অন্য অভিলাষ এবং জ্ঞান, কর্ম্মশূন্য হইয়া গোবিন্দের প্রীত্যর্থ ভজনাদারে তাঁহারই নাম উত্তমাভক্তি অথবা প্রেম। বাণেশ্বর যাহা বুঝাইলেন সে সমস্তই নারদোক্ত সুপ্রেম, ষটগঞ্জমীর ব্রতকথার ইহাই একমাত্র সার, বনিতা ঐরূপ সুপ্রেমের অনুষ্ঠান করিলেই জগৎভর্ত্তা নারায়ণের হৃদয়স্থান অধিকার করিতে পারেন। বাণেশ্বর এইরূপে ব্রতের কথা বিস্তার করিতে লাগিলেন। কি ব্রাহ্মণপণ্ডিত, কিবা রাজা রাজবল্লভ, কিবা রাজা গঙ্গাদাস, কিবা রাজমহিষী, কিবা সাধারণ বিষয়ী শ্রোতৃগণ, যে যে স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন সে সেভাবেই স্বেদ, বৈবর্ণ, কণ্ঠরোধ, অশ্রুধারায় পরিপ্লুত হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে "হরিবোল" "হরিবোল" শব্দ করিতে লাগিলেন। পাঠক মহাশয়! বৌদ্ধ শাসনের সময়

স্বামী শঙ্করাচার্য্য কথকতা প্রণালী স্থাপন করিয়াছিলেন, এইরূপ কিম্বদন্তী রহিয়াছে, অর্থাৎ শৃঙ্গার, বীর, হাস্য, করুণ, অদ্ভুত, ভয়ানক রসে মিশ্রিত করিয়া সনাতনধর্ম্মের উপদেশ হইলেই অনায়াসে বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপন হইতে পারে--ইহাই কথকতা স্থাপনের এক মাত্র হেতু। শ্যামাকৃপাবশতঃ বাণেশ্বরও তদনুরূপই ব্রতকথার সদুপদেশ করিলেন। পাঠক মহাশয়! আধুনিক গোস্বামী দেখিয়া বাণেশ্বরকে পৌরাণিক হেতু তুচ্ছ করিবেন না। বর্ত্তমান সময়ে বড়বাবুর বাড়ীতে পুরাণ পাঠ আরম্ভ হইল, বৈকালে গোঁসাই প্রভু ব্যাস আসন গ্রহণ করিয়া পুরাণের মানভঞ্জনাদি ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, নব্যবাবুগণও তন্মনস্ক হইয়া শ্রবণ করিতে আরম্ভ করিলেন, মধ্যে মধ্যে "থ্যাঙ্ক" দিয়া গোঁসাইজীর প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ বলেন, "ভেরিগুড্" লেক্‌চার! খাসা গলা! আগা গোড়াই হাঁসাচ্ছে! গোঁসাইপ্রভুও বুঝাইতে লাগিলেন, কৃষ্ণপ্রেম স্বকীয়াতে কদাচ হইতে পারে না, পরকীয়াভাব হইলে কৃষ্ণপ্রেমে অধিকারী হইতে পারে। যোষিৎশ্রোত্রীগণ গোঁসা-ইজীর অবলোকন করিয়া বলিলেন—"দিদি! গোঁসাইজীর মুখখানি দেখিয়াছিস্-ত! কিবা দাঁতগুলি সাদা সাদা মাঝে মাঝে কাল কাল রেখা, বাঁধুলিফুলের মত পাতলা ওষ্ঠ দুই খানি পান খেয়ে লাল টুকটুকে করেছেন, নাকের ডগাটি আর কাটারির ডগাটি প্রায় এক রকম, চাঁপাকলার মত রং, গতর খানি নধর নধর করছে; ওচাঁদমুখে হাসি দেখলে প্রাণ যেন কেমন কেমন ক'রে ওঠে। দিদি! আবার দেখেছ, নাকের ডগায় কেমন রসকলি কেটেছে। উড়নী খানি কুঁচিয়ে

কাঁধে ফেলেছে, পৈতের গোছাটি ধপ্‌ধপ্‌ করছে, দুলাইন তুলসীর মালা গলায়, মাঝে সোণার স্প্রিংকল্পে আঁটা রয়েছে। বাঁকা কাল কুচকুচে চুলগুলি কেমন কপালে পড়েছে, যদি বাঁয়ের দিকে একটু টেরিকাটা হ'ত, আর যদি সাদা কাপড় ফেলে একখানি কালাপেড়ে কাপড় প'র্‌ত, তাহা হইলে বিনা ময়ূরে কার্ত্তিক বলে বোধ হ'ত। দেখ, পটলচেরা চোক বাঁকা করে যখন আমাদের দিকে তাকান, তখন মনে হয় কুলে আগুন দিয়া ঐ চরণের দাসী হই। কেউ বলে, "দিদি! মেয়েলি করে যখন নকল করেন, তখন বোধ হয় আরজন্মে উনি মেয়েমানুষ ছিলেন" কেউ বলে সকাল বেলা তিন্‌টে ডেকরা বুড় "কেশাং কেশাং" করে বিড় বিড় করে কি পড়ে? একটা কথাও বুঝ্‌তে পারি না, ওদের দূর করে দিয়ে ওঁকে দুবেলা ব্যাস আসনে বসালে ভাল হয় না? কেহ বলিলেন—"তোরা দিদি গোঁসাইকে যেরূপ করে তুল্‌লি, তাতে আর ও গোঁসাইকে মাটীর বেদিতে বসান সাজায়না"। তোরা যদি গোঁসাইকে টেরিকেটে কালাপেড়ে কাপড় পরাতে চাইলি, তবে আর ও গোঁসাইকে তোদের হৃদয়বেদিতে না বসালে সাজেনা দেখচি! পাঠক মহাশয়! আধুনিক গোঁসাইদিগের এইরূপ প্রশংসা হইয়া থাকে, এদিকে কথা সমাপন হইল, কুলবিনোদিনীরাও মনের মত গোঁসাই সেবার চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। পুরাণ কর্ত্তা হাসিতে হাসিতে অন্তঃপুরে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"গিন্নী" কি কর্‌ছ, কেমন—কথা শুন্‌লে, গোঁসাইটি দেখে মনে লাগ্‌লত? এখন থেকে আমায় ভক্তি করে ভাল্‌বেস, দেখ্‌লে কৃষ্ণের কত মান, স্বয়ং রাসেশ্বরী রাধিকা হৃদয়ে রেখে ওঁকে পূজা করিয়াছিলেন। এখন থেকে আমার সঙ্গে বিবেচনা করে কথা

ক'ও। গিন্নী বল্লেন—ও কর্ত্তা সে কিগো! দেখলেত রাধার কত মান, স্বয়ং গোলকপতি শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকার শ্রীপাদ-পদ্ম নিজের মস্তকে রাখিয়াছিলেন। পাঠক মহাশয়! কৃষ্ণকথা হইলে কর্ত্তা গিন্নী এইরূপ আলোচনা করিয়া থাকেন, আর শিবকথা হইলে প্রায় গুরু ঠাকুর মহাশয়েরা ও শিষ্যবর্গকে এইরূপেই শ্যামা শিবের কথা বুঝাইয়া থাকেন, কর্ত্তা গিন্নীও হাসিয়া ঢলিয়া পড়েন, হয়ত কর্ত্তা বলেন গিন্নি! শুনেছত, যিনি জগন্মাতা সতী তিনি পতি নিন্দা শ্রবণ করিয়া দক্ষালয়ে প্রাণত্যাগ করিলেন। তোমরা হয়ত নিজের মুখেই আমাদের নিন্দা কর, এখন হ'তে আর আমায় যা তা বলে গালাগালি দিওনা। গিন্নী বলিলেন, সে কি কর্ত্তা! শুন্‌লেত, জগৎপিতা ভোলানাথ কত আদর করে কালীর শ্রীপাদ-পদ্ম বুকে ধারণ কল্লেন, এখন থেকে আমার সঙ্গে বিবেচনা করে কথাবার্ত্তা ক'ও। দেখলেত নারীর কত মান, এই বলিয়া কর্ত্তা গিন্নী আদিরসে ভাসিলেন। ফলতঃ গুরুঠাকুর এবং গোস্বামী মহাশয় এইরূপেই শিবলীলা, কৃষ্ণলীলা বুঝাইয়াছেন যে, কর্ত্তা-গিন্নী শ্রোতৃবর্গ বুঝিয়াছেন—শ্যামা-শিব, রাধা-কৃষ্ণ হয়তো বিদ্যা-সুন্দর অথবা এলোকেশী-মোহন্ত, অথবা আজ কালকার কর্ত্তা-গিন্নীর মত নায়ক-নায়িকা হইবেন। পাঠক মহাশয়! সনাতন ধর্ম্মের এই রূপেই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য আনন্দ লহরীতে বলিয়াছেন—

"শিবঃশক্ত্যাযুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুম্"।

অর্থাৎ শক্তি-যুক্তত্বই শিবত্ব, শক্তি অযুক্তে কখনও শিব হইতে পারে না। এবং রাধা যুক্তত্বই কৃষ্ণত্ব, রাধা অযুক্তে কখনও কৃষ্ণ হইতে পারে না। তথাচ—

"রাধা সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদন মোহনঃ।

অর্থাৎ রাধা-যুক্ত শ্রীকৃষ্ণ, বিশ্বমোহন মদনকেও মোহিত করিতে পারেন।

এবং "শক্তি-শক্তিমতোরভেদাৎ"।

অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমান দুইটি নাম মাত্র প্রভেদ। বস্তুতঃ প্রকৃতি পুরুষের কিছুই প্রভেদ নাই। যেমন অগ্নি এবং অগ্নির দাহিকা শক্তি—একই পদার্থ সেই রূপ রাধা ও শ্যাম, শ্যামা ও শিব; নিত্য প্রেমালিঙ্গিতভাবে ত্রিসত্যরূপে সতত্‌ই অবস্থান করিতেছেন; তবে আর ইহাতে কৃষ্ণের রাধার পায়ে ধরা, শিবের কালীর পায়ে পড়া ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? পায়ে ধরিলে, ও পায়ে পড়িলে স্বয়ং স্বয়ংয়েরই পায়ে ধরিয়াছেন এবং পায়ে পড়িয়াছেন। গুরু ও গোস্বামী মহাশয় বা কি মাথামুণ্ড বুঝাইলেন, কর্ত্তা গিন্নীইবা কি মাথামুণ্ড বুঝি-লেন। আজকাল সনাতন ধর্ম্মের বক্তা, ঠাকুর মহাশয়গণ ও গোস্বামীগণ এই-রূপেই ধর্ম্ম বুঝাইয়া থাকেন, শ্রোতৃবর্গ এইরূপ বুঝিয়াই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করেন। ইহাদের অকর্ত্তব্য কিছুই নাই। পাঠক মহাশয়দিগের কৌতুকের নিমিত্ত একটি ঠাকুরমহাশয়ের আখ্যায়িকা উল্লেখ করা হইল—কোন এক ঠাকুর মহাশয় শিষ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শিষ্য পুত্রের যুবতী বধূ গর্ভবতী। ঠাকুর মহাশয় শিষ্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার কুষ্মাণ্ড পুত্র কোথা গিয়াছে? শিষ্যা উত্তর করিল, "বিদেশে কর্ম্মস্থলে গিয়াছে।" আরক্তিম নয়ন ঠাকুরমহাশয় বলিতে লাগিলেন, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে, বৌটির নুতন গর্ভ অনুষ্ঠান হইয়াছে এখনও হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা কিছুই বাহির হয়

নাই, মুর্খ বেটা কি পরামর্শে বিদেশে গমন করিল? যদিও তোমার পুত্রবধূ প্রসব করেন, তথাপি তিনি চক্ষু, কর্ণ, হাত, পা, বিহীন একটি অলাবু প্রসব করিবেন"। শিষ্য জিজ্ঞাসিলেন—"ঠাকুরমহাশয়! এখন কি উপায় হইবে? আমার নাতির হাত, পা, চোক, কাণ প্রভৃতি নির্ম্মাণের উপায় আপনাকে করিতে হইবে"। ঠাকুরমহাশয় বলিলেন, "তাহার আর সন্দেহ কি! আমরা শিবস্বস্ত্যয়ন আরম্ভ করিলে ছেলেকে মেয়ে করিতে এবং মেয়েকে ছেলে করিতে পারি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ না থাকিলে গড়াইয়া দিতে পারি। চিন্তা করিও না" এই বলিয়া ঠাকুরমহাশয় গর্ভিণী শিষ্যবধূর গর্ভস্থ সন্তানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নির্ম্মাণে নিযুক্ত হইলেন। পাঠকমহাশয়! ঠাকুরমহাশয়ের বীভৎস লীলা শিষ্যবধূ কর্ত্তৃক পরে সমাজে প্রকাশিত হইল; তাহা প্রকাশ করিতে লজ্জায় চক্ষু মুদ্রিত হইয়া যায়। এবং গোঁসাইগণও পুরাণ সমাপন হইলে গৃহস্থের হয়তো বধূ অথবা কন্যা একটী পুরস্কার স্বরূপ লইয়া প্রস্থান করিয়া থাকেন। এইরূপে প্রায়ই গোঁসাই ও গুরুগণ পরকীয়া রস উপদেশ দিয়া, রাস-লীলা, কুচনী-লীলা এবং পঞ্চমকার প্রত্যক্ষ দেখাইয়া সনাতনধর্ম্মের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। ভাবিয়া দেখিলে, সর্ষপে ভুতাধিকার হইয়াছে আর ভুত ছাড়াইবার উপায় নাই। (মুরারেস্তৃতীয়ঃ পন্থা)। অর্ব্বাচীন বক্তৃগণ প্রাচীন সমাজের অনেক দোষ উদ্ঘাটন করিয়া নিজের দলপুষ্টি করিয়া থাকেন, তাহাও ভাবিলে—কানার টেরা চোক নিন্দা করা মাত্র। ফকীর বলেন, বৈরাগী কেন মেগে খায়। হয়তো তাঁহারা দিবসে বুঝাইলেন যে, (ব্রহ্মৈববস্তু তদন্যদখিলমনিত্যং), আবার প্রদোষে প্রার্থনা করিলেন, হা পিত!

ভগিনীর সহিত ভ্রাতাকে আলোক হইতে অন্ধকারে লইয়া যাও। পাঠক মহাশয়! আধুনিক ধর্ম্ম সম্প্রদায় দেখিয়া একটি শ্লোক মনে পড়িল—যথা—

অয়ি সখি পুক্‌করি বিজ্ঞনতো।
যৌহি ত়ৌহি ভরলেয়ি॥
ধন্যাঃ কূপ্যো মন্যেয়ুঃ।
গুণ বিনা টুক্‌কুন দেয়ি॥

অর্থাৎ কোন এক গ্রামে দুইটি কন্যা বাল্য সখিত্বে কালযাপন করিয়া পুনর্ব্বার পতিভবন হইতে পিতৃদেশে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিল, যে উভয়েই স্বীয় ব্যবসায় কল্পতরু-স্বভাবা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে একটি স্পষ্টতই কল্পতরু-স্বভাবা অপরটি অস্পষ্ট কল্পতরু-স্বভাবা। যিনি অস্পষ্ট-কল্পতরু-স্বভাবা তিনি একদিন পুষ্করণীর নিকট স্পষ্ট কল্পতরু-স্বভাবাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, হে-সখি পুষ্করণি! তোমাকে অত্যন্ত অবিজ্ঞা বলিয়া বোধ হইতেছে; যেহেতু তোমার জল অবিচারে যাহাকে তাহাকে বিতরণ করিয়া থাক। তোমা অপেক্ষায় আমার মতে কূপ অতি প্রশংসার পাত্র, যেহেতু কূপ নির্গুণ ব্যক্তিকে কদাচ জল প্রদান করে না অর্থাৎ কূপের জল তুলিতে গুণ বিনা কেহ সমর্থ হয় না; কিন্তু পুষ্করণীর জল তুলিতে হইলে কাহারও গুণের অপেক্ষা করে না। নির্গুণ সগুণ যথেষ্ট জল গ্রহণ করিতে পারে। পাঠকমহাশয়! আধুনিক, ও অবান্তর আধুনিক, ইহাদের এক সম্প্রদায়কে অপর সম্প্রদায়ের নিন্দা করা, ঠিক কূপের পুষ্করণীর নিন্দার ন্যায়। উভয়েই জলাধার; কেহ সগুণকে জল প্রদান করে, কেহ সগুণ নির্গুণ উভয়কে জল প্রদান করে। যাহাই হউক ইহার উভয়

পক্ষই সদোষ কেহই নির্দ্দোষ নহেন। পাঠক মহাশয়! বাণেশ্বর যেরূপ সনাতনধর্ম্মের উপদেষ্টা ও অনুষ্ঠাতা ছিলেন, তাহা এই গ্রন্থের অব্যবহিত পরেই পরিচয় পাইবেন। বাণেশ্বরের ব্রত-কথা উপদেশে তদবধি পাতিব্রত্য ধর্ম্ম পুনর্দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইয়াছিল। বাণেশ্বরের ব্যাখ্যা সমাপন হইল, স্বয়ং রাজা রাজবল্লভ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন; "পাঠক মহাশয়! পঙ্কপতিত মাতঙ্গের ন্যায় আজ আপনি আমাদিগকে সংসারপঙ্ক হইতে উদ্ধার করিলেন, আপনার বেশ ভূষা দেখিয়া সন্ন্যাসী বলিয়াই বোধ হইতেছে, আপনার সদুপদেশে যে উপকৃত হইলাম, আমার এমন কোন দ্রব্য নাই, যদ্দ্বারা আপনার প্রত্যুপকার হইতে পারে। অতএব আপনার নিকট চির-ঋণী রহিল্যাম।" বাণেশ্বর বলিলেন, "মহারাজ! আমি সন্ন্যা-সাশ্রমী নহি, আমি জ্ঞাতি কর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব গৃহমেধী বিপ্র। আমার বৃদ্ধ জনক জননী, পত্নী, ভ্রাতা অন্নাভাবে দুঃখসাগরে ভাসিতেছেন। আমিও তাঁহাদের ভরণ পোষণে অসমর্থ হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি।" রাজা রাজবল্লভ ইহা শ্রবণ করিয়া চতুর্দ্দশ বাণিজ্য তরণী তৈজস, বস্ত্র, ধান্য, তণ্ডুল, তিল, সর্ষপ, তৈল, ঘৃত প্রভৃতি গৃহোপকরণ দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া বহু প্রকার অমুল্য মণি, রত্ন লইয়া বাণেশ্বরকে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, পাঠকমহাশয়! আপনার সাংসারিক সাহা-য্যের নিমিত্ত যৎসামান্য দ্রব্য প্রদান করিল্যাম এবং আপনার অভিমতে যেস্থান হইতে হয় স্বচ্ছন্দ ব্রহ্মত্র ভুমি লইতে পারেন, ইহা আমার বাক্যদত্ত রহিল। আমার ভৃত্যগণ এই সকল উপকরণ আপনার নিজদেশে রাখিয়া আসিবে, আপনি এখন নিজদেশ গমন করিতে পারেন, কিন্তু আমার স্বর্ণমেরু

দানের সময় আপনাকে উপস্থিত থাকিতে হইবে।” বাণেশ্বর তাহাই স্বীকার করিয়া আহারান্তে রাজাকে সম্ভাষণপূর্ব্বক নিজ দেশে যাত্রা করিলেন। বাহকেরা বহুদ্রব্য ভারাক্রান্ত তরণী লইয়া শিথিলভাবে নৌকা চালনা করিতে লাগিল। পথিমধ্যে আসিয়া বাণেশ্বরের অন্নপূর্ণার কথা স্মরণ হইল। বাণেশ্বর বলিলেন, বাহকগণ! তোমরা পদ্মানদী অতিক্রম করিয়া কুমার নদের দক্ষিণকুলে লক্ষ্মীকুঞ্জ গ্রামে আমার পুনরাগন পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিবে” আমি স্থানান্তরে চলিলাম; এই বলিয়া নিজ তরণীর কর্ণধারকে বলিলেন, “আমার দামোদর নগরে বিশেষ আবশ্যক আছে, সেই স্থানে নৌকা চালনা কর” এই বলিবা মাত্র কর্ণধার দামোদর নগরাভিমুখে নৌকা চালনা করিল এবং নিশীথ কালে দামোদর নগরে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাণেশ্বর শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইয়া শ্বশ্রুকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, “আমি বাণেশ্বর আসিয়াছি।” শ্বশ্রু, বাণেশ্বরের পুনঃসমাগমে আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন কিন্তু অন্নপূর্ণা চিরাগত পতিকে অবলোকন করিয়া অভিমানে সাগর রূপ ধারণ করিলেন। ভোজনান্তে বাণেশ্বর অন্নপূর্ণার নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অন্নপূর্ণার অভিমানতরঙ্গ গগণস্পর্শ করিতেছে। দেখিয়া বাণেশ্বর ভয়ে কম্পিত কলেবর হইয়া মনে মনে বলিলেন, শ্যামা! এ আবার কোন্ বিপদ উপস্থিত করিলে! এই বলিয়া বাণেশ্বরের মুখ শুষ্ক হইতে লাগিল। ফলতঃ যখন পুরুষোত্তম হরি ভবকর্ণধার হইয়াও পরম প্রকৃতি শ্রীমতীর মানসমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন, তখন সাধারণ জনগণ যতই বীর হউন না কেন, তাঁহারা যে নারীর মানসমুদ্রে ম্লত হইবেন ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কুলবীর,

ধনবীর, রূপবীর, বিদ্যাবীর, রণবীর প্রভৃতির মধ্যে পুরুষ যে বীরই হউন্না কেন, রমণী বীরের নিকট উপস্থিত হইলে পুরুষের কোন বীরত্ব লক্ষিত হইয়া থাকে না। বিনীতভাবে বাণেশ্বর অন্নপূর্ণার পার্শ্বে বসিয়া বলিতে লাগিলেন—অন্নপূর্ণে! এজন্মে দেখা হইবার আর সম্ভাবনা ছিল না, বোধ হয় সকল বৃত্তান্ত শুনিয়াছ, জেঠামহাশয় বড়দাদাকে সংহার করিলে আমরা দুই ভাই দেশান্তরে পলায়ন করিলাম, আমাদের সর্ব্বস্ব ঐ ব্রহ্মরাক্ষস হরণ করিল। এগার বৎসরের পর এইমাত্র স্বদেশে আসিয়া জনক জননীর সহিত্র সাক্ষাৎ করিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলাম; প্রসন্ন হইয়া আমায় প্রিয়সম্ভাষণ কর, আর বিমুখভাবে কালহরণ করিও না; আমি বহু দুঃখানলে দগ্ধ প্রায় হইয়া তোমার প্রিয়ালাপে শীতল হইতে আসিয়াছি তুমি, বিমুখ হইলে কে আমায় শান্তিসুখাভিসিক্ত করিবে; চল স্বদেশে গমন করি। অন্নপূর্ণা বিমুখভাবে আকাশ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—

"পুরুষ, পরুষ, পরশু, পরশুরাম।
কার্য্যেতে সমান বটে ভিন্নমাত্র নাম॥"

ইহা বলিতে বলিতে অন্নপূর্ণার নয়ন হইতে প্রেমধারা পতিত হইতে লাগিল। বাণেশ্বর অন্নপূর্ণার হস্ত ধারণ করিয়া সজল নয়নে বলিতে লাগিলেন, অন্নপূর্ণে! যথেষ্ট হইয়াছে, আর না, ক্ষমা কর, যতই তুমি অনুতাপ করিবে আমায় ততই অনুতপ্ত হইতে হইবে। সাধ্বী অন্নপূর্ণা সজল নয়ন পতিকে দেখিয়া ঈষদ্ধাস্যবদনে বলিলেন, "সন্ন্যাসি! আমি তোমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম অপরাধ করিয়াছি, আমায় ক্ষমা কর, ভাবিয়া দেখ, রমণীর মান, গৌরব, অহঙ্কারের তোমরাই শিক্ষাগুরু।

আমরা অবলা এবং অবোলা, তোমরাই নটের গুরু, কথা কহিতে জানিতাম না, তোমরাই সাধিয়া কথা কহাইয়াছ, তোমরা আদরে আদরে আমাদিগকে অভিমানিনী করিয়া তুলিয়াছ। সুতরাং শিক্ষাগুরুকে শিক্ষার পরিচয় দেখাইলাম। অন্নপূর্ণা পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলেন যে, "বাণেশ্বরকে দেখিতে পাইলেই সাধাব, কাঁদাব, এবং পায়ে ধরাব, কতকি করিব" কিন্তু সুরূপ বাণেশ্বরকে দেখিয়া অন্নপূর্ণার অভিমান জলনিধি একবারে নিস্তরঙ্গ হইল। বিশেষ আর কিছুই বলিতে পারিলেন না; বাণেশ্বর যখন বলিলেন, "অন্নপূর্ণে! আমি তোমায় পরিত্যাগ করিব বলিয়া এতকাল অনুদ্দেশ হই নাই। কেবল শ্যামার কৃপার অপেক্ষা করিয়াই এতকাল মহাপীঠ কামাখ্যায় বাস করিয়া শ্যামাধন সঞ্চয় করিয়াছি, এবং শ্যামার বিশেষ আদেশ বশতঃ তোমাকে সম্ভাষণ না করিয়া প্রত্যাগমনকালীন এবাড়ী ভিক্ষা চাহিয়াই প্রস্থান করিয়াছিলাম ;আর আমাদের দুঃখ রহিবে না। আমাদের ঐহিক পারত্রিক উভয় দুঃখই নিবারণ হইয়াছে।" তখনই পতিব্রতা অন্নপূর্ণার মানমুল একেবারেই উৎখনিত হইয়া গেল। ফলতঃ সতীর মান, পতির সমাগমাবধি সমাপন হইয়া থাকে; পতির সমাগম হইলে সতীর আর অভিমান অণুমাত্র লক্ষ্য হয় না। পরে দম্পতী আনন্দে যামিনী যাপন করিলেন। প্রভাতে বাণেশ্বর শ্বশ্রুর অনুমতি লইয়া অন্নপূর্ণা সমভিব্যাহারে স্বদেশ যাত্রা করিলেন। ক্রমে ক্রমে নিশীথকালে লক্ষ্মীকুঞ্জের ঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বাহকেরা চতুর্দ্দশ তরণী লইয়া তাঁহার অপেক্ষা করিতেছে। বাণেশ্বর অন্নপূর্ণার করগ্রহণপূর্ব্বক তীরে অবতরণ করিয়া বাহকগণের সহিত ক্রমে মন্দারে স্বভবনে উপনীত হইলেন। "বাহকেরা

আমার ভবনের দুরবস্থা দেখিয়া নিতান্ত নিঃস্ব মনে করিবে” এই ভাবিয়া বাহকদিগকে বলিলেন, এই আমার প্রজার ভবন এইস্থানে সমস্ত দ্রব্য রাখিয়া যাও, কল্য প্রজার দ্বারা সমস্ত দ্রব্য বাটি লইয়া যাইব। বাহকেরা তদনুরূপ কার্য্য করিতে লাগিল, বাণেশ্বর অন্নপূর্ণার সহিত গৃহে প্রবেশ করিয়া মাতাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন “মা! আমি বাণেশ্বর আসিয়াছি”। বৃদ্ধ দম্পতী অন্নপূর্ণা বাণেশ্বরকে দেখিয়া আনন্দার্ণবে নিমগ্ন হইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবা! সেদিন হটাৎ অনাহারে কোথায় গিয়াছিলে? বাণেশ্বর বলিলেন, আপনাদের দুঃখ বিমোচন করিবার নিমিত্ত বিদেশ যাত্রা করিয়াছিলাম; দৈবাৎ রাজা গঙ্গাদাসের মাতাকে পঞ্চমীর ব্রতকথা শুনাইয়া এই বিত্তরাশি উপার্জ্জন করিয়া আনিয়াছি। দম্পতী বাণেশ্বরের উপার্জ্জিত বিত্ত দেখিয়া মনে করিলেন, শ্যামা এতদিনে সকল দুঃখ দূর করিলেন। দম্পতী একাদশ বৎসরের পর অন্নপূর্ণা বাণেশ্বরকে ভোজন করাইয়া বলিলেন, “মা অন্নপূর্ণে! আমরা অনেক দিনের পর অন্নপূর্ণা বাণেশ্বর একত্র দেখিলাম, পরে বাণেশ্বর, রামশরণকে বলিতে লাগিলেন, রামশরণ! এই সমস্ত বিত্ত রক্ষার ভার তোমাতে রহিল, প্রভাতেই স্থপতিদ্বারা গৃহ সংস্কার করাইতে আরম্ভ কর। এইরূপে সুখ দুঃখের কথা কহিতে কহিতেই যামিনী প্রভাত হইল। বাণেশ্বর প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া শ্যামাসেবার্থ উপার্জ্জিত বিত্তের অগ্রভাগ রাখিয়া একখানি পট্টবসন এবং পাঁচটি রজত মুদ্রা লইয়া জেঠা মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া গুরু দক্ষিণা পূর্ব্বক নমস্কার করিলেন। রামজীবন জিজ্ঞাসা করিলেন, “সন্ন্যাসি! তুমি আমায় প্রণাম করিতেছ কেন?”

বাণেশ্বর বলিলেন "আমি সন্ন্যাসী নহি, আমি বাণেশ্বর"। জেঠামহাশয় মৌখিক আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "ভাল, ভাল, বাণেশ্বর! বড়ই সন্তুষ্টের বিষয়, তোমার যে এমন উপার্জ্জন শক্তি হইবেক তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না, অতএব এবস্ত্র এবং মুদ্রায় আমার কোনও আবশ্যক নাই, ইহা তোমার পিতা মাতাকে প্রদান কর, তাহা হইলে তাঁহাদের অনেক দুঃখের শান্তি হইবেক"। বাণেশ্বর বলিলেন, "জেঠা-মহাশয়! আমি রাজা গঙ্গাদাসের মাতাকে পঞ্চমীর ব্রতকথা শুনাইয়া এতই মণিকাঞ্চন লাভ করিয়াছি যে তাহা রাখিবার স্থান নাই। আমার পিতা মাতার অভাব দূর হইয়াছে, আপনি গুরু, প্রথম উপার্জ্জিত বিত্তের অগ্রভাগ আপনাকে প্রদান করিলাম, আপনি অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন"। এই বলিয়া বাণেশ্বর জেঠামহাশয়ের নিকট বিদায় লইয়া তাঁহারই গৃহ-বেদীর অন্তরালে দাঁড়াইলেন। জেঠা, জেঠাইকে ডাকিয়া বলি-লেন, "রামভদ্রের মা! তোমার উদরে আগুণ জ্বালিয়া দেও, যাদবের স্ত্রী রত্নগর্ভা তাই রত্ন প্রসব করিয়াছে, তুমি উদরে সাতটি দ্বিপদ পশু ধারণ করিয়াছ; দেখিয়া যাও, বাণেশ্বর মূর্খের অগ্রগণ্য ছিল, উহাকে জ্ঞাতি বলিয়া পরিগণিত করিতাম না, কি আশ্চর্য্য! বর্ণজ্ঞানানবচ্ছিন্ন একটি মূর্খের অগ্রগণ্য; গুণের মধ্যে দেখিতে অতি সুন্দর এবং সুকণ্ঠে গান করিতে পারে, পুত্রদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—"ওরে রামভদ্র! তোরা আয়রে, বাণেশ্বর আমায় শূল বিদ্ধ করিয়া গেল"। শুনিবা মাত্রই পুত্রগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। জেঠা বলিলেন, "এই দেখ, বাণেশ্বর রাজা রাজবল্লভের রাজমহি-ষীকে ষটপঞ্চমীর ব্রতকথা শুনাইয়া এতই ধনধান্য মণি

কাঞ্চন লাভ করিয়াছে যে, বিত্ত রাখিবার স্থান পায় নাই" আমায় বলিয়া গেল, "আপনাকে প্রথম উপার্জ্জিত বিত্তের অগ্রভাগ প্রদান করিলাম।" রামভদ্র! ইহা বিত্তের অগ্রভাগ নয়, ভাবিয়া দেখিলে একটী তীক্ষ্ণ শূলের অগ্রভাগ আমার বুকে বসাইয়া দিল। রামভদ্রের মা! নিশ্চয় জানিয়াছি, তোমার পুত্রেরা যতই বিদ্বান হউক না কেন, আজ হইতে বাণেশ্বরের নামে তাহারা পরিচিত হইবে।" অন্তরালস্থিত বাণেশ্বর বলিলেন, "জেঠা মহাশয়! ব্রাহ্মণের বাক্য যেন মিথ্যা না হয়।" রামজীবন দন্ত কটমট ধ্বনি করিয়া বলিলেন "নির্ব্বংশ পুত্র! তুমি লুকাইয়া সকল শুনিয়াছ, কিছুদিনের মধ্যেই তোমায় রাঘবের পথে পাঠাইব।" ইহা শুনিয়া রামভদ্র সার্ব্বভৌম বলিতে লাগিলেন, "বাবা! আর কাজ নাই, যদি বাণেশ্বর এইরূপে সত্য সত্যই আগমন করিয়া থাকে, তাহা হইলে আর তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবেন না; যাহা করিয়াছেন, তাহারই ফলভোগ করুন্" কিন্তু দারুণ স্বভাব রামজীবন কিছুতেই ক্ষান্ত হইলেন না, পুনর্ব্বার বাণেশ্বরের প্রতি দক্ষিণাগ্নি প্রয়োগ আরম্ভ করিলেন। বাণেশ্বর নিজালয়ে আসিয়া জেঠার অভিচার আরম্ভ জানিয়াও শ্যামাভক্তিবলে তাহা অগ্রাহ্য করিয়া জনক জননীর সেবায় নিযুক্ত হইলেন। সাম্প্রদায়িক বাণেশ্বর মধ্যে মধ্যে রামভদ্র দাদার নিকট অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। জেঠামহাশয় বাণেশ্বরকে তাঁহার টোলে পড়িতে দেখিয়া রামভদ্রকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, কুসন্তান! আগুণে বাতাস দিতেছ? রামভদ্র দাদা গোপনে বাণেশ্বরকে বলিলেন, "ভাই! তুমি আমার নিকট প্রকাশ্য ভাবে আর পড়িতে আসিও না। আমি প্রতি

দিন প্রাতঃকালে দন্তধাবনচ্ছলে রামজয় ভুঁইয়ার পাটক্ষেতে যাইয়া তোমায় পড়াইব।" বাণেশ্বরও প্রতিদিন তথায় পড়িতে যাইতেন, একদিন জেঠামহাশয় বাণেশ্বরকে পড়াইতে দেখিয়া রামভদ্রকে বলিলেন, কুসন্তান! দুধ দিয়া কালসাপ পুষিতেছ? পরে গোপনে রামভদ্র দাদা বাণেশ্বরকে বলিলেন, ভাই! আমি সকলই বুঝিয়াছি, তোমার, আমার নিকট অধ্যয়ন করা উপলক্ষ মাত্র, তুমি সর্ব্বতোভাবেই কৃতবিগু হইয়াছ, আর আমার নিকট পড়িবার প্রয়োজন নাই। আমি জানিলাম, এ নৃশংসতায় রামজীবনের কেহ জলপিণ্ডদাতা রহিবে না। বাণেশ্বরও তদবধি লৌকিক অধ্যয়ন সমাপন করিলেন। ক্রমে গৃহাদি সুন্দর রূপে নির্ম্মিত হইলে, রামশরণও নিজ পত্নী করুণাকে শ্বশুরালয় হইতে আনাইয়া সাংসারিক কার্য্যে মনোযোগ দিলেন। ধন কাঞ্চনে গৃহ পরিপূর্ণ দেখিয়া বৃদ্ধ দম্পতীর আর আনন্দের সীমা রহিল না। বাণেশ্বর শ্যামার পশ্চিমাভিমুখী মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া প্রতিদিন পাঁচটী ব্রাহ্মণ ও একটী কুমারী এবং একটী সধবা আর অতিথি মাত্রেরই ভোজন করাইয়া শক্তি সেবায় নিযুক্ত হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। কোন সময়ে বৃদ্ধ দম্পতী, রামশরণ, করুণা ও অন্নপূর্ণার সাক্ষাতে বাণেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাণেশ্বর! তোমার কল্যাণে আমার সংসারে কিছুই অভাব নাই। ধন ধান্য পুত্র লইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতেছি। কিন্তু তোমার একটি কার্য্য ভাবিয়া সততই বিমর্ষ হইতেছি। আমরা কুলপাবন বৈষ্ণবানন্দ হইতে বিষ্ণুর নরহরি রূপ চিন্তা করিতেছি। একুলে একমাত্র তুমিই শক্তির উপাসনা করিতেছ বলিয়া সততই ভয় হইতেছে—

মন্ত্রত্যাগাৎ ভবেন্মৃত্যু, গুরুত্যাগাৎ দরিদ্রতা।
গুরুমন্ত্র পরিত্যাগাৎ রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥

অতএব তুমি গুরুমন্ত্র দেবতা পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চয়ই অপরাধী হইয়াছ। বাণেশ্বর বলিলেন, "বাবা! আপনি যে শাস্ত্র বলিলেন, ঐশাস্ত্রে আমাকে লক্ষিত করিতেছে না।

যথা—মন্ত্রদাতা গুরুপ্রোক্তো মন্ত্রস্তু পরমোগুরুঃ॥

অর্থাৎ বিধিপূর্ব্বক মন্ত্র গ্রহণ করিয়া গুরুদেবতা স্বীকার পূর্ব্বক তাহার পরিত্যাগকেই গুরুমন্ত্র দেবতা পরিত্যাগ বলে। আমিতো কোন মন্ত্র স্বীকার করিয়া তাহার পরিত্যাগ করি নাই, অতএব একারণে আমাকে অপরাধী হইতে হইবে না।" ফলতঃ বর্ত্তমান কালে এইরূপই কুসংস্কার প্রচলিত হইতেছে যে, গুরুর পুত্রই গুরু এবং শিষ্যের পুত্রই শিষ্য। গুরুতে উকারের ভুল হইলেও তাহাকে গুরু বলিয়া মানিতে হইবে; না মানিলেই উকারভুল গুরু, শিষ্যের সর্ব্বনাশ কামনা করিয়া থাকেন। বাণেশ্বর বলিলেন, "বাবা! আমি ভাগ্যবশতই আদ্যাশক্তির উপাসনা আরম্ভ করিয়াছি; এসংসারে যে যাঁহারাই উপাসনা করুক না কেন, ভাবিয়া দেখিলে সকলেই শক্তির উপাসনা করিয়া থাকে।

তথাচ—

* শাক্তাএব দ্বিজাঃ সর্ব্বে ন শৈবা নচ বৈষ্ণবাঃ।
উপাসন্তে যতো দেবীং গায়ত্রীং পরমাক্ষরীং।

তথাচ ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠঅধ্যায়ে শক্তিনির্ণয়ক প্রশ্নে আদ্যাশক্তি ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন, সেই পুরুষের এবং আমার সর্ব্বদাই একত্ব ভাব আমাদের কোনও ভেদ নাই, যে

* অর্থাৎ সাবিত্রী মন্ত্র গ্রহণ মাত্রই দ্বিজগণ শাক্তপদবাচ্য হইয়া থাকে।

পুরুষ সেই আমি, এবং যে আমি সেই পুরুষ*; তবে যে শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ বুদ্ধি হয়, একমাত্র মতিবিভ্রমকেই তাহার কারণ বলিয়া জানিবে, যে সাধক আমাদের উভয়ের (শক্তিও শক্তিমানের) ভেদবিষয়ক সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিতে পারে, অর্থাৎ স্বরূপত ভেদ না থাকিলেও কেবল কার্য্যত ভেদমাত্র এইটী যাহার অনুভূত হয়, সেই তত্ত্বজ্ঞ পুরুষই সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হয় সন্দেহ নাই। একটি অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তু আছেন, তিনি নিত্য সনাতন ধর্ম্মের সনাতন স্বরূপ হইলেও সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে তিনিই দ্বৈতভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যেমন একমাত্র দীপ উপাধিযোগে দৈধভাব প্রাপ্ত হয়, যেমন একমাত্র মুখ, দর্পণ রূপ উপাধিযোগে দ্বিত্ব প্রাপ্ত হয় সেইরূপ মায়ার কার্য্যরূপ অন্তঃকরণোপাধিতে প্রতিবিম্বিত হইলেই আমাদের ভেদ প্রতীয়মান হয়। অনাদি ও অনন্তরূপে প্রবহমান এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রাকৃতিক প্রলয়কালে জীবের অভুক্ত কর্ম্ম সমুদয় জগতের বীজরূপে মায়ার সহিত অভিন্ন ভাবে উহাতেই সংলীন হইয়া থাকে এবং মায়া, সমস্ত প্রপঞ্চরূপ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড নিঃশেষে গ্রাস করিয়া পরব্রহ্মের সহিত অভেদে অবস্থান করে, তখন ব্রহ্মবস্তু নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় নিরীহ-ভাবে অবস্থিতি করে। তদনন্তর জীবের সেই কর্ম্ম কাল-যোগে পরিপক্ব হইলে ক্ষেত্রস্থিত বীজের ন্যায় সেই নিরীহ ব্রহ্মবস্তু কাল ও কর্ম্মবশে উচ্ছূন হইয়া থাকে, সেই জন্য মায়া সংক্ষোভপ্রাপ্ত হয়, তদন্তর কর্ম্ম-বীজযুক্ত সেই মায়া হইতেই বৃক্ষের অঙ্কুর পত্র পুষ্প ফলাদির ন্যায় এই বিশ্ব

---

* সদৈকত্বং ন ভেদোঽস্তি সর্ব্বদৈব মমাস্যচ।
যোঽসৌ সাহমহং যাসৌ ভেদোঽস্তি মতিবিভ্রমাৎ॥

প্রপঞ্চের সৃষ্টি হয়, ইহাতে মায়া ও মায়ার কার্য্যে পরব্রহ্ম অন্বিত থাকেন, অতএব সৃষ্টির নিমিত্ত মায়ার যত প্রকার ভেদ হয়, ব্রহ্মবস্তুরও তত প্রকার ভেদ হইয়া থাকে। যখন এইরূপে সৃষ্টি হয়, তখন উক্তরূপে দ্বৈধভাব প্রাপ্ত হইলে দৃশ্য ও অদৃশ্য রূপে সর্ব্বত্র প্রভেদ প্রতীত হইয়া থাকে। একমাত্র প্রলয় কালে আমি, স্ত্রী বা পুরুষ নহি এবং ক্লীবও নহি কেবল সৃষ্টি কালেই বুদ্ধি দ্বারা আমার ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে। আমিই বুদ্ধি, শ্রী, ধৃতি, কীর্ত্তি, মতি, স্মৃতি, শ্রদ্ধা, মেধা, দয়া, লজ্জা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্ষমা, অক্ষান্তি, কান্তি ও শান্তি এবং আমিই পিপাসা, নিদ্রা, তন্দ্রা, জরা ও অজরা এবং আমিই বিদ্যা, অবিদ্যা, স্পৃহা, বাঞ্ছা, শক্তি ও অশক্তি এবং আমিই বসা, মজ্জা, ত্বক; দৃষ্টি ও সত্যাসত্য বাক্য এবং আমিই পরা, মধ্যা, পশ্যন্তী ও বৈখরী * প্রভৃতি সার্দ্ধ ত্রিকোটী সংখ্যক নাড়িরূপিণী। আমি সংসারে কোন্ বস্তু নহি? আমা হইতে বিযুক্ত হইয়া কোন্ বস্তু বিদ্যমান থাকিতে পারে? ফলতঃ আমিই এই প্রপঞ্চময় সংসারে অখিল বস্তুরূপে বিদ্যমান রহিয়াছি ইহা স্থির নিশ্চয় জানিও। আমার এই

---

* হকারঃ স্থূলদেহঃ স্যাদ্রকারঃ সূক্ষ্মদেহকঃ।
ঈকারঃ কারণাত্মাসৌ হ্রীঙ্কারোঽহং তুরীয়কং॥

অর্থাৎ নিত্যস্বরশক্তিযুক্ত মূলাধার নিবাসী হকার স্বরূপ স্বয়ম্ভূলিঙ্গ হইতে যে নাদ উত্থিত হয় তাহারই অপর নাম ওঁকার সেই প্রণবের পরা, মধ্যা, পশ্যন্তী বৈখরী প্রভৃতি নামে শক্তি ক্রমে উর্দ্ধগত হইয়া যাহার কপালদেশ হইতে অগ্নি-নেত্রচ্ছলে প্রকাশিত হয় তাহাকেই লোকে পরমানন্দ শিব বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। শক্তি মূলাধারে হকাররূপ স্থূল শিবে, রকাররূপ সূক্ষ্মদেহে, ঈকার রূপ কারণ দেহে এবং তুরীয় ব্রহ্মরূপিণী নাদ বিন্দুরূপে, অবস্থিতি করিতেছেন এবং প্রণব অগ্রেও নাদবিন্দুরূপে অবস্থান করিতেছেন।

সকল নিত্যকারণ দ্বারা বিহীন হইয়া কোন্ বস্তু থাকিতে পারে? তাহা তুমি আমাকে বল; ফলতঃ কোনস্থানেও তাহা দৃষ্ট হয় না, অতএব আমি এই অখিল সংসারের সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি। আমি নিশ্চয়ই নানা নাম ধারণ পূর্ব্বক শক্তিরূপে সমস্ত দেবগণে অবস্থিতি করিয়া পরাক্রম ও প্রভাব প্রকাশ করিয়া থাকি। আমি শঙ্করে গৌরী, ব্রহ্মায় ব্রাহ্মী, রুদ্রদেবে রৌদ্রী, বরাহে বারাহী, বিষ্ণুতে বৈষ্ণবী শিবে শিবা, বরুণে বারুণী, কুবেরে কৌবেরী, নরসিংহে নারসিংহী, এবং ইন্দ্রে ইন্দ্রাণী শক্তিরূপে অবস্থিতি করিতেছি। বস্তুজাতমাত্রেই উৎপন্ন হইলে সেই সমস্ত পদার্থ মধ্যেই আমি অনুপ্রবিষ্ট হই, ফলতঃ সেই পুরুষকে নিমিত্ত মাত্র করিয়া আমি সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন করিয়া থাকি; আমি সলিলে শৈত্য অনলে উষ্ণতা, দিবাকরে জ্যোতিঃ ও নিশাকরে চন্দ্রিকা, এইরূপে আমি সর্ব্ব বস্তুতেই অবস্থিত হইয়া আপনার প্রভাব প্রকাশ করিয়া থাকি। আমি তোমাকে নিশ্চয় কহিতেছি যে, এই সংসারে জীবসমূহ শক্তিবিহীন হইলে কদাচ স্পন্দনে সমর্থ হয় না। অধিক কি শঙ্করও * আমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে জীব সংহারে সমর্থ হন না। আর দেখ লোক সকল দুর্ব্বল ব্যক্তিকে শক্তিহীনই বলিয়া থাকে, কিন্তু রুদ্রহীন বা বিষ্ণুহীন এরূপ কেহই বলে না। পতিত, স্খলিত,

* এস্থলে শঙ্কর শব্দে শিবের ব্রহ্মাদি হইতে সনাতনত্ব সূচনা হইতেছে। যে হেতু অকার বিষ্ণু; উকার ব্রহ্মা; মকার শিব; নাদ শক্তি; বিন্দু পরম শিব। শক্তির উর্দ্ধে এবং অধোভাগে উভয়দিকেই শিব নিরূপাধিক এবং সোপাধিক রূপে অবস্থান করিতেছেন। মকাররূপী সোপাধিক শিব, নাদ. শক্তির নিকটে অবস্থান করিয়াও শক্তির অনধিষ্ঠানে সংহার কার্য্যে সমর্থ হইতে পারেন না। নাদ শক্তির দূরস্থিত উকার অকারস্বরূপ ব্রহ্মা বিষ্ণুর কথা বলা বাহুল্য।

ভীত, স্তব্ধ ও শত্রুর বশতাপন্ন মানবগণকে লোকে অশক্ত (শক্তিহীন) বলিয়া থাকে, কিন্তু এ ব্যক্তিকে "রুদ্রাদিহীন" এরূপত কেহ কখনই বলে না। অতএব তুমি যদ্দ্বারা সৃষ্টি করিয়া থাক, সেই শক্তিকেই সকলের কারণ বলিয়া জানিবে। তুমি যখন শক্তিযুক্ত হইবে তখনই অখিলের সৃষ্টি-কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে। হরি, শম্ভু, রুদ্র, বিভাবসু; সূর্য্য, শশধর, শমন, বিশ্বকর্ম্মা, বরুণ, ও পবন, প্রভৃতি দেবগণ শক্তিযুক্ত হইয়াই স্ব স্ব কার্য্য সাধনে সমর্থ হইয়া থাকে। যখন শক্তিসমন্বিত হয় তখনই ধরাদেবী স্থির থাকিয়া বিবিধ জীবনিবহ সম্বলিত পদার্থ সমূহ ধারণ করিতে সমর্থ হয়, নতুবা একটী পরমাণু মাত্রও ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। সেইরূপ শেষনাগ, কূর্ম্ম ও দিগ্‌গজগণ এবং অন্যান্য সকলেই মদ্‌যুক্ত (শক্তি বিশিষ্ট) হইয়া স্ব স্ব কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হয়। আমি যাহা যাহা ইচ্ছা করি, তৎসমুদয়ই স্বাতন্ত্র্য ভাবে সম্পাদন করিয়া থাকি, আমি ইচ্ছা করিলে সমস্ত জল ও অনলের সংহার করিতে এবং সমীরণকেও স্তম্ভিত করিতে পারি। এই অখিল বিশ্বমণ্ডল অনাদি ও অনন্তরূপে নিরন্তর প্রবাহমান রহিয়াছে, "আপনি তবে কিরূপে ইহার উৎপাদন করিতেছেন"? এইরূপে সমস্ত অসৎ পদার্থের ভাব সন্দেহ অর্থাৎ উৎপত্তির প্রতি সংশয় কদাচই কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু উৎপত্তি প্রভৃতির আশ্রয়াযোগত্ব (আশ্রয়ের অসংযোগ) অসৎ পদার্থের অনুৎপত্তির প্রতি কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। দেখ বন্ধ্যাপুত্র এবং শশবিষাণ ও আকাশ কুসুম প্রভৃতির উৎপত্তির আশ্রয় যোগ সম্ভব হইতে পারে না, কিন্তু সৎরূপে বিদ্যমান পদার্থ সমূহেরই উৎপত্তি সম্ভব হইয়া থাকে,

অতএব এই জগৎ ভিন্ন, খপুষ্পাদির ন্যায় অন্য পদার্থের উৎপত্তির প্রতি সন্দেহ, তুমি একেবারই পরিত্যাগ কর। যদি বল, তবে সৎপদার্থ সমূহের উৎপত্তি প্রভৃতির আশ্রয়যোগত্বেরও সম্ভব হয় না, কিন্তু তাহা তুমি বলিতে পার না, যেহেতু সৎপদার্থ সমূহের কার্য্যবিচারে, আবির্ভাব ও তিরোভাবই উৎপত্তি ও প্রলয় নামে কথিত হয়, উহা অন্য আর কিছুই নহে, তুমি বিচার করিয়া দেখ, মৃৎপিণ্ডে সৎপদার্থরূপ ঘটের প্রাগভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু তাহাই আবার ঘটের আবির্ভাবের কারণ, আর কপাল সকলেও ঘটের প্রধ্বংসাভাব বিদ্যমান, কিন্তু সেই প্রধ্বংসাভাবই আবার ঘটের তিরোভাবের জনক হইয়া থাকে। সেইরূপে কারণাত্মক সৎপদার্থ সমূহের আবির্ভাব ও তিরোভাবই উৎপত্তি ও প্রলয় শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। কারণ বিচারেও আমার সর্ব্বাত্মকত্ব অব্যাহত রূপেই প্রতিপন্ন হইতেছে। তাহাতে তোমার সন্দেহের অবসর কিছুই নাই, সৎকার্য্য বিচারে এইরূপ অনুভব হয় যে এখন এখানে ঘটরূপা পৃথিবী নাই যদি তাহার ধ্বংস হইল, তবে তাহার মৃত্তিকা কোথায় গেল এইরূপ বিচারে পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, ঐ ঘটরূপা পৃথিবী পরমাণুরূপে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। নিত্য স্থিতিশীল ও ক্ষণস্থায়ী অমূর্ত্ত প্রভৃতি নিত্যানিত্য পদার্থ সমুদয়ই সকর্ত্তৃক অর্থাৎ কারণ জন্য জানিবে; কিন্তু অহঙ্কার সেই সমস্ত পদার্থের মধ্যে অগ্রিম অর্থাৎ প্রথমে উৎপন্ন হয়, এইরূপে মহদাদি সপ্ত পদার্থ প্রকৃতি বিকৃতির সপ্তপ্রকার ভেদমাত্র, তাহাতে বিশেষ এই যে, অগ্রেপ্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, তদনন্তর অন্যান্য সমস্ত ভুতবর্গ, এইরূপে তুমিও পূর্ব্বের ন্যায়

যথাকালে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রচনা করিতে থাক। বাণেশ্বর পুনরায় বলিলেন, "বাবা! ভাগবত বৃত্তান্তে বেদ চতুষ্টয় এই রূপেই আদ্যাশক্তিকে পরাৎপরা বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন।

যথা— ঋগুবাচ।

যদন্তঃস্থানি ভূতানি যতঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
যদাহুস্তৎপরং ব্রহ্ম সৈকা ভগবতী স্বয়ং॥

ভূত নিবহ যে শক্তির উদরে অবস্থান করিতেছে, এবং যাহা হইতে আবির্ভূত হইতেছে, ঋষিগণ যাহাকে তৎপদ বাচ্য ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন সেই ভগবতী স্বয়ং সিদ্ধা।

যজুরুবাচ।

যা যজ্ঞৈরখিলৈ রীশা যোগে নচ সমীড্যতে।
যতঃ প্রমাণং হি বয়ং সৈকা ভগবতী স্বয়ং॥

নিখিল জীব যজ্ঞদ্বারা অর্চ্চনা করিলে অর্চ্চনা যাহাতে উপস্থিত হয়, যোগী যোগ করিলে যোগফল যাহাতে উপস্থিত হয়, যাহার শক্তিতে আমরা বেদ প্রমাণতা লাভ করিয়াছি, তিনি স্বয়ং সিদ্ধা শক্তি।

সামোবাচ।

যয়েদং ভ্রাম্যতে বিশ্বং যোগিভির্যা বিচিন্ত্যতে।
যদ্ভাষা ভাষতে বিশ্বং সৈকা দুর্গা জগন্ময়ী॥

যাঁহার মায়ায় এই বিশ্ব ভ্রমণ করিতেছে, যোগীগণ সর্ব্বতোভাবে যাঁহারই চিন্তা করিতেছেন, যাঁহার জ্যোতিতে এই জগৎ জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছে, ভবদুর্গতি-বিনাশিনী সেই ভগবতী স্বয়ং সিদ্ধা।

অথর্ব্বউবাচ।

যাং প্রপশ্যন্তি দেবেশীং ভক্ত্যানুগ্রাহিণোজনাঃ।
তামাহুঃ পরমং ব্রহ্ম দুর্গাং ভগবতীং মুনে॥

তাঁহার অনুগ্রহ পাত্র যোগীগণ ভক্তিবলে যাঁহাকে হৃদয়ে দর্শন করিয়া থাকেন, তত্ত্বজ্ঞেরা যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন, ভবদুর্গতিহারিণী সেই ভগবতীই স্বয়ং সিদ্ধা।

তথাচ আদ্যোপনিষৎ।

স্বয়মানন্দময়ী, মহামোহদমনী, ক্বচিৎ পুং বিগ্রহা, ক্বচিৎ স্ত্রীবিগ্রহা, ক্বচিদল্পা, ক্বচিন্মধ্যা, ক্বচিৎ পূর্ণা, ক্বচিৎ কৃষ্ণা, ক্বচিৎ গৌরেত্যাদি।

শক্তিই স্বয়ং আনন্দ স্বরূপা, শক্তিই মহামোহ দমন কারিণী, কখন পুরুষ রূপ ধারিণী, কখন স্ত্রীরূপ ধারিণী, কখন সূক্ষ্ম প্রকৃতিরূপা, কখন জীবরূপে স্থূলরূপা, কখন ব্রহ্মে চৈতন্যদান করিয়া পূর্ণরূপা, কখন তমরূপে অন্ধকার স্বরূপা, কখন অপূর্ব্ব স্বর্ণকান্তি।

তথাচ মার্কণ্ডেয়ে।

সা বিদ্যা পরমামুক্তের্হেতুভূতা সনাতনীতি।
সেই পরমানন্দময়ী জীবমুক্তির একমাত্র হেতুভূতা॥

তত্রৈব। যচ্চকিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সাত্বং কিং স্তুয়সে তদা॥

বিশ্বে যাহা কিছু বস্তু বলিয়া লক্ষিত হইতেছে সেই বস্তু মাত্রেরই শক্তি-স্বরূপা শক্তি।

বাবা! বিষ্ণু, ভৃগুরামাবতারে একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আমার শ্যামার উপাসনা বলই তাঁহার একমাত্র কারণ এবং চৈতন্যময়ীর পূর্ণশক্তির

অধিষ্ঠানের কথা বলা বাহুল্য। বিষ্ণু নৃসিংহরূপে শ্যামার চরণাশ্রিত সিংহের অর্দ্ধাংশ শক্তি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর হিরণ্যকশিপুর বিনাশে সক্ষম হইয়াছিলেন। তবে নৃসিংহ উপাসনায় বঞ্চিত হইয়াছি বলিয়া আপনার অনুতাপ করা উচিত নহে।

ইয়ন্তু শাম্ভবী বিদ্যা গুপ্তা কুলবধূরিব।

বাবা এই বৈষ্ণব প্রধান রাজ্যে নানা প্রকারই ব্রহ্ম কল্পিত হইয়া থাকে। শাম্ভবী-বিদ্যা কুলকামিনীর ন্যায় সর্ব্বত্রই অপ্রকাশ্য সুতরাং আপনারা শক্তিতত্ত্বে বঞ্চিত হইয়া আমার প্রতি বৃথা অনুতাপ করিয়াছেন।

বাবা! ষষ্ঠীতৎপুরুষ গোস্বামী বলিয়া থাকেন ঃ—

"ঈক্ষতের্নাশব্দমিতি ন্যায়াৎ।

বিশেষেণ ন শব্দ্যতে ইতি অশব্দং * হঠাৎ বৈদান্তিক এবং তৎপুরুষ ইহা বুঝিতেছে না, বুঝাইতেছে।

অর্থাৎ যাহার ঈক্ষণ শক্তি রহিয়াছে, তিনিই এই বিশ্বের একমাত্র কারণ অশব্দ অর্থাৎ যাহার সম্বন্ধে বৈদিক প্রমাণ নাই, তাহাকেই প্রধান অথবা প্রকৃতি শক্তি বলিয়া নির্ব্বাচন পূর্ব্বক আদ্যাশক্তিকে বিশ্বের কারণতাতে প্রমাণ করেন না। বাবা! শ্রুতি যাহাকে ত্র্যম্বকা বলিয়া নির্ব্বাচন করিয়াছেন, যিনি চন্দ্র সূর্য্যাগ্নি ত্রিনেত্রচ্ছলে এই বিশ্বের উৎপত্তি, পালন এবং সংহার করিতেছেন, সেই ভগবতী শ্যামা ঈক্ষণশক্তি বিহীনা। তৎপুরুষ গোস্বামী দ্বিনেত্র † বিহীন অন্ধ এই হেতুই ত্রিনেত্রা শ্যামা এবং ত্রিনেত্র শিবের অনিশ্বরত্ব প্রমাণ করিয়া থাকেন।

* নির্গুণহেতু শ্রুতি যাহাকে বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন না, সে অশব্দ।

† দ্বিনেত্র অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষু ও ধর্ম্ম চক্ষু বিহীন।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ অজামেকাং লোহিত কৃষ্ণ শুক্লামিত্যাদি।
অর্থাৎ অনাদি সিদ্ধা প্রকৃতিই ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিতেছেন।

তথাচ স্কান্ধে শ্রুতি,—

ঋগুবাচ।

যদন্তঃস্থানি ভূতানি যতঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
যদাহুস্তৎপরং তত্ত্বং স রুদ্রস্ত্বেক এবহি॥

ভূত নিবহ যে শক্তিমানের উদরে অবস্থান করিতেছে, এবং যাহা হইতে আর্বিভূত হইতেছে, ঋষিগণ যাহাকে তৎপদ বাচ্য ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন সেই শিবই স্বয়ং সিদ্ধ।

যজুরুবাচ।

যো যজ্ঞৈরখিলৈরীশো যোগেন চ সমীজ্যতে।
যেন প্রমাণং হি বয়ং স একঃ সর্ব্বদৃক্ শিবঃ॥

নিখিল জীব যজ্ঞদ্বারা অর্চ্চনা করিলে অর্চ্চনা যাহাতে উপস্থিত হয়, যোগী যোগ করিলে যোগফল যাহাতে উপস্থিত হয়, যাহার শক্তিতে আমরা বেদ প্রমাণতা লাভ করিয়াছি তিনিই স্বয়ং সিদ্ধ শিব।

সামোবাচ।

যেনেদং ভ্রাম্যতে বিশ্বং যোগিভি যো বিচিন্ত্যতে।
যদ্ভাষা ভাষতে বিশ্বং সএব স্ত্র্যম্বকঃ পরঃ।

যাঁহার মায়ায় এই বিশ্ব ভ্রমণ করিতেছে, যোগীগণ সর্ব্বতোভাবে যাঁহারই চিন্তা করিতেছেন, যাঁহার জ্যোতিতে এই জগৎ জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছে সেই ত্রিনয়ন শিবই পরমব্রহ্ম।

অথর্ব্বোবাচ।

যং প্রপশ্যন্তি দেবেশং ভক্তানুগ্রাহিণো জনাঃ।
তমাহুরেকং কৈবল্যং শঙ্করং দুঃখ তস্করং॥

তাঁহার অনুগ্রহ পাত্র যোগীগণ ভক্তিবলে যাঁহাকে হৃদয়ে দর্শন করিয়া থাকেন, তত্ত্বজ্ঞেরা যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন, সেই অদ্বিতীয় দুঃখ চৌর শঙ্করই পরব্রহ্ম।

প্রণবোবাচ।

নহ্যেষ ভগবান্ শক্ত্যা স্বাত্মনো ব্যতিরিক্তয়া।
কদাচিদ্রমতে রুদ্রো লীলারূপ ধরোহরঃ।

পরমানন্দ ব্রহ্মে যে আনন্দ শক্তি বিরাজ করিতেছেন সে শক্তি আনন্দ হইতে কদাচ ব্যতিরিক্ত হন না অর্থাৎ আনন্দ এবং আনন্দ উদ্বোধিকা।

গায়ত্র্যুবাচ।

অসৌহি ভগবানীশো স্বয়ং জ্যোতিঃ সনাতনঃ।
আনন্দরূপা তস্যৈষা শক্তির্নাগন্তুকী শিবা॥

ত্র্যম্বক স্বয়ং জ্যোতিঃ স্বরূপ এবং সনাতন। আনন্দময়ী শক্তিই সদানন্দের আনন্দ স্বরূপা; কোথায় হইতে আসিয়া তাহাতে মিলিত হন নাই।

শক্তি শক্তিমতোরভেদাৎ।

অর্থাৎ পরমানন্দ শক্তি এবং পরমানন্দ শিব ইহারা বহ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় নিত্য প্রেমালিঙ্গিত অভেদরূপে চিরাবস্থান করিতেছেন। তৎপুরুষ যতই বলুক না কেন শক্তি শক্তিমান কখনই প্রভেদরূপে নির্ব্বাচিত হয় না। শত শত অন্ধের বাক্য প্রমাণ হইতে পারে না, একজন চক্ষুষ্মানের বাক্যই প্রমাণ হইয়া থাকে। তৎপুরুষ বুঝাইলেন, শক্তি আমাদের ভাজ হন, শিব আমাদের সঁতীর্থ ভাই হন, অর্থাৎ আমাদের পিতল কান্সু পরিবার এই বলিয়াই যে অর্দ্ধনারীশ্বর,

দাদাগোঁসাই দিদিগোঁসাইর মত ধর্ম্মধ্বজী ইহা কদাচ মনে করিবেন না।

তথাচ মহাভারতে শান্তিপর্ব্বণী।—

ন পদ্মাঙ্কং ন বজ্রাঙ্কং ন চক্রাঙ্কমিদং জগৎ।
লিঙ্গাঙ্কঞ্চ ভগাঙ্কঞ্চ তস্মান্মাহেশ্বরী প্রজা॥

অর্থাৎ যাহার সামগ্রী, অবশ্যই সামগ্রী মাত্রেই তাহার কোন চিহ্ন থাকিবার আবশ্যক। এই বিশ্ব বিষ্ণুর হইলে প্রত্যেক বিশ্বেই চক্র, ব্রহ্মার হইলে পদ্ম, ইন্দ্রের হইলে বজ্র চিহ্ন থাকিত; কিন্তু বিশ্বের কোন স্থলেই চক্র, পদ্ম, এবং বজ্রের চিহ্ন দেখা যাইতেছে না। প্রত্যেক বিশ্বেই প্রকৃতির চিহ্ন ও পুরুষ চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে এবং ক্লীবেও প্রকৃতি পুরুষের চিহ্ন রহিয়াছে।

শব্দানা মেকার্থোপি লিঙ্গ বচন ভেদঃ!

অর্থাৎ শব্দের অর্থ এক হইলেও লিঙ্গ, সংখ্যার প্রভেদ দেখা যাইতেছে।যেমন, জলশব্দটী ক্লীবলিঙ্গ, অপ্ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বহুবচন; বস্তুত অপ্ বলিলেও জল বুঝায়, জল বলিলেও জল বুঝায়। দারা কলত্র, ভার্য্যা শব্দে এক স্ত্রীকেই বুঝাইতেছে; কিন্তু কলত্র শব্দ ক্লীবলিঙ্গ, ভার্য্যা শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, দার শব্দ পুংলিঙ্গও বহুবচন। কেবল লিঙ্গ, সংখ্যা দেখিয়াই যে বস্তু নির্দ্দেশ করা হইতে পারে ইহা কখনই যুক্তি সিদ্ধ নয়। অর্থ বশতঃ প্রকরণ বশতঃ, লিঙ্গ বশতঃ, ঔচিত্য বশতঃ, দেশতঃ, কালতঃ, শব্দের অর্থ নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে।

স ইমান্ লোকান্ সৃজতে।

অর্থাৎ স পুংলিঙ্গ বাচ্য, স শব্দের দ্বারা পুংলিঙ্গ বাচ্য ঈশ্বর এই বিশ্ব সৃষ্টি করিতেছেন, তৎপুরুষ স শব্দটী পুংলিঙ্গ

দেখিয়া যে বিশ্বেশ্বরকে পুরুষোত্তম পিতল কানু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম মাত্র। যে হেতু তৎপদ বাচ্য ব্রহ্মে স্ত্রীত্ব, পুংস্ত্ব, ক্লীবত্ব, কিছুই উপস্থিত হয় না। আপনি যাঁহাকে নৃসিংহ বলিয়া উপাসনা করিতেছেন, সৌর যাঁহাকে সূর্য্য বলিয়া উপাসনা করিতেছে, গাণপত্য যাঁহাকে গণেশ বলিয়া উপাসনা করিতেছে, শৈব যাহাকে শিব বলিয়া উপাসনা করিতেছে, শাক্ত তাঁহাকেই শক্তি বলিয়া উপাসনা করিতেছে। বাবা! রাধাই কৃষ্ণ, কৃষ্ণই রাধা, শিবই শক্তি, শক্তিই শিব এইরূপ উপাস্য দেবতা মাত্রই প্রকৃতি পুরুষাত্মক, কিন্তু প্রণবের উর্দ্ধগত পুরুষকেই নানামতাবলম্বীরা শিবাদিরূপে নির্ব্বাচন করিয়া থাকে। কিন্তু সেই পরব্যোম ব্যোমকেশ, পরানন্দ শক্তি শূন্য স্বরূপ, কোন রূপেই উপাসকের প্রাপ্য হইতে পারে না। ভাগবতে—

নির্গুণস্য মুনেরূপং ন ভবেদ্দৃষ্টিগোচরং।
দৃশ্যঞ্চ নশ্বরং যস্মাদরূপং দৃশ্যতে কথং॥
নির্গুণা দুর্গমা শক্তি নির্গুণশ্চ তথা পুমান্।
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ।
এতে পঞ্চ মহাপ্রেতাঃ পাদমূলে স্থিতামম॥

পঞ্চভূত স্বরূপ ব্রহ্মাদি পঞ্চ মহাপ্রেত আমার চরণ সম্বন্ধেই জড় হইয়াও সচেতন হইয়াছে।

অতএব যে যাহারই উপাসনা করুক, নাদরূপা স্বগুণা শক্তিরই উপাসনা করিয়া থাকে তাই বলিয়াছিলাম শাক্তএব দ্বিজাসর্ব্বেতি।

পাঠক মহাশয়! বাণেশ্বর বৃদ্ধ দম্পতীকে শক্তি পরত্বের যে সকল প্রমাণ দেখাইয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বোক্ত ভক্তাবলী

গ্রন্থে অতি বাহুল্যরূপে বর্ণিত রহিয়াছে। গ্রন্থবিস্তার ভয়ে তাহার কিয়দংশই উল্লেখ করিলাম। বৃদ্ধদম্পতী ভক্তবীরের স-প্রমাণ শাস্ত্র শুনিয়া পুত্রের উপাসনান্তর বিষয়ে চিন্তা পরিত্যাগ করিলেন। বাণেশ্বর পিতামাতাকে শান্ত্বনা করিয়া অহরহঃ শ্যামা-চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। ইতিমধ্যে জেঠার অভিচার সম্পূর্ণ হইলে বাণেশ্বর দেখিলেন, শ্যামাশ্রমের অভিমুখে রক্তবসন পরিধায়ী কজ্জ্বলবরণ,ত্রিশূলপাণি,ত্রিনেত্র করালদংষ্ট্র বিভীষিকা মূর্ত্তি এক আভিচারিক পুরুষ তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। দেখিয়া অনন্যগতিক বাণেশ্বর মনে করিলেন, এইবারেই ব্রহ্মরাক্ষসই আমাকে সংহার করিল। শ্যামা! জন্মিলে অবশ্যই জীবের মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়, তন্নিমিত্ত অণুমাত্র চিন্তা করিতেছি না। কিন্তু বক্তব্য এই আসন্ন মৃত্যু-কালে আমার চঞ্চল অন্তঃকরণ সর্ব্ববিষয় হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া তোমার চরণসরোজে যেন নিবিষ্ট হয়। আর আমার বলিবার কিছুই নাই। তোমার কালভয়-নিবারিণী শ্যামা নামে যেন কলঙ্ক আরোপিত না হয়। মা! এই আমায় কৃত্বাপুরুষ গ্রাস করিল। বাণেশ্বর এই বলিয়া যেমন শ্যামারূপে মনোনিবেশ করিলেন, অমনি তৎক্ষণাৎ জগদম্বিকা মৃণ্ময়ী-প্রতিমা হইতে প্রত্যক্ষরূপে আবির্ভুতা হইয়া বাণেশ্বরের সম্মুখে "মা ভৈঃ" বলিয়া দণ্ডায়মানা হইলেন। কৃত্বাপুরুষও দিবাকরোদিত তিমিরের ন্যায় বিমুখভাবে পলায়ন করিল।

বাণেশ্বর দেখিলেন, কামাখ্যায় যেমন মরকতকান্তি ত্রিনয়না দেখিয়াছিলেন, সেইরূপে ত্রিনয়নের সহিত সম্মুখে প্রকৃতি-দণ্ডায়মানা। নিকটে আর করালদংষ্ট্র ভীষণ মূর্ত্তি নাই। তখন বাণেশ্বরের ভয়, লজ্জা ও অহঙ্কার প্রভৃতি অচ্ছেদ্য পাশ

একেবারেই ছিন্ন হইয়া গেল। ফলতঃ জীবের শিবা দর্শন হইলেই সর্ব্বতাপ মুক্ত হইয়া শিবত্ব লাভ হইয়া থাকে। কৃতাঞ্জলিপুটে বাণেশ্বর যুগলরূপের চরণোপান্তে "শিবায়ৈ শিবরূপায়ৈ শিবারূপায় শম্ভবে। অর্দ্ধনারীশ রূপায় নমস্তে শিবশক্তয়ে" এই বলিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। প্রসন্নবদনা ভগবতী বলিলেন, বাণেশ্বর! আর তোমার কোন ভয় নাই, জ্ঞাতি ভয়ের কথা দূরে থাকুক, এমন কি অপ্রতিক্রীয় কালভয় পর্য্যন্ত আজ হইতেই তোমার বিদূরিত হইল। বৎস! কামাখ্যাধামে যে কারণ তোমায় পূর্ণ সিদ্ধি প্রদান করিতে পারি নাই, তাহার কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর ঃ—

যথা—আচারসারে—

ব্রহ্মণো মানসঃ পুত্রঃ বশিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ।
তারামারাধয়ামাস পুরা নীলাচলে মুনিঃ॥
বশিষ্ঠারাধিতা বিদ্যা নতু শীঘ্র ফলপ্রদা।
অতস্তেনৈব মুনিনা শাপোদত্তঃ সুদারুণঃ।
ততঃ প্রভৃতি বিদ্যেয়ং ফলদাত্রী ন কস্যচিৎ॥
তথাচ যোগিনীতন্ত্রে তৃতীয় পটলে।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অহঞ্চ ব্রাহ্মণো মাতঃ কামাখ্যে ব্রহ্মসম্ভবঃ।
হিত্বা ত্বাংহি ব্রজেতর্হি অন্যথা ক্রিয়তে তয়া॥
ব্রহ্মবধোদ্ভবং পাপং সত্যং তেঽস্য ভবিষ্যতি।
এবমত্র মহাপীঠে জপনাৎ পূজনাদপি॥
সিদ্ধির্নজায়তে কর্হি কালে মদ্বচনাৎ পুনঃ॥

পুরাকালে ব্রহ্মার পুত্র বশিষ্ঠ ঋষি আমার উগ্রতারারূপের কোন গুহ্যমন্ত্র মহাপীঠে বহুকাল পর্য্যন্ত উপাসনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে না পারিয়া ঐ মন্ত্রে এবং মহাপীঠের প্রতি এইরূপ অভিসম্পাত করিয়াছিলেন যে, অদ্যাবধি উগ্রতারার কোন বিশেষ মন্ত্রে এবং এই মহাপীঠ কামাখ্যাতে কোন জনই সিদ্ধ হইতে পারিবে না। এই কারণেই আমরা কামাখ্যা-ক্ষেত্রে তোমায় প্রত্যক্ষ হইয়াও সিদ্ধি প্রদান করিতে পারি নাই এবং তোমায় মহামন্ত্র উপদেশ করিয়াও তোমাকে পুনরায় গুরুকল্পনা করিতে আদেশ করিয়াছিলাম—

যথা—"গুরোর্মন্ত্রং প্রগৃহ্নীয়াৎ"

অর্থাৎ গুরুর নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ করিলেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে ইহাই আমার প্রাণনাথ প্রমথনাথের শ্রীমুখ বাক্য। বৎস! আমি সকল সংসার সংহার করিতে পারিলেও শিব-বাক্য ও ভক্ত-বাক্য কদাচ অন্যথা করিতে পারি না। এই হেতু তোমায় পুনঃ গুরু কল্পনা করিতে উপদেশ করিয়াছিলাম; এতদিনে তুমি কৃতকার্য্য হইয়াছ, তাই তোমায় পুনঃ প্রত্যক্ষ হইলাম। তোমাতে আর অদেয় কিছুই নাই, যাহা অভিলাষ করিবে তাহাই আমার নিকটে লাভ করিতে পারিবে। শ্রবণ মাত্র বাণেশ্বর রোমকঞ্চুকিত কলেবরে গলদশ্রুলোচনে বাষ্পগদ্গদ বচনে বলিতে লাগিলেন, জননি! আমার বক্তব্য কিছুই অবশিষ্ট নাই; সত্য সত্যই আমি জীবন্মুক্ত হইয়াছি; তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমার একমাত্র ইহাই প্রার্থনীয়, পরম প্রকৃতি এবং পরম পুরুষের স্বরূপ লক্ষণ যেরূপে হয় উহা আমার প্রতি কৃপা করিয়া উপদেশ করুন।

ভগবতী বলিলেন, বাণেশ্বর! পূর্ব্বে হিমালয়ে আবির্ভূত হইয়া হিমালয়কে পরম প্রকৃতি এবং পরম পুরুষের স্বরূপ লক্ষণ যাহা উপদেশ করিয়াছিলাম, এখন তোমাকে তাহাই উপদেশ করিতেছি।

শ্রীদেব্যুবাচ।

শৃণ্বন্তু নির্জ্জরাঃ সর্ব্বে ব্যাহরন্ত্যা বচো মম।
যস্য শ্রবণ মাত্রেণ মদ্রূপত্বং প্রপদ্যতে॥ ১॥
অহমেবাস পূর্ব্বন্তু নান্যৎ কিঞ্চিন্নগাধিপ!।
তদাত্মরূপং চিৎসম্বিৎ পরব্রহ্মৈকনামকম্॥ ২॥

পঞ্চাশদ্ভিরথ শ্লোকৈরাত্মতত্ত্বনিরূপণম্।
করোতি জগদম্বা সা স্বমুখেনেতি চোচ্যতে॥

হিমালয়ং পুরস্কৃত্য সর্ব্বান্ দেবান্ দেবী বরবস্তূপদেশং করোতি শৃন্বিতি। ব্যাহরন্ত্যাঃ কথয়ন্ত্যাঃ॥ ১॥

অহমেবেতি। পূর্ব্বন্তু সৃষ্টেস্তু পূর্ব্বমহমাত্মরূপিণ্যেবাস বভূব মত্তোঽন্যৎ কিঞ্চিদপি নাস সজাতীয় বিজাতীয়স্বগতভেদশূন্যমাত্মতত্ত্ব মেবাসেত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চিদিতি। তদাত্মরূপমিতি। তদেবাত্মরূপং চিৎসম্বিৎ পরং ব্রহ্মৈকনামকং ভবতি। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেত্যাদিকা জগৎকারণপ্রতিপাদকশ্রুতিষু প্রতিপাদিতাঃ শব্দাস্তস্যৈবাত্মস্বরূপস্য বাচকাঃ সন্তীত্যর্থঃ॥ ২॥

দেবী কহিলেন, দেবগণ! যাহা শ্রবণমাত্রেই জীবগণ আমার স্বরূপত্ব লাভে সমর্থ হয়, আমি এক্ষণে সেই বিষয় বর্ণন করিতেছি, তোমরা সমাহিত চিত্তে শ্রবণ কর॥ ১॥

গিরিবর! সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আমিই বিদ্যমান ছিলাম, অন্য আর কিছুই ছিল না। আমারই আত্ম স্বরূপকে চিৎ-সম্বিৎ ও পরব্রহ্ম ইত্যাদি নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

অপ্রতর্ক্যমনির্দ্দেশ্য মনৌপম্যমনাময়ম্।
তস্য কাচিৎ স্বতঃসিদ্ধা শক্তির্মায়েতি বিশ্রুতা ॥ ৩ ॥
ন সতী সা নাসতী সা নোভয়াত্মা বিরোধতঃ।
এতদ্বিলক্ষণা কাচিদ্বস্তুভূতাস্তি সর্ব্বদা ॥ ৪ ॥

তথাচ সর্ব্ববেদপ্রতিপাদ্যমাত্ম রূপমেবাসেতি সমন্বয়াধ্যায়োক্তঃ সর্ব্বপদানাং ব্রহ্মণ্যাত্মরূপে সমন্বয় উক্তো বেদিতব্য ইতি কীদৃক্ তদাত্মরূপমস্তীতি চেত্তত্রাহ অপ্রতর্ক্যমিতি। অনুমানাবিষয়ঃ শ্রুত্যৈকসমধিগম্যমিত্যর্থঃ। অনির্দ্দেশ্যং শ্রুত্যাপি জাতিগুণক্রিয়াসংজ্ঞাভির্নির্দ্দেষ্টুমশক্যমিত্যর্থঃ। অনৌপম্যমিতি। যদি তৎসদৃশো দ্বিতীয়ঃ পদার্থো জগত্যাং স্যাত্তদা তদুপমানেন স আত্মোপমেয়ঃ স্যান্নতু তদস্তি তস্মাদনৌপম্যম্। অনাময়মিতি। জায়তে বর্দ্ধতে ইত্যাদি ষড়ভাববিকারশূন্যমিত্যর্থঃ। তেষাং বিকারাণাং দেহোপাধিনিষ্ঠত্বাদস্য চাত্মনো দেহাভাবাত্তদ্বিকাররহিতমনাময়মেবৈতদিত্যর্থঃ। এতাদৃশং নির্গুণং কথং জগৎ কারণমিতি চেত্তত্রাহ তস্যেতি। কাচিদনির্ব্বচনীয়া তস্য ব্রহ্মাত্মরূপস্য স্বতঃসিদ্ধানাদিভূতা শক্তিরস্তি। যা মায়েত্যাদিপদৈঃ সর্ব্বশ্রুতৌ বিশ্রুতা প্রসিদ্ধাস্তি। মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়া বা এষা নারসিংহীত্যাদিষু ॥ ৩ ॥

সা কীদৃশী বর্ত্ততে তদাহ ন সতীতি। অত্র বিরোধত ইত্যাবৃত্ত্যা স্থানত্রয়েঽপি যোজ্যম্। ব্রহ্মবৎকালত্রয়াবাধ্যা সতী ন ব্রহ্মজ্ঞানেন বাধ্যত্বরূপবিরোধাৎ।

আমার আত্মা অনুমানের অতীত, লক্ষ্যের অতীত, উপমার অতীত ও জনন মরণাদি বিকারেরও অতীত পদার্থ। আমারই আত্মার স্বতঃসিদ্ধ এক শক্তি আছে, ঐ শক্তি মায়া নামে বিখ্যাত ॥ ২-৩ ॥

ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা মায়ার বিনাশ হয়, সুতরাং এই মায়া সতী অর্থাৎ নিয়ত নিত্যা নহে, আবার মায়া না থাকিলে ব্যবহারিক সত্তার বিরোধ হয় বলিয়া অসতীও নহে, সত্তা ও অসত্তার একত্র অবস্থিতি সম্ভব পর হইতে পারে না, সুতরাং মায়া সতী ও অসতী এই উভয়াত্মিকাও হইতে পারে না, এইরূপ

পাবকস্যোষ্ণতেবেয়মুষ্ণাংশোরিব দীধিতিঃ।
চন্দ্রস্য চন্দ্রিকেবেয়ং মমেয়ং সহজা ধ্রুবা ॥ ৫ ॥
তস্যাং কর্ম্মাণি জীবানাং জীবাঃ কালাশ্চ সঞ্চরে।
অভেদেন বিলীনাঃ স্যুঃ সুষুপ্তৌ ব্যবহারবৎ ॥ ৬ ॥

নাপি বন্ধ্যাপুত্রবদসতী ব্যবহারিকসত্বাতত্ত্ববিরোধাৎ। নাপ্যুভয়াত্মা সত্তাসত্ত্ব-বিশিষ্টা। বিরুদ্ধধর্ম্ময়োঃ সত্বাসত্বয়োরেকত্র সহাবস্থানবিরোধাদত এতত্রয়বিল-ক্ষণা কাচিদনির্ব্বচনীয়া বস্তুভূতাস্তি সর্ব্বদা অনাদিঃ যাবন্মোক্ষস্থায়িন্যস্তীত্যর্থঃ। তথাচ তাপনীয়শ্রুতিঃ। মায়া চ তমোরূপানুভূতেস্তদেতজ্জড়ং মোহাত্মকমনন্তং তুচ্ছমিদং রূপমস্যাস্যব্যঞ্জিকা নিত্যনিবৃত্তা বিমূঢ়ৈরাত্মৈবদৃষ্টাস্য সত্বমসত্বঞ্চ দর্শয়তীতি ॥ ৪ ॥

তত্র দৃষ্টান্তমাহ পাবকস্যেতি। সহজানাদিধ্রুবা যাবন্মোক্ষস্থায়িনী মায়াশক্তি-র্মমাস্তীত্যর্থঃ। এতেন মায়াশক্ত্যা সদ্বিতীয়ত্বং ব্রহ্মণোঽস্তীতি কথং জগৎসৃষ্টেঃ পূর্ব্বং ব্রহ্মসজাতীয়বিজাতীয়স্বগতভেদশূন্যমিতি শঙ্কা পরাস্তা। শক্তেঃ শক্তান-তিরেকাৎ। নহি বহ্নিশক্তির্বহ্নেঃ পৃথকত্বেন কচিৎ কদাচিদগৃহ্যতে। কিঞ্চ দ্বিতীয়ঃ সত্যপদার্থো নাস্তীত্যেবৈকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মেতি শ্রুতেরর্থঃ। তথাচাসত্যা মায়য়া সদ্বিতীয়ত্বেঽপি দোষাভাবাৎ ॥ ৫॥

নম্বেতাদৃশ্যা ভুবনেশ্বর্য্যাস্তবোচ্চনীচজীবসর্জ্জনে বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যদোষ আপ-তেদিতি চেত্তত্রাহ তস্যাং কর্ম্মাণীতি। জীবাঃ কর্ম্মাণি কালশ্চ সর্ব্বে অনাদয়স্তে চ

অনির্ব্বচনীয় বস্তুরূপা মায়া মোক্ষকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে ॥ ৪ ॥

আমার এই অনাদি মোক্ষপর্য্যন্তস্থায়িনী মায়াশক্তি পাব-কের উষ্ণতার ন্যায় দিবাকরের কিরণের ন্যায় নিশাকরের চন্দ্রিকার ন্যায় স্বভাবত আবির্ভূত হয় ॥ ৫ ॥

সুষুপ্তিকালে জীবগণের ব্যবহার যেমন তাহাতেই লীন হয় সেইরূপ প্রলয়কালে কর্ম্মরাশি বিশ্ব এবং কাল, সকলই মায়া-ভিন্নভাবে মায়াতেই সংলীন হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

স্বশক্তেশ্চ সমাযোগাদহং বীজাত্মতাং গতা।
স্বাধারাবরণাত্তস্যা দোষত্বঞ্চ সমাগতং ॥ ৭ ॥

সুষুপ্তৌ যথা প্রতিদিবসং ব্যবহারো লীনো ভবতি তথা সঞ্চরে প্রলয়কালে তস্যাং মায়ায়ামভেদেন লীনাঃস্যুঃ। তথাচ যথা যথা যস্য জীবস্য কর্ম্মাণি ভবন্তি তথা ময়া ফলং দীয়ত ইতি ন মম বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যদোষগন্ধোঽপীতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

তাদৃশী মম শক্তির্জীবকর্ম্মকালবিশিষ্টা তয়া যুক্তাহং নির্গুণাপি বীজাত্মতাং জগৎকারণতাং গতাস্মীত্যাহ স্বশক্তেশ্চেতি। নন্বু তব শক্তির্যথা ত্বাং ন ব্যামোহয়তি তথা জীবশক্তিরপি জীবং ন ব্যামোহয়েত্তথাচ মুক্তা এব জীবা ইতি সৃষ্টিনিরর্থিকেতি চেত্তত্রাহ স্বাধারাবরণাদিতি। স্বং মায়া তস্যাধার আত্মা তস্যাবরণাদাচ্ছাদনাদস্যা মায়ায়া দোষত্বমপ্যস্তি ইতি অর্থঃ। অয়ং ভাবঃ। মায়ায়া রূপদ্বয়ং মায়াবিদ্যাত্মকমস্তি মায়া চাবিদ্যা চ স্বয়মেব ভবতীতি [illegible]ঃ। তত্র প্রথমা যা মম শক্তির্মায়া তস্যাঃ স্বাশ্রয়াব্যামোহকারিত্বাভাবেঽপি জীবাশ্রিতবিদ্যারূপস্য স্বাশ্রয়ব্যামোহকারিত্বমস্ত্যেবেতি তজ্জীবমোক্ষার্থং সৃষ্টিঃ সার্থিকৈবেতি ॥ ৭ ॥

গিরিবর! যদিও আমি নির্গুণ তথাপি তাদৃশ মায়াশক্তির সংযোগে জগতের কারণ রূপ হইয়াছি, কিন্তু যে মায়া আমাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে, সেই মায়াই আবার আমাকেই আবরণ করে বলিয়াই মায়াতে আশ্রয়াবরকতা দোষ বিদ্যমান রহিয়াছে। হিমরাজ! তুমি জানিও যে, আমার মায়াবরক ও অবিদ্যানামে দুইটি রূপ আছে, তন্মধ্যে বিদ্যারূপিনী প্রথম, তাহাতে স্বাশ্রয় ব্যামোহকারিত্ব দোষ বিদ্যমান আছে, ইহা দ্বারায় জীব স্থায়ী হয়, আর বিদ্যার দ্বারায় জীবগণ মোক্ষলাভ করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

চৈতন্যস্য সমাযোগান্নিমিত্তত্বঞ্চ কথ্যতে।
প্রপঞ্চপরিণামাচ্চ সমবায়িত্বমুচ্যতে ॥ ৮ ॥
কেচিত্তাং তপ ইত্যাহুস্তমঃ কেচিজ্জড়ং পরে।
জ্ঞানং মায়াং প্রধানঞ্চ প্রকৃতিং শক্তিমপ্যজাম্ ॥ ৯ ॥

নম্নু তথাপি লোকে কার্য্যমাত্রং প্রত্যুপাদানকারণনিমিত্তকারণয়োরপেক্ষাস্তি ঘটাদিষু দর্শনাজ্জগত উৎপাদনকর্ত্রী ত্বং ত্বৈকৈবেতি কথমত্র কারণদ্বয়সম্ভাব ইতি চেত্তত্রাহ চৈতন্যস্যেতি। সমাযোগাৎ মায়াসমাগমাচ্চৈতন্যস্য মায়ায়াং প্রতিবিম্বিতস্য চিদাভাসস্য নিমিত্তত্বং নিমিত্তকারণত্বং কথ্যত ইত্যর্থঃ। প্রপঞ্চেতি। প্রপঞ্চরূপেণ পরিণামাৎসমবায়িত্বমুপাদানকারণত্বমুচ্যতে মায়ায়া ইতি শেষঃ। চিদাভাসো নিমিত্তকারণং মায়োপাদানকারণমিতিবিভাগঃ। অধিষ্ঠানভূতং শুদ্ধবিম্বভূতং চৈতন্যন্তু বিবর্ত্তোপাদানমিত্যর্থাৎ সিদ্ধম্ ॥ ৮ ॥

তস্যা মায়ায়াঃ সম্ভাবপ্রতিপাদকানি বচনানি শ্রুতিপ্রোক্তানি কথয়তি কেচিত্তামিতি। কেচিচ্ছাখিনস্তাং মায়াং তপইতি বদন্তীত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। তপসা চীয়তে ব্রহ্মেতি মুণ্ডকে। তমঃ কেচিদিতি তথাচ শ্রুতিঃ। নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং। তম আসীত্তমসা গুহ্মগ্রে ইতি। তদেতজ্জড়মিতি তাপনীয়ে জড়ত্ব

মায়ার সহিত চৈতন্যের সংযোগ হইলেই সেই মায়াপ্রতিবিম্বিত চৈতন্য অর্থাৎ চিদাভাসই জনগণের নিমিত্ত কারণ, আর ঐ মায়ার প্রপঞ্চরূপ পরিনাম সমবায়িকারণ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

কোন কোন শাখাধ্যায়ী বেদজ্ঞগণ, এই মায়াকে তপঃ, কেহ কেহ তমঃ, কেহ কেহ জড়, কেহ কেহ জ্ঞান, কেহ কেহ বা মায়া, প্রধান, প্রকৃতি, অজও শক্তি নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। শৈবশাস্ত্র তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ উহাকে বিমর্শ এবং অন্যান্য বেদতত্ত্বার্থ চিন্তক কোবিদগণ অবিদ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; ফলতঃ এই মায়াই সমস্ত বৈদান্তিকগণের উপজীব্য।

বিমর্শ ইতি তাং প্রাহুঃ শৈবশাস্ত্রবিশারদাঃ।
অবিদ্যামিতরে প্রাহুর্ব্বেদতত্ত্বার্থচিন্তকাঃ॥ ১০॥
এবং নানাবিধানি স্যুর্নামানি নিগমাদিষু।
তস্যা জড়ত্বং দৃশ্যত্বাজ্জ্ঞাননাশাত্ততেঽসতী।
চৈতন্যস্য ন দৃশ্যত্বং দৃশ্যত্বে জড়মেব তৎ॥ ১১॥
স্বপ্রকাশঞ্চ চৈতন্যং ন পরেণ প্রকাশিতম্।
অনবস্থাদোষসত্ত্বান্ন স্বেনাপি প্রকাশিতম্॥ ১২॥

মুক্তং স ঐক্ষত লোকানুসৃজা ইতি শ্রুতৌ জ্ঞানত্বমুক্তম্। অজা মায়া প্রধান প্রকৃতিশক্তিপরাদয়ঃ শব্দাঃ শ্বেতাশ্বতরশাখায়াং প্রসিদ্ধাঃ। তথাচ সর্ব্ববেদসম্মতেয়ং মায়েতি ভাবঃ॥ ৯-১০॥

তদেবাহ এবমিতি। ননু মায়ায়া জড়ত্বং মিথ্যাত্বঞ্চ কুত ইতি চেত্তত্রাহ তস্যা ইতি। তস্যা দৃশ্যত্বাৎ স্বাধিষ্ঠানজ্ঞাননাশ্যত্বাচ্চ জড়ত্বং মিথ্যাত্বং চেত্যর্থঃ। যদ্যদ্দৃশ্যং তত্তজ্জড়ং যথা ঘটাদীত্যাদিব্যাপ্তেঃ। স্বাধিষ্ঠানজ্ঞাননাশ্যত্বং মিথ্যাত্বমিতি মিথ্যাত্বলক্ষণাৎ। এবং মায়ায়া জড়ত্বং মিথ্যাত্বং চোপপাদ্য আত্মনস্তদুভয়ত্বং নাস্তীত্যুপপাদয়তি চৈতন্যস্যেতি। যদি চৈতন্যস্য দৃশ্যত্বং স্যাত্তর্হিতজ্জড়মেব ভবিষ্যতি যদ্যদ্দৃশ্যং তত্তজ্জড়মিতি ব্যাপ্তেঃ। তথাচ সর্ব্বস্য জড়ত্বাৎ প্রকাশকাভাবাজ্জগদান্ধ্যপ্রসঙ্গস্তস্মান্ন তদ্দৃশ্যমিত্যর্থঃ। ননু তস্য দৃশ্যত্বাভাবে তদস্তিত্বে

এইরূপে নিগমাদি শাস্ত্রে মায়া নানাবিধ নামে উক্ত হইয়াছে॥ ৯-১০॥

যে যে বস্তু দৃশ্য সেই সেই বস্তুই জড়, এই অব্যভিচারী লক্ষণ চিহ্ন মায়ায় জড়ত্ব এবং স্বাধিষ্ঠান জ্ঞান নাশহেতু মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হয়। চৈতন্যের দৃশ্যত্ব নাই, দৃশ্যত্ব হইলে তাহাও জড় বলিয়া নিশ্চিত হইয়া থাকে॥ ১১॥

চৈতন্য স্বপ্রকাশ, তাহা অপর কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয় না যদি তাহা হইত, তবে সেই অপর আবার কাহা কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়, তাহার এইরূপ অনবস্থা দোষ সংঘটন হইত।

কর্ম্মকর্তৃবিরোধঃ স্যাত্তস্মাত্তদ্দীপবৎ স্বয়ম্॥ ১৩॥
প্রকাশমানমন্যেষাং ভাসকং বিদ্ধি পর্ব্বত!।
অতএব চ নিত্যত্বং সিদ্ধং সম্বিত্তনোর্ম্মম॥ ১৪॥
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদৌ দৃশ্যস্য ব্যভিচারতঃ।

প্রমাণাভাবাত্তদভাব এব প্রসজ্যেতেতি চেত্তত্রাহ স্বপ্রকাশঞ্চেতি। যদীদং চৈতন্যং পরপ্রকাশং স্যাত্তর্হি স পরঃ কেনান্যেন প্রকাশিতঃ সোঽপ্যন্যঃ কেন প্রকাশিত ইত্যনবস্থা স্যাৎ। ন চ স্বেনাপি স্বং প্রকাশিতমেকস্যৈব কর্ত্তৃত্ব কর্ম্মত্ববিরুদ্ধধর্ম্মদ্বয়বত্ত্বাভাবাৎ। তস্মাৎ যথা দীপঃ স্বয়ং প্রকাশঃ পরপ্রকাশকশ্চ তদ্বন্মদীয়ং চৈতন্যমপি। হে পর্ব্বত! স্বয়ং ভাসমানমন্যেষাং সূর্য্যাদীনাং ভাসকং বিদ্ধীত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। ন তত্র সূর্য্যো ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতীতি, যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধ ইতি চ॥ ১১-১৪॥

যস্মাদ্ধেতোর্নিত্যত্বং সম্বিদ্রূপস্যোক্তং তমেব হেতুমুপপাদয়তি জাগ্রদিতি। অবস্থাত্রয়েঽপি দৃশ্যস্য পদার্থজাতস্য ব্যভিচারো যতস্তৎসম্বিদো ব্যভিচারাভাবশ্চ যতস্তস্মাৎসম্বিদো নিত্যত্বমিত্যর্থঃ। ননু সম্বিদোঽপি ব্যভিচারোঽস্তু তত্রাহ সম্বিদ ইতি। যোঽহং জাগরিতং পশ্যামি স এবাহং স্বপ্নং পশ্যামি স এবাহং সুষুপ্তং পশ্যামীত্যনুভবে যথাবস্থাত্রয়স্যাভাবোঽনুভূয়তে ন তথা কর্হি-

তদ্ভিন্ন এক বস্তুর কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব এই উভয় বিরুদ্ধধর্ম্মের অভাব হেতু আপনা কর্ত্তৃক আপনি প্রকাশিত হওয়াও সম্ভবপর নহে। অতএব প্রদীপ যেমন স্বয়ং প্রকাশমান হইয়া অন্যান্য বস্তু সকলের প্রকাশক হয়, সেইরূপ চৈতন্যও স্বয়ং প্রকাশমান হইয়া চন্দ্র সূর্য্যাদি সমুদায় পদার্থের প্রকাশক হইয়া থাকে। অতএব হে পর্ব্বতবর! আমার সম্বিৎরূপ তনুর নিত্যত্ব সুতরাং সিদ্ধ হইতেছে॥ ১২-১৪॥

আরও দেখ, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ে দৃশ্য পদার্থ সমূহের ব্যভিচার হয়, কিন্তু আমি জাগরিত অবস্থায়

সম্বিদো ব্যভিচারশ্চ নানুভূতোঽস্তি কর্হিচিৎ ॥ ১৫ ॥
যদি তস্যাপ্যনুভবস্তর্হ্যয়ং যেন সাক্ষিণা।
অনুভূতঃ স এবাত্র শিষ্টঃ সম্বিদ্বপুঃ পুরা ॥ ১৬ ॥
অতএব চ নিত্যত্বং প্রোক্তং সচ্ছাস্ত্রকোবিদৈঃ।

চিৎ কদাপি সম্বিদো ভাবোঽনুভূয়তে তস্মাদনিচ্ছতাপি সম্বিদো নিত্যত্বমা-শ্রয়ণীয়মিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

ননু বৌদ্ধৈঃ সম্বিদোঽপ্যভাবোঽনুভূয়তে অতএব তে বৌদ্ধা যৎসত্তৎ-ক্ষণিকমিতি ব্যাপ্ত্যাজ্ঞানস্যাপ্যনিত্যত্বমিচ্ছন্তীতি চেত্তত্রাহ যদি তস্যাপীতি। যদি তস্য সম্বিদ্রূপাভাবস্যানুভবস্তর্হি যেন সাক্ষিণা তস্য সম্বিদ্রূপস্যাযমভাবো-ঽনুভূতঃ স এবাত্র সাক্ষী সম্বিদ্বপুর্জ্ঞানশরীরোঽবশিষ্ট ইতি। সাক্ষিজ্ঞানং নিত্যমেব সর্ব্বৈরঙ্গীকর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

তত্র শাস্ত্রবিদনুভবং প্রমাণয়তি অতএবেতি। অধুনাত্মনঃ সুখরূপত্বমুপ-

অনুভব করিয়াছি, সেই আমি স্বপ্নাবস্থাতেও অনুভব করিলাম, আবার সেই আমিই সুপ্তোত্থিত হইয়াও 'আমি এতক্ষণ সুপ্ত ছিলাম' এইরূপ অনুভব করিলাম, অতএব সম্বিৎপদার্থের কখনই ব্যভিচার হয় না ॥ ১৫ ॥

বৌদ্ধগণ কহিয়া থাকেন যে, যেরূপ সংবিদের অনুভবহয়, সেইরূপ সংবিদাভাবেরও অনুভব হয়, অতএব "যাহা সৎ, তাহা ক্ষণিক সৎ" এইরূপ ব্যাপ্তি দ্বারা জ্ঞানেরও অনিত্যত্ব সপ্রমাণ হইয়া থাকে, তাহাতেই বলা হইতেছে যে, যদিও সম্বিদ ভাবের অনুভব হয়, তথাপি যে সাক্ষীদ্বারা সেই সম্বিদ্ ভাবের অনুভব হয়, সেই সাক্ষীই সম্বিদ্ বপুঃ—অর্থাৎ জ্ঞানশরীররূপে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। কারণ, সাক্ষিজ্ঞানের নিত্যত্ব সকলকেই অঙ্গীকার করিতে হয় ॥ ১৬ ॥

অতএব অনবদ্য সৎশাস্ত্র সমূহের তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ কহিয়া

আনন্দরূপতা চাস্যাঃ পরপ্রেমাস্পদত্বতঃ ॥ ১৭ ॥
মা ন ভূবং হি ভূয়াসমিতি প্রেমাত্মনি স্থিতম্।
সর্ব্বস্যান্যস্যমিথ্যাত্বাদসঙ্গত্বং স্ফুটং মম ॥ ১৮ ॥

পাদয়তি। আনন্দরূপতেতি অস্যাঃ সম্বিদো যতঃ পরপ্রেমাস্পদত্বমনুভূয়তে তস্মাদস্যাঃ সম্বিদ আনন্দরূপতা সুখরূপতাস্তীত্যর্থঃ। ন হ্যসুখং পরপ্রেমাস্পদং ভবতীতি। তদুক্তং সূতসংহিতায়াম্। অসুখস্য ন হি প্রেমাস্পদত্বং পরিদৃশ্যতে ॥১৭॥

তত্রানুভবং দর্শয়তি মা ন ভূবংহীতি। হি যতোঽহং মাভূবমিতি ন কিন্তু ভূয়াসমেবেতি। প্রেম সর্ব্বলোকস্যাত্মনি স্থিতমস্তি। ন হ্যেতদাত্মনঃ সুখরূপত্বাভাবে সম্ভবতি। তস্মাৎ প্রাণিমাত্রস্যানুভবাদানন্দাত্মতা সম্বিদোঽস্ত্যেবেত্যর্থঃ। আত্মনোঽসঙ্গত্বমুপপাদয়তি সর্ব্বস্যেতি। সর্ব্বপ্রপঞ্চস্য মায়ানির্ম্মিতত্বেন মিথ্যাত্বাৎ মিথ্যাপদার্থস্য সর্পাদেরজ্জ্বাদিষ্বসম্বন্ধ ইবাত্মনোঽপি মিথ্যাপ্রপঞ্চেনাসম্বন্ধাদসঙ্গত্বং স্পষ্টমেবেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

থাকেন যে, সম্বিৎ নিত্য এবং পরম প্রেমের আস্পদ বলিয়া উহা আনন্দস্বরূপ, কারণ অসুখ কখনই পরপ্রেমের আস্পদীভূত হইতে পারে না, আর "আমি নহি" জীবগণের এরূপ অনুভব হয় না, কিন্তু "আমি রহিয়াছি" এইরূপ প্রেম সমস্ত জীবগণের আত্মায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যদি আত্মার আনন্দরূপত্ব না থাকিত, তাহা হইলে এরূপ আত্মপ্রেম কদাচই সম্ভব হইত না, অতএব প্রাণিমাত্রেরই অনুভব হেতু সম্বিদের আনন্দরূপত্ব সর্ব্বথা সিদ্ধ হইল। গিরিরাজ! এই অখিল জগৎপ্রপঞ্চ মায়ানির্ম্মিত, অতএব তাহা মিথ্যা ভ্রম ঘটিলে সর্পাদি মিথ্যা পদার্থের যেমন রজ্জু প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ হয় না, সেইরূপ এই জগতের সহিত আমার (আত্মার) অসঙ্গত্ব স্ফুটরূপেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। আর এই অখিল সংসার মিথ্যা ও পরিচ্ছেদ্য বলিয়া আমার (আত্মস্বরূপিণীর) অপরিচ্ছিন্নতা সপ্রমাণ হয় ॥ ১৭-১৮ ॥

অপরিচ্ছিন্নতাপ্যেবমতএব মতা মম।
তচ্চ জ্ঞানং নাত্মধর্ম্মো ধর্ম্মত্বে জড়তাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥
জ্ঞানস্য জড়শেষত্বং ন দৃষ্টং ন চ সম্ভবি।
চিদ্ধর্ম্মত্বং তথা নাস্তি চিতশ্চিন্ন হি ভিদ্যতে ॥ ২০

সর্ব্বস্য পরিচ্ছেদকস্য মিথ্যাত্বাদেবাত্মনঃ পরিচ্ছেদোঽপি নাস্তীত্যাহ অপরিচ্ছিন্নতেতি। অতএব সর্ব্বস্য মিথ্যাত্বাদেব মমাত্মরূপিণ্যা অপরিচ্ছিন্নতাপি মতেত্যর্থঃ। অত্র কেচিজ্জ্ঞানস্বরূপো নাত্মা কিন্ত্বাত্মনো ধর্ম্মো জ্ঞানমিতি বদন্তি তন্মতং খণ্ডয়তি তচ্চ জ্ঞানমিতি। যদি জ্ঞানমাত্মধর্ম্মঃ স্যাত্তদাত্মনো জড়ত্বাপত্তিঃ। জ্ঞানাতিরিক্তস্য জড়ত্বাত্তস্মাজ্জ্ঞানং নাত্মনো ধর্ম্ম ইত্যর্থঃ॥ ১৯॥

কিঞ্চ জ্ঞানস্য জড়শেষত্বং ঘটাদিষ্বদর্শনান্ন কুত্রাপি দৃষ্টং ন চ সম্ভবীতি। তমঃ প্রকাশয়োস্তয়োর্ধর্ম্মধর্ম্মিত্বমিত্যর্থঃ। নন্বাত্মা ন জড়ঃ কিন্তু চিদ্রূপ এবেতি। তদ্ধর্ম্মত্বং জ্ঞানস্য সম্ভবতীতি চেত্তত্রাহ চিদ্ধর্ম্মত্বমিতি। উভয়োশ্চিতোরেকত্বাদাত্মনো জ্ঞানস্য চ চিদ্রূপস্য ন ধর্ম্মিধর্ম্মভাবঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ। ভেদে হি সতি ধর্ম্মধর্ম্মিভাবঃ। যদি পুনর্জ্ঞানমাত্মনশ্চিদ্রূপাদ্ভিন্নং স্বীক্রিয়তে তর্হি তজ্জ্ঞানং চিতো ভিন্নমচিদেবস্যাদিতি। তদুক্তং সূতসংহিতায়াং যজ্ঞবৈভবখণ্ডে। চিতোঽন্যশেষতাভাবাচ্চিতো চিচ্ছেষতা নহি। শরাবাদিপদার্থানাং চেতনত্বপ্রসক্তিতঃ। চিচ্ছেষত্বঞ্চ নাস্ত্যেব চিতশ্চিন্ন হি ভিদ্যতে। ভিদ্যতে চেদচিচ্চিৎ স্যাচ্চিতো চিত্বং বিরুধ্যতে। তথা চিচ্চেতনস্যাপি ন শেষত্বমবাপ্নুযাৎ। শেষত্বে সতি তৎসিদ্ধিস্তৎসিদ্ধৌ শেষতা চিতঃ। অতোঽন্যশেষতা লোকে চিতো ভ্রান্ত্যা প্রতীয়ত ইতি॥ ২০॥

যদি কেহ কহেন যে, জ্ঞান আত্মার স্বরূপ নহে, তাহা আত্মার ধর্ম্ম, তাহা ভ্রান্তিবিলাস, কারণ যদি আত্মার ধর্ম্ম থাকিত, তবে অবশ্যই তাঁহার জড়তা সংঘটিত হইত সন্দেহ নাই; জ্ঞানের জড়ত্ব সম্ভব হয় না, সুতরাং অন্য কুত্রাপি জ্ঞানের জড়পরিণামিত্ব দৃষ্ট হয় না। যদি বলেন যে, তবে জ্ঞানের জড়ত্ব হউক, তাহাও হইতে পারে না, কারণ জ্ঞানও

তস্মাদাত্মাজ্ঞানরূপঃ সুখরূপশ্চ সর্ব্বদা।
সত্যঃ পূর্ণোঽপ্যসঙ্গশ্চ দ্বৈতজালবিবর্জ্জিতঃ ॥ ২১ ॥
স পুনঃ কামকর্ম্মাদিযুক্তয়া স্বীয়মায়য়া।
পূর্ব্বানুভূতসংস্কারাৎ কালকর্ম্মবিপাকতঃ ॥ ২২ ॥
অবিবেকাচ্চ তত্ত্বস্য সিসৃক্ষাবান্ প্রজায়তে।
অবুদ্ধিপূর্ব্বঃ সর্গোঽয়ং কথিতস্তে নগাধিপ ! ॥ ২৩ ॥

উপসংহরতি তস্মাদিতি। তস্মাদাত্মা জ্ঞানরূপ এবেত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

ইত্থং সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং স্বশক্তিকস্যাত্মরূপস্য স্থিতিমুক্ত্বানন্তরং তস্মাদাত্মনঃ সৃষ্টিমাহ স পুনরিতি। স আত্মা পুনঃ কাম ইচ্ছাকর্ম্মাদৃষ্টমনেকবিধম্। আদিনা জীবাস্তদ্যুক্তা যা মায়াশক্তিস্তয়া। পূর্ব্বং যো জগতোঽনুভবস্তজ্জন্যো যঃ সংস্কারস্তস্মাদ্ধেতোঃ কালেন কৃতো যঃ কর্ম্মাণাং বিপাকো নাম পরিপাকঃ। ফলদানায়োন্মুখরূপস্তস্মাচ্চ হেতোরিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

তত্ত্বস্য চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাত্মকস্যাবিবেকাচ্চ তস্য তত্ত্বস্য পৃথক্করণার্থমিতি তাৎপর্য্যম্। সিসৃক্ষাবান্ সর্জ্জনেচ্ছাবাঞ্জায়ত ইত্যর্থঃ। যথা বীজমুচ্ছূনং ভবতি তথৈব পরমাত্মাপি কালকর্ম্মসংস্কারবশাত্তত্তৎপ্রাণিতত্তৎকর্ম্মফলভোগসময়ে প্রাপ্তে জগৎসর্জ্জনেচ্ছাবান্ ভবতি যথা চ সুপ্তঃ পুরুষঃ পূর্ব্বসংস্কারবশেন জাগর্ত্তি তদ্বৎপরমাত্মাপি প্রলয়রূপস্বাপাবস্থাতো জাগর্ত্তি। প্রলয়ো হি পরমেশ্বরস্য স্বাপঃ। অবুদ্ধিপূর্ব্বইতি। সা চেয়ং স্বাপাজ্জাগরণরূপাবস্থা ন বুদ্ধিকৃতা। তদানীং বুদ্ধেরভাবাৎ। কিন্তু প্রাণিকর্ম্মসংস্কারকৃতেতি। অয়ং যঃ সর্গো জাগরণরূপস্যোৎপত্তিঃ স বুদ্ধিকৃতো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারকৃতো জ্ঞেয় ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

চিৎস্বরূপ এবং আত্মাও চিৎস্বরূপ, চিৎপদার্থের ধর্ম্মত্ব নাই এবং চিৎপদার্থ চিৎ হইতে ভিন্ন হইতে পারে না, অতএব চিদ্রূপ জ্ঞানের ধর্ম্মাধর্ম্ম ভাব কিরূপে সম্ভব হয় ? ॥ ১৯ ২০ ॥

অতএব আত্মা সর্ব্বদাই জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ, সত্য স্বরূপ, পূর্ণ, অসঙ্গ ও দ্বৈতজালবর্জ্জিত ॥ ২১ ॥

সেই আত্মা, কামনা ও কর্ম্মাদিযুক্ত আপন মায়া দ্বারা

এতদ্ধি যন্ময়া প্রোক্তং মম রূপমলৌকিকম্।
অব্যাকৃতং তদব্যক্তং মায়াশবলমিত্যপি ॥ ২৪ ॥
প্রোচ্যতে সর্ব্বশাস্ত্রেষু সর্ব্বকারণকারণম্।
তত্ত্বানামাদিভূতঞ্চ সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥
সর্ব্বকর্ম্মঘনীভূতমিচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াশ্রয়ম্।

এতৎস্বরূপস্য সর্ব্বোত্তমত্বমাহ এতদ্ধি যদিতি। মম মুখ্যমলৌকিকং লোকাতীতং রূপমিত্যর্থঃ। তস্য নামান্তরাণি বেদে'ক্তান্যাহ অব্যাকৃতমিতি ॥ ২৪-২৫ ॥
সর্ব্বপ্রাণিনাং কর্ম্মাণি ঘনীভূতানি যস্মিন্ সর্ব্বকর্ম্মসাক্ষীত্যর্থঃ। ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াশ্রয়মিতি। তথাচ শ্রুতিঃ শ্বেতাশ্বতরে, ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাপ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চেতি। পুরাণান্তরেঽপি। ইচ্ছা জ্ঞানং ক্রিয়াচৈব রৌদ্রী ব্রাহ্মী তু

পূর্ব্বানুভূত সংস্কারবশত কাল ও কর্ম্মের বিপাক অনুসারে, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অবিবেক হেতু সৃষ্টি করণে ইচ্ছাবান্ হইয়া থাকেন। গিরিবর! প্রলয়কালিক সুষুপ্তির পর বুদ্ধির অপ্রকাশ হেতু এই জাগরণাবস্থা বুদ্ধিকৃত হয় না, অতএব এই সর্গ (সৃষ্টি) অবুদ্ধিপূর্ব্ব বলিয়া উক্ত হয় ॥ ২২-২৩ ॥

অচলেন্দ্র! আমি যে তত্ত্বের বিষয় বলিলাম তাহাই সর্ব্বোত্তম এবং আমার অলৌকিক রূপমাত্র। বেদে উহা অব্যাকৃত, অব্যক্ত ও মায়া শবল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সকল শাস্ত্রেই উহাকে সমস্ত কারণের কারণ, সমস্ত তত্ত্বের আদিভূত এবং সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে ॥ ২৪-২৫ ॥

জ্ঞান ও ক্রিয়াসংযুক্ত সমস্ত কর্ম্ম ঘনীভূত হইলে তাহা হ্রীঙ্কার মন্ত্রের বাচ্য হয়। তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণ সেই হ্রীঙ্কাররূপ

হ্রীঙ্কারমন্ত্রবাচ্যং তদাদিতত্ত্বং তদুচ্যতে॥ ২৬॥
তস্মাদাকাশ উৎপন্নঃ শব্দতন্মাত্ররূপকঃ।
ভবেৎ স্পর্শাত্মকো বায়ুস্তেজো রূপাত্মকং পুনঃ॥ ২৭॥
জলং রসাত্মকম্পশ্চাত্ততো গন্ধাত্মিকা ধরা।
শব্দৈকগুণ আকাশো বায়ুঃ স্পর্শরসান্বিতঃ॥ ২৮॥
শব্দস্পর্শরূপগুণং তেজ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
শব্দস্পর্শরূপরসৈরাপো বেদগুণা স্মৃতাঃ।
শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধৈঃ পঞ্চগুণা ধরা॥ ২৯॥

বৈষ্ণবী। ত্রিধা শক্তিঃ স্থিতা যত্রতৎপরং জ্যোতিরোমিতি। হ্রীংকারমন্ত্রস্তেদমেব তত্ত্বং বাচ্যমিত্যাহ হ্রীংকারেতি॥ ২৬॥

এবমাদিতত্ত্বস্য স্বস্য মহিমানমুপবর্ণ্য তস্মাদাদিতত্ত্বাৎ হ্রীংকারবাচ্যাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত ইত্যাদিক্রমেণাপঞ্চীকৃতভূতসৃষ্টিমাহ তস্মাদাকাশ ইতি। অপঞ্চীকৃত আকাশ উৎপন্ন ইত্যর্থঃ॥ ২৭—২৯॥

মায়াবীজকেই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আদি তত্ত্ব বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন॥ ২৬॥

সেই হ্রীঙ্কারবাচ্য মৎস্বরূপ মায়া বীজরূপ আদি তত্ত্ব হইতে ক্রমে ক্রমে শব্দতন্মাত্ররূপ অপঞ্চীকৃত আকাশ উৎপন্ন হয়, অনন্তর তাহা হইতে স্পর্শাত্মক বায়ু, অনন্তর তাহা হইতে ক্রমান্বয়ে রূপাত্মক তেজঃ, তৎপরে রসাত্মক জল, তদনন্তর গন্ধগুণাত্মক পৃথিবী উৎপন্ন হইয়া থাকে। বুধগণ কহিয়া থাকেন যে, আকাশের গুণ একমাত্র শব্দ; বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ; তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি পৃথিবীর গুণ॥ ২৭-২৯॥

তেভ্যোঽভবন্ মহৎ সূত্রং যল্লিঙ্গং পরিচক্ষতে ॥ ৩০
সর্ব্বাত্মকং তৎ সম্প্রোক্তং সূক্ষ্মদেহোঽয়মাত্মনঃ।
অব্যক্তং কারণো দেহঃ স চোক্তঃ পূর্ব্বমেবহি।
যস্মিন্ জ্জগদ্বীজরূপং স্থিতং লিঙ্গোদ্ভবো যতঃ ॥ ৩১ ॥
ততঃ স্থূলানি ভূতানি পঞ্চীকরণমার্গতঃ।
পঞ্চ সংখ্যানি জায়ন্তে তৎপ্রকারস্ত্বথোচ্যতে ॥ ৩২ ॥

অধুনা লিঙ্গদেহোৎপত্তিমাহ তেভ্য ইতি। তেভ্যঃ সূক্ষ্মভূতেভ্যো মহদ্ব্যাপকম্ সূত্রমভবৎ যৎ সূত্রং লিঙ্গমিতি পরিচক্ষতে লিঙ্গশব্দেনোচ্যত ইত্যর্থঃ। তেভ্যো ভূতেভ্যো বক্ষ্যমাণক্রমেণ লিঙ্গদেহ উৎপন্ন ইত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

তত্র সূত্রশব্দেন বায়ুর্গৃহ্যতে। বায়ুর্বৈ সূত্রং বায়ুনা বৈ সূত্রেণ সর্ব্বাণি ভূতানি সম্বদ্ধানীতি শ্রুতেঃ। তৎসূত্রং সর্ব্বাত্মকং সর্ব্বপ্রাণাত্মকং ভবতি। তৎসূত্রং পরাত্মনঃ সূক্ষ্মদেহ ইত্যর্থঃ। যৎপূর্ব্বমব্যক্তমিত্যুক্তং তৎপরমাত্মনঃ কারণদেহ ইত্যাহ অব্যক্তং কারণো দেহ ইতি ॥ ৩১ ॥

যস্মিন্ জগদ্বীজরূপং স্থিতং যস্মাচ্চ লিঙ্গদেহোদ্ভবস্তদব্যক্তমিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। ইত্থং পরমাত্মনঃ সকাশাদপঞ্চীকৃতভূতোৎপত্তিমুক্ত্বা মধ্যেকারণলিঙ্গদেহস্বরূপং সূক্ষ্মং সূক্ষ্মভূতোৎপত্তিপ্রসঙ্গেনোক্ত্বাথ পঞ্চীকৃতভূতোৎপত্তিমাহ ততঃ স্থূলানীতি। ততোঽপঞ্চীকৃতভূতোৎপত্ত্যনন্তরমিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

এই অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে ব্যাপকসূত্র উৎপন্ন হয় তাহাই লিঙ্গদেহ নামে উক্ত হইয়া থাকে। এই সূত্র অর্থাৎ লিঙ্গদেহ সর্ব্বপ্রাণাত্মক এবং ইহাই পরমাত্মার সূক্ষ্ম দেহ। পূর্ব্বে যাহা অব্যক্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যাহাতে জগতের বীজ প্রতিষ্ঠিত এবং যাহা হইতে লিঙ্গদেহের উৎপত্তি তাহাই পরমাত্মার কারণ দেহ ॥ ৩০-৩১ ॥

পূর্ব্বোক্ত রূপে অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হইলে পর তাহাদের পঞ্চীকরণ দ্বারা যে প্রকারে পঞ্চীকৃতভূতের উৎপত্তি হয়, এক্ষণে তাহার নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইতেছে ॥ ৩২ ॥

পূর্ব্বোক্তানি চ ভূতানি প্রত্যেকং বিভজেদ্দ্বিধা।
একৈকং ভাগমেকস্য চতুর্ধা বিভজেদ্গিরে! ॥ ৩৩ ॥
স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশে যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে।
তৎকার্য্যঞ্চ বিরাড় দেহঃ স্থূলদেহোঽয়মাত্মনঃ ॥ ৩৪ ॥
পঞ্চভূতস্থসত্বাংশৈঃ শ্রোত্রাদীনাং সমুদ্ভবঃ ॥ ৩৫ ॥

পঞ্চীকরণপ্রকারমেবাহ পূর্ব্বোক্তানীতি। যান্যপঞ্চীকৃতভূতানি পূর্ব্বমুক্তানি তন্মধ্যে একৈকং ভূতং দ্বিধা বিভজেত্তত্রাপ্যেকৈকভূতস্য যোঽর্দ্ধোভাগস্তং চতুর্দ্ধা বিভজেৎ। বিভজ্য স্বস্মাৎ স্বস্মাদিতরদ্যদ্ভূতং তস্য যো দ্বিতীয়োঽংশোঽর্দ্ধভাগাত্মকস্তস্মিন্ যোজনাত্তে সর্ব্বে পঞ্চপদার্থাঃ পঞ্চাবয়বা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥৩৩-৩৪ ॥

এবং পঞ্চীকৃতভূতানাং যৎকার্য্যং তৎকার্য্যং বিরাড়্দেহো ভবতীত্যর্থঃ। স বিরাড়্দেহঃ পরমেশ্বরস্য স্থূলদেহো ভবতীত্যাহ স্থূলদেহোঽয়মাত্মন ইতি। আত্মনো মমেত্যর্থঃ। অথেন্দ্রিয়ান্তঃকরণপ্রাণানাং পূর্ব্বোক্তলিঙ্গদেহান্তর্গতানামুৎপত্তিমাহ পঞ্চভূতস্থেতি। পঞ্চভূতানাং যে সত্বাংশাস্তৈঃ প্রত্যেকং জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ ভবন্তি ॥ ৩৫ ॥

গিরিরাজ! পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ মহাভূতের প্রত্যেককে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এবং তাহাদের এক এক ভাগকে পুনর্ব্বার চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া যে দুই আনা দুই আনা (একের অষ্টাংশ) হইবে, সেই দুই দুই আনা স্বস্ব ভিন্ন দ্বিতীয়াংশে অর্থাৎ পূর্ব্বস্থিত অর্দ্ধভাগে যোগ করিলে তাহা পঞ্চ পঞ্চ অংশ সমন্বিত হইয়া এক একটি স্থূল মহাভূত হয়। এই পঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চকের কার্য্য বিরাড়্দেহ, তাহাই পরমেশ্বরের স্থূল দেহ বলিয়া উক্ত হয়॥ ৩৩-৩৪ ॥

এই পঞ্চভূতস্থিত প্রত্যেকের সত্ত্বাংশ দ্বারা শ্রোত্রত্বগাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়। উক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলের প্রত্যেকের সত্ত্বাংশ সম্মিলিত হইয়া এক অন্তঃকরণ হয়। এই

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং রাজেন্দ্র! প্রত্যেকং মিলিতৈস্তু তৈঃ।
অন্তঃকরণমেকং স্যাদ্‌ বৃত্তিভেদাচ্চতুর্ব্বিধম্‌॥ ৩৬॥
যদাতু সঙ্কল্পবিকল্পাকৃত্যং,
তদা ভবেতম্মন ইত্যভিখ্যম্‌।
স্যাদ্বুদ্ধিসংজ্ঞঞ্চ যদা প্রবেত্তি,
সুনিশ্চিতং সংশয়হীনরূপম্‌॥ ৩৭॥
অনুসন্ধানরূপং তচ্চিত্তঞ্চ পরিকীর্ত্তিতম্‌॥
অহঙ্কৃত্যাত্মবৃত্ত্যা তু তদহঙ্কারতাং গতম॥ ৩৮॥
তেষাং রজোংশৈর্জ্জাতানি ক্রমাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণিচ।

মিলিতৈস্তু তৈঃ সত্ত্বাংশেরন্তঃকরণং ভবতীত্যাহ মিলিতৈরিতি॥ ৩৬॥

বৃত্তিভেদস্বরূপমাহ যদাত্বিতি। সঙ্কল্পবিকল্পকৃত্যং যদান্তঃকরণং করোতি তদা তদন্তঃকরণং মন ইত্যভিখ্যং মনঃসংজ্ঞকং ভবতীত্যর্থঃ। যদা সংশয়হীনং যথা স্যাত্তথা সুনিশ্চিতং বস্তু তদন্তঃকরণং প্রবেত্তি তদা তদ্‌বুদ্ধিসংজ্ঞকং ভবতীত্যর্থঃ॥ ৩৭॥

যদানুসন্ধানবৃত্তির্ভবতি তদান্তঃকরণস্য চিত্তমিতি সংজ্ঞেত্যর্থঃ। অহ-ঙ্কৃত্যাত্মবৃত্ত্যেতি। আত্ম শব্দঃ স্বরূপপরঃ। অহঙ্কৃতিস্বরূপবৃত্ত্যা তু তদন্তঃ-করণমহঙ্কারতাং গতমহঙ্কারসংজ্ঞাং লভত ইত্যর্থঃ॥ ৩৮॥

অন্তঃকরণকাল বৃত্তিভেদে চারি প্রকার; যখন উহার সংঙ্কল্প ও বিকল্পাত্মক কার্য্য হয়, তখন উহাকে মন; যখন সংশয় বিহীনরূপে সুনিশ্চিত জ্ঞানরূপ কার্য্য হয়, তখন উহাকে চিত্ত; যখন অহংকৃতি স্বরূপ আত্মবৃত্তি সমন্বিত হয় তখন উহাকে অহঙ্কার কহিয়া থাকে॥ ৩৫-৩৮॥

সেই পঞ্চভূতের প্রত্যেকের রজ অংশ হইতে বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থনামক পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়। তাহা-দের প্রত্যেকের রজ অংশ সকল মিলিত হইয়া প্রাণ, অপান,

প্রত্যেকং মিলিতৈস্তৈস্তু প্রাণো ভবতি পঞ্চধা ॥ ৩৯ ॥
হৃদি প্রাণো গুদেঽপানো নাভিস্থস্তু সমানকঃ।
কণ্ঠ দেশেঽপ্যুদানঃ স্যাদ্ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ ॥ ৪০ ॥
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
প্রাণাদিপঞ্চকঞ্চৈব ধিয়া চ সহিতং মনঃ ॥ ৪১ ॥
এবং সূক্ষ্মশরীরং স্যান্মম লিঙ্গং যদুচ্যতে।
তত্র যা প্রকৃতিঃ প্রোক্তা সা রাজন্দ্বিবিধা স্মৃতা ॥ ৪২ ॥

অথ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণামুৎপত্তিমাহ তেষামিতি। তেষাং পঞ্চভূতানাং প্রত্যেকং রজোঽংশৈঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চোৎপদ্যন্তে। তৈর্মিলিতৈস্তু রজোঽংশৈঃ প্রাণাপানাদিপঞ্চবৃত্ত্যাত্মকঃ প্রাণো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

তেষাং বায়ুনাং বৃত্তিভেদাত্তেষাং স্থানানি নামানি চাহ হৃদি প্রাণ ইতি ॥ ৪০॥

অধুনা পূর্ব্বোক্তলিঙ্গদেহস্য যাবৎ স্বরূপমুচ্যতে জ্ঞানেন্দ্রিয়াণীতি। ধিয়া চ সংহিতং মন ইতি মনো বুদ্ধিশ্চেত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

এতৎসপ্তদশাবয়বকং সূক্ষ্মশরীরং মম ভবতি যল্লিঙ্গসংজ্ঞকং ভবতি তদিত্যাহ এতৎ সূক্ষ্মমিতি। ইত্থং দেহত্রয়স্বরূপমুক্ত্বা জীবেশ্বরবিভাগকারণমাহ তত্র যা প্রকৃতিরিতি। তত্রৈকা শুদ্ধসত্ত্বাভিধানা সা মায়া দ্বিতীয়া মলিনসত্ত্বপ্রধানা সাবিদ্যেতি মায়া বিদ্যয়োর্ভেদঃ ॥ ৪২ ॥

সমান, উদান ও ব্যান, এই পঞ্চপ্রাণ বায়ু উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

তন্মধ্যে প্রাণবায়ু হৃদয়ে, অপানবায়ু গুহ্যে, সমানবায়ু নাভিস্থলে, উদানবায়ু কণ্ঠদেশে এবং ব্যানবায়ু সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে ॥ ৪০ ॥

পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চবায়ু এবং বুদ্ধি ও মন এই সপ্তদশ পদার্থ সম্মিলিত হইয়া আমার সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গদেহের উৎপত্তি হয়। তাহাতে যে প্রকৃতি অবস্থিতি করেন

সত্ত্বাত্মিকা তু মায়া স্যাদবিদ্যাগুণমিশ্রিতা।
স্বাশ্রয়ং যা তু সংরক্ষেৎ সা মায়েতি নিগদ্যতে ॥ ৪৩ ॥
তস্যাং তৎপ্রতিবিম্বং স্যাদ্বিম্বভূতস্য চেশিতুঃ।
স ঈশ্বরঃ সমাখ্যাতঃ স্বাশ্রয়জ্ঞানবান্ পরঃ।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ত্তা চ সর্ব্বানুগ্রহকারকঃ ॥ ৪৪ ॥
অবিদ্যায়াস্তু যৎকিঞ্চিৎ প্রতিবিম্বং নগাধিপ !।

তত্র যা স্বাশ্রয়ং রক্ষেন্নাবৃণুয়াৎ সা মায়েতি নিগদ্যতে ॥ ৪৩ ॥

তস্যামিতি। তস্যাং স্বাশ্রয়াব্যামোহকারিণ্যাং শুদ্ধসত্ত্বপ্রধানায়াং মায়ায়ামীশিতুঃ পরমাত্মনো যৎপ্রতিবিম্বং পতিতং তৎপ্রতিবিম্বমীশ্বরঃ সমাখ্যাতঃ সচেশ্বরঃ। স্বাশ্রয়ং ব্যাপকং ব্রহ্মতজ্জ্ঞানবান্ ভবতি। মায়য়া তদাধারব্রহ্মণোঽনাবরণাৎ ॥ ৪৪ ॥

তাহা দুই ভাগে বিভক্ত, একটি শুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকামায়া, এবং অপরটি গুণমিশ্রিতা মলিন সত্ত্ব প্রধানা অবিদ্যা বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। যিনি স্বাশ্রয়কে আবৃত না করিয়া রক্ষা করেন, তিনিই মায়াশব্দে উক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৪১-৪৩ ॥

এই স্বাশ্রয়ের অব্যামোহকারিণী শুদ্ধ-সত্ত্ব প্রধানা মায়াতে পরমাত্মার যে প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তিনিই ঈশ্বর নামে কথিত হইয়া থাকেন। শুদ্ধ সত্ত্ব প্রধানা মায়া তদাধার ব্রহ্মের আবরণ করেন না বলিয়া ইনি স্বাশ্রয় জ্ঞানবান অর্থাৎ ব্যাপক ব্রহ্মকে জানেন, আর সর্ব্বব্যাপিত্ব হেতু এবং সর্ব্বত্র ইহার জ্ঞানাবরণের অভাব হেতু ইহাঁকে "সর্ব্বজ্ঞ," বলা যায় এবং অচিন্ত্য মায়াশক্তি বিশিষ্ট বলিয়া সর্ব্বকর্ত্তা ও সমস্ত জগতের অনুগ্রাহক বলা গিয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

আর মলিনসত্ত্বপ্রধানা অবিদ্যাতে পরমাত্মার যে প্রতি-

তদেব জীবসংজ্ঞং স্যাৎ সর্ব্বদুঃখাশ্রয়ং পুনঃ ৪৫ ॥
দ্বয়োরপীহ সম্প্রোক্তং দেহত্রয়মবিদ্যয়া ॥ ৪৬ ॥
দেহত্রয়াভিমানাচ্চাপ্যভূন্নামত্রয়ং পুনঃ।
প্রাজ্ঞস্তু কারণাত্মা স্যাৎ সূক্ষ্মদেহী তু তৈজসঃ ॥ ৪৭ ॥
স্থূলদেহী তু বিশ্বাখ্যস্ত্রিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
এবমীশোঽপি সম্প্রোক্ত ঈশসূত্র বিরাট্‌পদৈঃ ॥ ৪৮ ॥

কিঞ্চ তস্য ব্যাপকত্বাৎ কুত্রাপি তজ্‌জ্ঞানস্যাবরণাভাবাৎ স সর্ব্বজ্ঞো ভবতি। অচিন্ত্যমায়াশক্তিমত্বাৎ সর্ব্বকর্ত্তা চ সর্ব্বানুগ্রহকর্ত্তা চ ভবতীত্যর্থঃ। অবিদ্যায়ামিতি। মলিনসত্ত্বপ্রধানায়ামবিদ্যায়া যৎপ্রতিবিম্বং তজ্জীবসংজ্ঞং ভবতীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

তজ্জীবসংজ্ঞং মলিনসত্ত্বপ্রধানাবিদ্যয়া তদাশ্রয়স্য স্বরূপভূতানন্দস্যাবরণাৎ সর্ব্বদুঃখাশ্রয়মসর্ব্বজ্ঞমব্যাপকঞ্চ ভবতীত্যর্থঃ। দ্বয়োরপীতি। দ্বয়োরপীশ্বর জীবয়োর্দেহত্রয়ং পূর্ব্বোক্তং ভবতি। ঈশ্বরস্যাবরণাভাবেঽপি বিক্ষেপস্য সত্ত্বাৎ। অত্রাবিদ্যয়েত্যনেন মায়াবিদ্যয়োরুভয়োরপি গ্রহণম্ ॥ ৪৬ ॥

দেহত্রয়াভিমানেতি। উভয়োরপি দেহত্রয়াভিমানান্নামত্রয়ং ভবতীত্যর্থঃ তত্র জীবস্য নামত্রয়ং বদতি প্রাজ্ঞস্ত্বিতি। কারণদেহাভিমানী যঃ স প্রাজ্ঞঃ সূক্ষ্মদেহাভিমানী তু তৈজসঃ ॥ ৪৭ ॥

স্থূলদেহীতি। স্থূলদেহাভিমানী তু বিশ্বসংজ্ঞক ইত্যর্থঃ। এবমিশ্বরোঽপি দেহত্রয়াভিমানাদীশসূত্রবিরাট্‌পদৈঃ সম্প্রোক্তঃ কথিত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

বিম্ব পতিত হয়, তাহা জীবনামে অভিহিত হইয়া থাকে। মলিনসত্ত্বপ্রধানা অবিদ্যা, তদাশ্রয়স্বরূপ আনন্দের আবরণ করেন বলিয়া এই জীব সর্ব্ব দুঃখের আশ্রয় হইয়া থাকে ॥৪৫ ॥

উক্ত জীব এবং ঈশ্বর উভয়েরই অবিদ্যা এবং বিদ্যা দ্বারা তিনটি দেহ হইয়া থাকে, এই দেহত্রয়ের অভিমান হেতু তিনটি নাম হয়। জীব কারণদেহাভিমানী হইলে তাহাকে "প্রাজ্ঞ," সূক্ষ্ম দেহাভিমানী হইলে "তৈজস" এবং স্থূল দেহা-

প্রথমো ব্যষ্টিরূপস্তু সমষ্ট্যাত্মা পরঃ স্মৃতঃ।
স হি সর্ব্বেশ্বরঃ সাক্ষাজ্জীবানুগ্রহকাম্যয়া ॥ ৪৯ ॥
করোতি বিবিধং বিশ্বং নানাভোগাশ্রয়ং পুনঃ।
মচ্ছক্তিপ্রেরিতো নিত্যং ময়ি রাজন্! প্রকল্পিতঃ ॥ ৫০॥

প্রথম ইতি। প্রথোম জীবো ব্যষ্টিরূপো ব্যষ্টিদেহত্রয়াভিমানীত্যর্থঃ। ঈশ্বরস্য মহিমানং বর্ণয়তি স হি সর্ব্বেশ্বর ইতি। তস্য স্বানুভবানন্দেন নিরন্তরং নিত্যতৃপ্তত্বেঽপি কেবলং জীবানুগ্রহকাম্যয়া জীবানাং মোক্ষো ভবত্বিতীচ্ছয়া নানাবিধং বিশ্বং নানাভোগাশ্রয়ং রচয়তীতিকরুণাসমুদ্র ঈশ্বর ইত্যর্থঃ। সোঽপীতি। হে রাজন! সোঽপীশ্বর মম ব্রহ্মরূপিণ্যা যা মায়াশক্তিস্তয়া প্রেরিত এব সর্ব্বং করোতি স্বতঃ স ঈশ্বরো ময়ি ব্রহ্মরূপিণ্যাং রজ্জু সর্পবদেব কল্পিতস্ততো মচ্ছক্ত্যধীন এবেত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥ ৫০ ॥

মানী হইলে বিশ্ব বলা হইয়া থাকে এবং ঈশ্বরও কারণ দেহাভিমানী হইলে "ঈশ" সূক্ষ্ম দেহাভিমানী হইলে "সূত্র" এবং স্থূল দেহাভিমানী হইলে বিরাট নামে অভিহিত হইয়া থাকেন ॥ ৪৬-৪৮ ॥

প্রথম জীব ব্যষ্টি-দেহত্রয়াভিমানী এবং ঈশ্বর সমষ্টি-দেহাভিমানী হইয়া থাকেন। ইনি সর্ব্বেশ্বর, নিরন্তর আনন্দানুভব হেতু তৃপ্তি থাকিলেও জীবগণের প্রতি মোক্ষলাভরূপ অনুগ্রহ করিবার কামনায় বিবিধ ভোগের আশ্রয়স্বরূপ বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া থাকেন। রাজন্! সেই ঈশ্বরও ব্রহ্মরূপিণী আমার মায়াশক্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়াই অখিল বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কারণ, আমি ব্রহ্মরূপিণী, তিনি আমাতেই রজ্জু-কল্পিত সর্পের ন্যায় কল্পিত হইয়া রহিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকেও মদীয় শক্তির অধীন বলিয়া জানিবে ॥ ৪৯-৫০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে জগদম্বিকার আত্মতত্ত্বকথন নামক দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দেব্যুবাচ।

মন্ময়াশক্তিসংক্লৃপ্তং জগৎসর্ব্বং চরাচরম্।
সাপি মত্তঃ পৃথঙ্মায়া নাস্ত্যেব পরমার্থতঃ॥ ১॥
ব্যবহারদৃশা সেয়ং বিদ্যা মায়েতি বিশ্রুতা।
তত্ত্বদৃষ্ট্যা তু নাস্ত্যেব তত্ত্বমেবাস্তি কেবলম্॥ ২॥

ষট্পঞ্চাশন্মাহপদ্যেরপবাদ পুরঃসরম্।
মহাঘোরং বিশ্বরূপং দর্শিতঞ্চেতি কথ্যতে॥

ইত্থমধ্যারোপমুক্ত্বাপবাদমাহ মন্মায়েতি। হে পর্ব্বত! যথা মন্মায়াশক্ত্যা চরাচরং সর্ব্বং জগৎক্লৃপ্তং সাপি মায়া মত্তো মৎস্বরূপাৎ পৃথঙ্নাস্তি তস্যা ময়ি কল্পিতত্বেন মিথ্যাত্বাৎ। মিথ্যাপদার্থস্য চাধিষ্ঠানসত্তাতিরিক্তসত্তাভাবাৎ। তস্মাদহমেবাস্মি পরমার্থতো নান্যৎ কিঞ্চিদ্বস্ত্বন্তরমস্তীত্যর্থঃ॥ ১॥

ননু সর্ব্বথা দ্বৈতাভাবে জগৎ কথং ভাসতে ইতি চেত্তত্রাহ ব্যবহারেতি। অনাদ্যবিদ্যাভ্রান্তানাং যো ব্যবহারস্তদ্দৃশা তদ্দৃষ্ট্যা মায়া বিদ্যেতি বিশ্রুতা ভবতি। তত্ত্বদৃষ্ট্যা তু ব্রহ্মদৃষ্ট্যা তু সা নৈবাস্তি কিন্তু তত্ত্বমেব কেবলমস্তীত্যর্থঃ। ন হি ভ্রান্তদৃষ্ট্যা রজ্জুসর্পবৎ কারণাজ্ঞানসত্ত্বেঽপি রজ্জুদৃষ্ট্যা কিঞ্চিদপি তদ্বর্ত্তত ইতি ভাবঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ। ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতেতি। তাপনীয়ে চ অসত্ত্বমরজস্কমতমস্কমমায়মিতি ব্রহ্ম বর্ণিতম্॥ ২॥

দেবী বলিলেন, গিরিরাজ! চরাচরসমন্বিত এই অখিল জগৎ আমারই মায়াশক্তি দ্বারা বিরচিত হইয়া থাকে। সেই মায়া আমাতেই কল্পিত হয়, কিন্তু বস্তুতঃ উহা আমা হইতে পৃথক্ নহে; অতএব একমাত্র আমিই চিদ্বস্তু, আমা ভিন্ন চিদ্বস্তু আর দ্বিতীয় কিছুই নাই॥ ১॥

ব্যবহার দৃষ্টিদ্বারা উহা মায়াবিদ্যাদি স্বতন্ত্র নামে বিখ্যাত হয়, কিন্তু তত্ত্ব বা ব্রহ্মদৃষ্টিতে মায়ার বিদ্যমানতা নাই, কেবল একমাত্র ব্রহ্মই বিদ্যমান থাকেন॥ ২॥

সাহং সর্ব্বং জগৎ সৃষ্ট্বা তদন্তঃ প্রবিশাম্যহম্।
মায়াকর্ম্মাদিসহিতা গিরে! প্রাণপুরঃসরা ॥ ৩ ॥
লোকান্তরগতির্নোচেৎ কথং স্যাদিতি হেতুনা।
যথা যথা ভবন্ত্যেব মায়াভেদাস্তথা তথা।

নন্বু যদি প্রপঞ্চো মিথ্যা তর্হি তদন্তঃপাতি জীবোঽপি মিথ্যেতি বক্তব্যম্। তথাচ জীবস্য মিথ্যাত্বে মোক্ষদশায়াং তস্যাবস্থানাভাবে স্বনাশার্থং কদাপি জীবো ন যত্নং কুর্য্যাদিতি মোক্ষশাস্ত্রং ব্যর্থমেনেতি চেত্তত্রাহ সাহমিতি। হে গিরে! মায়া চাবিদ্যাকর্ম্মাণি চ তত্তৎপ্রাণিনাম্ আদিনা। নানা সংস্কারাশ্চ তৈঃ সহিতাহমেব কূটস্থব্রহ্মরূপা সর্ব্বং জগৎ প্রথমতঃ সৃষ্ট্বা তদন্তস্তন্মধ্যে ঘটে আকাশবদাদর্শে প্রতিবিম্ববদ্বা চিদাভাসরূপেণ প্রবিশামি। তত্রাপি প্রাণপুরঃসরা প্রাণমগ্রতঃ কৃত্বা প্রবিশামি ॥ ৩ ॥

কিমর্থমিতি চেত্তত্রাহ লোকান্তরগতিরিতি। যদ্যহং প্রাণং পুরঃসরং কৃত্বা প্রাণাভিমানং কৃত্বা ন প্রবেক্ষ্যামি তর্হি মমব্যাপকত্বাল্লোকান্তরগমনাদিকং জনন মরণাদিব্যবহারশ্চ কথং স্যাৎ ন হি ব্যাপকস্য গমনাগমনং দেহসম্বন্ধো দেহ-ত্যাগশ্চ সম্ভবতি ইতি হেতুনা তৎসিদ্ধ্যর্থং প্রাণপুরঃসরং প্রবিশামি। তস্মিংশ্চ প্রাণে স্বীকৃতে সতি তস্য দেহান্তরপ্রবেশে জন্ম তত্ত্যাগে মরণং তথৈব লোকান্তর

আমিই সেই চিদ্‌ব্রহ্মস্বরূপিণী, অবিদ্যা কর্ম্ম ও নানাবিধ সংস্কারসংযুক্ত কূটস্থ ব্রহ্মরূপে অখিল জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার অভ্যন্তরে চিদাভাসরূপে প্রাণবায়ু অগ্রে করিয়া প্রবেশ করিয়া থাকি। গিরিবর! এইরূপে আমি প্রাণ স্বীকার পূর্ব্বক প্রবেশ না করিলে লোকান্তর গমন, জন্ম ও মরণাদি ব্যবহার কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? যেমন একমাত্র ব্যাপক মহাকাশ, উপাধি ভেদে ঘটাকাশ ও পটাকাশ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নামে বিখ্যাত হয়, সেইরূপ আমি বিবিধ স্থলে প্রাণ স্বীকার করায়, অবিদ্যা ও অন্তঃকরণের প্রভেদ হেতু ভিন্ন ভিন্ন

উপাধিভেদাদ্ভিন্নাহং ঘটাকাশাদয়ো যথা ॥ ৪ ॥
উচ্চনীচাদিবস্তূনি ভাসয়ন্ ভাস্করঃ সদা।
ন দুষ্যতি তথৈবাহং দোষৈর্লিপ্তা কদাপি ন ॥ ৫ ॥
ময়ি বুদ্ধ্যাদিকর্ত্তৃত্বমধ্যস্যৈবাপরে জনাঃ।

গতিশ্চেতি সর্ব্বং সিদ্ধ্যতীতি। অয়ং ভাবঃ। ন কেবলং জীবত্বং চিদাভাসস্যৈব যেন পূর্ব্বোক্তং দূষণং ভবেৎ। কিং তর্হি অহং কূটস্থরূপিণী তথান্তঃকরণং তদাশ্রয়ভূতাবিদ্যা চিদাভাসশ্চেতি চতুষ্টয়ং মিলিত্বা জীবত্বম্। তথাচ জ্ঞানেনাবিদ্যান্তঃকরণচিদাভাসানাং নাশেঽপি কূটস্থব্রহ্মাংশস্য মুক্তাবশেষান্ন জীবস্য মোক্ষার্থমপ্রবৃত্তি র্ন বা মোক্ষশাস্ত্রানর্থক্যমিতি। নন্বু তর্হি তবৈকত্বাজ্জীবস্যাপ্যেকত্বং স্যাদিতি চেত্তত্রাহ যথা যথেতি যথা ব্যাপক এক এবাকাশে ঘটাদ্যুপাধিভেদেন যথা ভিদ্যতে তথাবিধানেকত্বস্বীকারেণাবিদ্যানামন্তঃকরণানাঞ্চ ভেদাৎ কূটস্থোঽপি ভিদ্যত ইতি জীববহুত্বমপ্যুপপন্নমেবেত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তাহ্যস্য হরয়ঃ শতাদশেত্যয়ং বৈ হরয় ইতি ॥ ৪ ॥

নন্বু তর্হি তব জগদন্তঃপাতিত্বেন তদ্দোষেণ দুষ্টত্বমপি স্যাত্তত্রাহ উচ্চনীচাদিবস্তূনীতি। যথা সূর্য্যঃ সর্ব্বাণ্যুচ্চনীচাদিবস্তূনি ভাসয়ন্নপি ন দূষ্যতি তথৈবাহং কদাপি দোষৈর্দুষ্টা নাস্মীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

নন্বু সূর্য্যঃ সাক্ষিভূতো ন দুষ্যতীতি যুক্তম্। ত্বন্তু সকলকার্য্যকর্ত্রীতি কর্ত্তৃর্দ্দোষলেপো ভবিষ্যত্যেবেতি চেত্তত্রাহ ময়ি বুদ্ধ্যাদীতি। বিমূঢ়া বুদ্ধ্যাদিনিষ্ঠং

হইয়া থাকি। সুতরাং তাহাতেই বহু প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ৩-৪ ॥

যেমন দিবাকর স্বীয় কিরণসংযোগে অবনিতলস্থ সমস্ত বস্তু প্রদীপিত করিয়াও দূষিত হয় না, সেইরূপ আমিও উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সমস্ত বস্তুর অন্তঃপ্রবেশ হেতু দোষলিপ্ত হই না ॥ ৫ ॥

মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ অজ্ঞান দ্বারা বুদ্ধ্যাদিনিষ্ঠ কর্ত্তৃত্ব আত্মরূপিণী আমাতে আরোপিত করিয়া আত্মাকেই কর্ত্তা

বদন্তি চাত্মা কর্ত্তেতি বিমূঢ়া ন সুবুদ্ধয়ঃ ॥ ৬ ॥
অজ্ঞানভেদতস্তদ্বন্মায়ায়া ভেদতস্তথা।
জীবেশ্বরবিভাগশ্চ কল্পিতো মায়য়ৈব তু ॥ ৭ ॥
ঘটাকাশমহাকাশবিভাগঃ কল্পিতো যথা।
তথৈব কল্পিতো ভেদো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ ॥ ৮ ॥
যথা জীববহুত্বঞ্চ মায়য়ৈব ন চ স্বতঃ।
তথেশ্বরবহুত্বঞ্চ মায়য়া ন স্বভাবতঃ ॥ ৯ ॥

কর্ত্তৃত্বমবিবেকেন মযাত্মন্যধ্যস্যৈবাত্মা কর্ত্তেতি বদন্তি ন সুবুদ্ধয়ো বিবেকিনঃ। তথাচ সূর্য্যবদহমপি সাক্ষিণ্যেব ন কর্ত্রীতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

অজ্ঞানভেদত ইতি। জীববহুত্ববদীশ্বরমূর্ত্তিবহুত্বমপি মায়ায়া ভেদান্ মায়া-কল্পিতব্রহ্মবিষ্ণ্বাদ্যাকারভেদাস্তবতীতি জীবেশ্বরসিদ্ধিমুপসংহরতি জীবেশ্বরবিভাগ-শ্চেতি। অজ্ঞানভেদাজ্জীবসিদ্ধির্ম্মায়াভেদাদীশ্বরসিদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

তত্র দৃষ্টান্তমাহ ঘটাকাশেতি ॥ ৮ ॥

ঈশ্বরবহুত্বং ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিরূপেশ্বরবহুত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

বলিয়া থাকে ; কিন্তু সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ তাহা স্বীকার করেন না। ফলতঃ আমি জীবাভ্যন্তরে কর্ত্রীরূপে না থাকিয়া সাক্ষীরূপেই অবস্থিতি করিয়া থাকি ॥ ৬ ॥

হে অচলেন্দ্র! অবিদ্যা ও বিদ্যার প্রভেদ হেতু জীববহুত্ব ও ঈশ্বরবহুত্ব প্রতিপাদিত হয় ; ফলতঃ মায়া দ্বারাই মনুষ্য পশু প্রভৃতি জীব ভেদ এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি ঈশ্বর ভেদ হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

যেমন ব্যাপক মহাকাশ ঘটাবচ্ছিন্ন হইলে, মহাকাশ ও ঘটাকাশ এইরূপ বিভাগ কল্পিত হয়, সেইরূপ ব্যাপক পর-মাত্মা জীবাবচ্ছিন্ন হইয়া পরমাত্মা ও জীবাত্মা এইরূপ প্রভেদ কল্পিত হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

যেমন জীবের বহুত্ব মায়া দ্বারা কল্পিত হয়, স্বভাবতঃ

দেহেন্দ্রিয়াদিসংঘাতবাসনাভেদভেদিতা।
অবিদ্যা জীবভেদস্য হেতুর্নান্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১০ ॥
গুণানাং বাসনাভেদভেদিতা যা ধরাধর!।
মায়া সা পরভেদস্য হেতুর্নান্যঃ কদাচন ॥ ১১ ॥
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতমোতঞ্চ ধরণীধর!।
ঈশ্বরোঽহঞ্চ সূত্রাত্মা বিরাড়াত্মাহমস্মি চ ॥ ১২ ॥

জীবভেদহেতুং বিশদয়তি দেহেন্দ্রিয়াদীতি ॥ ১০ ॥

হে ধরাধর পর্ব্বত! গুণানাং যে বাসনাভেদাঃ সাত্ত্বিকা রাজসাস্তাম সাশ্চ তৈর্ভেদিতা যা মায়া সা পরভেদস্য ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদীশ্বরভেদস্য হেতুর্নান্য ইত্যর্থঃ। ইদং সূতসংহিতান্তর্গতসূতগীতায়াং স্পষ্টম্ ব্যাখ্যাতঞ্চ তত্র মাধবাচার্য্যৈঃ ॥ ১১ ॥

যত একমেব চৈতন্যং সর্ব্বাত্মকং ততোঽহং সর্ব্বাত্মিকাস্মীত্যাহ ময়ীতি। ওতং প্রোতং গ্রথিতমিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

হয় না। সেইরূপ ঈশ্বরে বহুত্বও স্বভাব দ্বারা হয় না; মায়া দ্বারাই কল্পিত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

হে ধরণীধর! দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন ইত্যাদির প্রভেদ বশতঃ অবিদ্যাই জীব প্রভেদের হেতু, অন্য আর কিছুই নহে ॥ ১০ ॥

আর গুণত্রয়ের বাসনা ভেদে অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক বাসনা ভেদে মায়ারও বিভিন্নতা জন্মে, সেই বিভিন্ন মায়াই ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি ঈশ্বর ভেদের হেতু; নতুবা আর কিছুই নহে ॥ ১১ ॥

হেধরাধরেন্দ্র! এই অখিল জগৎ ওতপ্রোতভাবে আমাতেই অবস্থিত রহিয়াছে, অতএব আমিই কারণ-দেহাভিমানী ঈশ্বর, লিঙ্গদেহাভিমানী সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভ এবং স্থূল দেহাভিমানী বিরাট্। আমিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এবং আমিই

ব্রহ্মাহং বিষ্ণুরুদ্রৌ চ গৌরী ব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী ॥ ১৩ ॥
সূর্য্যোঽহং তারকাশ্চাহং তারকেশস্তথাস্ম্যহম্ ।
পশুপক্ষিস্বরূপাহং চাণ্ডালোঽহং চ তস্করঃ ॥ ১৪ ॥
ব্যাধোঽহং ক্রূরকর্ম্মাহং সৎকর্ম্মাহং মহাজনঃ ।
স্ত্রীপুন্নপুংসকাকারোঽপ্যহমেব ন সংশয়ঃ ॥ ১৫ ॥
যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা ।
অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎসর্ব্বং ব্যাপ্যাহং সর্ব্বদা স্থিতা ॥ ১৬ ॥
ন তদস্তি ময়া ত্যক্তং বস্তু কিঞ্চিচ্চরাচরম্ ।
যদ্যস্তি যেত্তচ্ছূন্যং স্যাদ্বন্ধ্যাপুত্ত্রোপমং হি তৎ ॥ ১৭ ॥
রজ্জুর্যথা সর্পমালাভেদৈরেকা বিভাতি হি ।
তথৈবেশাদিরূপেণ ভাম্যহং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৮ ॥

ঈশ্বরঃ কারণদেহাভিমানী লিঙ্গদেহাভিমানী সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভঃ। বিরাট স্থূলদেহাভিমানী ।। ১৩-১৬।

শূন্যং স্যাদিতি। ময়া সদ্রূপয়া ত্যক্তং শূন্যমসদেব স্যাদিত্যর্থঃ ।। ১৭-১৮ ।।

ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও রৌদ্রীশক্তি। আমিই সূর্য্য, আমিই চন্দ্র, আমিই তারকা এবং আমিই পশু, পক্ষী, চণ্ডাল ও তস্কর। আমিই ক্রূরকর্ম্মা ব্যাধ ও সৎকর্ম্মা মহাজন এবং আমিই স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক, তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ১২-১৫ ॥

গিরিবর! যে কানও স্থানে যে কোনও বস্তু দৃষ্ট বা শ্রুত হয় আমি সেই সমস্তের অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপ্ত হইয়া সর্ব্বদাই অবস্থিত রহিয়াছি। মদ্‌বিরহিত চরাচর কোন বস্তুই বিদ্যমান নাই। যদি কিছু থাকে তবে তাহা বন্ধ্যাপুত্র সদৃশ নিরর্থক। যেমন একমাত্র রজ্জু সর্প ও মালাদিরূপে প্রতিভাত হয়, সেইরূপ একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপিণী আমিই ঈশ্বরাদিরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকি সন্দেহ নাই ॥ ১৬-১৮ ॥

অধিষ্ঠানাতিরেকেণ কল্পিতং তন্ন ভাসতে।
তস্মান্মৎসত্তয়ৈবৈতৎ সত্তাবন্নান্যথা ভবেৎ ॥ ১৯ ॥

হিমালয় উবাচ।

যথা বদসি দেবেশি! সমষ্ট্যাত্মবপুস্ত্বিদম্।
তথৈব দ্রষ্টুমিচ্ছামি যদি দেবি! কৃপা ময়ি ॥ ২০ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা সর্ব্বে দেবাঃ সবিষ্ণবঃ।
ননন্দুর্ম্মুদিতাত্মানঃ পূজয়ন্তশ্চ তদ্বচঃ ॥ ২১ ॥
অথ দেবমতং জ্ঞাত্বা ভক্তকামদুঘা শিবা।
অদর্শয়ন্নিজং রূপং ভক্তকামপ্রপূরিণী ॥ ২২ ॥

অধিষ্ঠানাতিরেকেণেতি। অধিষ্ঠানসত্তাদিরেকেণেত্যর্থঃ। যত এতৎ কল্পিতং জগত্তস্মান্মৎসত্তয়ৈব সত্তাবত্ত্বেন্নান্যথেত্যর্থঃ॥ ১৯ ॥

সমষ্ট্যাত্মেতি। সর্ব্বাভিমানিবিরাট্স্বরূপং যথাবদসীত্যর্থঃ॥ ২০

পূজয়ন্তশ্চেতি। সর্ব্বেষাং ভগবতী বিরাট্স্বরূপদর্শনোৎসুকত্বাৎ স্বাভীষ্টসম্পাদনে প্রবৃত্তস্য হিমালয়স্য তদ্বচঃ সাধু সাধ্বিতি পূজয়ন্ত ইত্যর্থঃ॥২১-২২॥

কারণ, এই কল্পিত জগৎ অধিষ্ঠানসত্তার অতিরেক হেতু প্রতিভাত হয় না, অতএব ইহা আমার সত্তা দ্বারাই সত্তাবান্ হয়, নচেৎ অন্য প্রকারে সম্ভব হইতেই পারে না ॥ ১৯ ॥

হিমালয় কহিলেন, দেবি! যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা থাকে, তবে আপনার সমষ্ট্যাত্মক অর্থাৎ সর্ব্বসমষ্টিরূপ সর্ব্বাভিমানী বিরাড়মূর্ত্তি দর্শন করিতে ইচ্ছা করি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাহা প্রদর্শন করান ॥ ২০ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! গিরিবরের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু প্রভৃতি সমস্ত দেবতাগণ হৃষ্টচিত্তে বহুমানপূর্ব্বক তাঁহার সেই বাক্যের অভিনন্দন করিলেন ॥ ২১ ।

অনন্তর, ভক্তগণের বাঞ্ছাপূরণী, ভক্তগণের কামধেনু ও

অপশ্যংস্তে মহাদেব্যা বিরাড্রূপং পরাৎপরম্ ।
দ্যৌর্মস্তকং ভবেদ্যস্য চন্দ্রসূর্য্যৌ চ চক্ষুষী ॥ ২৩ ॥
দিশঃশ্রোত্রে বচো বেদাঃ প্রাণো বায়ু প্রকীর্ত্তিতঃ ।
বিশ্বং হৃদয়মিত্যাহুঃ পৃথিবী জঘনং স্মৃতম্ ॥ ২৪ ॥
নভস্তলং নাভিসরো জ্যোতিশ্চক্রমুরস্থলম্ ।
মহর্লোকস্তু গ্রীবা স্যাজ্জনোলোকো মুখং স্মৃতম্ ॥ ২৫ ॥
তপোলোকোররাটিস্তু সত্যলোকাদধঃস্থিতঃ ।
ইন্দ্রাদয়ো বাহবঃ স্যুঃ শব্দঃ শ্রোত্রং মহেশিতুঃ ॥ ২৬ ॥

দ্যৌর্মস্তকমিতি। অত্র দ্যৌঃ শব্দেন সর্ব্বোর্দ্ধঃ সত্যলোকো গৃহ্যতে ॥ ২৩ ॥
বায়ুরেব তস্য প্রাণাঃ। বিশ্বং সর্ব্বাত্মকমব্যক্তমিত্যর্থঃ। তদস্য রূপস্য হৃদয়ম্ ॥ ২৪ ॥
নভস্তলং ভুবর্লোকঃ ॥ ২৫ ॥
সত্যলোকাদধঃস্থিতস্তপো লোকো ররাটির্ললাটমিত্যর্থঃ। শব্দঃ শ্রোত্রমিতি। যোহস্মাকং শ্রোত্রবিষয়ঃ শব্দঃ স তস্য রূপস্য শ্রোত্রং শ্রোত্রেন্দ্রিয়ং ভবতীত্যর্থঃ। পূর্ব্বত্র দিশঃ শ্রোত্রে ইত্যত্র তু শ্রোত্রশব্দেন শ্রোত্রেন্দ্রিয়াধারো গৃহ্যত ইতি ন পুনরুক্তিঃ ॥ ২৬॥

কল্যাণরূপিণী দেবী ভুবনেশ্বরী স্বীয় রূপদর্শনে দেবগণের ঔৎসুক্য জানিয়া বিরাট্রূপ প্রদর্শন করাইলেন ॥ ২২ ॥

তাঁহারা মহাদেবীর সেই পরাৎপর বিরাট্রূপ অবলোকন করিতে লাগিলেন। সকলের ঊর্দ্ধস্থিত সত্যলোক সেই বিরাট্-রূপিণীর মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য্য দুই চক্ষু, দিক্ সকল শ্রোত্র, বেদ সকল বাক্য, বায়ু তাঁহার প্রাণ, বিশ্ব তাঁহার হৃদয়, পৃথিবী জঘন-স্থল, নভস্তল অর্থাৎ ভুবর্লোক নাভি-সরোবর, জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল উরঃস্থল, মহর্লোক গ্রীবাদেশ, জনলোক মুখমণ্ডল, সত্য-লোকের অধঃস্থিত তপলোক তাঁহার ললাট ফলক, ইন্দ্রাদি

নাসত্যদস্রৌ নাসে স্তো গন্ধো ঘ্রাণং স্মৃতো বুধৈঃ।
মুখমগ্নিঃ সমাখ্যাতো দিবারাত্রী চ পক্ষ্মণী ॥ ২৭ ॥
ব্রহ্মস্থানং ভ্রূবিজৃম্ভোঽপ্যাপস্তালুঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
রসো জিহ্বা সমাখ্যাতা যমো দংষ্ট্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥২৮
দন্তাঃ স্নেহকলা যস্য হাসো মায়া প্রকীর্ত্তিতা।
সর্গস্ত্বপাঙ্গমোক্ষঃ স্যাদব্রীড়োর্দ্ধোষ্ঠো মহেশিতুঃ ॥ ২৯ ॥
লোভঃ স্যাদ্‌ধরোষ্ঠোঽস্যাধর্ম্মমার্গস্তু পৃষ্ঠভূঃ।
প্রজাপতিশ্চ মেঢ্রং স্যাদ্যঃ স্রষ্টা জগতীতলে ॥ ৩০ ॥

নাসত্যদস্রৌ অশ্বিনীকুমারৌ তাবস্য রূপস্য নাসে নাসাপুটে স্তঃ। গন্ধস্তু ঘ্রাণং ঘ্রাণেন্দ্রিয়মিত্যর্থঃ। ২৭ ॥

ব্রহ্মস্থানং প্রজাপতিচতুর্মুখস্থানং তদস্য ভ্রূবিজৃম্ভো ভ্রূবিকাসঃ। আপো জলানি তু তালুঃ রসনেন্দ্রিয়াধারো ভবন্তি। তদ্গতো রসস্তু জিহ্বা ভবতি। রসনেন্দ্রিয়ং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

স্নেহকলাঃ স্ত্রীপুত্রাদিস্নেহলেশাঃ। সর্গঃ সৃষ্টিরেবাপাঙ্গমোক্ষ: কটাক্ষ ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

অধর্ম্মমার্গস্তু পৃষ্টভাগ ইত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

দেবতা-সমন্বিত স্বর্গলোক তাঁহার বাহু, শব্দ সেই মহেশ্বরীর শ্রবণেন্দ্রিয়, অশ্বিনীকুমারযুগল তাঁহার নাসাপুট, গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়, মুখাভ্যন্তর অগ্নি, দিবা ও রাত্রি তাঁহার পক্ষ্মদ্বয়রূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥ ২৩-২৭ ॥

আর তাঁহার ভ্রূযুগল চতুর্মুখ প্রজাপতির স্থান, জল তাঁহার তালু, তদ্গত রস তাঁহার রসনা, যমরাজ তাঁহার দংষ্ট্রা, স্নেহ বিলাস দন্ত, মায়া তাঁহার হাস্য, ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি তাঁহার কটাক্ষ, ব্রীড়া ঊর্দ্ধ ওষ্ঠ, লোভ অধর এবং অধর্ম্ম তাঁহার পৃষ্ঠভাগ। যিনি জগতীতলে সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি

কুক্ষিঃ সমুদ্রা গিরয়োঽস্থীনি দেব্যা মহেশিতুঃ।
নদ্যো নাড্যঃ সমাখ্যাতা বৃক্ষাঃ কেশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৩১
কৌমারযৌবনজরাবয়োঽস্য গতিরুত্তমা।
বলাহকাস্তু কেশাঃ স্যুঃ সন্ধ্যে তে বাসসী বিভোঃ॥ ৩২
রাজন্! শ্রীজগদম্বায়াশ্চন্দ্রমাস্তু মনঃ স্মৃতঃ।
বিজ্ঞানশক্তিস্তু হরীরুদ্রোঽন্তঃকরণং স্মৃতম্॥ ৩৩॥

মহেশিতুর্মহেশ্বর্য্যা দেব্যা গিরয়ঃ পর্ব্বতা অস্থীনীত্যর্থঃ॥ ৩১॥
কৌমারেতি। ত্রিবিধং বয়োগতিরিত্যর্থঃ।। ৩২।।
চন্দ্রমাস্তিতি। তু শব্দো মন ইত্যত্র যোজ্যঃ। হে রাজন্! জনমেজয়! শ্রীজগদম্বায়াশ্চন্দ্রো মনোঽপি স্মৃত ইত্যর্থঃ। তেন পূর্ব্বক্তনেত্রমধ্যে গণিতস্য চন্দ্রমসো মনস্ত্বমপি বোধিতমিতি বোধ্যম্। বিজ্ঞানশক্তির্ব্বুদ্ধিঃ সা হরিঃ।।৩৩॥

তিনিই তাঁহার মেঢ্র, সমুদ্র সকল কুক্ষি, পর্ব্বত সকল সেই মহেশ্বরীর অস্থি, নদী সকল নাড়ী এবং বৃক্ষ সকল তাঁহার কেশরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল॥ ২৮-৩১॥

রাজেন্দ্র! কৌমার, যৌবন ও জরা তাঁহার উত্তমাগতি, মেঘ সমূহ তাঁহার কেশজাল, উভয় সন্ধ্যা সেই পরমপ্রভুর বসনযুগল, চন্দ্রমা সেই শ্রীজগদম্বিকার মানস, হরি তাঁহার বিজ্ঞানশক্তি এবং রুদ্র তাঁহার সংহারশক্তি হইল। অশ্বাদি সমস্ত জীব তাঁহার নিতম্বদেশে এবং অতলাদি মহালোক সকল তাঁহার কটিদেশ হইতে পাদমূল পর্য্যন্ত অবস্থান করিতে লাগিল। সুরবরগণ বিস্ময়-বিস্ফারিতলোচনে জগদম্বার এতাদৃশ বিরাটমূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই মূর্ত্তি হইতে সহস্র সহস্র জ্বালামালা নির্গত হইতে লাগিল। জিহ্বা দ্বারা সমস্ত জগৎ আস্বাদন করিতে লাগিলেন। দশনপংক্তিদ্বয়ে

অশ্বাদিজাতয়ঃ সর্ব্বাঃ শ্রোণিদেশে স্থিতা বিভোঃ।
অতলাদিমহালোকাঃ কট্যধোভাগতাং গতাঃ ॥ ৩৪ ॥
এতাদৃশং মহারূপং দদৃশুঃ সুরপুঙ্গবাঃ।
জ্বালামালাসহস্রাঢ্যং লেলিহানঞ্চ জিহ্বয়া ॥ ৩৫ ॥
দংষ্ট্রাকটকটারাবং বমন্তং বহ্নিমক্ষিভিঃ।
নানায়ুধধরং বীরং ব্রহ্মক্ষত্রৌদনঞ্চ যৎ ॥ ৩৬ ॥
সহস্রশীর্ষনয়নং সহস্রচরণং তথা।
কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং বিদ্যুৎকোটিসমপ্রভম্ ॥ ৩৭ ॥
ভয়ঙ্করং মহাঘোরং হৃদক্ষ্ণোস্ত্রাসকারকম্।
দদৃশুস্তে সুরাঃ সর্ব্বে হাহাকারঞ্চ চক্রিরে ॥ ৩৮ ॥

অতলাদীতি। অতলাদিপাতালান্তা লোকা যথাযোগ্যং কট্যধোভাগতাং গতাঃ। কটিমারভ্য পাদমূলপর্য্যন্তং ব্যবস্থিতা ইত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ। বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মেতি ॥ ৩৪ ॥

জিহ্বয়া সর্ব্বং জগল্লেলিহানং স্বাদয়ন্তম্ ॥ ৩৫ ॥

দংষ্ট্রাসু কটকটারাবঃ কটকটেতি শব্দো যস্য। ব্রহ্মক্ষত্রে ওদনো যস্য। যস্য ব্রহ্মক্ষত্রঞ্চোভে ভবত ওদনো মৃত্যুর্যস্যোপসেচনমিতি শ্রুতেঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

হাহাকারং ভয়েন ভীতত্বাচ্চক্রিরে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

কটকটা শব্দ হইতে লাগিল, অক্ষি সকল দ্বারা অগ্ন্যুদ্গার আরম্ভ হইল, করে নানাবিধ আয়ুধ, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সেই ঘোরদর্শন বীরপুরুষের ওদনস্বরূপ। তাঁহার সেই মূর্ত্তিমধ্যে কত যে মস্তক, কত যে নয়ন এবং কত যে চরণ তাহার ইয়ত্তা নাই। সে মূর্ত্তি দেখিলে বোধ হয় যেন একবারে কোটি সূর্য্য সমুদিত হইয়াছে, যেন অসংখ্য বিদ্যুন্মালা একত্র বিলসিত হইতেছে। মহাদেবীর সেই মহা ভয়ঙ্কর নয়ন ও মনের ত্রাস-

বিকম্পমানহৃদয়া মূর্চ্ছামাপুহুর্রত্যয়াম্।
স্মরণঞ্চ গতং তেষাং জগদম্বেয়মিত্যপি ॥ ৩৯ ॥
অথ তে যে স্থিতা বেদাশ্চতুর্দিক্ষু মহাবিভোঃ।
বোধয়ামাসুরত্যুগ্রং মূর্চ্ছাতো মূর্চ্ছিতান্ সুরান্ ॥ ৪০
অথ তে ধৈর্য্যমালম্ব্য লব্ধা চ শ্রুতিমুত্তমাম্।
প্রেমাশ্রুপূর্ণনয়না রুদ্ধকণ্ঠাস্তু নির্জ্জরাঃ।
বাষ্পগদ্গদয়া বাচা স্তোতুং সমুপচক্রিরে ॥ ৪১ ॥

দেবা উচুঃ।

অপরাধং ক্ষমস্বাম্ব! পাহি দীনাং স্বদুদ্ভবান্।

স্মরণঞ্চ গতমিতি। ইয়ং জগদম্বাস্মাকং পালয়িত্রীতি স্মরণমপি তেষাং গতং নষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

অথ ত ইতি। বিভোর্দেব্যাশ্চতুর্দিক্ষু যে মূর্ত্তিমন্তো বেদাঃ স্থিতাস্তে মূর্চ্ছি-

জনক, মহাঘোরতর বিরাট মুর্ত্তি অবলোকন করিয়া সমস্ত দেবগণ ভীত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন, তাহাদের হৃদয় কাঁপিতে লাগিল, তাঁহারা দুরপনেয় মূর্চ্ছায় আক্রান্ত হইলেন। "ইনিই যে আমাদিগের পালনকর্ত্রী জগদম্বিকা" সে জ্ঞান একেবারে তিরোহিত হইল ॥ ৩২-৩৯ ॥

ঐ সময় সেই ভুবনেশ্বরীর চারিদিকে যে বেদ সকল অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহারাই মূর্চ্ছা অপনয়ন পূর্ব্বক দেবতাদিগকে প্রবোধিত করিলেন। অনন্তর সেই নির্জ্জর-গণ সেই অত্যুত্তম শ্রুতি লাভ করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক অন্তর্জনিত বাষ্পভরে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া প্রেমবিগলিত অশ্রু-পূর্ণনয়নে গদ্গদ বাক্যে জগদম্বিকার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪০-৪১ ॥

দেবগণ কহিলেন, মাতঃ! আমরা অতি দীন এবং আপনা

কোপং সংহর দেবেশি ! সভয়া রূপদর্শনাৎ ॥ ৪২ ॥
কা তে স্তুতিঃ প্রকর্ত্তব্যা পামরৈর্নির্জ্জরৈরিহ।
স্বস্থাপ্যজ্ঞেয় এবাসৌ যাবান্যশ্চ স্ববিক্রমঃ ॥ ৪৩ ॥
তদর্ব্বাক্‌জায়মানানাং কথং স বিষয়ো ভবেৎ ॥ ৪৪ ॥
নমস্তে ভুবনেশানি ! নমস্তে প্রণবাত্মিকে ! ।
সর্ব্ববেদান্তসংসিদ্ধে ! নমো হ্রীঙ্কারমূর্ত্তয়ে ॥ ৪৫ ॥
যস্মাদগ্নিঃ সমুৎপন্নো যস্মাৎ সূর্য্যশ্চ চন্দ্রমাঃ ।

তান্ দেবান্ মূর্চ্ছাতো বোধয়ামাসুর্ব্যুত্থাপয়ামাসুরিত্যর্থঃ। সভয়া জাতাঃ স্ম ইত্যর্থঃ ॥ ৪০-৪২ ॥

স্বস্থাপ্যজ্ঞেয় ইতি। যাবান্ যৎপরিমাণবান্ যশ্চ যাদৃশস্তব স্বপরাক্রমঃ স তব স্বস্থাপ্যজ্ঞেয় এবৈতাদৃশোঽসৌ তব পরাক্রমোঽস্মাকং তদর্ব্বাক্ জায়মানানাং কথং স বিষয়ো ভবেন্ন কথমপীত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। অর্ব্বাগ্‌দেবা অস্য

হইতেই আমাদিগের উৎপত্তি হইয়াছে, আপনি আমাদিগের অপরাধ ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি কোপ পরিত্যাগ করুন, আমরা আপনার এই রূপ দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়াছি ॥ ৪২ ॥

দেবি ! পামর অমরগণ অপনার কি স্তুতি করিবে ? আপনি স্বয়ং যখন আপনার পরাক্রমের ইয়ত্তা করিতে অক্ষম, তখন আমরা আপনার পশ্চাৎ জন্ম গ্রহণ করিয়া কিরূপে তাহা জানিতে পারিব ? ॥ ৪৩-৪৪ ॥

হে প্রণবাত্মিকে ভুবনশ্বেরি ! আমরা আপনাকে নমস্কার করি। দেবি ! সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রেই আপনাকে প্রতিপন্ন করিয়াছে, আমরা অপনার সেই হ্রীংকার মূর্ত্তিকে নমস্কার করি ॥ ৪৫ ॥

যাঁহা হইতে অগ্নি, যাঁহা হইতে সূর্য্য ও চন্দ্রমা এবং যাঁহা

যস্মাদোষধয়ঃ সর্ব্বাস্তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ ॥ ৪৬ ॥
যস্মাচ্চদেবাঃ সম্ভূতাঃ সাধ্যাঃ পক্ষিণ এব চ।
পশবশ্চ মনুষ্যাশ্চ তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ ॥ ৪৭ ॥
প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপঃ শ্রদ্ধা ক্রতুং তথা ॥
ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চৈব যস্মাত্তস্মৈ নমো নমঃ ॥ ৪৮ ॥
সপ্তপ্রাণার্চ্চিষো যস্মাৎ সমিধঃ সপ্ত এব চ।
হোমাঃ সপ্ত তথা লোকাস্তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ ॥ ৪৯ ॥
যস্মাৎ সমুদ্রা গিরয়ঃ সিন্ধবঃ প্রচরন্তি চ।

বিসর্জ্জনে নাথা কো বেদয়ত আবভূবেতি। যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সো অঙ্গবেদয় দিবা ন বেদেতি ।৪৩-৪৭।

তস্মাৎ সম্ভূতো বিবিরিতি কর্ত্তব্যতারূপস্তস্মৈ নম ইত্যন্বয়ঃ।৪৮।

সপ্ত প্রাণার্চিষ ইতি। প্রাণাশ্চার্চ্চিষশ্চেতি দ্বন্দ্বঃ। সপ্তশীর্ষণ্যাঃ প্রাণাস্ত-স্মাদেবং ভবন্তীত্যর্থঃ। তেষাঞ্চ সপ্তাৰ্চ্চিষো দীপ্তয়ঃ স্বস্ববিষয়াবদ্যোতনানি। তথা সপ্ত সমিধঃ সপ্তবিষয়াঃ বিষয়ৈর্হি প্রাণাঃ সমিধ্যন্তে। সপ্তহোমাস্ত-

---

হইতে ঔষধি সকল উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সর্ব্বাত্মরূপিণীকে নমস্কার ॥ ৪৬ ॥

যাঁহা হইতে সমস্ত দেবতাগণ, সাধ্যগণ, পশুগণ, পক্ষিগণ ও মানবগণ উৎপন্ন হইয়াছে, আমরা সেই সর্ব্বাত্মরূপিণী দেবীর বিরাট্‌রূপকে নমস্কার করি ॥ ৪৭ ॥

যাঁহা হইতে প্রাণ ও অপান ব্রীহি ও যব এবং তপস্যা, শ্রদ্ধা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য ও ইতি কর্ত্তব্যতারূপ বিধিসকল উৎপন্ন হইয়াছে, আমরা সেই সর্ব্বাত্মিকা মহামায়ার মহামূর্ত্তিকে বারংবার নমস্কার করি ॥ ৪৮ ॥

যাঁহা হইতে সপ্তপ্রাণ, সপ্ত দীপ্তি, সপ্তসমিধ, সপ্ত হোম

যস্মাদোষধয়ঃ সর্ব্বা রসাস্তস্মৈ নমো নমঃ ॥ ৫০ ॥
যস্মাদ্যজ্ঞঃ সমুদ্ভূতো দীক্ষা যূপশ্চ দক্ষিণাঃ।
ঋচো যজূংষি সামানি তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ ॥ ৫১ ॥
নমঃ পুরস্তাৎ পৃষ্ঠে চ নমস্তে পার্শ্বয়োর্দ্বয়োঃ।
অধ উর্দ্ধং চতুর্দ্দিক্ষু মাতর্ভূয়ো নমো নমঃ ॥ ৫২ ॥
উপসংহর দেবেশি! রূপমেতদলৌকিকম্ ॥
তদেব দর্শয়াস্মাকং রূপং সুন্দরসুন্দরম্ ॥ ৫৩ ॥

ষ্বিষয়বিজ্ঞানানি। যদস্য বিজ্ঞানং তজ্জুহোতীতি শ্রুত্যন্তরাৎ। তথা সপ্ত-লোকা ইন্দ্রিয়স্থানানি। এতে যস্মাজ্জাতাস্তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ। ৪৯-৫১।

তথাচ শ্রুতির্মুণ্ডকে। যস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্য্যঃ। সোমাৎপর্জ্জন্য ওষধয়ঃ

এবং সপ্তলোক উৎপন্ন হইয়াছে, আমরা সেই সর্ব্বস্বরূপিণাকে নমস্কার করি ॥ ৪৯ ॥

যাঁহা হইতে সমস্ত সমুদ্র, সমস্ত পর্ব্বত, সমস্ত নদী, সমস্ত ঔষধি ও সমস্ত রস্ উৎপন্ন হইয়াছে, আমরা সেই ভুবনেশ্বরীর বিরাট্ মূর্ত্তিকে নমস্কার করি ॥ ৫০

যাঁহাহইতে যজ্ঞ, যুপ, ও দক্ষিণা এবং ঋক্, যজুঃ, ও সাম-বেদ সমুৎপন্ন হইয়াছে, আমরা মহামায়ার সেই অখিল বিশ্বাত্মক বিরাট্ রূপকে নমস্কার করি ॥ ৫১ ॥

মাতর্মহামায়ে! আপনার পূরোভাগে নমস্কার, আপনার পৃষ্ঠ-ভাগে নমস্কার, আপনার উভয় পার্শ্বে নমস্কার, আপনার ঊর্দ্ধ ভাগে নমস্কার, আপনার অধোভাগে নমস্কার, এবং আপনার চারিদিকে বারংবার নমস্কার করিতেছি ॥ ৫২ ॥

দেবি! আপনি, আপনার এই অলৌকিক মহারূপের উপসংহার করিয়া আপনার পরম সুন্দর মনোহর রূপ আমা-দিগকে প্রদর্শন করুন ॥ ৫৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি ভীতান্ সুরান্ দৃষ্ট্বা জগদম্বা কৃপার্ণবা।
সংহৃত্য রূপং ঘোরং তদ্দর্শয়ামাস সুন্দরম্॥ ৫৪॥
পাশাঙ্কুশবরাভীতিধরং সর্ব্বাঙ্গকোমলম্।
করুণাপূর্ণনয়নং মন্দস্মিতমুখাম্বুজম্॥ ৫৫॥
দৃষ্ট্বা তৎসুন্দরং রূপং তদা ভীতিবিবর্জ্জিতাঃ।
শান্তচিত্তাঃ প্রণেমুস্তে হর্ষগদ্গদনিঃস্বনাঃ॥ ৫৬॥

প্রজানামিত্যাদি তস্মাদৃচঃ সামযজূংষি দীক্ষা যজ্ঞাশ্চ সর্ব্বে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ সংবৎসরো যজমানশ্চ লোকাঃ সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্য্য ইতি।৫২-৫৪। (দুর্নিরীক্ষ্যং বিরাড্রূপমুপসংহৃত্য মোহিনীমূর্ত্তিমবলম্ব্যাবস্থিতায়াস্তস্যা ভুবনেশ্বর্য্যাশ্চতুর্ভুজরূপং প্রকাশয়িতুমাহ পাশাঙ্কুশবরাভীতিধরমিতি। সা চ একেন হস্তেন পাশং অপরেণাঙ্কুশং বিভর্ত্তি অবশিষ্টয়োর্দ্বয়োরেকেন বরমন্যতরেন চাভীতিং দদাতীত্যর্থঃ।৫৫-৫৬।)

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! করুণার অর্ণবরূপিণী জগদম্বিকা সুরগণকে ভীত দেখিয়া স্বীয় ঘোরতর বিরাট্ রূপের সংহার করিয়া পরম সুন্দর ভুবনমোহন পূর্ব্বরূপ প্রদর্শন করিলেন॥ ৫৪

তাঁহার সর্ব্ব শরীর সুকোমল হইল। তিনি একহস্তে পাশ ও এক হস্তে অঙ্কুশাস্ত্র ধারণ করিলেন। অপর দুইহস্তের মধ্যে এক হস্ত বরদান ও অন্যতর হস্ত অভয়দান ভঙ্গিমায় উত্থিত করিলেন। তাঁহার নয়ন দর্শনে বোধ হইল যেন তিনি একেবারে করুণা রসে পরিপূর্ণ, মুখপদ্মে ঈষৎ হাস্য বিরাজমান। দেবগণ জগদম্বার তাদৃশ মনোহর মূর্ত্তি দর্শনে আনন্দিত হইলেন এবং হর্ষ-নির্ভর-কণ্ঠে প্রশান্ত চিত্তে তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন॥ ৫৫—৫৬॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে দেবীর বিরাটরূপ প্রদর্শন নামক ত্রয়োস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

ক্ব যুয়ং মন্দভাগ্যা বৈ ক্কেদং রূপং মহাদ্ভুতম্।
তথাপি ভক্তবাৎসল্যাদীদৃশং দর্শিতং ময়া ॥ ১ ॥
ন বেদাধ্যয়নৈর্যোগৈর্ন দানৈস্তপসেজ্যয়া।
রূপং দ্রষ্টুমিদং শক্যং কেবলং মৎকৃপাং বিনা ॥ ২ ॥
প্রকৃতং শৃণু রাজেন্দ্র! পরমাত্মাত্র জীবতাম্ ॥
উপাধিযোগাৎ সম্প্রাপ্তঃ কর্ত্তৃত্বাদিকমপ্যুত ॥ ৩ ॥

পঞ্চাশৎপদ্যবর্য্যৈস্তু বৈরাগ্যকথনোত্তরম্।
জ্ঞানমেব তু সম্পাদ্যং মোক্ষার্থমিতি কথ্যতে॥

দর্শিতং বিশ্বরূপমনায়াসেন লব্ধমস্মাভিরিতি সহজমস্তীতি ন মন্তব্যমিতি দেবান্ প্রতি ভগবতী প্রাহ ক্ব যুযমিতি॥ ১-২॥

প্রকৃতমিতি। ব্রহ্মবিদ্যোপদেশপ্রকরণং হি প্রচলিতং পূর্ব্বং মধ্যে দেবৈর্বিশ্ব-রূপদর্শনার্থং প্রার্থিতা সতী বিশ্বরূপং দর্শয়ামাস। উপসংহৃতে তু বিশ্বরূপে পুনঃ প্রকৃতং যদুপদেশপ্রকরণং তচ্ছৃণ্বিতি হিমালয়ং প্রতি ভগবতীতি বোধ্যম্। পরমাত্মাত্র জীবতামিতি। অমূঢ়ো মূঢ় ইব ব্যবহরন্নাস্তে মায়য়ৈবেতি শ্রুতেরিত্যর্থঃ॥ ৩॥

দেবী কহিলেন, সুরগণ! তোমাদের তুল্য অল্পভাগ্য ব্যক্তিগণের পক্ষে আমার এই অদ্ভুত মহৎরূপ দর্শন করা অতীব দুষ্কর, তথাপি ভক্তগণের প্রতি বাৎসল্য হেতু আমি তোমাদি-গকে এইরূপ প্রদর্শন করাইলাম ॥ ১ ॥

আমার কৃপাব্যতীত কি বেদাধ্যয়ন, কি যোগ, কি দান, কি যজ্ঞ, কি তপস্যা কোন সাধনেই কোন ব্যক্তি আমার এই মূর্ত্তি দর্শন করিতে পারেনা ॥ ২ ॥

গিরিরাজ! এক্ষনে প্রকৃত উপদেশ কথা শ্রবণ কর। এই মায়াময় সংসারে একমাত্র পরমাত্মাই প্রধান। তিনিই জীবাদি উপাধিযোগে কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাদি গুণ প্রাপ্ত হইয়া

ক্রিয়াঃ করোতি বিবিধা ধর্ম্মাধর্ম্মৈকহেতবঃ ॥
নানাযোনীস্ততঃ প্রাপ্য সুখদুঃখৈশ্চ যুজ্যতে ॥ ৪ ॥
পুনস্তৎসংস্কৃতিবশান্নানাকর্ম্মরতঃ সদা।
নানাদেহান্ সমাপ্নোতি সুখদুঃখৈশ্চ যুজ্যতে ॥ ৫ ॥
ঘটীযন্ত্রবদেতস্য ন বিরামঃ কদাপি হি।
অজ্ঞানমেব মূলং স্যাত্ততঃ কামঃ ক্রিয়াস্ততঃ ॥ ৬ ॥

বৈরাগ্যার্থমাহ ক্রিয়াঃ করোতীতি ॥ ৪ ॥

তৎসংস্কৃতিঃ সুখদুঃখসংস্কারঃ ॥ ৫ ॥

এতস্যেতি। এতস্য জন্মমরণপ্রবন্ধরূপস্য সংসারস্য বিরামঃ সমাপ্তিঃ কদাপি নাস্তি। অদ্যপর্য্যন্তমনন্তসৃষ্টিপ্রলয়েষু জাতেষ্বপি জীবসংসারস্য বিদ্যমানত্বাৎ। ইত্থং সংসারস্যানাদিকালপ্রবৃত্তত্বমুপপাদ্য তন্নাশোপায়প্রদর্শনার্থং তন্নিদানমাহ অজ্ঞানমেবেতি। ততঃ কামোঽবিদ্যাত ইচ্ছেত্যর্থঃ। ইচ্ছাতঃ ক্রিয়া ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

প্রথমতঃ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মেরহেতুভূত বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহার পর নানাযোনি প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্ম ফলানুসারে সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৩—৪ ॥

পুনর্ব্বার সেই সেই যোনির সংস্কারবশে নানাবিধ কর্ম্মে নিরত ও নানাদেহ প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ প্রকার সুখদুঃখে সংযোজিত হন ॥ ৫ ॥

গিরিবর! ঘটিকাযন্ত্রের ন্যায়, জন্মজরা-মরণরূপ এই সংসার প্রবাহের কখনই বিরাম নাই, ইহা অনাদি ও অনন্ত কাল পর্য্যন্ত নিয়তই প্রবাহিত হইতেছে। অজ্ঞান বা অবিদ্যাই এই সংসারের মূল কারণ। তাহা হইতেই কামনা এবং তাহা হইতেই ক্রিয়া সমূহের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেই ক্রিয়া হইতেই সুখদুঃখ সংঘটিত হয় ॥ ৬ ॥

তস্মাদজ্ঞাননাশায় যতেত নিয়তং নরঃ।
এতদ্ধি জন্মসাফল্যং যদজ্ঞানস্য নাশনম্ ॥ ৭ ॥
পুরুষার্থসমাপ্তিশ্চ জীবন্মুক্তদশাপি চ।
অজ্ঞাননাশনে শক্তা বিদ্যৈব তু পটীয়সী ॥ ৮ ॥
ন কর্ম্ম তজ্জং নোপাস্তির্ব্বিরোধাভাবতো গিরে!।
প্রত্যুতাশা জ্ঞাননাশে কর্ম্মণা নৈব ভাব্যতাম্ ॥ ৯ ॥

যস্মাদজ্ঞানমেব মূলং তস্মাদিত্যর্থঃ এতদ্ধি জন্মেতি। তথাচ শ্রুতিঃ। যো হ্যবিদিত্বাত্মানমস্মাল্লোকাৎপ্রৈতি স কৃপণ ইতি ॥ ৭ ॥

অজ্ঞাননাশনসাধনমাহ বিদ্যৈবেতি ॥ ৮ ॥

তজ্জমজ্ঞানজং কর্ম্ম ন পটীয় ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুমাহ বিরোধাভাবত ইতি। ন হ্যন্ধকারোঽন্ধকারং নাশয়তি তদ্বদজ্ঞানজন্যকর্ম্মণোঽপ্যজ্ঞানরূপত্বান্ন তেনাজ্ঞানেন কর্ম্মণাবিরোধ ইত্যর্থঃ। কর্ম্মণা জ্ঞাননাশে আশা নৈব ভাব্যতাং নৈব কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

অতএব অজ্ঞান বিনাশের নিমিত্ত যত্ন করা মানবগণের একান্ত কর্ত্তব্য। গিরিরাজ! অধিক আর কি বলিব, সেই অজ্ঞান বিনাশ করিতে পারিলেই জীবগণের জন্ম সফল হয় ॥ ৭ ॥

জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ করিতে পারিলেই জীব পুরুষার্থের চরম সীমায় উপনীত হইতে পারে। একমাত্র বিদ্যাই এই অজ্ঞানবিনাশে পটু ও সমর্থ। যেমন অন্ধকার, অন্ধকার-বিনাশে সমর্থ হয় না, সেই রূপ অজ্ঞানজনিত কর্ম্ম ও অজ্ঞান স্বরূপ; সুতরাং অজ্ঞানজাত কর্ম্ম কখন অজ্ঞানবিনাশে সমর্থ হয় না। অতএব কর্ম্ম দ্বারা অজ্ঞান নাশের আশা করাও কর্ত্তব্য নহে ॥ ৮—৯ ॥

অনর্থদানি কর্ম্মাণি পুনঃ পুনরুশন্তি হি।
ততো রাগস্ততো দোষস্ততোঽনর্থো মহান্ ভবেৎ॥ ১০

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন জ্ঞানং সম্পাদয়েন্নরঃ।
কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণীত্যতঃ কর্ম্মাপ্যবশ্যকম্॥ ১১॥

জ্ঞানাদেব হি কৈবল্যমতঃস্যাত্তৎসমুচ্চয়ঃ।
সহায়তাং ব্রজেৎ কর্ম্ম জ্ঞানস্য হিতকারি চ॥ ১২॥

কর্ম্মণি দোষং বদতি। অনর্থদানীতি॥ ১০॥

অত্র সমুচ্চয়বাদিমতমুত্থাপয়তি কুর্ব্বন্নেবেহেতি। কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমা ইতি শ্রুত্যা যাবজ্জীবং কর্ম্ম বিহিতম্। জ্ঞানাদেব হি কৈবল্যমিতি শ্রুত্যা জ্ঞানমপি সম্পাদ্যত্বেনোক্তং তত্র যাবজ্জীবশ্রুতেঃ সঙ্কোচে প্রমাণাভাবাজ্ জ্ঞানং কর্ম্ম চ সমুচ্চয়েন যাবজ্জীবং পুরুষেণাশ্রয়ণীয়মিত্যর্থঃ॥ ১১॥

নম্বজ্ঞাননাশে জ্ঞানস্যৈবোপযোগাৎ কর্ম্ম কিং করিষ্যতীতি চেত্তত্রাহ সহায়তামিতি। জ্ঞানস্য সহায়ং ভবিষ্যতি কর্ম্মেত্যর্থঃ॥ ১২॥

কর্ম্ম সকল একান্ত অনর্থকর, জীবগণ কর্ম্মবশে পুনঃ পুনঃ বিষয় কামনা করে। এই কামনা হইতে বিষয়ের প্রতি অনুরাগ, অনুরাগ হইতে দোষ এবং দোষ হইতে মহান্, অনর্থ সংঘটিত হইয়া থাকে॥ ১০॥

অতএব জ্ঞান উপার্জ্জন করিবার নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে যত্ন করা মানবগণের একান্ত কর্ত্তব্য। "এই সংসারে কর্ম্ম করিতে করিতে শতবৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে" এই শ্রুতি-বাক্য হেতু কর্ম্মও বিহিত ও আবশ্যক এবং "জ্ঞান হইতেই কৈবল্য লাভ হয়" এই শ্রুতিবাক্য হেতু জ্ঞান উপার্জ্জন করাও বিধেয়, এই উভয়বিধ বিধি থাকায় এবং "যাবজ্জীবন কর্ম্ম করিবে" এই শ্রুতির সঙ্কোচ বিষয়ে প্রমাণ না থাকায়, জ্ঞান

ইতি কেচিদ্বদন্ত্যত্র তদ্বিরোধান্ন সম্ভবেৎ।
জ্ঞানাদ্ধৃদ্‌গ্রন্থিভেদঃ স্যাদ্ধৃদ্‌গ্রন্থৌ কর্ম্মসম্ভবঃ ॥ ১৩॥
যৌগপদ্যং ন সম্ভাব্যং বিরোধাত্তু ততাস্তয়োঃ॥

তস্মাদ্যাবজ্জীবং কর্ম্মজ্ঞানঞ্চাশ্রয়ণীয়মিতি মতং কেচিদাহুরিত্যাহ ইতি কেচিদিতি। তৎখণ্ডয়তি তদ্বিরোধাদিতি। যদিজ্ঞানোত্তরং কর্ম্ম সম্ভবেত্তদা জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ো বক্তব্যঃ। স তু নৈব সম্ভবতি। তস্মাদ্যাবজ্জীবশ্রুতেঃ সঙ্কোচো জ্ঞানেন সহাবস্থানবিরোধাদ্বলে পতিত ইত্যর্থঃ। নন্থ কিমিতি কর্ম্মণো জ্ঞানেন সহাবস্থানং ন সম্ভবতি তত্রাহ জ্ঞানাদ্ধৃদ্‌গ্রন্থীতি। হৃদয়স্য গ্রন্থিরন্তঃকরণাত্মদেহতাদাত্মরূপঃ তস্য জ্ঞানেনাত্মসাক্ষাৎকারেণ ভেদো নাশঃ স্যাৎ তস্মিংশ্চ হৃদ্‌গ্রন্থৌ মনুষ্যোঽহং ব্রাহ্মণোঽহং পরোলোকেচ্ছাবানহমিত্যাদিরূপে সত্যেব কর্ম্মসম্ভবঃ তাদৃশমধিকারিণমুদ্দিশ্যৈব কর্ম্মবিধানাৎ। তস্মাত্তয়োর্নৈকত্রাবস্থানং সম্ভবতীতার্থঃ ॥ ১৩॥

তদেব দৃষ্টান্তপুরঃসরং স্পষ্টয়তি যৌগপদ্যমিতি ততস্তস্মাদ্ধেতোস্তয়োর্জ্ঞান-

ও কর্ম্ম এই উভয়ই সমুচ্চয়রূপে আশ্রয় করা জীবগণের পক্ষে কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতিপাদিত হইতেছে। তাহা হইলে কর্ম্ম সমূহ, জ্ঞানের হিতকারী হইয়া সাহায্য করিয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ১১—১২ ॥

কিন্তু এই মত খণ্ডন বিষয়ে কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে, জ্ঞান ও কর্ম্মের পরস্পর বিরোধি ভাব হেতু উভয়ের একত্রাবস্থান সম্ভব হয় না। যদি জ্ঞানের পর কর্ম্ম হইত, তাহা হইলে জ্ঞান ও কর্ম্মের সহাবস্থান সম্ভব হইতে পারিত, তাহাতে জ্ঞানালোক দ্বারা কর্ম্মান্ধকারের বিনাশ সম্ভব হইত, কিন্তু অগ্রে কর্ম্ম এবং তৎপরে জ্ঞান হওয়ায় অভী বস্তুর বিনাশ হেতু তাহার সম্ভব হয় না। জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানরূপ হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয় কিন্তু "আমি মনুষ্য, আমি পরলোক অভিলাষী ব্রাহ্মণ"

তমঃপ্রকাশয়োর্য্যদ্বদ্যৌগ পদ্যং ন সম্ভবি ॥ ১৪ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি বৈদিকানি মহামতে!।
চিত্তশুদ্ধ্যং তমেব স্যুস্তানি কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥ ১৫
শমো দমস্তিতিক্ষা চ বৈরাগ্যং সত্ত্বসম্ভবঃ।

কর্ম্মণোস্তমঃপ্রকাশয়োরিব বিরোধাদযৌগপদ্যং ন সম্ভবতীতি। যাবজ্জীবশ্রুতিরজ্ঞানিবিষয়িকৈবেতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

তর্হি কিয়ংপর্য্যন্তং বৈদিককর্ম্মমর্য্যাদেতি চেত্তত্রাহ তস্মাৎ সর্ব্বাণীতি। যথা জ্ঞানেন সহ বিরোধাদ্যাবজ্জীবশ্রুতেঃ সঙ্কোচস্তথাজ্ঞানাঙ্গেন সহাপি বিরোধাত্তস্যাঃ শ্রুতের্যাবদ্বৈরাগ্যাদিপ্রাপ্তিপর্য্যন্তমিতি সঙ্কোচঃ কর্ত্তব্যঃ। তথা চ চিত্তশুদ্ধ্যন্তমেব কর্ম্মাণি হে মহামতে! সিদ্ধানি তানি প্রযত্নতোহতিযত্নেন শ্রদ্ধাদিপুরঃসরং চিত্তশুদ্ধিপর্য্যন্তং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

তস্যৈব মর্য্যাদামাহ শম ইতি। শমোহন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। দমো বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। তিতিক্ষা শীতোষ্ণাদিসহিষ্ণুত্বম্। বৈরাগ্যমিহামুত্রফলভোগ-

ইত্যাদি অজ্ঞানজনিত অভিমানরূপ হৃদয়গ্রন্থি বি... ান থাকিলে কর্ম্মের সম্ভব হয়, অতএব যেমন বিরো... হেতু অন্ধকার ও আলোকের একত্রাবস্থান অসম্ভব, সেইরূপ কর্ম্ম ও জ্ঞানের একত্রাবস্থান কোনও রূপে সম্ভব হইতে পারে না ॥ ১৩-১৪ ॥

অতএব হে মহামতে! যাবৎ চিত্তশুদ্ধি না হইয়া বৈরাগ্যের উদয় না হয়, তাবৎ যত্নপূর্ব্বক শ্রদ্ধাসহকারে বেদবিহিত কর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য ॥ ১৫ ॥

যে পর্য্যন্ত শম অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ, দম অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয়-নিগ্রহ, তিতিক্ষা অর্থাৎ শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা, বৈরাগ্য অর্থাৎ ইহপরলোকে ফলভোগ-বিরাগ সত্ত্বসম্ভব অর্থাৎ অন্তঃকরণগত সত্ত্বশুদ্ধি না হয়, সেই পর্য্যন্তই বিহিত

তাবৎপর্য্যন্তমেব স্যুঃ কর্ম্মাণি ন ততঃ পরম্ ॥ ১৬ ॥
তদন্তে চৈব সংন্যস্য সংশ্রয়েদ্‌গুরুমাত্মবান্।
শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠঞ্চ ভক্ত্যা নির্ব্ব্যাজয়া পুনঃ ॥ ১৭ ॥
বেদান্তশ্রবণং কুর্য্যান্নিত্যমেবমতন্দ্রিতঃ।
তত্ত্বমস্যাদিবাক্যস্য নিত্যমর্থং বিচারয়েৎ ॥ ১৮ ॥

বিরাগঃ সত্বসম্ভবতোঽন্তঃকরণগতসত্বস্য শুদ্ধিঃ। এতৎ সিদ্ধিপর্য্যন্তমেব-কর্ম্মাণি ন ততঃপরমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

তদন্তে কর্ম্মগত্যান্ত সন্ন্যাসেনৈব কর্ত্তব্যো নান্যথেত্যাহ তদন্তে চৈবেতি। সন্ন্যস্য সন্ন্যাসাশ্রমং গৃহীত্বেত্যর্থঃ। বিধিনা সম্পাদিতকর্ম্মণো বিধিনৈব ত্যাগস্য যুক্তত্বাদিতি ভাবঃ। সন্ন্যস্য শ্রবণং কুর্য্যাদিতি বাক্যাৎ সন্ন্যাসোত্তরং শ্রবণার্থং গুরুমাশ্রয়েৎ। আত্মবান্ স্বাধীনান্তঃকরণ ইত্যর্থঃ। শ্রোত্রিয়মধীতবেদবেদার্থম্। ব্রহ্মনিষ্ঠং ব্রহ্মানুভবিনম্। নির্ব্যাজয়া নিষ্কপটয়া ভক্ত্যা। তথাচ শ্রুতিঃ। যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মন’ ইতি ॥ ১৭ ॥

গুরুমাশ্রিত্য বেদান্তশ্রবণং নিত্যমতন্দ্রিতো নামালস্যাদিদোষশূন্যঃ কুর্য্যাদিত্যাহ বেদান্ত-শ্রবণমিতি ॥ ১৮ ॥

কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা বিধেয়, তাহার পর আর প্রয়োজন নাই ॥ ১৬ ॥

তাহার পর সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া জ্ঞানলাভের উপায় প্রাপ্তির নিমিত্ত বেদাধ্যয়নসম্পন্ন আত্মবান্ অর্থাৎ সংযতেন্দ্রিয় সাধীনান্তঃকরণ, ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থাৎ যোগাবলম্বী ব্রহ্মানুভবকারী গুরুর নিকট গমন পূর্ব্বক অকপট ভক্তিসহকারে তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে ॥ ১৭ ॥

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এই তিনটি ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অতএব আলস্যাদি দোষরহিত হইয়া সেই গুরুর নিকট নিত্যই বেদান্ত শ্রবণ করিবে।

তত্ত্বমস্যাদিবাক্যন্তু জীবব্রহ্মৈক্যবোধকম্ ।
ঐক্যে জ্ঞাতে নির্ভয়স্তু মদ্রূপো হি প্রজায়তে ॥ ১৯ ॥
পদার্থাবগতিঃ পূর্ব্বং বাক্যার্থাবগতিস্ততঃ ।
তৎপদস্য চ বাচ্যার্থো গিরেঽহং পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২০ ॥
ত্বং পদস্য চ বাচ্যার্থো জীব এব ন সংশয়ঃ ।
উভয়োরৈক্যমসিনা পদেন প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥ ২১ ॥

কিং তদ্বাক্যবিচারেণ ফলং ভবতি তত্রাহ তত্ত্বমস্যাদীতি। মদ্রূপোহীতি ব্রহ্মবিদ্‌ব্রহ্মৈব ভবতীতি শ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

কথং বাক্যং বিচারণীয়মিতি চেত্তত্রাহ পদার্থাবগতিরিতি। বাক্যার্থজ্ঞানং প্রতিপদার্থজ্ঞানস্য কারণত্বাৎ পূর্ব্বং পদপদার্থং বিচারয়েদিত্যর্থঃ। তর্হি কোঽসাবত্র পদার্থস্তত্রাহ তৎপদস্যেতি। হে গিরে! পর্ব্বত! তত্ত্বমসীতি বাক্যস্থং যত্তৎপদং তস্যার্থোঽহং সর্ব্বেশ্বরীপরিকীর্ত্তিতঃ। তৎপদং ভুবনেশ্বর্য্যাঃ ষড়্‌গুণৈশ্বর্য্যসম্পান্না যা মম বাচকমিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

ত্বং পদন্তু জীববাচকমিত্যাহ ত্বং পদস্যেতি। উভয়োর্জীবেশ্বরয়োরৈক্যমসি পদেনোচ্যত ইত্যাহ উভয়োরিতি ॥ ২১ ॥

তাহাতে সততই "তৎ ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্যের অর্থ বিচার করা কর্ত্তব্য ॥ ১৮ ॥

"তৎ ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্য জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য বোধক। ব্রহ্মের ঐক্য সম্পাদন হইলেই জীব নির্ভয় হইয়া আমার স্বরূপতা প্রাপ্ত হয় ॥ ১৯ ॥

প্রথমে পদ ও পদার্থ জ্ঞান করিয়া তদনন্তর বিচারদ্বারা বাক্যার্থ অবগত হইবে। গিরিবর! বুধগণ কহিয়া থাকেন যে, ব্রহ্মরূপিণী আমিই তৎপদের বাচ্যার্থ, ত্বং পদের বাচ্যার্থ জীব, এবং জীব ও ব্রহ্ম এই উভয়ের একতাই "অসি" পদের বাচ্যার্থ, তাহাতে আর সংশয় নাই ॥ ২০-২১ ॥

বাচ্যার্থয়োর্ব্বিরুদ্ধত্বাদৈক্যং নৈবং ঘটেত হ।
লক্ষণাতঃ প্রকর্ত্তব্যা তত্ত্বমোঃ শ্রুতিসংস্থয়োঃ॥ ২২॥
চিন্মাত্রন্তু তয়োর্লক্ষ্যং তয়োরৈক্যস্য সম্ভবঃ।
তয়োরৈক্যং তথা জ্ঞাত্বা স্বাভেদেনাদ্বয়ো ভবেৎ॥ ২৩॥

নমু জীবেশ্বরয়োরত্যন্তবিরুদ্ধধর্ম্মোবতোঃ কথং শ্রুত্যাভেদ প্রতিপাদ্যতে ইতি চেন্তাগত্যাগলক্ষণয়েত্যাহ বাচ্যার্থয়োরিতি। বাচ্যার্থয়োর্জীবেশ্বরয়োর্বিরুদ্ধ-ধর্ম্মবত্বাদিত্যর্থঃ। জীবস্যাসর্ব্বজ্ঞত্বপরিচ্ছিন্নত্বাদয়ো নিকৃষ্টধর্ম্মাঃ। ঈশ্বরস্য সর্ব্ব-জ্ঞত্বব্যাপকত্বাদয় উৎকৃষ্টধর্ম্মাঃ। তথাচ বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্টয়োস্তয়োরৈক্যমভেদো নৈব ঘটেত হ ইদং সত্যমিত্যর্থঃ। তর্হি কথমভেদঃ প্রতিপাদ্যত ইতি চেত্তত্রাহ লক্ষণাত ইতি। যতো বিরুদ্ধয়োরৈক্যং ন ঘটতে তস্মাচ্ছ্রুতিস্থয়োস্তত্ত্বমোস্তত্ত্বং পদয়োর্লক্ষণা কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ॥ ২২॥

নমু কস্মিন্নর্থে লক্ষণা কর্ত্তব্যা তত্রাহ চিন্মাত্রন্তিতি। সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টং ব্রহ্মচৈতন্যমীশ্বরঃ। অসর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টং ব্রহ্মচৈতন্যং জীবঃ। তত্রধর্ম্মদ্বয়ং বিহায় চিন্মাত্রমেব ভাগত্যাগলক্ষণয়া গ্রাহ্যম্। তস্মিন্ গৃহীতে তয়োর্লক্ষণার্থয়ো-রৈক্যস্য সম্ভবোঽস্তীত্যর্থঃ। নমু তাদৃশাভেদজ্ঞানেন কিং ভবিষ্যতি তত্রাহ তয়োরিতি। স্বাভেদেন তয়োরৈক্যং জ্ঞাত্বাদ্বয়ো ভবেদিদং মহাফলমস্তীতি ভাবঃ॥ ২৩॥

শ্রুতিসংস্থিত তৎ ও এই পদ দ্বয়ের বাচ্যার্থের বিরুদ্ধভাব হেতু অর্থাৎ তৎপদের বাচ্যার্থ পরমাত্মার সর্ব্বজ্ঞতা ও ব্যাপকতাদি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম এবং ত্বং পদের বাচ্যার্থ জীবাত্মার অসর্ব্বজ্ঞতা ও পরিচ্ছন্নতাদি নিকৃষ্ট ধর্ম্ম, এইরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম বিনিষ্টত্ব হেতু উভয়ের ঐক্য সংঘটন হয় না, অতএব ঐ উভয়ের ঐক্যসংঘটনের নিমিত্তভাগলক্ষণাও ত্যাগ লক্ষণা স্বীকার করা কর্ত্তব্য॥ ২২॥

সর্ব্বইতাদিবিশিষ্ট ব্রহ্মচৈনন্যজ্ঞ পরমাত্মা এবং অসর্ব্বজ্ঞ-তাদি বিশিষ্ট ব্রহ্মচৈতন্যই জীবাত্মা। তাহাতে উভয়ের ধর্ম্ম-

দেবদত্তঃ স এবায়মিতি বল্লক্ষণা স্মৃতা।
স্থূলাদিদেহরহিতো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে নরঃ ॥ ২৪ ॥
পঞ্চীকৃতমহাভূতসম্ভূতঃ স্থূলদেহকঃ।
ভোগালয়ো জরাব্যাধিসংযুতঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥ ২৫ ॥
মিথ্যাভূতোঽয়মাভাতি স্ফুটং মায়াময়ত্বতঃ।

নমু লোকে ভাগত্যাগলক্ষণা ক দৃষ্টেতি চেত্তত্রাহ দেবদত্তঃ স এবেতি। সোঽয়ং দেবদত্ত ইত্যত্রতৎকালবিশিষ্টদেবদত্তঃস্যৈতৎকালবিশিষ্টদেবদত্তস্য ভেদেঽপি তৎকালবৈশিষ্ট্যৈতৎকালবৈশিষ্ট্যরূপধর্ম্মদ্বয়ত্যাগেনাবিরুদ্ধাং ব্যক্তিং ভাগত্যাগলক্ষণয়া গৃহীত্বা ভেদপ্রত্যভিজ্ঞাক্রিয়তে ইতি তত্র লক্ষণা স্মৃতা দৃষ্টেত্যর্থঃ। অনেনানুভবেন স্থূলাদিদেহত্রয়রহিতো ভবতীত্যাহ স্থূলাদীতি ॥ ২৪ ॥

দেহত্রয়ং স্পষ্টযতি পঞ্চীকৃতেতি ॥ ২৫ ॥

দ্বয় পরিত্যাগ করিয়া ভাগওত্যাগলক্ষণা দ্বারা "চৈতন্য মাত্র" গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলেই উভয়ের লক্ষ্যার্থের ঐক্য সম্ভব হইবে। সেইরূপে স্ব স্ব অভেদ দ্বারা ঐক্য জানিয়া অদ্বয় অর্থাৎ অদ্বৈত ব্রহ্মস্বরূপ হইবে ॥ ২৩ ॥

ভাগওত্যাগলক্ষণার উদাহরণ যথা—"সেই এই দেবদত্ত" এইরূপ বলিলে তৎকাল দৃষ্ট দেবদত্ত এবং বর্ত্তমান কালদৃষ্ট দেবদত্ত এইরূপ অর্থ বুঝায়, তাহাতে তৎকাল বিশিষ্টত্ব ও বর্ত্তমানকালবিশিষ্টত্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে এক দেবদত্ত ব্যক্তি রূপ দেহপিণ্ড এই অর্থ বোধ হয়। এইরূপে নরগণ (জীব) স্থূলাদি দেহ বিরহিত হইয়া ব্রহ্মচৈতন্যের স্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত হইতে স্থূলদেহের উৎপত্তি হয়, এই স্থূলদেহ সমস্ত কর্ম্মভোগের আয়তন এবং জরা ও ব্যাধি সংযুক্ত। এই দেহ মায়া ময়, অতএব মিথ্যা বলিয়া

সোঽয়ং স্থূল উপাধিঃ স্যাদাত্মনো মে নগেশ্বর ! ॥ ২৬ ॥
জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়যুতং প্রাণপঞ্চকসংযুতম্ ।
মনোবুদ্ধিযুতঞ্চৈতৎ সূক্ষ্মং তৎকবয়ো বিদুঃ ॥ ২৭ ॥
অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মদেহোঽয়মাত্মনঃ ।
দ্বিতীয়োঽয়মুপাধিঃ স্যাৎ সুখাদেরববোধকঃ ॥ ২৮ ॥
অনাদ্যনির্ব্বাচ্যমিদমজ্ঞানন্তু তৃতীয়কঃ ।
দেহোঽয়মাত্মনো ভাতি কারণাত্মা নগেশ্বর ! ।
উপাধিবিলয়ে জাতে কেবলাত্মাবশিষ্যতে ॥ ২৯ ॥
দেহত্রয়ে পঞ্চকোশা অন্তস্থাঃ সন্তি সর্ব্বদা ।

মিথ্যাত্বে হেতুঃ মায়াময়ত্ব ইতি ॥ ২৬—২৭

অন্তঃকরণে সুখদুঃখাদেরববোধক ইত্যুক্তম্ । ২৮—২৯ ॥

দেহত্রয় ইতি । স্থূলসূক্ষ্মকারণদেহত্রয়মধ্যে এবং পঞ্চকোশা অন্নময়প্রাণময়-মনোময়বিজ্ঞানময়ানন্দময়াখ্যা অন্তর্ভূতা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। হে অচলেশ্বর ! ইহা আত্মরূপিণী আমার স্থূল উপাধি বলিয়া জানিবে ॥ ২৫-২৬ ॥

বুধগণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণবায়ু, এবং মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশকে সূক্ষ্মদেহ বলিয়া থাকেন। পরমাত্মার এই দেহ অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত হইতে উৎপন্ন হয়, এই দেহ দ্বারা অন্তঃকরণে সুখ দুঃখাদির বোধ হয়, ইহা আত্মার দ্বিতীয় উপাধি ॥ ২৭-২৮ ॥

অনাদি ও অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞান, আত্মার তৃতীয় দেহ, ইহাকে কারণ দেহ কহে ; ইহাও আমার তৃতীয় উপাধি জানিবে। এই উপাধি সকল বিলয় পাইলে কেবল ব্রহ্মচৈতন্যরূপ পরমাত্মাই অবশিষ্ট থাকেন ॥ ২৯ ॥

এই স্থূল ও সূক্ষ্ম কারণ দেহত্রয়ের মধ্যে অন্নময়, প্রাণময়,

পঞ্চকোশপরিত্যাগে ব্রহ্মপুচ্ছং হি লভ্যতে ॥ ৩০ ॥
নেতি নেতীত্যাদিবাক্যৈর্ম্মম রূপং যদুচ্যতে ॥ ৩১ ॥
ন জায়তে ম্রিয়তে তৎকদাচি-ন্নায়ং ভূত্বা ন বভুব কশ্চিৎ
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ৩২ ॥
হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ৩৩ ॥

ততশ্চ দেহত্রয়ত্যাগেন পঞ্চকোশত্যাগে সতি ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি শ্রুত্যুক্তং বস্তু লভ্যত ইত্যর্থঃ। তদেব ব্রহ্ম নেতি নেতীত্যাদি বাক্যৈঃ সর্ব্বনিষেধাবধিত্বেনোচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

ইদং যদ্‌ব্রহ্মরূপং তন্ন জায়তে নোৎপদ্যতে। ন বা ম্রিয়তে তথায়মাত্মা ভূত্বা ন বভুব। কিন্তু অনুৎপন্নো নিরন্তরং বভুবৈবেত্যর্থঃ। তত্রহেতুরজো-নিত্য ইত্যাদি। বিকারত্রয়নিষেধেন ষড়্‌ভাববিকারা অপি প্রত্যাখ্যাতা বেদিতব্যাঃ ॥ ৩২—৩৩ ॥

বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পঞ্চকোশ সর্ব্বদাই অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। এই পঞ্চকোশ পরিত্যাগ করিলে ব্রহ্মপুচ্ছ লাভ হয়। তাহাই ব্রহ্ম এবং এই ব্রহ্মই আমার স্বরূপ। এই ব্রহ্মই "তন্ন তন্ন" তাহা ব্রহ্ম নহে, তাহা ব্রহ্ম নহে, ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সর্ব্ব নিষেধের অবধিস্বরূপ জানিও ॥ ৩০-৩১ ॥

এই পরব্রহ্মরূপ পরমাত্মার কখনও জন্ম বা মরণ হয় না, এবং ইনি জন্মাইয়া বিদ্যমান থাকেন না, কিন্তু উৎপন্ন না হইয়া নিরন্তর বিদ্যমান আছেন। কারণ ইনি অজ, নিত্য, সনাতন ও পুরাতন এবং শরীর বিনষ্ট হইলেও ইনি কদাচই বিনষ্ট হন না ॥ ৩২ ॥

যে ব্যক্তি হন্তা হয়, সেই হনন করিতে মনন করিয়া

অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়া—
নাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমস্য ॥ ৩৪ ॥
আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥ ৩৫ ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।

অণোরিতি। অণুতোঽপ্যণুতরঃ। মহতো ব্যোমাদেরপি মহত্তরঃ। গুহায়াং বুদ্ধৌ নিহিতঃ স্থাপিতস্তত্রানুভবাৎ। তস্যাত্মনো মহিমানন্তং ধাতুপ্রসাদাচ্চিত্তপ্রসাদাদক্রতুঃ সঙ্কল্পবিকল্পরহিতঃ পশ্যতি। ততো বীতশোকোভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

অথ কঠবল্যুক্তরথরূপকল্পনামাহ আত্মানমিতি। রথিনং রথস্বামিনমাত্মানং বিদ্ধি শরীরমেব রথং বিদ্ধি মনঃপ্রগ্রহমশ্বাকর্ষণরজ্জুভূতং বিদ্ধি ॥ ৩৫ ॥

ইন্দ্রিয়াণ্যেব হয়াস্তস্মিন্‌রথে বিদ্বাংস আহুঃ। গোচরান্ গন্তব্যমার্গান্

থাকে, যে ব্যক্তি হত হয়, সেই নিহত হইতে মনন করে, হন্তা ও হত এই উভয় ব্যক্তি জানে না যে, সেই আত্মবস্তু কাহাকেও হনন করেন না, এবং কাহার ও কর্ত্তৃক আপনিও নিহত হন না ॥ ৩৩ ॥

সূক্ষ্ম অপেক্ষা সূক্ষ্মতর এবং মহান্ হইতেও মহত্তর আত্মা জীবগণের বুদ্ধিতে নিহিত রহিয়াছেন। যাঁহার চিত্তশুদ্ধি হয় এবং যিনি সঙ্কল্প বিকল্প বিরহিত হন, সেই ব্যক্তিই ইহাকে এবং ইহার মহিমা অবগত হইয়া আর কখনও শোক দুঃখের ভাজন হন না ॥ ৩৪ ॥

এই আত্মা রথী, শরীর রথ, বুদ্ধি সারথি, মন মুখরজ্জু (লাগাম) এবং ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব বলিয়া জানিবে ॥ ৩৫ ॥

বিষয় অর্থাৎ প্রদেশ রূপ গন্তব্যমার্গ সকল বা ভোগ্য

আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥ ৩৬ ॥
যস্ত্ববিদ্বান্ ভবতি চামনস্কশ্চ সদাশুচিঃ।
ন তৎপদমবাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে ॥ ৩৮ ॥

বিষয়ানাহুর্বিষয়েষ্বেব নিরন্তরমস্য গমনাৎ। রথিনঃ পূর্ব্বোক্তস্য বিশিষ্টং রূপমাহ আত্মেন্দ্রিয়েতি। আত্মাচিদাভাসঃ ইন্দ্রিয়াণি মনশ্চেত্যেতত্রিতয় বিশিষ্টং কূটস্থমিতিশেষঃ। অর্থাত্তং তাদৃশং কূটস্থং ভোক্তেত্যাহুর্ভোক্তারং রথিনমাহুরিত্যর্থঃ। ইতি শব্দেন কর্ম্মত্বস্যাভিধানাদ্বিতীয়াভাবঃ ॥ ৩৬ ॥

এবং সতি যস্তু পুরুষোঽবিদ্বানবিবেকী ভবতি অমনস্কোঽস্বাধীনমনাশ্চ ভবতি সদাশুচিশ্চ সৎকর্ম্মরহিত ইত্যর্থঃ। স পুরুষো ন তৎপদং পরমাত্মপদং প্রাপ্নোতি কিং তর্হি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি সংসারং প্রত্যেব গচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

যস্তু তদ্বিপরীতো ভবতি তত্রাহ যস্ত্বিতি। যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে তৎপদমিত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

বস্তু সকল ঐ ইন্দ্রিয় রূপ অশ্বের গোচর হইয়া থাকে। মনীষিগণ কহেন যে, আত্মা অর্থাৎ চিদাভাস, ইন্দ্রিয় ও মনো যুক্ত কুটস্থ চৈতন্যই ভোক্তা বা রথী হইয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥

যাঁহার বিবেক বুদ্ধির উদয় হয় নাই, যাঁহার মন বিষয় সমূহের অধীন, যে ব্যক্তি সর্ব্বদাই অশুচি অর্থাৎ সৎকার্য্য রহিত, সেই পুরুষ কখন পরমাত্মপদ প্রাপ্ত হয় না সে পুনর্ব্বার জন্মজরা-মরণাদি দুঃখ সঙ্কুলসংসার প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই॥৩৭॥

যিনি বিবেকবান্ স্বাধীনচেতা ও বিশুদ্ধচিত্ত হইতে পারেন, তিনিই পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাঁহাকে এই দুঃসহ দুঃখ সঙ্কুল সংসারে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না ॥ ৩৮ ॥

বিজ্ঞানসারথির্য্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি মদীয়ং যৎপরং পদম্ ॥ ৩৯ ॥
ইত্থং শ্রুত্যা চ মত্যা চ নিশ্চিত্যাত্মানমাত্মনা।
ভাবয়েন্মামাত্মরূপাং নিদিধ্যাসনতোঽপি চ ॥ ৪০ ॥
যোগবৃত্তেঃ পুরা স্বস্মিন্ ভাবয়েদক্ষরত্রয়ম্।
দেবীপ্রণবসংজ্ঞস্য ধ্যানার্থং মন্ত্রবাচ্যয়োঃ ॥ ৪১ ॥

কিং তৎপদং তদাহ বিজ্ঞানসারথিরিতি। মদীয়ং যৎপরমং পদম্ পদ্যতে জ্ঞানিভিঃ প্রাপ্যতে যন্মদীয়ং পরমং রূপং সচ্চিদানন্দধনং তৎপরমং পদমিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

উপসংহরতি ইত্থমিতি। শ্রুত্যা বেদান্তশ্রবণেন। মত্যা শ্রুতস্য মননেন নিশ্চিত্য সংশয়বিপর্য্যাসরহিতং পরোক্ষতো জ্ঞাত্বা সাক্ষাৎকারার্থমাত্মনান্তঃকরণেনাত্মরূপাং মাং নিদিধ্যাসনত একাগ্রচিত্তবৃত্ত্যা ভাবয়েদিত্যন্বয়ঃ ॥ ৪০ ॥

ইত্থং নিদিধ্যাসনাভ্যাসেন যদা সমাধিযোগ্যতা চিত্তস্য ভবতি তদাসমাধেঃ পূর্ব্বমিত্থং ধ্যানং কৃত্বা সমাধিং কুর্য্যাদিত্যাহ যোগবৃত্তেরিতি। সমাধিবৃত্তেঃ পুরা পূর্ব্বং স্বস্মিন্ শরীরে দেবীপ্রণবসংজ্ঞস্য মায়াবীজমন্ত্রস্যাক্ষরত্রয়ং বক্ষ্যমাণং ভাবয়েৎ মন্ত্রবাচ্যয়োর্মায়াবীজমন্ত্রার্থয়োঃ সমষ্টিব্যষ্ট্যোর্ধ্যানার্থমিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

বিবেক যাঁহার সারথি হয় এবং যিনি মনরূপ মুখরশ্মি দ্বারা ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণকে বিহিত মার্গে সঞ্চালিত করিতে পারেন, তিনিই এই সংসার সমুদ্রের পর পার গমনে সমর্থ হইয়া আমার সচ্চিদানন্দ রূপ পরম পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন, সন্দেহ নাই ॥ ৩৯ ॥

এইরূপে বেদান্ত শ্রবণ, আত্মার মনন ও আপন অন্তঃকরণ দ্বারা পরোক্ষ আত্মার নিশ্চয় করিয়া আত্মসাক্ষাৎকারের নিমিত্ত নিদিধ্যাসন অর্থাৎ ধারাবাহিকধ্যান দ্বারা আত্মরূপিণী আমাকে নিয়তই ভাবনা করিবে ॥ ৪০ ।

এইরূপে নিদিধ্যাসনের অভ্যাস দ্বারা যখন চিত্তের সমাধি

হকারঃ স্থূলদেহঃ স্যাদ্রকারঃ সূক্ষ্মদেহকঃ।
ঈকারঃ কারণাত্মাসৌ হ্রীঙ্কারোঽহং তুরীয়কম্॥ ৪২॥
এবং সমষ্টিদেহেঽপি জ্ঞাত্বা বীজত্রয়ং ক্রমাৎ।
সমষ্টিব্যষ্ট্যোরেকত্বং ভাবয়েন্মতিমান্নরঃ॥ ৪৩॥
সমাধিকালাৎ পূর্ব্বন্তু ভাবয়িত্বৈবমাদৃতঃ।
ততো ধ্যায়েন্নিলীনাক্ষো দেবীং মাং জগদীশ্বরীম্॥ ৪৪॥

তদেবাক্ষরত্রয়ং তদ্দেবতাভাবনাস্থানানি চাহ হকার ইতি। কারণাত্মা কারণদেহরূপ ঈকার ইত্যর্থঃ। হ্রীংঙ্কারোঽহং তুরীয়কম্। অহং যত্তুরীয়কম্ তদ্ধ্রীঙ্কারবাচ্যমিত্যর্থ ইতি দেবীবাক্যমেতৎ। তুরীয়স্য বাচকো হ্রীংকার ইতি যাবৎ॥ ৪২॥

যথা ব্যষ্টিদেহেঽক্ষরত্রয়ভাবনা কৃতা তথৈব সমষ্টিদেহেঽপি কর্ত্তব্যেত্যাহ এবং সমষ্টীতি। অক্ষরত্রয়ভাবনাং কৃত্বা সমষ্টিব্যষ্ট্যোঃ পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডয়োরেকত্ব ন্যায়েনৈকত্বং ভাবয়েদিত্যাহ সমষ্টিব্যষ্ট্যোরিতি ৪৩।

ইত্থং প্রথমতো ভাবনাং কৃত্বা ততো দেবীং ধ্যায়েদিত্যাহ সমাধীতি॥ ৪৪॥

যোগ্যতা হইবে, তখন আর্থাৎ সমাধির পূর্ব্বে দেবীপ্রণব নামক মায়াবীজ মন্ত্রের অক্ষর ত্রয় সমষ্টি ও ব্যষ্টির ধ্যানের নিমিত্ত বক্ষ্যমাণ রূপে চিন্তা করিবে। যথা—হকার স্থূলদেহ, রকার সূক্ষ্মদেহ এবং ঈকার কারণদেহ এবং তুরীয় ব্রহ্মরূপিণী আমি বিন্দুরূপে অবস্থিতি করিতেছি॥ ৪১-৪২॥

এইরূপে ব্যষ্টিদেহের চিন্তার পর মতিমান্ ব্যক্তিগণ উক্ত বীজত্রয় সমষ্টি দেহেও চিন্তা করিয়া ব্যষ্টিও সমষ্টির একত্ব ভাবনা করিবে॥ ৪৩॥

সমাধির পূর্ব্ব সময়ে যত্ন পূর্ব্বক এইরূপ ভাবনার পর লোচনদ্বয় নিমীলিত করিয়া জগদীশ্বরী জ্যোতনরূপা ব্রহ্মরূপিণী আমাকে ধ্যান করিবে॥ ৪৪॥

প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ।
নিবৃত্তবিষয়াকাঙ্ক্ষো বীতদোষো বিমৎসরঃ॥ ৪৫॥
ভক্ত্যা নির্ব্ব্যাজয়া যুক্তো গুহায়াং নিঃস্বনে স্থলে।
হকারবিশ্বমাত্মানং রকারে প্রবিলাপয়েৎ॥ ৪৬॥
রকারং তৈজসং দেবমীকারে প্রবিলাপয়েৎ!
ঈকারং প্রাজ্ঞমাত্মানং হ্রীংকারে প্রবিলাপয়েৎ॥ ৪৭॥
বাচ্যবাচকতাহীনং দ্বৈতভাববিবর্জ্জিতম্।
অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং ভাবয়েত্তচ্ছিখান্তরে॥ ৪৮॥

সমাধিসামগ্রীমাহ প্রাণাপানাবিতি। সমৌ কৃত্বা প্রাণায়ামাভ্যাসেনেত্যর্থঃ॥ ৪৫॥

বিলাপনপ্রকারমাহ হকারং বিশ্বমিতি। বিশ্বং বৈশ্বানরাত্মকমিত্যর্থঃ। বিশ্বশব্দস্য বৈশ্বানরোপলক্ষণত্বাৎ। এবমুত্তরত্রাপি। রকারে ইতি। রকারবাচ্যে সূক্ষ্মদেহে হকারবাচ্যং স্থূলদেহং বিলাপয়েদিত্যর্থঃ॥ ৪৬॥

ঈকারে তদ্বাচ্যে কারণদেহে সূক্ষ্মদেহং বিলাপয়েদিত্যর্থঃ। হ্রীঙ্কারে হ্রীংঙ্কারবাচ্যে ব্রহ্মণি ঈকারবাচ্যং কারণদেহং বিলাপয়েদিত্যর্থঃ॥ ৪৭॥

তচ্ছিখান্তরে চৈতন্যাগ্নিদীপশিখান্তরে ইত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। তস্যাঃ শিখায়া মধ্যে পরমাত্মা ব্যবস্থিত ইতি॥ ৪৮॥

হে নগেন্দ্র! সমস্ত বিষয় বাসনা হইতে নিবৃত্ত, মৎসর বিহীন ও দোষ বর্জ্জিত হইয়া পুনঃপুনঃ প্রাণায়ামের অভ্যাস দ্বারা প্রাণও অপান বায়ুর সমতা সম্পাদন পূর্ব্বক অকপট ভক্তি সহকারে, (ব্রহ্মরন্ধ্র স্থিত সুষুম্না নাড়ীতে বিশুদ্ধ স্ফটিকতুল্য মৃণালের অন্তঃস্থিত তন্তুর ন্যায় যে তন্তু আছে তদ্দ্বারা নাদের উৎপত্তি হয়) সেই নিঃস্বন স্থানে বৈশ্বানরাত্মক হকার বাচ্য স্থূলদেহ রকার বাচ্য সূক্ষ্মদেহে বিলীন করিয়া, রকাররূপ তৈজস দেবকে ঈকার বাচ্য কারণ দেহে বিলয় পাওয়াইয়া

ত ধ্যানেন মাং রাজন্! সাক্ষাৎকৃত্য নরোত্তমঃ।
মদ্রূপ এব ভবতি দ্বয়োরপ্যেকতা যতঃ ॥ ৪৯ ॥
যোগযুক্ত্যানয়া দৃষ্ট্বা মামাত্মানং পরাৎপরম্।
অজ্ঞানস্য সকার্য্যস্য তৎক্ষণে নাশকো ভবেৎ ॥ ৫০

এবং ধ্যানেন সাক্ষাৎকারো ভবতি তেন চ মদ্রূপ এব ভবতীত্যাহ ইতি ধ্যানেনেতি ॥ ৪৯ ॥

দৃষ্ট্বা নাশকো ভবেদিত্যন্বয়ঃ। বিস্তরস্তু মৎকৃতদেবীগীতাবৃহট্টীকায়াং দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৫০ ॥

ঈকার রূপ প্রাজ্ঞ দেবকে হ্রীঙ্কারে বিলীন করিবে। অনন্তর বাচ্যবাচকতাবিহীন, দ্বৈতভাববর্জ্জিত সচ্চিদানন্দ রূপ অখণ্ড পরমাত্মাকে চৈতন্যাগ্নি দীপ শিখার মধ্যে ভাবনা করিবে ॥ ৪৫-৪৮ ॥

গিরিরাজ! নরোত্তম ব্যক্তিগণ এইরূপ ধ্যান দ্বারা জীব ব্রহ্মের একতা সম্পাদন পুরঃসর আমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আমার স্বরূপতা লাভ করিয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

হে অচলেন্দ্র! সেই দৃঢ়চিত্ত বুদ্ধিমান্ মনীষিগণ এইরূপ যোগানুষ্ঠান দ্বারা পরাৎপর পরমাত্মরূপিণী আমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তৎক্ষণাৎ সমস্তকার্য্য সহিত অজ্ঞানের বিনাশ করিয়া থাকেন ॥ ৫০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে মোক্ষার্থজ্ঞানোৎপাদন বর্ণন নামক চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

শ্যামা এইরূপ নিখিল গীতাতত্ত্ব শাক্তবাণেশ্বরকে উপদেশ করিয়াছিলেন। পাঠকমহাশয়! গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে সমস্ত উল্লেখ করিতে পারিলাম না; আপনাদিগের চিত্তবিনোদনার্থ কেবল গীতাতত্ত্বের কতিপয় অধ্যায় মাত্র উল্লেখ করিলাম; আপনারা একটু মনঃসংযোগ করিয়া দেখিলেই অনুভব করিতে পারিবেন, যে ইহাই আদিম গীতা; ইহার সহিত, রাম, শ্যাম গীতার সাদৃশ্য করিতে হইলে সে সমস্তকেই ইহার অনুবাদ বলিয়া বোধ হইবে। প্রথম, ভগবতীর মুখ হইতে এই গীতা বাণেশ্বর শ্রবণ করিয়া এই প্রদেশে প্রকাশ করিয়াছেন। মৃদু মধুস্বরে ভগবতী কহিলেন, বৎস বাণেশ্বর! তুমি মন্মুখ নির্গত গীতাতত্ত্ব সার গ্রহণ পূর্ব্বক আমাকেই পরমানন্দস্বরূপা মোক্ষদায়িনীরূপে চিন্তা কর, অন্তে অন্নপূর্ণার সহিত আমার মোক্ষধাম লাভ করিবে। সেই ত্রিতাপহন্ত্রী ভগবতী এই বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। বাণেশ্বর কচ্চিদল সলিলের ন্যায় আপনাকে সংসার হইতে বিমুক্ত ভাবিয়া প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে শ্যামার উদ্দেশে শত শত প্রণাম করিয়া পূজা সমাপন করিলেন। কিছুদিন পরেই মহারাজা রাজবল্লভের স্বর্ণমেরুদান কার্য্য উপস্থিত হইল, ক্রমে নিমন্ত্রিত হইয়া বাণেশ্বর এবং তাহার জ্যেষ্ঠতাত সপ্তপুত্রের সহিত রাজবল্লভের রাজনগরীতে উপস্থিত হইলেন। রাজারাজবল্লভ শাক্ত বাণেশ্বরকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া গদগদ বচনে কৃতাঞ্জলি পুটে বলিলেন, পাঠকমহাশয়! আজ আমার রাজনগরী পবিত্র হইল, স্বর্ণমেরুদান সফল হইল, আজ আমি সফলজন্মা হইলাম, অধিক কি বলিব আপনার পদার্পণে আমার ভীষক্কুল পবিত্র হইয়াছে। আমি আপনাকে যে ব্রহ্মোত্তর ভূমিদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম আপনি কি

তাহা গ্রহণ করিয়াছেন? মহাত্মা বলিলেন, মহারাজ, আমার ব্রহ্মোত্তর গ্রহণে বাসনা নাই, আপনি আমায় যে সকল ধনধান্যাদি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতেই চঞ্চলা অচলাভাবে আমার গৃহে অবস্থান করিতেছেন। রাজারাজবল্লভ মহাত্মার এইরূপ লোভ জয়ের কথা শ্রবণ করিয়া, বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন; পরে অসীম উৎসবের সহিত মেরুদান কার্য্য সম্পন্ন হইল। রাজা বাণেশ্বরকে বহুবিধ রত্নদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া চরণে প্রণাম করিলেন। ক্রমে নানাদেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ নানাবিধ ধনরত্ন লাভ করিয়া নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিতে লাগিলেন; বাণেশ্বর এবং জেঠামহাশয় বিদায় হইয়া নিজ নিজ তরণী আরোহণ পূর্ব্বক স্বদেশে যাত্রা করিলেন। এই সময় ব্রহ্মরাক্ষসের অভিচার কার্য্যের বিষময় ফল ফলিতে আরম্ভ করিল—

কৃত্যাকল্পদীপিকায়াং,

পাষণ্ডান্ নাস্তিকাংশ্চৈব দেব ব্রাহ্মণনিন্দুকান্।
অজ্ঞাংশ্চ ঘাতকান্ সর্ব্বান্ ক্লেশকর্ম্মসু সংস্থিতান্॥
ক্ষেত্রবৃত্তিধনস্ত্রীণাং আহর্ত্তারং কুলান্তকং।
নিন্দুকং সময়ানাঞ্চ পীষুণং রাজ ঘাতকং॥
বিষাগ্নিক্রূরশস্ত্রাদ্যৈর্হিংসকঃ প্রাণিনাং মুদা।
যোজয়েৎমারণে কর্ম্মণ্যেতান্ন পাতকী ভবেৎ॥

(নিষেধমাহ)—

ব্রাহ্মণং ধার্ম্মিকং ভূপং বনিতানৈষ্ঠীকং নরং।
বদান্যং সদয়ং নিত্যং অভিচারেণ যোজয়েৎ॥
যোজয়েৎ যদি বৈরেণ প্রত্যাসত্য নিহন্তিতং।
সবীর্য্যাৎ রাজবীর্য্যাচ্চ সবীর্য্যং বলবত্তরং॥

তস্মাৎ স্বেনৈধ বীর্য্যেন নিগৃহ্ণিয়াৎ অরীন্দ্বিজঃ ॥

* তথ চ শ্রুতিঃ। শ্যেনেনাভিচরণ্ যজেত ॥

পাষণ্ড নাস্তিক, দেবব্রাহ্মণ নিন্দুক, অনভিজ্ঞ, হিংস্রক জীবের ক্লেশকর কার্য্যরত, ক্ষেত্রবৃত্তি, ধন, স্ত্রী, অপহারক, বংশ-চ্ছেদকর, আগমশাস্ত্রে নিন্দুকগণকে, দুর্জ্জন রাজবধে উদ্যত, বিষ, অগ্নি ক্রূরশাস্ত্রাদি দ্বারায় প্রাণিদিগের ঘাতক, ইহা-দিগকে মারণ কার্য্যে প্রয়োগ করিলে প্রয়োগীর কোন অপরাধ হয় না। ব্রাহ্মণ, এবং ধার্ম্মিক রাজা, স্ত্রীজাতি ইষ্টনিষ্ঠ বদান্য এবং দয়ালু, নিত্যবস্তু ইহাদিগকে মারণ কার্য্যে প্রয়োগ করিবে না। বৈরতানিবন্ধন ইহাদিগকে মারণে † প্রয়োগ করিলে, কৃত্যাপুরুষ প্রত্যাগমন করিয়া প্রয়োগকারীর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। দক্ষ এবং সুদক্ষিণ শিব এবং কৃষ্ণের প্রতি অভি-চার করিয়া বিনষ্ট হইয়াছিলেন। স্বীয়বীর্য্য এবং রাজবীর্য্য ইহা-দিগের মধ্যে নিজবীর্য্যই বলবান্, সেই হেতু নিজ তপ প্রভাবেই ব্রাহ্মণ বৈরীসংহার করিবে। পাঠকমহাশয়! ব্রহ্মরাক্ষস রাঘ-বের প্রতি যে মারণ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা বরং কোন রূপে সম্ভব হইতে পারে, যেহেতু রাঘব পূর্ব্বে সন্ন্যাসীর নিকট অভিশপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু পুনর্ব্বার সাধু বাণেশ্বরের প্রতি যে মারণ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহারই ফল এতদিনে ব্রহ্ম-

---

* দুষ্ট জনকে শ্যেনাভিচার করিবে।

† ষঠকর্ম্মা বাবুরা তো এ ব্রাহ্মণত্ব স্বীকারই করেন না। (ষটকর্ম্ম শালিত্বং ব্রাহ্মণত্বং) কেহ কেহ এস্থলে বলিয়া থাকেন যে, যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান প্রতিগ্রহ এই ষটকর্ম্মশালীকে ব্রাহ্মণ বলা যায়। বস্তুত, ঐরূপ ষটকর্ম্মশালী ব্রাহ্মণত্ব লাভে সমর্থ হন না। মারণ, স্তম্ভন, মোহন, বশীকরণ, উচ্চাটন প্রভৃতি ষটকর্ম্মশালীই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারেন পূর্ব্বরূপ ষটকর্ম্মীরা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারিলেও তাহাদের শূদ্রবৈদ্যের দাসত্ব কদাচও দূর হইয়া থাকে না।

রাক্ষসের নিকট উপস্থিত হইল, যেহেতু শাক্ত বাণেশ্বর অভি-
চার লক্ষণে কোনরূপই লক্ষিত হইতেছেন না। জেঠামহাশয়ের
অভিচার ব্রহ্মহত্যার ফল এতদিনে সুপক্ক হইল। বাণেশ্বর
দেখিলেন, হটাৎ পশ্চিমদিক কজ্জ্বলবর্ণমেঘমালায় আকাশ
আচ্ছন্ন করিয়াছে, দেখিতে দেখিতে পদ্মাবতী ঝঞ্ঝাসমীরণ
যোগে বেগবতী হইয়া তরঙ্গ বাহুলতায় যেন নীলবরণ শ্যাম-
সুন্দরকে আলিঙ্গন করিবার চেষ্টা করিতেছে, পদ্মাবতীর তরঙ্গ
ভঙ্গী উপস্থিত মাত্র আরোহীর সহিত প্রায় তরণী মাত্রই
পদ্মার গম্ভীরোদরে প্রবেশ করিল, কেবল শ্যামাকৃপাবলে
বাণেশ্বরের তরণী পদ্মাবতীর বক্ষে অচল ভাবে বিরাজ করিতে
লাগিল। তখন বাণেশ্বর বলিতে লাগিলেন, শ্যামা! শিব বলি-
য়াছেন তুমি চরণ তরণী দিয়া অলঙ্ঘ্য ভবসমুদ্র হইতে তোমার
নামকারী জীবকে পার করিয়া দেও! আজ যদি গোষ্পদ পরি-
মিত পদ্মাগর্ব্ভে তরণীর সহিত তোমার বাণেশ্বরের দেহ তরণী
নিমজ্জিত হয়, তবে জানিলাম শিব বাস্তবিকই ভোলানাথ
অধিক ভাঙ্ ধুতুরা খাইয়া এইরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন।
এমন সময় বাণেশ্বর ও জেঠামহাশয় উভয়ে, দারুণ অভিচার
প্রয়োগে যে ভীষণমূর্ত্তি মারণপুরুষ দেখিয়াছিলেন, সেই
পুরুষ হঠাৎ উপস্থিত হইয়া রামজীবনের পুত্রগুলিকে
একাদিক্রমে বিনাশ করিয়া পদ্মাবতীর গর্ব্ভে নিক্ষেপণ করিতে
লাগিল, অবশিষ্ট কর্ণধার ও রামজীবনের সহিত তরণী
উত্তোলন পূর্ব্বক বেগে পদ্মাবতীর বিশাল গর্ব্ভে বিসর্জ্জন
করিল। পুত্রের সহিত ব্রহ্মরাক্ষস পদ্মাবতী-গর্ব্ভে প্রবেশ করি-
য়াও অবশিষ্ট কর্ম্মগুণে জীবনে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন না,
পদ্মাসলিল পান করিয়া চক্কাকার উদরে ভাসিতে লাগিলেন;

শাক্ত বাণেশ্বর জেঠামহাশয়কে ভাসিতে দেখিয়া, বেগে নিজ-তরণী চালন পূর্ব্বক জেঠামহাশয়কে তরণীতে উত্তোলন করিলেন। স্পন্দন রহিত, জলপানে অচৈতন্য প্রায়, বহু শুশ্রূষার পর চেতন পাইয়া দেখিলেন, নিজের তরণী ও নিজের পুত্রেরা কেহই নাই, বাণেশ্বরের তরণীতে অবস্থান করিতেছেন। জেঠা মহাশয় উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া হৃদয় তাড়ন পূর্ব্বক রোদন করিয়া বলিতে লাগিলেন। আহা! কি হইল; এ তরঙ্গ কি আমার সর্ব্বনাশ করিতেই আসিয়াছিল, একটী নয়, দুটী নয়, আমার সাত সাতটী পুত্র একবারেই পদ্মাবতী সংহার করিল, কি করিব, কোথায় যাইব, জলপিণ্ড একবারেই বিলোপ হইল। এইরূপ আর্ত্তনাদ করিতে করিতেই যামিনী অবসান হইল। প্রভাতে জেঠামহাশয় দেখিতে লাগিলেন, পদ্মাবতী নিজতরঙ্গ রূপে নরমালা ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। জেঠা-মহাশয় বলিলেন, বাণেশ্বর! যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে এখন সন্তানদিগের প্রেত কার্য্যের কি হইবে? বাণেশ্বর! ঐ অনতি-দূরে যে শবটী ভাসিতেছে, বোধ হয় ঐ আমার রামভদ্র হইবে, শ্রবণমাত্র সাধু বাণেশ্বর শবটিকে উত্তোলন করিলেন, জেঠামহাশয় বসনে নয়নাচ্ছাদন করিয়া তরণী গর্ব্ভে শয়ন করিলেন; বাণেশ্বর বলিলেন, জেঠামহাশয়! এ রামভদ্র দাদা নয়; জেঠামহাশয় বদনের বস্ত্র উদ্ঘাটন পূর্ব্বক বলিলেন, ঐ আমার রামভদ্র, সরলচিত্তে বাণেশ্বর শবোত্তলন করিয়া পুনরায় বলিলেন, জেঠামহাশয়! এ রামভদ্র দাদা নয়, জেঠা-মহাশয় যত শব দেখিতে লাগিলেন ততই বলিতে লাগিলেন, ঐ আমার পুত্রগণ, এই বলিয়াই বসনে কলেবর ঢাকিয়া তরণী-গর্ব্ভে শয়ন করিলেন। বাণেশ্বর শবরাশি উত্তোলন করিয়া বলি-

লেন, ইহার মধ্যে এ কেহই আপনার পুত্র নয়, এইরূপ দুষ্টাভি-সন্ধানে বারম্বার শবমাত্র ভাসিতে দেখিলেই জেঠামহাশয় বলিতে লাগিলেন, বাণেশ্বর! বাণেশ্বর! ঐ আমার রামভদ্র, কিন্তু সরল হৃদয় বাণেশ্বর শবমাত্রই উত্তোলন করিতে লাগি-লেন, কিছুতেই তাহার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল না। এইরূপে দুই একদিন পর্য্যন্ত তরণীতে থাকিয়া মন্দারে উপস্থিত হইলেন।

রামজীবনপত্নী শাকম্ভরী দেখিলেন রামজীবন মৃতপ্রায় মূর্চ্ছিত, পূর্ব্বে ভাবিয়া ছিলেন, কৃতবিদ্য পুত্রগণ রাজনগর হইতে বহুবিধ অর্থবিত্ত লইয়া উপস্থিত হইবে; দৈবযোগে আশার সমস্ত ফলই বিপরীত হইল। মুর্চ্ছিত স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ও কর্ত্তা! তুমি একাকী আসিলে, আমার রামভদ্র প্রভৃতি পুত্রগণ কেন বিলম্ব করিতেছে! মুমূর্ষু রামজীবন বলিলেন, রামভদ্রের মা! তোমার রামভদ্র প্রভৃতি পুত্রগণ পদ্মাবতীর গর্ভে এজন্মের মত শয়ন করিয়াছে; আর কি বলিব, আমি পুত্ররত্ন পদ্মানদীতে বিসর্জ্জন করিয়া তাহাদের অনুসরণ করিবারই আয়োজন করিতেছি। শাকম্ভরী শুনিবামাত্র "হা পুত্রগণ" বলিয়া, ছিন্ন মূল কদলীতরুর ন্যায় ধরাতলে পতিতা হইয়া বলিতে লাগিলেন, ব্রহ্মরাক্ষস! তোমার ক্রূর-কর্ম্মবৃক্ষের বিষ-ফল এতদিনে সুপক্ক হইয়া ধরাতলে পতিত হইল; স্বচ্ছন্দে ভোগ করিতে থাক, আহা! আমি তখনি বারণ করিয়া-ছিলাম, অনেক জীবহিংসা করিয়াছ; একেতো জ্ঞাতি, দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্মণ, তৃতীয়তঃ সাধু, বাণেশ্বরের হিংসা হইতে নিবৃত্ত হও; তুমি জ্ঞানপাপী, জ্ঞানান্ধ, তুমি

পণ্ডিতের অপবাদ মাত্র, তুমি নিরঙ্কুশ বন্যগাতঙ্গ, তুমি ব্রহ্মরাক্ষস, ধর্ম্মের কোন কথাই শুনিলে না, কেবল হিংসা পরায়ণ হইয়াই এই দুর্লভ মানব জন্ম বিসর্জ্জন করিলে! ব্রহ্মদৈত্য! এখন বুঝিয়া লও নিরপরাধে পরের প্রতি হিংসা করিলে নিশ্চয়ই তাহা নিজের সর্ব্বনাশের প্রতি কারণ হয়; আহা! একটী নয়, দুটী নয়, আমার সাতসাতটী সন্তান, মা বলিতে জলপিণ্ড দিতে কেহই রহিল না; কেবল তোমার ক্রূরকর্ম্ম ফলেই সকলে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল। এইরূপে শাকম্ভরী রামজীবনকে ভৎর্সনা করিয়া তারস্বরে "হা পুত্র" বলিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন; রামভদ্র প্রভৃতির পত্নীগণও এই নিষ্ঠুর সম্বাদ বুঝিতে পারিয়া ভালের সিন্দুর বিন্দু বিলোপ করিতে করিতে কর-কঙ্কণ চূর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন। রামভদ্র প্রভৃতির শিশুসন্তানগণ এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল। বাণেশ্বর শোকরব শুনিতে পাইয়া রাম-শরণের সহিত রামজীবন ভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, জেঠামহাশয় কলেবর বিসর্জ্জনে উন্মুখ হইয়াছেন, দেখিয়া নিকটে উপবেশন করিলেন। রামজীবন বাণেশ্বরকে দেখিয়া মৃদুরবে বলিতে লাগিলেন; বাণেশ্বর! বাপ্! আসিয়াছ, আর কি দেখ, আমি পুত্রান্বেষণে যাত্রা করিলাম; বাপ্! ভগবতী আমার কর্ম্মানুরূপই ফল উপস্থিত করিয়াছেন; তুমি ভগবতী ক্ষেমঙ্করীর পরম কৃপাপাত্র, তুমি ক্ষমা করিলেই আজ আমি ব্রহ্মহত্যা অপরাধ হইতে মুক্ত হইব। বাণেশ্বর বলিলেন জেঠামহাশয়! যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে, আপনি এই সময় তাহার অণুমাত্রও মনে করিয়া ক্ষুণ্ণ

হইবেন না ; আমি আপনাকে সর্ব্বতোভাবে ক্ষমা করিলাম। কিন্তু আপনি একবার কৃতাঞ্জলিপুটে "মা ভগবতী মাতৃভাবে সন্তানের অপরাধ মার্জ্জনা কর" ইহা বলিয়া ক্ষেমঙ্করী চরণে সকল ভার সমর্পণ করুন ; তাহা হইলে আপনার অপরাধ সমস্তই মার্জ্জিত হইবে। রামজীবনও ভক্তিবীরের বাক্যানুসারে ভগবতীর নাম করিতে করিতে দেহান্তর প্রাপ্ত হইলেন। বাণেশ্বর, বিধবা স্ত্রীগণকে শান্ত্বনা করিয়া রামশরণের অনুকূলে রামজীবনের দাহকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। এদিকে দাহকার্য্য সম্পন্ন না হইতে হইতেই শাকম্ভরীও মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিলেন, বাণেশ্বর ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, শাকম্ভরীও পুত্রপথের অনুসরণ করিতেছেন ; বাণেশ্বর বলিলেন, জেঠাইমা ! আমি বাণেশ্বর আসিয়াছি, আর আপনার সময় নাই যদি কিছু বলিবার বাসনা থাকে এই সময় আমায় বলিতে পারেন। শাকম্ভরী বলিলেন, বাণেশ্বর ! আহা ! আমার কি সে দিন হইবে, তবে আর এ শোকানল কে পোহাইবে, বাণেশ্বর ! আর কি বলিব তুমি পুত্র, আমি মা, আমায় ক্ষমা করিয়া শেষ বাক্যটী রক্ষা করিও ! "বিধবা পুত্রবধুগুলিকে এবং অপৌগণ্ড পৌত্রগুলিকে একবার দয়া করিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিও" ! বাণেশ্বর বলিলেন, জেঠাইমা ! তাহাই হইবে। আপনি এই সময় ভগবতীর পবিত্র দুর্গানাম স্মরণ করিয়া দুর্গম ভবপারের সম্বল করিয়া লউন ! শুনিবামাত্র শাকম্ভরী মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন, দুর্গে ! এইবার দুর্ভাগিনীর অপরাধ ক্ষমা করিয়া অভয় পদে শরণ দাও, বলিতে বলিতে শাকম্ভরী মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। বাণেশ্বর উভয়ের দাহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া স্বভবনে আগমন

করিলেন। অশৌচান্ত না হইতে হইতেই রামজীবনের ত্রিশটী পৌত্র মহামারিযোগে পিতামহের অনুসরণ করিল, একমাত্র রামভদ্র সার্ব্বভৌমের একটী সন্তান বংশধর রহিল। বাণেশ্বর জেঠার পরিশিষ্ট পৌত্র দ্বারায় সকলের পিণ্ডদান করাইয়া অনাথাগণের সহিত শিশুর প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুদিন মধ্যেই তদীয় পত্নী অন্নপূর্ণা অন্তর্বত্নী হইয়া সুলক্ষণ সন্তান প্রসব করিলেন; বৃদ্ধদম্পতি পৌত্র দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া অর্থিগণকে বহু অর্থ দ্বারায় সন্তুষ্ট করিলেন, যথাকালে নাম রক্ষা করিলেন "কালীকা প্রসাদ"। ইতিমধ্যে ভাগ্যবতী মণিকর্ণিকার অন্তঃকাল উপস্থিত; রামশরণ ও বাণেশ্বর সপত্নিক বহুবিধ শুশ্রূষা করিয়া শ্যামাগৃহের দ্বারে জননীকে স্থাপন করিলেন। বাণেশ্বর বলিতে লাগিলেন, মা! অসার সংসার ভাণ্ডারের আর অণুমাত্রও মমতা করিবেন না, কায়মনোবাক্যে ইষ্টদেবকে স্মরণ করিয়া ভবাম্বুধিপারের সুদৃঢ় গুরুপাদপদ্মপ্লব আশ্রয় করুন। মণিকর্ণিকা বলিতে লাগিলেন, বাণেশ্বর! আজ যেমন অন্নপূর্ণা করুণা রামশরণ এবং তুমি আমার শুশ্রূষা করিতেছ, এইরূপ যদি ত্রিবেণী, রাঘবেন্দ্র আজ আমার মৃত্যু সময় আসিয়া আমার শুশ্রূষা করিয়া মা বলিয়া ডাকিত, তবে আর আমার মরণকালেও কোন দুঃখই অনুভব হইত না; আমি ভাবিয়াছিলাম, রাঘবেন্দ্র বেদবিদগ্ধ, আমার মরণকালে কতই যে জ্ঞান উপদেশ করিবে তাহার পরিসীমা নাই; বাণেশ্বর! আমি ত্রিবেণী, রাঘবেন্দ্রের শোকগরলে যত দগ্ধ হইয়াছি মৃত্যুযাতনায় তত দুঃখ অনুভব করিতেছি না।

বাণেশ্বর বলিলেন মা! ভগবতী নিজমুখে বলিয়াছেন।—
ন জায়তে ম্রিয়তে তৎকদাচিন্নায়ং ভূত্বা ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্য শাশ্বতোয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

অর্থাৎ এই সংসারে হ, র, ঈ, ঁ মাত্রই বস্তু বলিয়া পাওয়া যায়। তাঁহার কদাচ জন্ম নাই, মরণ নাই, তিনি অজ, নিত্য, সনাতন, তাঁহারি আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র। মায়িকেরা তাঁহাকে অহন্তা মমতা সম্বন্ধ দিয়া দুঃখ ভোগ করিতেছে, ত্রিবেণী, রাঘবেন্দ্র সেই প্রণবরূপ ছিলেন এবং প্রণবরূপ হইয়াছেন, মা! আপনিও সেই প্রণব রূপ স্মরণ করিয়া প্রণবরূপ ধারণ করুন্। ভাগ্যবতী মণিকর্ণিকা এই উপদেশ শ্রবণ মাত্রই পতি পুত্রের সমক্ষে "জয় নৃহরে" বলিয়া কলেবর উৎসর্গ করিলেন। বাণেশ্বর জননীর দেহসংস্কার করিয়া মাতৃশোকানলে দগ্ধ হইতেছেন, ইতিমধ্যে অশৌচান্ত না হইতে হইতেই ভাগ্যবান্ যাদবেন্দ্র মণিকর্ণিকার শোক সম্বরণ করিতে না পারিয়া মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিলেন। বাণেশ্বর পিতাকে মুমূর্ষ দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, বাবা! এই সময় সেই গুরুদত্ত পরমধন সঞ্চয় করিয়া আনন্দধামে প্রস্থান করুন; যাদবেন্দ্রও "জয় নৃহরে" বলিতে বলিতে কলেবর উৎসর্গ করিলেন। বাণেশ্বর একমাত্র জলপাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া যথাসর্ব্বস্ব দ্বারায় বৃদ্ধ দম্পতির শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন করিলেন। ক্রমে সম্বৎসর পূর্ণ না হইতে হইতেই রত্নরাশি চতুর্গুণরূপে লইয়া কমলা বাণেশ্বরের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিলেন। কিছুদিন মধ্যেই বাণেশ্বরের অভাব চিন্তা বিদূরিত হইল, অন্নপূর্ণা ক্রমে অপর ৫টী পুত্র ও একটী কন্যা প্রসব করিলেন। পুত্র ও কন্যার নাম কৃষ্ণচন্দ্র তর্কালঙ্কার,

শিবপ্রসাদ পাঠক, বিষ্ণুরাম তর্কসিদ্ধান্ত, জনার্দ্দন সার্ব্বভৌম, মধুসূদন এবং কন্যার নাম শ্যামাসুন্দরী; এতন্মধ্যে মধুসূদন অনুপনিতই কালকবলে পতিত হইয়াছিলেন। অন্নপূর্ণা পতিপ্রাণা হইলেও পুত্রশোকে সন্তপ্তা হইয়া বাণেশ্বরকে বলিয়াছিলেন, ঐ পাষণ্ডই আমার পুত্র সংহার করিয়াছে আমরা চিরকাল নরহরি নাম করিয়া তাঁহারই ভজনা করি-তাম ঐ অসুর অশুভক্ষণে কামাখ্যায় বাস করিয়া কি, এক জীবকাটা রাক্ষসীকে স্থাপনা করিয়াছে, ওত ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডো-দরী রাক্ষসী, উহার উদর পুরণ কিছুতেই হইবে না, এইরূপ একটী একটী করিয়া এই বংশ সংহার করিবে। শোকাতুরা সতী এইরূপ পতিকে দুর্ব্বাক্য বলিয়া শোক শান্তি করিলেন বটে কিন্তু চেতন পাইয়া পতির নিকট ক্ষমা প্রার্থনাকরিলেন। কিছু-দিন পরে বাণেশ্বরের পুত্রেরাও পুত্রবান হইল।

পাঠক মহাশয়দিগের কৌতুকের কারণ রামশরণ পত্নি করুণার সরল ব্যবহার উল্লেখ করিতেছি।—করুণা চিরবন্ধ্যা ছিলেন, সন্তান হইল না বলিয়াই সতত রামশরণকে ব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। সরল স্বভাব রামশরণও পত্নিকে শান্ত্বনা-বাক্যে বলিতেন; করুণে! তুমি সন্তানের জন্য ব্যস্ত হইতেছ কেন? যে স্ত্রীলোকের বুদ্ধির লেশমাত্র নাই তাহারাই সন্তান প্রসবের যন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকে। যাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি রহি-য়াছে, তাহারা কদাচ প্রসব যন্ত্রণা স্বীকার করে না; করুণে! তুমি কি ইহা কখনও শোন নাই যে লোকে বলিয়া থাকে— যশোদা কি ভাগ্যবতী, পরের পুত্রে পুত্রবতী; অর্থাৎ নন্দ-পত্নি যশোদা চিরবন্ধ্যা বলিয়াই প্রসিদ্ধ, কিন্তু যে দিন বসুদেব দুর্বৃত্ত কংসভয়ে সদ্যজাত সন্তান লইয়া নন্দালয়ে রাখিতে

আসিলেন ; অত্যন্ত সুচতুরা যশোদা তাহার পূর্ব্বে মায়াময়ী একটী কন্যা শয্যায় রাখিয়া মায়াতে কপট নিদ্রিতা হইয়াছিলেন ; ভাগ্যহীন বসুদেব পুত্রের পরিবর্ত্তে সেই মায়াময়ী কন্যা লইয়া গৃহে আগমন করিলেন। করুণে ! প্রভাত সময়ে কংস আসিয়া কারাগৃহে দেখিল দেবকীর পুত্র হইতে কন্যা হইয়াছে ; বর্ব্বর কংস কন্যার চরণ ধারণ করিয়া যেমন বিনাশে উদ্যত হইলেন ; করুণে ! পূর্ব্বেই বলিয়াছি কন্যাটী মায়াময়ী, সুতরাং কংসের হস্তচ্যুতা হইয়া মায়াকন্যা আকাশে উড়িয়া গেল। ফলতঃ মায়াশব্দের ইহাই বাস্তব অর্থ, যাহা কিছু নয় তাহাই মায়া। যশোদা ভাগ্যবতী বলিয়াই মায়া কন্যা দিয়া পরের পুত্রে পুত্রবতী হইলেন ; আমরাও সেইরূপ মেজোদাদার পাঁচ সন্তান এক কন্যার মধ্যে তিনটি সন্তান বাছিয়া ভাগ করিয়া লইব। করুণা বলিলেন এরূপ হইলে আহ্লাদের আর সীমা রহিবে না ; রামশরণ বলিলেন তাহাই হইবে ; এই বলিয়া দম্পতি অন্নপূর্ণার নিকট বলিতে লাগিলেন, মেজোবউ ঠাকুরান্ ! করুণা আমায় সততই ব্যস্ত করিতেছে ; আপনি করুণার বুদ্ধিবৃত্তি সকলই অবগত আছেন, করুণা বলিতেছে, মেঝদিদি সন্তান ভাগ করিয়া না দিলে আমি কদাচ একান্নে থাকিব না ; অন্নপূর্ণা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ছোট্ ঠাকুরপো তাহাই হইবে" ; সে কারণ আর তোমায় চিন্তা করিতে হইবে না, করুণা বলিলেন, তবে কৃষ্ণচন্দ্র তর্কালঙ্কার, বিষ্ণুরাম তর্কসিদ্ধান্ত, জনার্দ্দন সার্ব্বভৌম এই পুত্র তিনটী আমি ভাগ করিয়া লইব। সতী বলিলেন আচ্ছা বোন্ তাহাই হইল। এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, করুণে ! তোমার ইচ্ছানুরূপ তুমি তিন সন্তান বাছিয়া লইলে ; কিন্তু

বোন্ ! গর্ভধারণ করিলে না, প্রসব করিলে না, ঝাল খাইলে না, জ্বালা ভুগিলে না, অনায়াসেই মহাকৃতি সন্তান তিনটী লাভ করিলে, আর কখন সংসারের কাজ লইয়া কলহ করিতে পারিবে না, পুত্রগণ, পৌত্রগণ, তিন টোলের ছাত্রগণ ইহাদিগকে যত্নের সহিত প্রতিদিন ভোজন করাইতে হইবে, আমি মাত্র শ্যামার সেবা ও শ্যামার অতিথি কুমারীর সেবাকার্য্য সম্পন্ন করিব। এইরূপে পুত্র বিভাগ এবং কার্য্যবিভাগ করিয়া অন্নপূর্ণা প্রতি দিন সংসার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, উক্ত পুত্রত্রয়ও এইরূপ কৌতুকের কথা শুনিয়া কৌতুকের সহিত করুণাকে মা বলিয়া ডাকিতেন এবং উপার্জ্জিত বিত্ত আনিয়া স্বীয় জননীর নিকট সমর্পণ করিতেন। করুণা জিজ্ঞাসা করিতেন, পুত্রগণ ! উপার্জ্জিত বিত্ত কোথায় রাখিলা ; পুত্রগণ বলিতেন মা আমরা তোমার ভাগের সন্তান সুতরাং তোমার ভাগ বুঝিয়া রাখিয়া ঐ মায়ের ভাগ ঐ মায়ের নিকট রাখিয়াছি। এইরূপে পুত্রেরা যথাসর্ব্বস্ব ভার অন্নপূর্ণার প্রতি সমর্পণ করিতেন ; করুণা জিজ্ঞাসা করিলে কেবল কৌতুক করিয়া উত্তর করিতেন কেন মা ! আমরা তোমার ভাগের সন্তান তোমার ভাগ বুঝিয়া রাখিয়াছি। করুণাও সন্তানগণের মুখে ঐরূপ সুখকর বাক্য শুনিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন, বাণেশ্বর করুণার এইরূপ সরলভাব দেখিয়া বহুবিধ জলাশয় এবং বহুপ্রকার মহাদান করুণা রামশরণ দ্বারায় সম্পাদন করাইলেন।

এমন সময় অপ্রতিক্রিয় মহাকাল অন্নপূর্ণাকে নিমন্ত্রণ করিতে উপস্থিত হইলেন ; চাঁদেরহাট অন্ধকার হইল, পুত্রগণ জননীর চরণ ধারণ করিয়া শ্যামা ভবনের সম্মুখে বলিতে লাগিলেন, মা ! এই অসার সংসারের মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক

অনাথবন্ধু পরমাত্মার স্মরণ করুন্, মা! সংসারে পতি পুত্র প্রভৃতি যে সকল হিতকারী দেখিতে পাওয়া যায়, বিপদ উপস্থিত হইলে তাহারা কেহই তাহার প্রতিক্রিয়া করিতে সমর্থ হয় না; কেবল একমাত্র পরমাত্মা সচ্চিদানন্দই অপ্রতিক্রিয় বিপদে শরণ হইয়া থাকেন, অতএব সর্ব্বদর্শন প্রতিপাদ্য সেই সচ্চিদানন্দের স্মরণ করিয়াই অন্তযাত্রা সম্পন্ন করা উচিত। অন্নপূর্ণার ভাবি বিরহানল দগ্ধ বাণেশ্বর বলিতে লাগিলেন, অন্নপূর্ণে! উৎপত্তি হইলেই মরণ এবং মরণ হইলেই জন্ম, প্রেম হইলেই বিচ্ছেদ, বিচ্ছেদান্তেই প্রেম ইহার নিত্যতা প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, আমি তাহা ভাবিয়া অণুমাত্র অনুতাপ করিতেছি না; কিন্তু যে তোমার অদীক্ষিত দেহে মৃত্যু উপস্থিত হইল, ইহা চিন্তা করিয়াই অত্যন্ত দুঃখি হইতেছি।

যথা—অদীক্ষিতস্য মরণাৎ রৌরবং নরকম্‌ব্রজেৎ।

অর্থাৎ অদীক্ষিত ব্যক্তির মরণ হেতুতেই নরক বাস হইয়া থাকে; শুনিবা মাত্র অন্নপূর্ণা মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন, সন্ন্যাসি! আমার অদীক্ষিত কলেবর নয়, * যে দিন তুমি জেঠামহাশয়ের ভয়ে পলায়ন করিয়াছিলে; আমি তোমার অনুদ্দেশ সম্বাদ শুনিয়া মূর্চ্ছা বশত প্রায় মৃত্যুগ্রস্থ হইয়াছিলাম, পিতা আমায় অদীক্ষিত কলেবরে মৃত্যুন্মুখ দেখিয়া দীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। তবে এইমাত্র সন্দেহ হইতেছে আমরা দম্পতি উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন ইষ্টদেবতার উপসনা করিলাম; এই কারণেই হউক অথবা তোমার বিরহ এবং পুত্র শোকানলে উত্তপ্ত হইয়া তোমাকে অনেক অসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, সেই কারণেই হউক, আমি তোমার

* অন্নপূর্ণা পিতা জগৎজীবন চক্রবর্ত্তী জানিতেন বৈষ্ণবানন্দ সন্তান গোঁতমেরা নৃসিংহ উপাসক, সেই জন্য কন্যাকে নৃসিংহ মন্ত্রে দীক্ষিতা করিয়াছিলেন।

সহগামিনী হইতে পারিলাম না ; সন্ন্যাসি ! স্ত্রী জাতির পতি বিনা অন্য কোন গতি নাই, আমাদের স্ত্রীদেহ ভাবিলে একরূপ দোষের নিবাসস্থান, তোমার নিকট কতই যে অপরাধ করিয়াছি তাহার পরিসীমা নাই। আর আমার কথা বলিবার সাধ্য নাই, এই শেষ কথা বলিলাম, তুমি পতি পতিতপাবন স্বভাবে আমার দোষ মার্জ্জনা করিয়া জন্মান্তরেও দাসী বলিয়া আমায় গ্রহণ করিও, ভাবিয়া দেখ, আমি তোমার এক জন্মের দাসী নই, অনেক জন্মেই তোমার চরণ প্রয়াসী প্রিয়সী দাসী ছিলাম, আমি প্রতি জন্মেই তোমার সহিত সহগামিনী হইয়াছি, কেবল এই জন্মে তোমায় কটুভাষা বলিয়া সে আশায় বঞ্চিত হইলাম। বাণেশ্বর বলিলেন, অন্নপূর্ণে ! আমি তোমায় ক্ষমা করিলাম ; তুমিও তোমার বাণেশ্বরকে মনে রাখিয়া শীঘ্রই নিজ সঙ্গী করিও, আর যেন বহুবৎসর তোমার বিরহানলে আমায় দগ্ধ হইতে না হয়, অন্নপূর্ণে ! যদিও ভিন্ন দেবতার উপাসনা করিয়া থাক, তাহা বলিয়া আমি তোমার প্রতি অণুমাত্রও বিদ্বেষ করিতেছি না। অন্নপূর্ণে ! কালী ও কৃষ্ণের বস্তুতঃ কিছুই প্রভেদ নাই, অতএব এই আসন্ন সময় গুরুদত্ত পরম বস্তু স্মরণ করিয়া বিষয় যন্ত্রণা হইতে অবসর হও। অন্নপূর্ণা বাণেশ্বরের সদুপদেশ শ্রবণ করিয়া, "জয় নৃহরে" শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে ভবনাটকের পট ক্ষেপণ করিলেন। কালীকাপ্রসাদ প্রভৃতি পুত্রগণ ক্ষণকাল মাতৃশোকে অভিভুত হইয়া জননীর দাহ ক্রার্য্য সম্পাদন করিলেন ; এবং যথা সময় সন্তানেরা পৈত্রিক ও স্বোপার্জিত বিত্ত দ্বারায় জননীর যথা সাধ্য শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পাদন করিলেন।

অন্নপূর্ণার দেহাবসান হইলে, বাণেশ্বর পুত্র, পুত্রবধু, পৌত্র, প্রপৌত্রগণ লইয়া গৃহাশ্রমে কালযাপন করিতে লাগিলেন, যতক্ষণ শ্যামানন্দে কালযাপন করিতেন ততক্ষণই পরমানন্দ অনুভব করিতে পারিতেন, কিন্তু সংসারে প্রবেশ করিলেই অন্নপূর্ণা ভাবিয়া আপনাকে অপূর্ণ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। কোন সময়ে নিশীথকালে অন্নপূর্ণার বিরহে কামাখ্যায় বসিয়া যে সঙ্গীত করিয়াছিলেন এক্ষণে সেই সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। যথা—

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

এ বিরহ আর সহে না, কোথা ও নবীনা,
দেখ তোমা বিনা তোমারি ভাবনা ভাবিয়ে যাতনা।
তুমি তারাবিনা হৈয়ে অন্ধাকার, নেত্র থাকিতে হেরি অন্ধকার,
নিরখি বিচ্ছেদে বিশ্ব শূন্যাকার, প্রিয়তমে করি দিবস গনণা॥
প্রেমময়ী সদা ভাবি মনে মনে, কবে দেখা হবে নয়নে নয়নে,
তুষিব তোমারে প্রণয় বচনে, পূরাইব এ কামনা।
প্রমদে প্রমাদে রাখি নিজজনে, কবেবা বসিবে মানিনী সেমানে,
সাধাবে সাধিব নিজ মানে২, ভাবি যদি ঘটে সে ভাবিঘটনা॥
মিলন আশ্বাসে শান্ত করি মনে, সে বড় চঞ্চল মানা নাহি মানে,
আমাকে বঞ্চিয়ে তোমা দরশনে, সদা তার সুঘটনা।
আমিওত যেতে সদা করি মন, কর্ম্মদাম যদি হইত ছেদন,
গেল গেল দিন করিয়া রোদন, কেবল হইল প্রিয়ে বিড়ম্বনা॥
সদা বাঞ্ছা করি বিধুমুখ হেরি, মধুর আলাপে হরি বিভাবরী,
লোক লজ্জা গুরু মান পূরিহরি, করি প্রেম আরাধনা।
আবার ভাবি সখি হইয়ে বিহঙ্গ, শীঘ্র গিয়ে করি তোমা প্রেমরঙ্গ,
বিবেক বিপক্ষ করে আশা ভঙ্গ, দুর্গতি সঙ্গিনী করিতেছে মানা॥

বাণেশ্বর যখন এইরূপ সঙ্গীত আলাপ করিতেছিলেন, কৃষ্ণচন্দ্র তর্কালঙ্কার জাগিয়া বাণেশ্বরের সঙ্গীত সমস্তই শুনিয়াছিলেন। তর্কালঙ্কারের আর নিদ্রা হইল না, প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া ভ্রাতৃগণের নিকট পিতার সঙ্গীত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া পিতৃবন্ধু নিমারামকে আনাইয়া বলিলেন, মহাশয়! আপনি বাবার অভিপ্রায় জানিতে পারেন? যে আবার আমরা একটী মাঠাকুরাণীর চেষ্টা করিব কি না? কাল্য নিশীথকালে বাবা যে সঙ্গীতের আলোচনা করিয়াছেন, তাহা শুনিয়া বোধ হইল যেন পশুপতি সতীশোকে উত্তপ্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন। নিমারাম অধ্যাপক দিগের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া নির্জ্জনে বাণেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বন্ধু! অন্নপূর্ণাকে মনে করিয়া কি উত্তপ্ত হইয়াছ? প্রায় সাত আট বৎসর হইল অন্নপূর্ণা পরলোক গমন করিয়াছেন; এত দিনের পর কি অন্নপূর্ণা ভাবিয়া উত্তপ্ত হইলে? যদি পুনর্ব্বার প্রণয় বাসনা হইয়া থাকে তবে আমায় প্রকাশ করিয়া বল, তোমার পুত্র পৌত্রগণ সকলেই তোমার পুনঃ বিবাহের নিমিত্তপ্রস্তুত হইয়াছে। বাণেশ্বর বলিলেন—

বৃদ্ধস্য ভার্য্যা মরণাৎ স্বস্যাপি মরণং বরং।
ভোজনে শয়নে দুঃখী অভার্য্যঃ বর্ত্ততে সদা॥

বাণেশ্বর বলিলেন, বন্ধু! এবয়সে কেবা দেয় কেবা করে; নিমারাম ভাব ভঙ্গিতে অভিপ্রায় বুঝিয়া অধ্যাপকগণকে বলিলেন, তর্কালঙ্কার! তোমরা যদি আয়োজন করিতে পার তবে তোমার পিতার এবিষয় অমত দেখা যাইতেছে না। শুনিবামাত্র কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন, মহাশয়! আপনি আমার সাহায্য না করিয়া আর একচরণও যাইতে পারিবেন না;

আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম যদি মাকে আনিয়া পিতার বামে বসাইতে পারি তবেই তো সমাজে মুখ দেখাইব; নচেৎ আর সমাজে এ মুখ দেখাইব না। এই বলিয়া নিমারামের সহিত কৃষ্ণচন্দ্র নানাদেশ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে কালিকাপ্রসাদের পুত্রবধূ, কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্রবধূ প্রভৃতি বাণেশ্বরের নপ্তৃবধূগণ পুনরুদ্বাহের কথা শুনিয়া সকৌতুকে নিজ নিজ শিশুকে কোলে লইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ঠাকুরদাদা! ঠাকুরানদিদিকে অনেক কালের পর কি মনে পড়িয়াছে? আবার কি আমাদের ঠাকুরানদিদী আসিবেন? বাণেশ্বর বলিলেন আর ভাই! সে কথা শুনিয়া কি হইবে।

প্রিয়া প্রিয়া বলিয়া বালিশে দিলাম কোল।
অভাগা তুলার বালিশের মুখে নাহি বোল॥

নপ্তৃ বধূগণ বাণেশ্বরের মুখে এইরূপ সরস বাক্য শ্রবণ করিয়া হাসিয়া দ্রবময়ী হইতে লাগিলেন।

এদিকে নিমারাম ও কৃষ্ণচন্দ্র তর্কালঙ্কার নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া কোটালীপাড়া গ্রামে শুনকগোত্র সম্ভূত সদাশিব চক্রবর্ত্তী বাড়ী উপস্থিত হইলেন। চক্রবর্ত্তী সমাদরের সহিত তর্কালঙ্কারের অতিথি সৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ আমার সুপ্রভাত গঙ্গাতীর * পরিত্যাগ করিয়া গৌড়ে আগমনের প্রতি কারণ কি? তর্কালঙ্কার বলিলেন, চক্রবর্ত্তী মহাশয়! আমি মাতৃহীন হইয়া একটী মাঠাকুরাণীর অন্বেষণ করিতেছি, চক্রবর্ত্তী বলিলেন, শাক্ত বাণেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া

*কৃষ্ণচন্দ্র তর্কালঙ্কার গঙ্গার পশ্চিম বিভাগে আঁধুল রাজধানীতে সভা-পণ্ডিত ছিলেন।

কি অন্নপূর্ণা অগ্রগামিনী হইয়াছেন, তিনি কি পুনর্দারগ্রহণ করিবেন? শাক্ত বাণেশ্বর দারগ্রহণ করিলে কে কন্যা সমর্পণ না করে? বাণেশ্বর যদি পুনর্দারগ্রহণ করেন, তবে আমার ঈশ্বরীকেই আমি সমর্পণ করি। তর্কালঙ্কার অমনি বলিলেন, ব্রহ্মণ্যদেব সাক্ষী ব্রাহ্মণের বাক্য যেন কদাচ অন্যথা হয় না; বাবা পুনর্ব্বার দারগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, আপনাকে অবশ্যই কন্যা সমর্পণ করিতে হইবে। এই বলিয়া ঈশ্বরীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, কোথায় মা ঈশ্বরি! চলুন বাণেশ্বর তোমার বিরহে অত্যন্ত অধীর হইয়া সংসার শূন্য দেখিতেছেন, এই বলিবা মাত্রই চক্রবর্ত্তী ক্রোধে অভিভূত হইয়া বলিতে লাগিলেন, তর্কালঙ্কার! তোমার পিতাও উন্মত্ত, তুমিও উন্মত্ত, কারণ তোমারইত পিতা, তোমার বয়সের শাল শিমুল নাই, তোমার পিতাত ভূষণ্ডি কাক হইয়া বসিয়াছেন, কি সাহসে এমন কথা উচ্চারণ করিলে, তোমার পিতার নিকটে কন্যাদান অপেক্ষা জীবিত কন্যাকে হাতে পায়ে বান্ধিয়া শ্মশানে সমর্পণ করিলে সতীপতি পশুপতিকে জামতা লাভ করা যায়, শুনিবা মাত্র হতশ্বাস কৃষ্ণচন্দ্র অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে নিমারামের সহিত গাত্রোত্থান করিলেন। ঈশ্বরী এই ব্যাপার দর্শন করিয়া জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা! ওই কি সেই কৃষ্ণচন্দ্র তর্কালঙ্কার শুনিয়াছি, যাহার তুল্য পণ্ডিত বর্ত্তমান সময় দ্বিতীয় নাই। বাবা উঁহাকে এত সমাদরের সহিত আতিথ্য করাইয়া আবার দুর্ব্বাক্য বলিয়া দূর করিতেছেন কেন? ঈশ্বরীর মাতা বলিলেন, ঈশ্বরি! মা তোমার কপালদোষে তর্কালঙ্কার বলিতেছেন, উঁহার বৃদ্ধ পিতা শাক্ত বাণেশ্বর পাঠককে তোমায় সমর্পণ করিতে; তাই ক্রোধে কর্ত্তা উঁহাকে

দুর্ব্বাক্য বলিয়া তাড়াইতেছেন। শুনিবা মাত্র ঈশ্বরী বলি-
লেন মা! পিতা একার্য্য অন্যায় করিয়াছেন; একেতো ব্রাহ্মণ
তাতে সিদ্ধ পুরুষ, আবার আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি পিতা
স্বীকার করিয়াছেন; মা! ভগবতী যার শুভাদৃষ্ট করিয়াছেন,
তাহাকে বৃদ্ধের করে সমর্পণ করিলেও সে চিরসুখে কাল-
যাপন করিতে পারে। ভগবতী যাহাকে দুরদৃষ্ট করিয়াছেন,
তাহাকে যুবার করে সমর্পণ করিলেও চির বৈধব্যানলে দগ্ধ
হইতে হয়। মা! অন্য সুখের কথা দূরে থাকুক এই কৃষ্ণচন্দ্র
তর্কালঙ্কার এখনই মা কোথা বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন; যদি
শাক্ত বাণেশ্বর আমায় গ্রহণ করেন ইহারা তো সকলেই
আমায় মা বলিয়া ডাকিবে। আর আমার পুত্রের প্রয়োজন
কি? এই মহামান্য কৃষ্ণচন্দ্র যখন মুক্তকণ্ঠে আমায় মা
বলিয়া ডাকিবে তখন আমি আপনাকে সত্য সত্যই যেন
কৃষ্ণচন্দ্রের জননী ভাবিয়া পরমানন্দ অনুভব করিব। মাতা
ঈশ্বরীর মুখে এই কথা শ্রবণ মাত্রই পতিকে সম্বোধন
করিয়া বলিলেন, ও কর্ত্তা! শুনিয়াছ, তোমার ঈশ্বরী কি
বলিতেছে, শুভাদৃষ্ট হইলে বৃদ্ধ হস্তে পতিত হইলেও চির-
সুখে কাল যাপন করিতে পারে। আর বিলম্ব করিও না শীঘ্র
তর্কালঙ্কারকে কৃতাঞ্জলিপুটে গৃহে আনিয়া দিনাবধারণ করিয়া
দাও, আমার ঈশ্বরীকে শাক্ত বাণেশ্বরকে সমর্পণ করিব।
চক্রবর্ত্তী শ্রবণ মাত্র বেগে দৌড়াইয়া তর্কালঙ্কারের হস্ত ধারণ
পূর্ব্বক গৃহে আনিয়া শান্ত্বনা বাক্যে বলিলেন—তর্কালঙ্কার!
আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন, আমি ঈশ্বরীকে বাণেশ্বরকে
সমর্পণ করিব। আমি বুঝিয়াছি ঈশ্বরী তোমাদের প্রসুতী
অন্নপূর্ণা তাহার আর সন্দেহ নাই; এই বলিয়া দিনাবধারণ

পূর্ব্বক উভয়কে বিদায় করিলেন। তর্কালঙ্কার ঈশ্বরীকে মা বলিয়া প্রণাম পূর্ব্বক নিমারামের সহিত ক্রমে স্বদেশে উপস্থিত হইলেন। নিমারাম বাণেশ্বরকে বলিলেন—বন্ধু! কোটালীপাড়ার সদাশিব চক্রবর্ত্তীর কন্যা ঈশ্বরী তোমায় স্বয়ম্বরা হইয়া বরণ করিবে; যাও, শুভকার্য্য সম্পন্ন করিয়া অন্নপূর্ণার বিরহানলে পূর্ণাহুতি প্রদান কর। বাণেশ্বর শ্রবণ-মাত্র সম্মত হইয়া শ্যামা স্মরণ পূর্ব্বক পুরোহিত, ভৃত্য, বন্ধু নিমারামের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া যথা সময়ে শুভ-কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। বিবাহের পরদিন অনেকপ্রতিবাসী বাসিনী আসিয়া নিন্দা, শোক প্রকাশ করিতে লাগিল, কেবল জনক, জননী কন্যার জাতীস্মরতা স্মরণ করিয়া পরমানন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। এদিকে যজ্ঞাবসানে বাণেশ্বর ভোজন করিয়া বসিয়াছেন এমন সময় বিক্রমপুর অন্তর্গত সঙ্কটগ্রাম নিবাসী ভুঞা বাবুদের প্রেরিত লোক আসিয়া "তথায় মহাভারত ব্যাখ্যা করিতে হইবে" এই সম্বাদ প্রদান করিল। বাণেশ্বরও ভোজনোত্তর শ্বশুর, শ্বশ্রূর অনুমতি লইয়া তথায় প্রস্থান করিলেন; সঙ্কট-গ্রাম মহা-ভারত ব্যাখ্যা করিতে প্রায় সম্বৎসর অতীত হইল; ক্রমে ব্যাখ্যা সমাপন পূর্ব্বক বিত্তরাশি সংগ্রহ করিয়া স্বদেশ-যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে আসিয়া ঈশ্বরীকে মনে পড়িল নৌকার বাহকগণকে বলিলেন, আমায় কোটালীপাড়া যাইতে হইবে তথায় নৌকা চালন কর। বাহকেরা তথায় নৌকা চালন করিতে লাগিল ক্রমে কোটালী-পাড়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ঘাটে উপস্থিত; দেখিলেন চক্রবর্ত্তী তীরে বসিয়া প্রাতঃসন্ধ্যার উপাসনা করিতেছেন; ঈশ্বরী পুষ্পচন্দনে সুসজ্জিতা পুষ্প-

পাত্র করে লইয়া পিতার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছেন, চক্র-বাণেশ্বরকে দেখিয়া বলিলেন, মহাভারত ব্যাখ্যায় সম্বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, শারীরিক মঙ্গল ত? বাণেশ্বর বলিলেন, নির্ব্বিঘ্নে মহাভারত সম্পন্ন হইয়াছে; কিন্তু আর ক্ষণকাল এস্থানে বিলম্ব করিতে পারিব না, বহুকাল স্বদেশ ত্যাগ করিয়া প্রবাস আসিয়াছি, ইচ্ছা করিলে আপনার কন্যাকে পাঠাইতে পারেন। চক্রবর্ত্তী বলিলেন, আপনি উন্মত্ত হইয়াছেন? বিবাহের পরদিন এস্থান হইতে গমন করিয়াছেন, সম্বৎসরের পর আগমন করিলেন; দুদিন বিশ্রাম করুন্ পরে কন্যা পাঠাইব কি না বিবেচনা করিব। বাণেশ্বর বলিলেন, নমস্কার! আমি এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিতে পারিব না, মাঝি নৌকা খুলিয়া দাও। শুনিবা মাত্র ঈশ্বরী পিতার সম্মুখে পুষ্পপাত্র রাখিয়া গলবদ্ধ কৃতাঞ্জলিপুটে পিতাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, বাবা! আশীর্ব্বাদ করুন্, আমি প্রস্থান করিলাম; মাঝি নৌকা ছাড়িও না, আমায় তুলিয়া লও বাণেশ্বরও ঈশ্বরীর মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া মাঝিকে ইঙ্গিত করিলেন, মাঝিও নৌকা ভিড়াইয়া সিড়ি ফেলিয়া দিল; পতিপ্রাণা ঈশ্বরী নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক বাণেশ্বরের চরণে প্রণাম করিয়া বামপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্বীয় পত্নির সহিত তীরে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষ নয়নে ঈশ্বরী ও বাণেশ্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, চক্রবর্ত্তী বলিলেন, গিন্নি! আর কাঁদিলে কি হইবে, যেদিন ঈশ্বরী স্বয়ম্বরা হইয়া বাণেশ্বরকে স্বামীত্বে বরণ করিয়াছে, সেই দিনই জানিয়াছি, ঈশ্বরী জাতীস্মরাভাবে আমাদের গৃহে অতিথি হইয়াছিল, আমাদের

অতিথি সৎকার সম্পন্ন হইয়াছে, ঈশ্বরীও যথা স্থানে প্রস্থান করিল এইরূপে সেই নগরবাসী সকলেই বিস্ময়ের সহিত ঈশ্বরীর জাতীস্মরত্বের সমালোচনা করিতে লাগিল। বাণেশ্বর হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে ঈশ্বরীকে লইয়া মান্দার নগরে উপস্থিত হইলেন। এদিকে কালীকাপ্রসাদ প্রভৃতি পুত্রগণের বধূগণ, জলধারা পূর্ব্বক শঙ্খ-নাদ করিতে করিতে ঈশ্বরী ও বাণেশ্বরকে গৃহে আনয়ন করিয়া মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন; পুত্রগণের ঈশ্বরী দর্শন করিয়া পরমেশ্বরী জ্ঞান হইতে লাগিল, আনন্দের আর সীমা রহিল না। কালীকাপ্রসাদ, কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি পুত্রগণ পুলকিতচিত্তে চতুর্দ্দিগ হইতে মা! মা! বলিয়া ঈশ্বরীর চরণে প্রণাম করিতে লাগিলেন। বাণেশ্বর ঈশ্বরীকে পত্নিরূপে লাভ করিয়া অন্নপূর্ণার বিরহানল দগ্ধ হৃদয়ে শান্তিলাভ করিলেন, পুত্রগণ মনে করিলেন যেন সতিশোক হইতে পশুপতি ভগবতী উমাকে লাভ করিয়া বিমুক্ত হইয়াছেন, এইরূপে কতিপয় বৎসর অতীত হইতে লাগিল, বধূগণ ভক্তি কৌতুকের সহিত ঈশ্বরীকে বলিতেন, ঠাকুরাণি! আজ ঠাকুরকে শ্যামাপূজার উদ্যোগ করিয়া দাও, তোমাকে খেলা করিতে অনেকগুলি পুতুল গড়িয়া দিব, কোন দিন বা কোন বধূ বলিতেন, ঠাকুরাণী! আজ ঠাকুরকে অন্ন পরিবেশন করিয়া দাও, তোমায় সুন্দর একটী গল্প শুনাইব; এইরূপে বধূগণ ঈশ্বরীকে লইয়া ভক্তি কৌতুকের সহিত কালযাপন করিতেন। ইতি মধ্যে ঈশ্বরী গর্ভধারণ করিয়া শুভক্ষণে শুভলক্ষণাক্রান্ত সন্তান প্রসব করিলেন; ঈশ্বরীর সন্তান দেখিয়া বাণেশ্বর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন; এবং যথাকালে নাম রক্ষা করিলেন, "দুর্গাপ্রসাদ। কোন সময় ঈশ্বরী রামশরণ ও

করুণার নিকটে বসিয়া গল্প শুনিতেছেন, এমন সময় বাণেশ্বর হাসিতে হাসিতে বলিলেন ; প্রসাদের মা ! চিরদিন কি গল্প শুনিয়া কাল কাটাইবে ? তুমি অদীক্ষিত দেহে আর আমায় স্পর্শ করিতে পারিবে না । শুনিবা মাত্র ঈশ্বরী পূর্ব্বকথা বুঝিতে পারিলেন যে পতি তাহাকে দীক্ষা চ্ছলে সঙ্গিনী হইতে বলিতেছেন ;

এইরূপে কতিপয় দিন অতীত হইলে বাণেশ্বর শ্যামাশ্রমে বসিয়া সমাধির পুর্ব্বে বলিতে লাগিলেন, কালীকাপ্রসাদ * তোমরা প্রস্তুত হও,, আমি আজ শ্যামাগ্নিতে প্রাণ আহুতি সমর্পণ করিব, আমি ঋণত্রয়ে মুক্ত হইয়াছি, আর আমার সংসারে কিছুই কর্ত্তব্য নাই, আমি জীবযাত্রা সমাপন করিলাম ! তোমরা আর যত করিতে পার বা না পার, কিন্তু আমার শ্যামার অতিথিসেবা কদাচ বাদ করিও না, এবং সুধাপানে প্রবৃত্ত হইও না আর যথেষ্ট দীক্ষিত হইও ; আর আমার বন্ধু নিমারামকে এই সংবাদ দিয়া শীঘ্র আমার সহিত সাক্ষাত করিতে বল ; এই বলিয়াই কালী করুণাময়ী শব্দ উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে বন্ধু নিমারাম সংবাদ পাইয়া বেগে বাণেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, বন্ধু ! যাত্রা করিয়াছ ? এদিকে বাণেশ্বরের সমাধি

---

* পাঠক মহাশয়। বাণেশ্বরের দৌহিত্র কোটালীপাড়া নিবাসী কাশ্যপ গোত্র সম্ভূত কৃষ্ণনাথ চক্রবর্ত্তী অন্নপূর্ণা বাণেশ্বর নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন।

শিবরাত্রী চতুর্দশ্যা পূর্ব্বা যা নবমী তিথি।
তস্যাং মাতা মহীদেবী) সুরলোকং সমারুহৎ ।।

কিন্তু ভক্তাবলীতে বাণেশ্বরের সমাধি দিনের কোন নির্দ্দিষ্ট লিখিত নাই। কিম্বদন্তী, চৈত্র মহানবমী তিথিতে বাণেশ্বর সমাধি করিয়াছিলেন ।

ঘোষণা শ্রবণ করিয়া মান্দাবাসী বাসিনী আসিয়া শ্যামাশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিতে লাগিলেন, শ্যামাভিমুখে পদ্মাসনে বসিয়া বাণেশ্বর কালী করুণাময়ী শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন। কালীকাপ্রসাদ প্রভৃতি পুত্রগণ পিতার মরণ নিশ্চয় করিয়া বলিলেন, বাবা! তবে কি তুলসীকানন করিয়া আপনাকে রাম শ্যামের নাম শুনাইব। অনুজ রামশরণ বলিলেন, মেজোদাদা, এই সময় আপনি একবার শ্যামসুন্দর ভুবনমোহন যুগলরূপ চিন্তা করুন, বাণেশ্বর সুকণ্ঠে সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন।

রাগিণী সিন্ধু। তাল আড়া।

মানস শ্মশানালয়ে শ্যাম দেখা দেওহে শ্যামারূপে। ত্যজে শ্যামরূপ হওহে শ্যামা, দাঁড়াও রাধা শিবের হৃদয়ব্যপে॥ ত্যজে কৃষ্ণ পীতাম্বর, ধর দেখি দিগম্বর, (হরি) পুরুষ রূপ সম্বর, রাধা শিবে মন সঁপে॥ ত্যজিয়ে মণি কিঙ্কিণী, কোটিতে দেও করশ্রেণী, কস্তুভ ত্যজে নীলমণী, পর গলেতে কেটে কৌনপে॥ দ্বিভুজ ত্যজিয়ে হরি, হও চতুর্ভুজ ভয়ঙ্করী, মুরলী ত্যজ মুরারী, ধর যেরূপে পাপ দৈত্য কাঁপে॥ করে ধরে করবাল, সংহরহে বিশ্বকাল, না হয় কর যে হয় ভাল, বিশ্ব ভয়ে ডাকে হে ত্রিতাপে॥ হও দ্বিনয়ন ত্রিনয়না, দেখ বিশ্বের কি যাতনা, মোহ অসুরগণ নাশনা, বিশ্বে ঘিরেছে হে মোহপাপে॥ মানস শ্মশানালয়ে, আছে জীব বিশ্ব দগ্ধ হয়ে, একবার শ্রীচরণ পরশিয়ে, ভাষাও হে আনন্দকুপে॥

কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন, বাবা! আপনার মুখে গঙ্গাজল দিয়া গঙ্গামৃত্তিকা গাত্রে লেপন করিয়া দিব? বাণেশ্বর বলিলেন,

(অলংগঙ্গয়া কিং গয়াপিণ্ডদানৈঃ;
অলঙ্কাশিকা-বাস-সন্ন্যাস ধর্ম্মৈঃ।

নবীন স্ফুরন্নীরদ শ্যাম কায়া,
সমায়াতিচেতো যদীশানজায়া॥

এদিকে ঈশ্বরী বাণেশ্বরের সমাধি জানিয়া শিশু দুর্গা-প্রসাদকে লইয়া কালীকাপ্রসাদ পত্নির ক্রোড়ে সমর্পণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, বড়বউমা; আমার দুর্গাপ্রসাদকে তোমায় সমর্পণ করিলাম; মা হয়ে ইহাকে সন্তানের ন্যায় প্রতিপাল্‌ন করিও আমি কর্ত্তার সঙ্গিনী হইতে চলিলাম. এই বলিয়াই সিন্দুর পাত্র ধারণ পূর্ব্বক বেগে শ্যামাশ্রমে উপস্থিত, হইলেন। স্ত্রীগণ ঈশ্বরীর ঈশ্বরীভাব দেখিয়া পশ্চাৎ আগমন করিয়া বলিতে ল্যাগিলেন, মা! কি কর? এমন অসংসাহস করিওনা; তুমি তরুণী, দারুণ অগ্নিজ্বালা কদাচ সহ্য করিতে পারিবে না। ঈশ্বরী বলিলেন, মা! তোমরা কি বলিতেছ? এ অগ্নির জ্বালা আমার নূতন নয়. অনেকবার সহ্য করিয়াছি, এইবার হইলেই এ যজ্ঞের পূর্ণাহুতি সম্পন্ন হইবে, এই বলিয়াই ঈশ্বরী বাণেশ্বরের বামপার্শ্ব আশ্রয় করিয়া বলিলেন, কেমন সন্ন্যাসী এবার সঙ্গিনী হইতে পারিব ত! বাণেশ্বর হাসিয়া বলিলেন, আসিয়াছ, নিমেষ বিলম্ব কর এখনই শুভযত্রা করিব, অন্নপূর্ণে পূর্ব্বকথা কি মনে পড়িতেছে? আমি এবারও বলিয়া-ছিলাম যে অদীক্ষিত দেহে আমায় স্পর্শ করিতে পারিবে না, বলিতে বলিতে ঈশ্বরীর নয়নে অশ্রুধারা বহিতে আরম্ভ করিল এবং বলিলেন, আহা! এবারও কি বঞ্চিত হইলাম। শ্রীনাথ! এসময় কোথায় রহিলে? ঈশ্বরীর এই বাক্য উচ্চারণ হইবা মাত্রই সকলই অলৌকিক দর্শন করিতে লাগিলেন। অতীব দীর্ঘকলেবর রক্তবসন পরিধায়ী কৌলচূড়ামণী রামেশ্বর সিদ্ধান্ত নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ভয় কি মা অন্ন-

পূর্ণে ! এই যে আমি অসিয়াছি ; ঈশ্বরী বলিলেন, শ্রীনাথ ! কই ? আমার পথের সম্বল কই ? বিনা সম্বলে সন্ন্যাসী আমায় সঙ্গিনী করিতেছেন না, গুরু সিদ্ধান্ত শুনিবামাত্র ঈশ্বরীর কর্ণে মহামন্ত্র প্রদান করিয়া শ্যামাভিমুখে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিলেন ঐ নে মা তোর পথের সম্বল ; এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

এমন সময় বন্ধু নিমারাম বলিলেন বন্ধু ! তুমিতো শুভ যাত্রা করিলে আমার আর বলিবার কিছুই আবশ্যক নাই, কামাখ্যাতে যে সকল শ্যামা বিষয় আলাপ করিতে, তাহারই একটী শ্যামা বিষয় আলাপ করিতে করিতে শুভযত্রা করিলে ভাল হয় না ? শুনিয়া বাণেশ্বর সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন।

রাগমল্লার। তাল একতালা।

শ্যামা চরণে নয় ত্রিপুরারি ! এত অসম্ভব ও শঙ্করী। যাঁর বিশ্বপতি পতি, স্বয়ং যিনি সতী, সে মা কি হয় পতি অরি॥ শ্রীপদ অর্পিলে দ্বিজ কি অন্ত্যযে, ওপদ সম্বলে নিজরূপ ত্যজে, রজত বরণে ত্রিনয়নে সেজে, সাজে যেন মদনারি। পরশ পরশি যেমনি আয়স, অমনি তখনি বিশুদ্ধ পরশ, পদ চিন্তা- মণি, পরশি তেমনি, হয় কত শত শূলধারী॥ যে না জানে বলুক গলে মুণ্ডমালা, মোরা না বলিব ওগো গিরিবালা, রেখেছ গলেতে ভব সংখ্যা মালা, ওমা রাজ রাজেশ্বরী। যে সংসারে যেজন বরকর্ত্তা হয়, তাকে সকল কাজে সংখ্যা রাখতে হয়, কত প্রসবিলে, কত বা গ্রাসিলে, ও সুশীলে, সংখ্যা তারি॥ দিবস নিশিতে প্রদোষ প্রভাতে, সদা ব্যস্ত থাক বিশ্ব প্রস- বিতে, অবসর নাই বসন পরিতে, অথবা মা মনে করি। কারে দেখে তুমি পরিবে মা বাস, উদর বাহিরে কেবা করে বাস,

বিশ্ব হেরে কেন হৃদয়ে দিগ্‌বাস, মা তুমি না দিগম্বরী ॥ যে না জানে বলুক করের কিঙ্কিণী, মোরা না বলিব ভোলানাথ রাণী, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অর্গলার শ্রেণী, কটিতটে সারি সারি। ইচ্ছাময়ী তোমার যখন ইচ্ছা হয়, এক একটী ব্রহ্মাণ্ড কর মা উদয়, অর্গলা আঁটিয়া কর্ত্তেছ প্রলয়, এত নিত্য লীলা মা তোমারি ॥

এই বলিয়াই শ্যামা করুণাময়ী শব্দ উচ্চারণ করিলেন। অমনি জীবাত্মা শ্যামা শব্দের সহিত নির্গত হইয়া কি এক অনির্ব্বচনীয় রূপ ধারণ করিল, চতুর্দ্দিক হইতে কালী করুণাময়ী রব হইতে লাগিল। ঈশ্বরী বলিলেন, তর্কালঙ্কার! তুমি প্রথম আমায় মা বলিয়াছ আমিও কৃষ্ণচন্দ্রের মা হইব এই আশাতেই এই বৃদ্ধ পতিকে বরণ করিয়াছি, কখনও কোন অভিলাষের কথা পূরণ করিতে তোমাকে অনুমতি করি নাই। আজ আমি ভক্তবীরের সহিত কলেবর বিসর্জ্জন করিব, আমার এই বাসনাটী তোমায় পূর্ণ করিতে হইবে। তর্কালঙ্কার বলিলেন, মা! তুমি যে পিতার সহিত সহগামিনী হইবে তাহা তোমার সম্বন্ধের দিনই জানিয়াছি; আমার জীবন থাকিতে কদাচ তোমার প্রতিকুল আচরণ হইবে না। কালীকাপ্রসাদ বলিলেন, মা! তুমি অত্যন্ত তরুণী দুঃসহ অগ্নিদাহ কদাচই সহ্য করিতে পারিবে না, অতএব এ লোক কলঙ্ক কার্য্যে তুমি ক্ষান্ত হও, ঈশ্বরী বলিলেন, কালীকাপ্রসাদ এ আমার অভ্যস্ত বিদ্যা, বহুজন্ম পতির সহিত এইরূপ অগ্নিজ্বালা জলের ন্যায় শীতল বলিয়া অনুভব করিয়াছি, কেবল অন্নপূর্ণা জন্মে পুত্র শোকাতুরা হইয়া পতিকে পাষণ্ড বলিয়া দুর্ব্বাক্য বলিয়াছিলাম সেই দোষে পতির সহগামিনী হইতে বঞ্চিতা হইয়াছিলাম; আমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে বিক্রমপুর জপসার গ্রামে এই বৃদ্ধ

পতির পত্নি হইয়া রামকৃষ্ণ প্রভৃতি যে চারিটী সন্তান প্রসব করিয়াছিলাম, তাহারা বৃদ্ধতম হইলেও অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছে সে জন্মেও এই প্রাণপতির সহিতই অগ্নি-প্রবেশ করিয়াছিলাম। পুত্রগণ! আর আমার সময় নাই এই গুহ্যাতিগুহ্য কথা তোমাদের নিকট প্রকাশ করিলাম, আমাদের শ্রাদ্ধের সময় সে সকল সন্তান নিমন্ত্রণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেই আমুলক জানিতে পারিবে। শুনিবা মাত্রই বাণেশ্বরের পুত্রগণ সম্মত হইয়া সহমরণ বিধানে ঈশ্বরী বাণেশ্বরের দাহকার্য্য আরম্ভ করিলেন। পাঠক মহাশয় তৎকালে "বহির্গৌর" গণের অধিকার আরম্ভের অনুষ্ঠান মাত্র নির্ব্বিরোধেই সতীদাহ কার্য্য সম্পন্ন হইতে লাগিল। ঈশ্বরী চিতারোহণ পূর্ব্বক পতি আলিঙ্গন করিয়া শ্যামা শিব বল্লভে এইরূপ শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। শ্যামা নাম সমীরণে সতীত্বানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উর্দ্ধশিখায় গগণান্ত অন্বেষণ করিতে লাগিল; বোধ হইল পতিদেবতা জানকী চিতারোহণ করিয়া পুনরায় ঘোর কলিকালে পাতিব্রত্য উপদেশ করিতেছেন, এমন সময় অন্নপূর্ণার তৃতীয় পুত্রবধু সাধ্বি কমলা সানুরাগে বলিতে লাগিলেন, মা! তুমিত নির্ব্বিঘ্নে সতীলোকে প্রস্থান করিলা, ক্রমেই বহির্গৌরগণ এরাজ্য আক্রমণ করিবে, আমি কিরূপে পতির সহিত তোমার নিকট উপস্থিত হইব। জলদগ্নিমধ্যস্থা ঈশ্বরী বলিতে লাগিলেন, মা কমলে! আমার আশীর্ব্বাদে অবিরোধে তুমিও আমার শিবপ্রসাদের সহিত, অক্ষয় শিবলোকে আগমন করিয়া আমার সহিত সাক্ষাত করিতে পারিবে, এই বলিয়াই পুনর্ব্বার শ্যামা বলিতে বলিতে ঈশ্বরী বাণেশ্বরের সহিত আনন্দকাননে প্রস্থান করিলেন।

শ্মশানাগত-দর্শকগণ মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন ধন্য জগজ্জীবন চক্রবর্ত্তী, যিনি ঈশ্বরীকে পূর্ব্বে কন্যারূপে লাভ করিয়াছিলেন। পুত্রগণ যথাসময়ে অন্নপূর্ণার পূর্ব্বসন্তান দিগকে সম্বাদ প্রদান করিয়া শ্রাদ্ধের আয়োজন করিলেন; শ্রাদ্ধের দিন অন্নপূর্ণার পূর্ব্বপুত্র রামকৃষ্ণ প্রভৃতি শ্রাদ্ধীয় বহুবিধ সামগ্রী লইয়া শ্যামাশ্রমে উপস্থিত হইয়া কোথা মা পতিদেবতে! এই বলিয়া উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। কালীকাপ্রসাদ প্রভৃতি অন্নপূর্ণনার পুত্রগণ রামকৃষ্ণাদিকে আলিঙ্গন করিয়া সাশ্রুপূর্ণ নয়নে বড়দাদা বলিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন রামকৃষ্ণ বলিলেন ভাই! তোমরা এই সম্বাদ কেন আমার মা পতিদেবতা জিবীত থাকিতে পাঠাইলে না। হা মা পতিদেবতে! কোথায় লুকাইলে, দয়াময়ী এতই যদি এ সন্তানের প্রতি দয়া প্রকাশ করিলে, তবে কেন একবার জীবিত অবস্থায় এ হতভাগ্যদিগকে স্মরণ করিলেন না। আহা! তাহা হইলে আসিয়া পিতা মাতার চরণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতাম ভাই! কালীকাপ্রসাদ পতিদেবতা মা আমার যেরূপ বলিয়াছেন; সত্য সত্যই এইরূপ আমাদিগকে প্রসব করিয়া পিতার সহিত সহগামিনী হইয়াছিলেন। এইরূপ বহুবিধ বিলাপে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হইল। রামকৃষ্ণ নিজদেশে প্রস্থান করিলেন, পরে সন্তানগণ, ফেরুধর (শিবাসিদ্ধ) কৃষ্ণাত্রেয় (হরির দত্তাত্রেয় কুলোদ্ভব) গঙ্গারাম ন্যায় পঞ্চাননের নিকটে ইচ্ছানুরূপ দীক্ষা লাভ করিয়া অতিথি-সৎকারে শ্যামার সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। তন্মধ্যে জনার্দ্দন সার্ব্বভৌম প্রসিদ্ধ ঠাকুর চক্রবর্ত্তী বংশীয়ের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এদিকে করুণা, রামশরণ নিমারামের সহিত শ্রীবৃন্দাবন আশ্রয় করিলেন।

জ্ঞাতিবিচ্ছেদ।

কোটালিপাড়া নিবাসী সিদ্ধান্ত কাশ্যপগোত্র সম্ভূত শাক্ত বাণেশ্বরের একটি দৌহিত্র এবং বৈষ্ণবানন্দ সন্ততি কোন একটি গৌতম, অব্যবহার্য্য দোষী হইয়াছিলেন কিছুদিনের পর উক্ত দৌহিত্র উক্ত গৌতমের কন্যা গ্রহণ করিলেন এই জানিয়া হরিহর চক্রবর্ত্তী বংশ সম্ভূত গোষ্ঠীপতি সমাজপতি চতুর্ধুরীগণ উভয়কে সমাজ বহিস্কৃত করিলেন, উক্ত গৌতম ও কাশ্যপগণ অনন্য গতিক হইয়া বাণেশ্বর পুত্র জনার্দ্দন সার্ব্বভৌমকে মধ্যস্থ স্বীকার করিলেন। ক্রমে সভার শোভা হইতে লাগিল গোষ্ঠীপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, সার্ব্বভৌম আপনি শাক্ত বাণেশ্বরের পুত্র জাতিতে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব বৈষ্ণবানন্দ আপনা-দিগের আদিপুরুষ, স্বয়ং ন্যায়দর্শনে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ধর্ম্ম-শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম অবশ্যই অবগত হইয়াছেন "সভা বারাণসী তুল্যা" আপানাকে ধর্ম্মত বলিতে হইবে,ভট্টকাননবাসী গৌতম দিগের সহিত আপনাদিগের সপিণ্ডতা রহিয়াছে কি না? সার্ব্বভৌম লোভে মিথ্যা বাক্য বলিলেন, চতুর্ধুরী মহা-শয়! আমরা ও গৌতম নহি, অর্থাৎ আমাদের সহিত এই গৌতমদিগের জন্ম নামের অবিজ্ঞান হইয়াছে। এইরূপ বার-ত্রয় মিথ্যা বাক্য উচ্চারণ করিলেন। এই কথা শুনিবা মাত্র নির্দ্দোষী গৌতমগণ হাহাকার করিয়া উঠিল। সকলে বলিল যদি তোমাদের সহিত আমাদের জন্ম নামের অবিজ্ঞান হইয়া থাকে, তবে আমাদিগের জন্ম মরণে এবং তোমাদিগের জন্ম মরণে বৃথা অশৌচ পালন করিতেছ এবং করিতেছি কেন? যখন বাণেশ্বরের পুত্রের মুখে বারম্বার এইরূপ বাক্য শুনিলেন

তখন গোষ্ঠীপতি বলিলেন আজ হইতে সিদ্ধান্ত কাশ্যপগণ অসমাজিক দোষ হইতে মুক্ত হইল। ক্রমে সভা ভঙ্গ প্রায় দেখিয়া বৃদ্ধ পদ্মলোচন অভিশম্পাত করিলেন। সার্ব্বভৌমখুড় যেমন ধর্ম্মসভায় মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিয়া আমাদের সহিত জ্ঞাতিত্বে অস্বীকার করিলেন, তেমন বলিতেছি শত সহস্র যত্ন করিয়াও যেন বাণেশ্বর সন্তানগণ আমাদের জ্ঞাতিত্ব লাভ করিতে পারে না এবং সামাজিক সকল আপনারা শ্রবণ করুন্ ইহাদের সহিত আমাদের জ্ঞাতিত্ব নাই। সুতরাং আমাদিগের যে সকল তালুক ব্রহ্মত্ব ভুমি রহিয়াছে সে সকল ভুমিখণ্ডের ইহারা কদাচ অংশী হইতে পারেন না। সুতরাং সার্ব্বভৌম তাহাই স্বীকার করিয়া নিজদেশে উপস্থিত হইলেন। ক্রমে সার্ব্বভৌমের ভ্রাতৃগণ এই সর্ব্বনাশের কথা শুনিয়া দুঃখসাগরে ভাসিয়া বলিলেন, তুমি ভাগিনেয়ের কুল উর্দ্ধার করিয়া নিজের কুল ডুবাইয়া আসিয়াছ। কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন, জনার্দ্দন তুমি যে সজনার্দ্দন হইবে ইহা স্বপ্নেও ভাবিয়া ছিলাম না, কিন্তু ভাই! ভাগিনেয় প্রলোভ বৃত্ত দুই দিন পরেই ফুরাইয়া যাইবে। স্পর্শমণি জ্ঞাতিত্ব হারাইয়া চিরদিন কাঁদিতে হইবে। কণ্টক দোষে চন্দনকাননে অগ্নি প্রবেশ করিল; তদবধি নির্দ্দোষী বাণেশ্বরের পুত্রগণ সামাজিক জ্ঞাতিগণের সহিত জ্ঞাতিত্ব কেবল হারাইয়া দুঃখভাগী মাত্র হইলেন। এইরূপে বৈষ্ণবানন্দ সন্তানদিগের জ্ঞাতিবিচ্ছেদ হইয়াছিল।

কিছু দিন পরে কালিকাপ্রসাদের তৃতীয় পুত্র হরনাথ, ভাগ্যবতী চন্দ্রমুখী, চন্দ্রমুখীর পাণিগ্রহণ করিলেন, হরনাথ. চন্দ্রমুখী হইতে পুত্র রামচরণ, রামনিধি এবং কন্যা সুর্য্যমণীকে লাভ করিযাছিলেন, ভাগ্যবান রামচরণের সৌভাগ্যের আদি

কারণ দর্শনচ্ছলে একটী অলৌকিক পতিদেবতার মাহাত্ম্য উল্লেখ করিতেছি। পাঠক মহাশয়! ঈশ্বরীর সহমরণ কালীন যে সতী কমলার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। এই পাতিব্রত্য তাহারই মাহাত্ম্য বলিয়া জানিবেন; পতিদেবতা কমলা, বাণেশ্বরের তৃতীয় পুত্রবধূ, যথার্থই পতিপ্রাণা কামিনী ছিলেন, কমলা শিবপ্রসাদকে নোয়াঠাকুর বলিয়া ডাকিতেন; শিবপ্রসাদও কমলাকে নোয়া বউ বলিয়া ডাকিতেন। কমলা পুত্র রুক্মিণীকান্ত, রমাকান্ত, রাধাকান্ত লক্ষীপতি কন্যা পুষ্পমালাকে প্রসব করিয়াছিলেন। কমলার এই চারিটী সন্তানই অত্যন্ত শাস্ত্রারণ্য বিচরণে পঞ্চানন ছিলেন। শিবপ্রসাদ অসুস্থ হইলে কমলা অসুস্থা হইতেন, কোন দিন শিবপ্রসাদ বস্ত্রাবৃত-কলেবরে শয়ন করিয়া বলিতেন, নোয়া বউ! আমার জ্বর হইয়াছে; কমলাও বস্ত্রাবৃত কলেবরে পতির চরণ প্রান্তে শয়ন করিয়া বলিতেন বউমায়েরা! আমি আহার করিব না, আমারও জ্বর হইয়াছে। শিবপ্রসাদ বলিতে লাগিলেন, নোয়াবউ! কি কর, তুমি পুত্র, পৌত্রের সমক্ষে লজ্জা বিসর্জ্জন করিয়া কিরূপে আমার পার্শ্বে শয়ন করিলে? ইহাতে হয়তো নাতি নাতিনারা কত কি বলিবে এবং পুত্র পুত্রবধূগণ কত কি মনে করিবে। কমলা বলিলেন, নোয়াঠাকুর! তুমি পণ্ডিত হইয়া অপণ্ডিতের ন্যায় বাক্য বলিতেছেন, বলুন দেখি, শ্যামসুন্দর মানভঞ্জন করিতে, রাধাসুন্দরীর চরণ ধরিয়া যে ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্মরন্ধ্রে ধারণ করিয়াছিলেন সে রূপ দেখিলে, কোন মানবের হৃদয়ে লজ্জার উদয় হইয়া থাকে? পঞ্চানন যে জটা কটাহ মধ্যে গঙ্গাদেবীকে ধারণ করিয়া গঙ্গাধর সাজিয়াছিলেন, সেরূপ দেখিলে কোন মানবের হৃদয়ে কি লজ্জার

উদয় হইয়া থাকে? সদানন্দ যে সদাকাল বামাঙ্গে গৌরী ধারণ করিয়া অর্দ্ধনারীস্বরূপ হইয়াছিলেন, সে রূপ দেখিয়া কোন মানবের হৃদয়ে কি লজ্জার উদয় হইয়া থাকে? নোয়া-ঠাকুর, এসব তো দূরের কথা, প্রতিদিন প্রভাতে উঠিয়াইত দেখিতে পাও মহাকাল দিগম্বর হইয়া দিগম্বরী শ্যামা-সুন্দরীর পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, সেরূপ দেখিয়া কি তোমরা লজ্জিত হইয়া থাক? না, পরম প্রেমানন্দে "শ্যামা-জননী" বলিয়া প্রণাম করিয়া থাক। নোয়াঠাকুর! যে সন্তান জনকজননী একত্র দেখিয়া বিকার প্রাপ্ত হয়, তাহার নিবাসের নিমিত্ত অন্ধতামিশ্র নরক প্রস্তুত রহিয়াছে। পাঠক মহাশয়! সতী কমলা এইরূপে পাতিব্রত্যের পরিচয় প্রকাশ করিতেন। কখন বা পুত্রপৌত্রদিগের অসুস্থতা দেখিলে আক্ষেপের সহিত বলিতেন, এ বামনের মৃত্যু নাই, এ বামন মরণ ভুলিয়াই গিয়াছে। স্ত্রীজাতি সন্তানের অসুস্থতা দেখিলে প্রায় বলিয়া থাকে আমার মরণ নাই, যম আমায় ভুলিয়াছে, কমলা তাহার বিপরীত বলিয়া তিনি যে সহমৃতা হইবেন তাহা-রই অনুশোচনা করিতেন। কমলার দেবর স্বজনার্দ্দন জনা-র্দ্দন সার্ব্বভৌম এই সমস্ত আচরণ দেখিয়া কমলাকে সততই উপহাসের সহিত বলিতেন, সহমরণী, সহমরণ যাইতে হইবে কি! বড়ই যে পাতিব্রত্যের ধ্বজা উড়াইতেছ। কমলা জনার্দ্দনের দুরুক্তি শুনিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইতেন। এদিকে পুত্রপৌত্র, ধনধান্য পরিপূর্ণ সংসার লইয়া কমলা চাঁদের হাট মিলাইতে ছিলেন। এমন সময় শিবপ্রসাদের ভবনেপথ্যের কবাট চিরার্গল হইল। শিবপ্রসাদ বলিলেন, রুক্মিণীকান্ত আজ আমি ভবলীলা সমাপন করিব, বলিবার আর কিছুই নাই; অতিথি

সৎকারে শ্যামার ভজনানন্দে বিমুখ হইও না, আর কি বলিব আমায় লইয়া শ্যামাশ্রমে শুভযাত্রা কর। পুত্রগণ শিব-প্রসাদকে লইয়া শ্যামাশ্রমের সম্মুখদেশে উপস্থিত করিলেন। শিবপ্রসাদ জয়কালী করুণাময়ী রব করিতে লাগিলেন। কমলা সিন্দুরপাত্র করে লইয়া শিবপ্রসাদের বামপার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, নোয়াঠাকুর! একি? গৃহস্থের তো অপত্নিক হইয়া কোন কার্য্যই করিতে নাই; তবে আজ ভবনেপথ্য সমাপন কার্য্য কি বলিয়া সঙ্গিনী ত্যাগ করিয়া একাকী প্রস্তুত হইতেছ। শিবপ্রসাদ বলিলেন, নোয়াবউ! সে কি, তোমার সহিতই এলীলা সম্বরণ করিব, তবে কি না আমি কিঞ্চিৎ অগ্রে অগ্রসর হই, তুমিও আমার পশ্চাৎ যাত্রা কর, এই বলিয়াই "শ্যামা হরবল্লভে" বলিতে বলিতে শিবপ্রসাদ শিবপ্রসাদভাগী হইলেন। তৎপরে সকলে শব লইয়া শ্মশানে উপস্থিত হইলেন। কমলা পতির প্রাণত্যাগান্তে পতিদেবের চরণযুগল ধারণ করিয়া বসিলেন; বহির্গোর ভয়ে পুত্রগণ মায়ের চরণ ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, মা! বহির্গোর রাজ্যে সহমরণ নিষিদ্ধ, ক্ষমা দাও তুমিও কলঙ্কিনী হইবে আর আমাদিগকেও দণ্ডনীয় করিবে। প্রতিবাসীরাও বলিতে লাগিলেন সতী ক্ষমা দেও একালে এসব প্রথার বিলোপ হইয়াছে। জনার্দ্দন দেবর বলিল, সহমরণি! এইবার মড়া পচাইব ক্রমে জনরবে বহির্গোর কিঙ্কর উপস্থিত; জ্বালাও, আমাদের সমক্ষে শব জ্বালাও," সহমরণ করিতে দিব না, দোহাই হুজুরের জিয়ন্ত মানুষ খুন করিল, ভয়ানক ব্যাপার।

পাঠক মহাশয়! বর্ত্তমান শতাব্দীতে সহমরণ কথা উল্লেখ হইলে হয়ত সমাজে প্রায়ই বলিবেন, পূর্ব্বে যে মৃতপত্নির

সহিত সতী দাহের প্রথা প্রচলিত ছিল তাহা শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হয় না ; কারণ অনেকস্থানে এরূপ দেখা গিয়াছে যে স্ত্রীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও বল প্রকাশ পূর্ব্বক হাত পা বান্ধিয়া মৃতস্বামীর সহিত দাহ করা হইত এবং অনেকে আন্তরিক, অনিচ্ছা সত্ত্বেও সামাজিক লোক লজ্জাভয়ে স্বামীর সহগামিনী হইত। সহমরণ বাস্তবিক কিছুই নয়, হিন্দুগণ কেবল তাহাদের অতুলনীয় বুদ্ধিকৌশল প্রভাবে, হিন্দুরমণীগণ স্বামীমরণান্তে ব্যভিচারিণী হইবেন, ইহা নিবারণার্থ এই নির্দ্দয় প্রথার সৃষ্টি করিয়াছেন। কথায় বলে "গোঁড়াকে জিজ্ঞাসা করিলে দুর্গোৎসব মানা" ইদানীং তাহাদের মতে মৃত ব্যক্তির দাহ অযৌক্তিক, পিণ্ডদান অযৌক্তিক, তর্পণ অযৌক্তিক, তাহারা একমাত্র যুক্তির দাস যুক্তি যুক্ত হইলে পিতাকে পিতা বলিতে বাধ্য, নচেৎ পিতাকে পিতা বলিতে অত্যন্ত অসামাজিকতা বোধ করেন। তাহাদের নিকটে যে সতীদাহ সযৌক্তিক বলিয়া কর্ত্তব্য বোধ হইবে তাহার অণুমাত্র প্রত্যাশা করিয়া সতীমাহাত্ম্যের উল্লেখ করিতেছি না। যাহা হউক, কমলার সহমরণ সময়ের অলৌকিক ব্যাপার সমূহ যিনি অবগত আছেন, তাহার হৃদয়ে কদাচই এইরূপ সংস্কারের উদয় হইতে পারে না, বরং তিনি ভক্তিরসার্দ্রচিত্তে শতমুখে তাহার প্রশংসা করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন। কারণ সে সতী স্বামী সহ শ্মশানে অগ্নিমধ্যে অলৌকিক সতী মাহাত্ম্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

সতী কমলা এতক্ষণ বসিয়াছিলেন, এক্ষণে দাঁড়াইলেন ; পাণিকমলে সিন্দুর পাত্র, পরিধেয় লোহিত বসন, প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় কপালে সুবিস্তার সুবর্ত্তুল সিন্দুর তিলক,

তাম্বূলরাগে ওষ্ঠদ্বয় সুরক্তিম, সুনীল সুদীর্ঘ কেশজাল আলুলায়িত, শ্মশান স্থানে শবনিকটে সাধ্বী দণ্ডায়মানা; বোধ হইল যেন শ্মশানবাসিনী মুক্তকেশীই কেশমুক্ত করিয়া শবারোহণ করিতেছেন। আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া পুত্রদিগকে বলিলেন রুক্মিণীকান্ত, রাধাকান্ত, রমাকান্ত, লক্ষীপতি তোরা যদি আমার সন্তান হস্, তবে আমায় পতির সহিত চিতায় সংস্থাপন কর, দেখি রাজকিঙ্কর কি করিতে পারে, পতি, সতীর সন্তান, আমি স্বয়ং সতী, সতীর রাজ্যে বাস করিতেছি সতীরাজ্যেই বাস করিব; আমি বহির্গোরের ভয় করি না। আর বিলম্ব করিওনা আমার প্রাণ কণ্ঠাগত প্রায় আমি পতিকে স্বয়ং প্রদক্ষিণ করিতে পারিব না; লক্ষীপতি, তুমি আমায় কোলে করিয়া পতি প্রদক্ষিণ করাও, এই পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়া নূতন বস্ত্রখানি তুমি স্বয়ংই পরাইয়া দেও! অপর যেন কেহই আমায় বস্ত্র পরায় না; ভয় নাই আর বিলম্ব করিও না। কেরে তোরা রাজপুরুষ, সতীকার্য্যে বাধা করিতেছিস্; যতই বিলম্ব করিবে ততই সতীর সতীত্বানল প্রজ্জ্বলিত হইবে—যা যা পলায়ন কর। আমার সতীত্ব বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে বাছা এখনি তোরা দগ্ধ হইবি, যদি আমার বিঘ্ন উপস্থিত কর তবে সতী সাক্ষী করিয়া বলিলাম, শীঘ্রই তোমরা দুঃখানলে দগ্ধ হইবে।

ব্যালগ্রাহী যথাব্যালং বলাদুর্দ্ধরতে বীলাৎ।
তদ্বৎ ভর্ত্তারমাদায় স্বর্গলোকে মহীয়তে।

অর্থাৎ জাঙ্গলিকেরা মন্ত্রৌষধি বলে যেমন গর্ত্ত হইতে সর্প উদ্ধার করিয়া থাকে, সহগামিনী সতী তদ্বৎ নরকাগত

পতিকেও উদ্ধার করিয়া স্বর্গ অর্থাৎ সতীলোকে গমন করিয়া থাকেন।

চিতৌ পরিসর্জ্জ্য বিচেতসং পতিংপ্রিয়াহি বা মুঞ্চতি
দেহমাত্মনঃ। কৃত্বাপিপাপং শতসংখ্য মপ্যসৌ
পতিংগৃহীত্বা সুরলোক মাপ্নুয়াৎ॥

অর্থাৎ শ্মশান শয়ান পতিকে আলিঙ্গন করিয়া যে সতী নিজদেহকে বিসর্জ্জন করেন, সে সতী অনন্ত পাপের পাপিনী হইলেও পতির সহিত সতী পশুপতির মন্দিরে বাস করিতে পারেন আশ্চর্য্যের বিষয়, সতীর মুখ হইতে সযৌক্তিক স্বার্থ বচনদ্বয় শ্রবণ করিয়া, রাজপুরুষেরা কৃতাঞ্জলি পুটে বলিতে লাগিল, মা সতি! তোমার বিঘ্ন করিলে যে ভবিষ্যৎ দগ্ধ হইতে হইবে; সেত দূরের কথা, মা, এখনি আমাদের সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইতেছে। ক্ষমা কর অপরাধ করিয়াছি।

পাঠক মহাশয়! বাস্তবিক সতীর বিঘ্ন করিতে ত্রিসংসারে কেহই সমর্থ হয়না, অন্যের কথা দূরে থাকুক স্বয়ং মৃত্যুপতিও এক দিন সাবিত্রী সতীর বিঘ্ন করিতে যাইয়া ঘোর বিপদে পতিত হইয়াছিলেন। এক দিন পতিব্রতার কোপানলে পতিত হইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ মাতৃতাড়িত বালকের ন্যায় পতিব্রতার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

দারগা বলিলেন, মা! কি করিব আমরা পরাধীন রাজার আদেশ পালন করিতে আসিয়াছি। কিন্তু মা! আমাদিগের হইতে তোমার কোন বিঘ্নই উপস্থিত হইবে না। তোমার ক্রোধানলেই হউক অথবা ধর্ম্মের অবমাননাই হউক এখন আমাদের সর্ব্ব শরীর অনীর্ব্বচনীয় জ্বালায় জ্বলিতেছে, তোমার

চরণে শরণাগত হইলাম আমাদিগের প্রাণ রক্ষা কর। এই বলিয়া সানুচর দারোগা সতীর চরণে পতিত হইল, সতী প্রসন্ন হইয়া দারোগার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, ভয় নাই আমার পুত্রদিগের কোন বিঘ্ন অনুষ্ঠান করিও না, আমার বাক্যে তোমরা রাজ শাসন এবং দেহের জ্বালা উভয় বিপদ হইতে মুক্ত হইবে; আশ্চর্য্যের বিষয় দারোগা তৎক্ষণাৎ স্বগণ সহিত নিজশরীর নির্ব্যাধি বোধ করিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে "সতীর জয়" উচ্চারণ হইতে লাগিল। দেবর জনার্দ্দন সতীর অলৌকিক মাহাত্ম্য দেখিয়া কমলার চরণ যুগল ধারণ করিয়া বলিলেন, মা আমার অপরাধ ক্ষমা কর আমি তোমার মাহাত্ম্য না জানিয়াই এই কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। কমলা বিমুখী হইয়া বলিলেন, চিরদিন যেরূপ আমায় দুর্ব্বাক্য জ্বালায় জ্বলিত করিয়াছ, তাহার প্রতিফল অনুভব করিতে হইবে। পুত্র-দিগকে বলিলেন লক্ষীপতিরে আর আমার কিছু বক্তব্য নাই, জনা যেন আমায় চিতাস্পর্শও করে না।

বিমর্ষ জনার্দ্দন হতাশ্বাস হইলেন। এদিগে শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। পিণ্ডের অন্ন প্রস্তুত করিয়া পুত্রগণ জননীর মুখাবলোকন করিতেছেন, এই সময় অনেক কুল বধূর সহিত চন্দ্রমুখী রামচরণকে কোলে করিয়া সহমরণ দেখিতে শ্মশানে সমুপস্থিত হইলেন। সুস্নিগ্ধ লম্বোদর শিশু রামচরণ, মাতৃক্রোড় হইতে ভুমে নামিয়া করচরণে গমন করিয়া পিণ্ডান্ন গ্রহণের যত্ন করিতেছেন; কমলা দেখিয়া বলিলেন লক্ষীপতি আমাদের পিণ্ডের অগ্রভাগ রাখিয়া অবশিষ্ট অন্ন রামচরণকে খাওয়াইয়া দেও, সতী এইরূপ বলি-লেও শ্মশানস্থানে লক্ষীপতি পরের সন্তানকে পিণ্ডান্ন

প্রদানে সাহসী হইলেন না। কমলা লক্ষীপতিকে সঙ্কুচিত দেখিয়া বলিলেন কুসন্তান সতীবাক্য অবিশ্বাস করিতেছ, নোয়াঠাকুরের সহিত আমাদের দাহকার্য্য সম্পন্ন হইলে হাঁড়ী ফেলিয়া ঘর ধুইয়া তবে রান্নাবান্না হইবে তৎপর এই সমস্ত বালকবালিকার আহার হইবে, আহা! ইহা কি সহ্য করা যায়, বালক ক্ষুধায় কাতর হইয়া আহারের প্রয়াস করিতেছে ইহা আমার কখনই সহ্য হইবে না, আমিত সামান্য সতী, যিনি সতী সাক্ষাৎ ভগবতী এবং পুরষোত্তম পশুপতি তাহারাও শিশু ও কুমারীর অভিলষিত দ্রব্য গ্রহণ বরেন না, এই বলিয়া পিণ্ডান্ন স্বহস্তে লইয়া রামচরণের মুখে প্রদান করিলেন; চন্দ্রমুখী ভয়ে বলিলেন, নোয়াঠাকুরাণী একেতো চিতাস্থান, বিশেষতঃ পিণ্ডের অন্ন, বালকের মুখে দিয়া বিপদ ঘটাইয়াছেন। কমলা হাসিয়া বলিলেন, মা চন্দ্রমুখি! ভয় নাই আমি শয়নে স্বপনে, জাগরণে পতিরচরণ বিণা কিছুই স্মরণ করি নাই, আমি বলি-তেছি তোমার রামচরণ সংসারে দীর্ঘায়ু হইয়া পরম সুখে পুত্রাদি লইয়া কালযাপন করিবে। চন্দ্রমুখী সতীকে প্রণাম করিয়া রামচরণকে কোলে করিলেন, চতুর্দ্দিগ হইতে শঙ্খ, ঘণ্টা কাংস্য করতাল ঢক্কা নিনাদ হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে দর্শকের মুখ হইতে "সতীর জয়" "সতীর জয়" নিনাদে গগণ মণ্ডল পরিপূর্ণ হইতে লাগিল সতী বিধিপূর্ব্বক বারত্রয় চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া বলিলেন লক্ষিপতি আমার চরণ শিথিল হই-তেছে আমি আর ভাল করিয়া মানুষ চিনিতে পারি না সক-লের কথা ভাল করিয়া কর্ণগোচর হইতেছে না, বাপ্ তুমি অমায় ক্রোড়ে লইয়া আর পাঁচবার নোয়াঠাকুরকে প্রদক্ষিণ করাইয়া দেও লক্ষিপতিও এই বাক্য শুনিয়া বিধিপূর্ব্বক

জননীকে পাচবার প্রদক্ষিণ করাইয়া চিতায় সংস্থাপন করিয়া পুত্রগণ বিধি পূর্ব্বক অগ্নি সংস্কার করিলে, দহ দহ শব্দে হুতাশন প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল। সতী পতির দেহ আলিঙ্গন করিয়া শ্যামা হরমনমোহিনী এই বাক্য উচ্চারণ পুনঃ পুনঃ করিতে লাগিলেন। অগ্নি মধ্যে আর সতীর দেহ দর্শন হইতেছে না। সতী বলিলেন, লক্ষীপতিরে! আমার বাম জানু খণ্ড হইয়া পড়িল, একদিন ভ্রমবশতঃ পতিগাত্রে জানুর আঘাত লাগিয়াছিল, লজ্জাবশতঃ পরিহার করিলাম না, অতএব পাপাঙ্গ পতির সহিত দগ্ধ হইবে না, উহা পৃথক্ স্থানে লইয়া দগ্ধ করিও। সতীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্রগণ সেই রূপ অনুষ্ঠান করিলেন। এমন সময় কন্যা পুষ্পমালা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, মা! তুমিত চলিলে, আমি কি করিব? সতী বলিলেন, পুষ্পমালা তোমাকেত পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এমন কার্য্য করিও মায়ে ঝিয়ে যেন একস্থানে দেখা হয়। এই বলিয়া মা সতী চরণে স্থান দেও বলিবা মাত্রই সতী সতীলোকে প্রস্থান করিলেন। সতীর মাহাত্ম্যের কথা আর কি বলিব।

* তাপসস্তপ্যতে ত্যর্থং দহনোপিচ দহ্যতে।
কম্পন্তে সর্ব্বতেজাংসি দৃষ্টা পাতিব্রতং মহঃ॥

রামচরণ সেই সতী প্রসাদেই যেন জিতেন্দ্রিয় রামকৃষ্ণকে পুত্রলাভ করিয়াছিলেন।

ভাগ্যবান্ রামচরণ পাঠকের পত্নীর নাম ভাগ্যবতী সরস্বতী, সরস্বতীর পাঁচটী পুত্র এবং তিনটী কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন, যথা—রামধন, রামকৃষ্ণ, গঙ্গাধর, রাজকুমার ও রামমণি এই পাঁচটী পুত্র; কন্যা, সর্ব্বমঙ্গলা, আনন্দময়ী, জয়তারা এই তিনটী, তাহার মধ্যে রামকৃষ্ণ সরস্বতীর দ্বিতীয় সন্তান।

* সতীর তেজ দেখিলে তাপস উৎতপ্ত, দহন দহ্যমান, তেজ মাত্রই কম্পিত হয়।

পাঠকমহাশয়! সতী কমলা বলিয়াছিলেন মা চন্দ্রমুখি! তোমার রামচরণ যোগভ্রষ্ট হইয়া তোমার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আমি বলিয়া গেলাম এজন্মে ইহার আর সাধন ভজন কিছুই করিতে হইবে না। অনায়াসেই ভগবতী সতীর প্রত্যক্ষ রূপ দেখিতে পাইবে। হরনাথ, হরনাথ হইলে একদিন রামচরণ, সরস্বতী প্রভৃতির সহিত স্বগৃহ সম্মুখে বসিয়া অবসান বেলাতে বিচিত্র গগণশোভা দেখিতেছেন, এমন সময় সতী কমলার সিদ্ধবাক্য ফলিত হইল, রামচরণ হঠাৎ দেখিতে পাইলেন, দশভুজা সিংহবাহিনী বামচরণে মহিষাসুরকে আক্রমণ করিয়া শূল দ্বারায় দানবের হৃদয় বিদ্ধ করিতেছেন, বামে দক্ষিণে গুহ গণপতি লক্ষ্মী ও সরস্বতী উর্দ্ধে সদাশিব বিরাজ করিতেছেন, অপূর্ব্ব তুরঙ্গ চতুষ্টয় দেবীকে বহন করিতেছে, দেবী একবার রামচরণ এবং সরস্বতীর প্রতি কৃপাকটাক্ষ করিয়া ঈশানদিকে অন্তর্হিত হইলেন, দর্শনমাত্র সবিস্ময়ে রামচরণ বলিতে লাগিলেন, মা দেখ! মা দেখ! (তোরা দেখ্! দেখ্!) গগণপথে ভগবতী গমন করিতেছেন, কিন্তু চন্দ্রমুখী, সরস্বতী এবং অন্যান্য অনেকেই গগণপথ নিরীক্ষণ করিল, সৌভাগ্যাভাবে সেরূপ কাহারও প্রত্যক্ষ হইল না। চন্দ্রমুখী বলিল, রামচরণ! তুই কি পাগল হইয়াছিস্ কি বলিলি, কৈ? আমরাতো কিছুই দেখিতে পাইলাম না। সরস্বতী বলিল ওঁর তর্জ্জনীবৃদ্ধি হইয়াছে বায়ুর খ্যাল মাত্র। রোমাঞ্চিত কলেবর সজল নয়ন রামচরণ বাষ্প গদ গদ বচনে বলিতে লাগিলেন, তোমাদিগের নিকট একথা বলিয়া অতি অকার্য্য করিয়াছি; আর একথা আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই, যোগভ্রষ্টের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলে মৌনাব-

লম্বন করিলে, অপোগণ্ড জিতেন্দ্রিয় ভক্তি সহকারে বলিতে লাগিলেন, কেন ঠাকুরমা! তুমিই-ত বলিয়াছ যে নোয়াঠাকুরাণী বলিয়াছিলেন তোমার রামচরণ ভগবতীর প্রত্যক্ষরূপ দেখিতে পাইবে। শুনিবামাত্র বৃদ্ধা চন্দ্রমুখী জিতেন্দ্রিয়কে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন চিরসুখে কালযাপন করিও, এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন আজ বড় সন্তুষ্ট করিয়াছ। ভাঁই! আহা! সতীর বাক্য কি কদাচ মিথ্যা হইতে পারে? এখন মনে হইল নোয়াঠাকুরাণী এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন বটে।

পাঠক মহাশয়দিগের কৌতুক বৃদ্ধির নিমিত্ত লক্ষ্মীজনার্দ্দন লাভ প্রকরণে জিতেন্দ্রিয়ের জন্মপত্রিকার প্রত্যক্ষ ফল বিশেষ রূপে উল্লিখিত হইবে। এস্থলে সংক্ষেপ মাত্র উল্লেখ হইল। ১৭।৫৮ শকে ২৮ পৌষ বুধবার শুক্লাপূর্ণিমা তিথিতে রাত্রি ৯ নয়দণ্ডের সময় পুনর্ব্বসু নক্ষত্রাশ্রিত মিথুনরাশিতে ভাগ্যবতী সরস্বতী মহাত্মা রামকৃষ্ণকে প্রসব করিয়াছিলেন। ইনি যে সর্ব্বসুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন ইহার জন্মপত্রিকাই তাহার পরিচয়ের স্থান। জ্যোতিষশাস্ত্রীয় গণনায় জন্মকালীন রাশিচক্রস্থিত গ্রহগণ নিম্নলিখিত ভাবে ছিল।

এই রাশিচক্রস্থিত গ্রহগণের স্থিতি ও ভাব দেখিয়া জানা গিয়াছে যে ইনি অত্যন্ত ভাগ্যবান্ ও পুণ্যাত্মা হইবেন। কারণ ইহার জন্মকালীন মকর রাশিতে মঙ্গল গ্রহ অবস্থিতি

করিয়াছিলেন মকরে মঙ্গল থাকিলে সেই ব্যক্তি সিংহ তুল্য বলী, মহামানী, বান্ধবের সহিত বিত্তশালী ও ভূপাল হয়। তথাচ খনা—মকরে কুজা ধবল্য সিংহে, নিত্য ক্রীড়া করেরঙ্গে,
ইষ্ট কুটুম্বে করয়ে ভোগ, এই সে কুষ্ঠী নরপতি যোগ।
অপিচ শাস্ত্রীয়। মকরে মঙ্গলোযস্য স ভূপালো ভবেৎবলী।
সিংহ তুল্যো মহামানী বান্ধবৈঃ সহবিত্তবান্।

—:০:—

চন্দ্রশেখর বৃত্তান্ত।

জিতেন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম সাহস, মহাপুরুষের সুলক্ষণ, প্রায় কিশোর বয়স হইতেই প্রকাশ হয়, রামকৃষ্ণ কিশোর বয়সের পূর্ব্বেই উপনীত হইয়াছিলেন, গৌতমকুলের একটী প্রধান ধর্ম্ম অদ্যাপিও একুলে লক্ষিত হইতেছে; গৌতমেরা উপনয়ন দিনেই গায়ত্রীর অর্থানুশীলন করিয়া থাকেন। জিতেন্দ্রিয় যে দিন গায়ত্রীর অর্থবোধ করিলেন, সেইদিন হইতেই গায়ত্রী প্রীতিপাদ্য ভর্গই যে ভর্গস্বরূপ এইরূপ উপজাত বিশ্বাসী হইয়া ধর্ম্মে সাহস সর্ব্বভুতে দয়াপ্রভৃতি গুণে বিভুষিত হইয়াছিলেন। জিতেন্দ্রিয়, রামকৃষ্ণের বাল্য বিধবা পতিব্রতা একটী জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ছিলেন। শিবরাত্রি যোগ উপলক্ষে পতিব্রতা বলিলেন, রামকৃষ্ণ আমার জীবন চির বৈধব্যানলেই দগ্ধ হইল; বাসনা হয় পশুপতির চন্দ্রশেখর রূপ দেখিয়া দুর্লভজন্ম সফল করি; ভাই! তুমি যদি এ অভাগিনীকে একবার শিবরূপ দর্শন করাও তবেইত এ দুঃখজন্ম সার্থক হয়; নচেৎ আর হইবার কোন উপায় নাই, সদাশিবের নিজমুখের কথিত না কি এই বাক্য প্রসিদ্ধ আছে. আমি যোগীর হৃদয়াবাসে, কৈলাসে, মহা-

শ্মশানে উমার দক্ষিণ ভাগে বাস করিতে ততভাল বাসিনা কলিতে চন্দ্রশেখরে যেরূপ নিত্যবাস করিতেছি। * ভাই! এমন দিন কি দুর্ভাগিনীর ভাগ্যক্রমে শিব ঘটাইবেন, যে আমি সেই দুঃখতস্কর অনাদিরূপ লিঙ্গদর্শন করিব; এই বলিতে বলিতে পতিব্রতার নয়ন সলিলে হৃদয় প্লাবিত হইল

জিতেন্দ্রিয় অম্লান বদনে বলিলেন, দিদি আর কাঁদিওনা, কাঁদিয়াই তোমার এজন্ম অতিবাহিত হইল, আমার যদি প্রাণ যায়, তথাপিও তোমায় চন্দ্রশেখর দেখাইব; এই বলিয়াই অনাথা ভগিনীকে সঙ্গে করিয়া চন্দ্রশেখর যাত্রা করিলেন, অর্থসম্বল অত্যল্প মাত্র, কেবল সাহসই একমাত্র যথাসর্ব্বস্ব; দিনান্তে ভোজন, পদব্রজে ও তরণীযানে গমন করিয়া ভগদত্ত সুপরিষ্কৃত মহাক্ষেত্র চন্দ্রশেখরে উপস্থিত হইলেন, গমন মাত্রই বোধ হইল যেন সংসার নরককুণ্ড হইতে বিমুক্ত হইলাম। আশ্চর্য্য শোভা জটাশটা বিরাজিত রুদ্রাক্ষ ভূষণ বিভুতি বিলেপিত সরল কলেবর কৌপিন বহির্বাস পরিধায়ী সন্ন্যাসীগণ "জয় চন্দ্রশেখর" রবে শমন জয় করিতেছেন। চারিদিক হইতে জীবমাত্রের বম বম রবে প্রণব পাঠ নিনাদে বোমমণ্ডল পরিপূর্ণ; শীতার্ত্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াও যাত্রিকেরা সদানন্দ ক্ষেত্র মাহাত্ম্যে সদানন্দসাগরে প্লাবিত প্রায়; চন্দ্রশেখর পর্ব্বতের স্থানে স্থানে হোমাগ্নিশিখা গগণস্পর্শ করিতেছেন, জিতেন্দ্রিয় অনাথাকে ক্ষেত্রের শোভা দেখাইতে আরম্ভ করিলেন, প্রথমে বাড়বকুণ্ডে উপস্থিত, দেখিলেন অলৌকিক ব্যাপার বাড়বানল জলাধারেই দহ দহ রবে প্রজ্বলিত; অনাথা মনে মনে বলিতে লাগিলেন, হায়!

* বিশেষতঃ কলিযুগে বশামি চন্দ্রশেখরে।

আমার হৃদয় মধ্যেও এইরূপ বাড়বানল জ্বলিতেছে, বালিকাকালে যদ্যপি পতিবিয়োগ না হইত তবে বৈধব্যানলে দগ্ধ না হইয়া পতির চিতানলে প্রবেশ করিতাম, ইহা ভাবিতে ভাবিতে অতিক্লেশে প্রদোষকালে উত্তুঙ্গ পর্ব্বতারোহণ পূর্ব্বক হরি বিরিঞ্চি ধ্যেয় অনাদি চন্দ্রশেখরের উভয়ে পূজা করিয়া বলিতে লাগিলেন, আশুতোষ পশুপতি, পতি শোকানলে আর দগ্ধ করিওনা। জন্ম জন্মান্তরে তোমার শ্রীপাদপদ্মে কত অপ-রাধ করিয়াছিলাম তাই এ জন্মে বৈধব্যানলে দগ্ধ করিতেছ, আর যেন জন্মান্তরে এরূপ দগ্ধ করিও না। দৈব বশতঃ অজ্ঞানাবস্থাতে পতিলাভ করিয়া পতি সেবা পরম ধর্ম্মে বঞ্চিত হইয়াছি স্ত্রীজাতির পতি সেবা বিনা মুক্ত হইবার কোন উপায় নাই শুনিয়াছি "পতিরেক গুরু স্ত্রীণাং" এই স্ত্রীজাতির পতিই একমাত্র গুরু, আহা! দুর্ভাগিনী সে ধর্ম্মে চিরবঞ্চিতা হইয়াছি, প্রমথনাথ! আর কি করি, তাই তোমায় দেখিতে আসিয়াছি পতিতপাবন পতিহীনা পতিতার অপরাধ মার্জ্জনা কর, আর যেন হা পতি বলিয়া কাঁদিতে হয় না। বিশ্বনাথ! কেবল আমি নই অনিত্য পতিবরণ করিয়া রমণী মাত্রই হা নাথ বলিয়া কাঁদিয়া থাকে, তাই তুমি নিত্যপতি এ কথা শুনিয়া তোমারই বরণ করিলাম, আশুতোষ চরণ সেবায় আর বঞ্চনা করিও না, এই বলিতে বলিতে অনাথার নয়নযুগল জলে পূর্ণ হইল, জিতেন্দ্রিয় বলিলেন, দিদি! সার বুঝিয়াছ, আর তোমায় অনাথা হইতে হইবে না। জিতেন্দ্রিয়, অনাথার মুখ হইতে এইরূপ তত্ত্ব বাক্য শ্রবণ মাত্র মনে করিলেন কি আশ্চর্য্য, অনাথা বাল্যবিধবা স্ত্রীজাতি ব্রাহ্মণোচিত সংস্কার ইহাদের ব্যবস্থা নাই ধর্ম্মভ্রষ্ট জাতির ভামিনীদের ন্যায় কোন

অর্থকরীবিদ্যা উপার্জ্জন করে নাই, কেবল গুরুমুখে দীক্ষা গ্রহণ মাত্র এইরূপ তত্ত্ব ঘটিত বাক্যে কিরূপে পশুপতির স্তব করিলেন, আচার্য্য মহাশয়ও আমায় এইরূপওই গায়ত্রী অর্থ উপদেশ করিয়াছিলেন যে, স্বপ্রকাশ স্বরূপ যে ভর্গ সপ্তসর্গ সপ্তপাতাল স্বকীয় তেজে প্রকাশিত করিতেছেন, যে ভর্গ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে সদসৎ বিবেক শক্তি দিয়া বাচ্যবাচঁকতা রূপে শব্দ শক্তি বুঝাইতেছেন, যে ভর্গ শিবকে বিশ্ব বরণ করিতেছে, যে ভর্গ স্বাভিন্না শক্তি রূপে এই বিশ্বকে প্রসব, পালন, সংহার করিতেছেন, যে ভর্গ নিখিল জীবে চৈতন্য রূপে অবস্থান করিতেছেন, আমরা সেই ভর্গের ভর্গ চিন্তা করি ; ফলতঃ সেই ভর্গ পদার্থইত নিত্যপতি নিখিল চৈতন্য পদার্থ এই বলিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন দিদি, এই সদাশিব ভর্গ নিত্যপতি তিনি কেবল নারীর পতি নন, তিনি পতির পতি, পিতার পতি, পুত্রের পতি, ভ্রাতার পতি, বিশ্বপতি বিশ্বেশ্বর নিত্য চৈতন্যস্বরূপ ; জীবের আকারপতি নয়, পিতা নয়, ভ্রাতা নয়, পুত্র নয়। শিব চৈতন্য আশ্রয় করিয়া বিশ্বের আকার দেখা যায়, সেই শিব চৈতন্যই পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, পত্নী, পতিরূপে ব্যবহৃত হইতেছেন। দেখ দিদি ! যদি জীবের আকার মাত্রই স্বজন হইত, তবে মৃতপতি, পুত্র, পত্নী, ভ্রাতা, পিতা, মাতার আকার দেখিয়া কেহ আর শোকাভিভূত হইত না, জীবাকার বিশ্বে শিবাকার চৈতন্য তিরোভূত হয়েন বলিয়াই জীব হা নাথ, হা পুত্র, বলিয়া হাহাকার করিয়া থাকে ; দিদি যদি এইরূপ বুঝিয়াছ তবে আর বাল্যবিধবা হইয়াছি ইহা ভাবিয়া অণুমাত্রও অনুতাপ করিও না, যিনি শিব চৈতন্য স্বরূপ বিশ্বপতি, তিনি অনিত্য বিশ্বকে সনাথ করিয়া দেদীপ্যমান

রহিয়াছেন ইহা সার বুঝিলে বিশ্বে কেহই অনাথ নয়; সকলি সনাথ রূপে আনন্দ অনুভব করিতেছে। কিশোর জিতেন্দ্রিয় যখন এইরূপ তত্ত্ব গর্ভ উপদেশ করিলেন, অনাথা ধীরের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, ভাই! সত্যই বলিয়াছ বড় সন্তুষ্ট করিলে, আজ আমার পতিশোক বিদূরিত হইল, চির-সুখে কাল যাপন করিও, এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

জিতেন্দ্রিয় আচার্য্য মুখ হইতে গায়ত্রীর অর্থ শিবপূজা পুষ্প দন্ত গন্ধর্ব্ব বিরচিত শিবস্তোত্র এবং কৌমার ব্যাকরণের নমস্কার ব্যাখ্যা মাত্র মৌখিক অভ্যাস করিয়াছিলেন। বার, তের বৎসর বয়ঃক্রম হইলেও পিতার বহুজন সংসার, নিতান্ত অভাবাবস্থা পিতৃব্য রামনিধি রামচরণের বহু পরিবার ভাবিয়া পৃথগন্নে কালযাপন করিতেছেন, যবনাক্রান্তদেশ ব্রাহ্মণের অর্থ লাভ নিতান্তই দুঃসাধ্য, একারণ বিদ্যাভ্যাস করিতে সময় অতীত হইয়াছিল, অর্থ শাস্ত্র এবং ধর্ম্মশাস্ত্র কিছুই জানিতেন না। অনাথাকে চন্দ্রশেখরের স্তব পাঠ করিতে দেখিয়া বাসনা হইল আমিও দিদির মতন শিব স্তব করি,কিন্তু ধীরের কিছুই সম্বল নাই এই ভাবিতে ভাবিতে শিবস্তোত্রার্থ স্ফুরণ হইতে লাগিল যদিও বিদ্যা অভ্যাস করেন নাই, তথাপি সৌভাগ্যবশতঃ পূর্ব্ব উপার্জ্জিত সংস্কারে মুখ হইতে তত্ত্বকথা প্রকাশিত হইতে লাগিল। বলিলেন আশুতোষ তুমি সর্ব্বদর্শি, তুমি দেবের দেব ভোলানাথ, তোমার সমস্ত গুণ জানিয়া কোন জনই স্তব করিতে জানে না; এই হেতু যদি সাধারণের বাক্য তোমার স্তোত্র না হয়, তবে বিশ্ব বিধাতার সারবাক্য তোমার সম্বন্ধে স্তোত্র হইতে পারে না; যদি নিখিল বিশ্বব্যাপক তোমার প্রশংসা করিতে ব্রহ্মা বিষ্ণু বাক্য প্রশংসাপর হয়,

তবে মাদৃশ অল্পমতি জনের সমতিপরিণামাবধি তোমার সম্বন্ধে স্তব করিলে তাহাও পবিত্র স্তব বলিয়া পরিগণিত হয়, আশুতোষ! আমিও এই দৃষ্টান্তেই তোমায় স্তব করিতে আরম্ভ করিলাম। তুমি ভোলানাথ, তুমি পশুপতি, তুমি করুণাময়, তুমি পতিতপাবন, তোমার তুল্য দারিদ্র দুঃখ বিনাশন কোন দেবতাই নন্, অন্য দেবতার পূজা করিতে হইলে মৃদঙ্গ, পটহ প্রভৃতি বাদ্যভাণ্ড, নানা উপকরণে বিনির্ম্মিত মুর্ত্তি, বিচিত্র বসন, বিচিত্র ভূষণ, উত্তম নৈবেদ্য বিনা কখনই পূজা হইতে পারে না। কিন্তু তুমি সর্ব্বভূতে অনুকম্পা করিয়া অতি সরল উপায় আদেশ করিয়াছ। জীব! তোমরা আমাকে অন্য উপকরণে পূজা করিতে না পারিলে কেবল মাত্র যথা লভ্য মৃত্তিকা দ্বারা লিঙ্গমূর্ত্তি গঠন করিয়া শুষ্কই হউক বা পর্য্যুষিতই হউক অথবা চূর্ণই হউক বিল্বপত্র যে কোন রূপে প্রদান করিলেই আমি তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইব। তোমরা মৃদঙ্গাদিবাদ্য ভাণ্ডের আয়োজন করিতে না পারিলেও কেবল গালবাদ্য কক্ষবাদ্য করতালি করিলেই আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইব। তাই জগৎ তোমায় বলে আশুতোষ বিশ্বেশ্বর, এই বিশ্ব তোমার সন্তান, তুমি এই বিশ্বের পিতা, তাই বলিয়াই প্রত্যেক বিশ্বে তোমার অর্দ্ধ নারীশ্বর রূপের চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। নিতরাং তুমি এই বিশ্বের একমাত্র করুণাময় বিশ্বেশ্বর, এবিশ্ব ব্রহ্মার হইলে প্রত্যেক বিশ্বেই পদ্মযোনির পদ্মচিহ্ন থাকিত, এবিশ্ব নারায়ণের হইলে প্রত্যেক বিশ্বে চক্রধারী নারায়ণের চক্রচিহ্ন থাকিত, এ বিশ্ব ইন্দ্রের হইলে প্রত্যেক বিশ্বেই বজ্রধারী ইন্দ্রের বজ্রচিহ্ন থাকিত। কৈ? কোন বিশ্বেইত পদ্ম, চক্র, বজ্রচিহ্ন লক্ষ হইতেছে না, কেবল

মাত্র প্রকৃতি পুরুষের চিহ্নই বিরাজিত রহিয়াছে। কেনই বা থাকিবে না, যাহার দ্রব্য অবশ্যই দ্রব্য মাত্রে তাহার অভিজ্ঞান থাকা অতীব প্রয়োজনীয়। নিতরাং তোমার বিশ্ব বলিয়াই বিশ্বে তোমারই চিহ্ন রহিয়াছে। এই বিশ্বে জন্ম গ্রহণ করিয়া যে জন সঙ্কেত পরিহাসচ্ছলেও তোমায় করুণাময় শিব বলিয়া স্মরণ না করে, নিশ্চয়ই ঐ পামর দৃতের ন্যায় শ্বাস বায়ু সত্ত্বেও জীবন্মৃত হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। চণ্ডাল কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও যদি একবার হা পশুপতি বলিয়া তোমায় স্মরণ করে, তাহারই জন্ম সফল হয়। পবিত্র ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও যদি পরম দয়ালু আশুতোষ বলিয়া তোমায় একবারও স্মরণ না করে, তবে ঐ ব্রাহ্মণ চণ্ডাল হইতে অতীব নিকৃষ্ট ইহাতে আর জিজ্ঞাসা কি? ত্রৈলোক্য নাথ! তোমার কৃপাপাত্র হইলে বন্য জন্তু কুলে জন্মগ্রহণ করা অতীব প্রার্থনীয়। তোমার অকৃপা পাত্র হইয়া ব্রহ্মর্ষি কুলে জন্মগ্রহণ করা কদাচও প্রার্থনীয় নয়। আহা! জীবের কি দুর্ভাগ্য! এমন কৃপাময় আশুতোষ নামের মাহাত্ম্য জানিয়া জীব একবারও কাল নিবারণ মহাকালকে স্মরণ করিতেছে না করুণাময়! নূতন আশ্চর্য্য স্তব করিয়াছি এই বলিয়া এ বিশ্বে কেহই অভিমান করিতে পারে না, যেহেতু চতুঃষষ্টী কলা বিদ্যা এবং অকারাদি বর্ণ গ্রথিত রহিয়াছে তবে আর আমিই নূতন স্তব করিলাম এ কথা কিরূপে হইতে পারে, শব্দের প্রকৃতি তোমারই প্রকৃতি, শব্দের প্রত্যয় তোমারই প্রত্যয়, শব্দের বিভক্তি তোমারই শক্তিবিশেষ, অতএব তোমার স্তব করিয়া কেহই বলিতে পারে না, এবার নূতন স্তব করিতেছি। প্রমথ নাথ! আমি তো তোমায় স্মরণ করিতে আর্থিক কি

কায়িক কোন রূপেই দুঃসাধ্য দেখিতেছি না। অকারাদি ক্ষকারান্ত পঞ্চাশদ্বর্ণ সংযোগ করিয়া সবল বাক্য প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, উহা সকলই তোমার মায়াশক্তি বৈ আর কিছুই নয়। বিশ্বে বস্ত্র, অলঙ্কার যব ধ্যানাদি যে সকল উপকরণ দেখা যাইতেছে ইহা সকলই তোমার মায়াশক্তি বিনা কিছুই নয়, অতএব জীব যাহার বস্তু তাহাকে সমর্পণ করিতে কেনই কৃপণ হইয়া অন্ধতামিশ্র নরকে গমন করিতেছে। জীব তোমার বর্ণ শক্তি লইয়া আমি আমার প্রভৃতি কত কথাই কহিতেছে, কি আশ্চর্য্যের বিষয় তোমার ঐবর্ণ শক্তি উচ্চারণ করিয়া একবার হর করুণাময় বলিতে কি তাহাদিগের কণ্ঠরোধ হইয়া থাকে? জীব চর্ব্ব্য চোষ্য প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়া পুত্র দোহিত্রের সহিত আকণ্ঠপূরণ করিয়া ভোজন করিতেছে, নীলকণ্ঠ! ঐ ভোজনের পূর্ব্বে একবার হরায় নমঃ বলিয়া ভোজন করিতে কি তাহাদের কণ্ঠ রোধ হইয়া যায়? আহা! বিশ্বনাথ! বিশ্বে যে জন তোমার স্মরণ না করিয়া সামগ্রী মাত্র গ্রহণ করিতেছে, উহারা চোর, উহারা দস্যু, উহারা জাতী চণ্ডাল হইতেও নীচ কর্ম্মচণ্ডাল। শ্রুতি তোমাকে নির্ব্বাচন করিতে তন্ন২ করিয়া ভয়ে২ অবাঙ্মনস গোচর তেজঃ পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহা থাকুক তুমি যে জীবের প্রতি করুণা করিয়া চন্দ্রনাথাদিরূপ ধরা করিয়াছ তাহাতেও যদি জীবের মনোবৃত্তি, কিম্বা বাক্য বৃত্তি ব্যব সায়িনী না হইল তবে উহারা নিশ্চয়ই দৃতের ন্যায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ভোলানাথ! যাহার বাক্য অমৃতময় বেদ, তাহার স্তব করিতে শুক্রাচার্য্য বৃহস্পতির রচনাই যখন উপহাসাস্পদ হইয়া যায়, তখন সাধারণ জনের কল্পিত রচনা

কিরূপে তোমার স্তুতি বাক্য হইতে পারে। তুমি স্ত্রী, ক্লীব, পুরুষ, কিছুই নও অথচ বিশ্বে যাহা কিছু দেখিতেছি সকলি তোমার স্বরূপ, অতএব তুমি রাধাই হও আর কৃষ্ণই হও সীতাই হও আর রামই হও উমাই হও আর শিবই হও. অথবা তুমি যেই হও আর সেই হও আমি তোমায় সদাশিব বলিয়া শরণ লইলাম, এইরূপে স্থান মাহাত্ম্যেই হউক অথবা পূর্ব্ব সুকৃতি বলেই হউক মহাত্মার মুখ হইতে তত্ত্ব কথা নির্গত হইতে লাগিল। ক্রমে চতুর্থ যামের পূজা সমাপন করিয়া সর্ব্বমঙ্গলার সহিত মহাপুরুষ যেমন পর্ব্বত হইতে অবতরণ হইতে আরম্ভ করিলেন্; এমন সময় দৈব বশতঃ দেখিতে পাইলেন একটী যাত্রিক ব্রাহ্মণের বৃদ্ধা জননী পিচ্ছল পর্ব্বত সোপানে পদ স্খলিতা হইয়া অধঃপতন মাত্রেই জীবন বিসর্জ্জন করিল। মাতৃহীন ব্রাহ্মণ পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া হাহাকার রবে রোদন করিতে লাগিল। কপালে করাঘাত করিয়া ব্রাহ্মণ বলিল আহা কি করিব, কোথা যাইব, কি সর্ব্বনাশ হইল, হা চন্দ্রনাথ কি করিলে, জননীর তো অপমৃত্যু হইল কিন্তু আমি পুত্র হইয়া জননীর দেহ দাহ করিতে পারিলাম না, এমন সময় সর্ব্বমঙ্গলার সহিত জিতেন্দ্রিয় পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া দেখিতে পাইলেন, ব্রাহ্মণজননীর মৃত কলেবরের কোন শিল্পা নৈপুণ্য চিহ্ন মাত্রই নাই কেবল পিণ্ডাকার দেহ খণ্ডই পড়িয়া রহিয়াছে, অত্যন্ত করুণা পরায়ণ মহাত্মা জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণকে শান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনার ভয় কি, চলুন্ আমরা দুই জনে একত্র হইয়া দাহ কার্য্য সম্পাদন করি। শুনিবামাত্র ব্রাহ্মণ জিতেন্দ্রিয়কে আলিঙ্গন করিয়া বলিল মহাশয়! আপনি আমার পূর্ব্ব জন্মের বন্ধু

ছিলেন। নচেৎ এরূপ উৎসাহ বাক্য বলিবেন কেন ? এদিকে অনাথা জিতেন্দ্রয়ের হস্ত ধারণ করিয়া সজল নয়নে বলিতে লাগিলেন, ভাই ! আমি কদাচ প্রাণ থাকিতে ভয়ানক পর্ব্বত প্রদেশে তোমায় শব দাহ করিতে পাঠাইব না, একেইত আমার কপাল অতিমন্দ, আমি চির দুঃখিনী অনাথা, আবার যদি তীর্থ করিতে আসিয়া তোমায় হারাইয়া যাই, তবে আর এজন্মের মতন পিতা আমার মুখ দর্শন করিবেন না। ভাই ! তোমার বিপদ হইলে একাকিনী আমায় দেখিয়া জননী যখন জিজ্ঞাসা করিবেন, সর্ব্বমঙ্গলে ! মা তুমি একাকিনী আসিলে আমার রামকৃষ্ণ কোথায় রহিল ? ভাই আমি তখন কি বলিয়া মাকে শান্ত্বনা করিব আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই কেবল তোমরা দুটীমাত্র শব দাহন কার্য্যে এই নিবিড় বনে প্রবেশ করিবে, কি জানি ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি সমাকীর্ণ বন। যদি কোন বিপদ উপস্থিত হয় তবে ভাই কে কাহাকে রক্ষা করিবে ? রামকৃষ্ণ ! কৈ, এত লক্ষ লক্ষ যাত্রিক রহিয়াছে তাহারা একপ্রাণীও তো তোমার ন্যায় অসমসাহস করিয়া শব দাহনে উৎসাহী হই-তেছে না, কেবল তুমিই এই উৎকট কার্য্যে উৎসাহী হইতেছ জিতেন্দ্রিয় বলিলেন, দিদি ! সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া কোন জনই সদা সুখে সদা নির্ব্বিরোধে কাল যাপন করিতে পারে না। অবশ্যই কোন দিন জীব মাত্রকেই বিয়োগাদি দুঃখানুভব করিতে হয়, মনে করিয়া দেখ আজ যেমন এই অসহায় ব্রাহ্মণ মাতৃদায়ে পতিত হইয়া হাহাকার করিতেছে, আজ যদি আমরা ঐরূপ দায়গ্রস্ত হইতাম তবে আমাদিগকেও তো ঐরূপ হাহাকার করিতে হইত। দিদি ! পরের দুঃখ দেখিয়া যাহার প্রাণ না কাঁদিল, তাহার দেহে এবং পাষাণে কিছুই প্রভেদ

নাই। পরের দুঃখ দেখিয়া যে বিত্তশালী সাহায্য না করিলেন তাহার বিত্তে এবং যক্ষের বিত্তে কিছুই তারতম্য নাই, বল ধারণ করিয়া যদি বিপদ হইতে অন্যকে রক্ষা না করিল তবে তাহার বলে এবং মহিষ মাতঙ্গাদির বলে কিছুই তারতম্য নাই। দিদি! সংসার ক্ষেত্রে যাহা দেখিতেছ তাহা সমস্তই অনিত্য। কৌলীণ্য, ব্রাহ্মণ্য, পাণ্ডিত্য, ধনিত্ব প্রভৃতি কিছু লইয়া জীব জন্মগ্রহণ করে নাই এবং কিছু লইয়াই জীব যমালয়ে গমন করিবে না, থাকিতে একমাত্র ধর্ম্মই শেষে থাকিবে, কেন? সে বার তো তুমি রাঁগা দাদার* পুরাণ শুনিয়াছিলে, তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছ, ঐ যে পাঠক মহাশয় কেমন সুন্দর করিয়া বুঝাইয়া বলিতেন, বলি রাজা সর্ব্বস্ব হরিকে দান করিয়া পাতালে গমন করিয়াও পরোপকার ব্রত বলে নারায়ণকে দ্বৌবারিক লাভ করিয়াছিলেন। নিশ্চয়ই এক দিন সকলকেই মরিতে হইবে, সেদিন সকল বন্ধুই পড়িয়া থাকিবে কেবল একমাত্র ধর্ম্ম বন্ধু জীবের সঙ্গে গমন করিবে। আমি আচার্য্য মুখে শুনিয়াছি পরোপকার ব্রতের পর আর প্রধান ধর্ম্ম নাই। অতএব আমি অসহায় ব্রাহ্মণকে অবশ্যই কায়িক সাহায্য প্রদান করিব, একেত বিদেশ, দ্বিতীয়তঃ পর্ব্বত স্থান শ্বাপদ সমাকীর্ণ। রাত্রিকাল, কৃষ্ণপক্ষ ঘোর অন্ধকার, অসহায় ব্রাহ্মণপুত্র একাকী কিরূপে দাহকার্য্য সম্পন্ন করিবে ভাবিয়া কুল পাইতেছে না। এসময় আমিও যদি ব্রাহ্মণের সাহায্যে বিমুখ হই তবে ব্রাহ্মণের অদৃষ্টে যাহা বিধাতা লিখিয়াছেন তাহাই হইবে। কিন্তু আমার প্রতি সদানন্দ চির দিন বিমুখ থাকিবেন। দিদি! দেবতার সেবা অতিথি সৎকার,

---

* অন্নপূর্ণার দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠর সন্তান দুর্গাপ্রসাদ।

রোগীকে ঔষধ দান, বিদ্যার্থীকে বিদ্যা দান প্রভৃতি যে সকল প্রধান প্রধান ধর্ম্মের কথা পুরাণে শুনিয়াছ তাহার মধ্যে করিয়া উৎকট বিপদগ্রস্থ জনকে উদ্ধার করিলে যেরূপ জীব পুণ্য উপার্জ্জন করিতে পারে উহার ষোড়োশাংশের একাংশও ঐ সকল পুণ্য করিয়া লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। সে বার পুরাণে শুনিয়াছ তো সেই যে পাঠক মহাশয় ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেন সর্ব্বভূতে চৈতন্য শক্তির সহিত শিব সদাকাল বিরাজ করিতেছেন, এহেতু শিবের একটী প্রধান নাম সর্ব্ব। অতএব ভূত মাত্রের উপকার করিলেই সর্ব্বভূতনিবাসী সদাশিব সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, সদানন্দ সন্তুষ্ট হইলে জীবের আর কোন ধর্ম্মই অনুষ্ঠান করিতে হয় না, ভয় কি যিনি সর্ব্বভূতনিবাসী আশুতোষ তিনি শ্মশানে নিত্যায়তনে সততই জীবকে রক্ষা করিতেছেন। শিব রক্ষা করিলে জীব শ্মশানেও রক্ষিত হয় শিব উপেক্ষা করিলে জীব মাতৃ ক্রোড়েও বিনষ্ট হইয়া যায়। সর্ব্বমঙ্গলা কিশোরের মুখে জ্ঞানবৃদ্ধ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল ভাই! যদি তোমার এই বয়সেই এত ধর্ম্মে মতি হইয়া থাকে তবে আর আমি এব্রতে বাধা করিব না। চল, ভাই ভগ্নী একত্র হইয়া ব্রাহ্মণের সাহায্য করি। এই বলিবা মাত্র জিতেন্দ্রিয় ঐ ব্রাহ্মণের সহিত শব বহন পূর্ব্বক বনপ্রদেশে গমন করিয়া চিতা খনন স্বয়ং কাষ্ঠাহরণ এবং বিধি পূর্ব্বক শ্মশানে শব সংস্থাপন করিয়া অগ্নি প্রজ্বালন পূর্ব্বক যেমন শব প্রদক্ষিণ করিবেন অমনি দেখিতে পাইলেন কণ্ঠহীন আস্কন্ধ পর্য্যন্ত লম্বিত, সূর্পাকৃতি কর্ণদ্বয়, দগ্ধখর্জ্জুর বৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘ কলেবর, আগ্নেয় শকটের ন্যায় চক্ষুদ্বয় সতত বিঘূর্ণিতপূর্ব্বক দুইটি রাক্ষস নিকটস্থ হইয়া জলদ গম্ভীর নিনাদে "হাম খায়েঙ্গা"

"হাম খায়েঙ্গা" এইরূপ ভীষণ শব্দ করিতে করিতে দ্রুত গতি আসিয়া মৃত দেহের মাংস ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। এই ভীষণ ব্যাপার দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণ এবং জিতেন্দ্রিয়ের অনাথা ভগ্নী উচ্চৈস্বরে "আহা কি হইল" এই রূপ চীৎকার করিয়া সংজ্ঞারহিত হইল। সাহসী জিতেন্দ্রিয়, "আমরা রাক্ষসগ্রস্থ হইলাম কে কোথায় আছ আমাদিগকে রক্ষা কর" এই বলিয়া তারস্বরে পুনঃ পুনঃ চীৎকার করিতে লাগিলেন নিশীথকালে এইরূপ ভয়ানক চীৎকার শ্রবণ করিয়া চন্দ্রশেখরের পাণ্ডাগণ এবং রাজকর্ম্মচারীগণ আগ্নেয়াস্ত্র সহিত "খবরদারি হো" বলিয়া দ্রুতবেগে তথায় উপস্থিত হইয়া রাক্ষস নিধনের চেষ্টা করিতে লাগিল।

বিগ্রহদ্বয় ইতিমধ্যে শবের প্রায় অস্থিসার করিয়াছিল, আগ্নেয়াস্ত্র দর্শনমাত্রই শীঘ্রগতি পলায়ন করিল; ব্রাহ্মণ চেতন পাইয়া "দুর্গা রক্ষা কর" "দুর্গা রক্ষা কর" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, অনাথা ও রামকৃষ্ণ বলিলেন ভয় নাই রাক্ষস পলা-ইয়াছে। ব্রাহ্মণ মাতৃ দেহ অস্থিসার দেখিয়া হাহারবে কপালে করাঘাত করিতে লাগিলেন। বীর শাস্ত্বনা পূর্ব্বক বলিলেন, আর কান্দিলে কি হইবে ঐ অস্থিই দাহ করুণ, সৌভাগ্যের বিষয় এই যে রাক্ষস আমাদিগকে গ্রাস করে নাই, ব্রাহ্মণ তদীয় কথানুসারে অস্থি দাহ করিয়া স্নান তর্পণাদি সমাপন করিল; জিতেন্দ্রিয় প্রভাতে অনাথার সহ স্নানান্তে পর্ব্বতারোহণ পূর্ব্বক শিবপূজা সমাপন করিলেন। ব্রাহ্মণ ভোজনান্তে পারণ সমাপন তীর্থ পর্য্যটন পূর্ব্বক দিন যাপনক্রমে ত্রিরাত্রি বাস করিয়া অনাথাকে প্রাগ জ্যোতীশ পুরে ভিন্ন ভিন্ন অনাদি স্থান দেখাইতে আরম্ভ করিলেন।

এমন সময় নানাদেশীয় যাত্রীকগণ এবং তীর্থবাসীগণ জিতে-ন্দ্রিয়কে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক দেখাইয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন। ঐ দেখুন মহাশয় কাল যে বালকটী অসম-সাহসে রাক্ষস দমন করিয়া শবদাহ করিয়াছিল, সেই বালকটী আজ নিলবরাহক্ষেত্র দেখিতে আসিয়াছে ; কেহ বলিল ধন্য বাপু, দীর্ঘজীবী হইয়া থাক ; তুমি যে চিরসুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে তাহার আর সন্দেহ নাই। কেহ বলিল ধিক আমাদের প্রৌঢ় বয়সে, আমরা প্রাণভয়ে কেহই শব দাহ করিতে গমন করিলাম না।

জিতেন্দ্রিয় এইরূপ প্রশংসা শুনিতেশুনিতে প্রথমতঃ নিল-বরাহক্ষেত্রে গমন করিয়া বলিলেন, দিদি পূর্ব্বে যে শুনিয়াছ হরি নিলবরাহ রূপ ধারণ করিয়া হিরণ্যাক্ষকে বিনাশ করিয়া দশনে পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছিলেন, এই স্থানে সেই বরাহ-দেব আবির্ভূত রহিয়াছেন। ধরিত্রী হরিদংষ্ট্রে উদ্ধৃতা হইয়া নারায়ণকে বরণ করিলে, নারায়ণ হইতে পৃথিবী গর্ভে এই স্থানেই নরকাসুরের জন্ম হয়। হরি কৃষ্ণাবতারে নরকাসুরকে বিনাশ করিয়া নরকসঞ্চিত ষোড়শসহস্র কন্যা গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। ঐ নরকাসুরের পুত্রই ভগদত্ত ; ঐ মহাত্মা বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য ছিলেন; তিনিই এই তীর্থকে পুনর্ব্বার সংস্কৃত করিয়া-ছিলেন ; মনে নাই ভারতযুদ্ধে যে ভগদত্তের যোজনপাদ হস্তীর কথা শুনিয়াছ এই সেই ভগদত্ত অধিকৃত প্রাগজ্যোতীশপুর ; দিদি, ঐ দেখ শম্ভুনাথ শিবের অধিষ্ঠিত স্থল, ঐ যে একটী উচ্চ বেদী দেখিতেছ ঐ বেদীতে বসিয়া পূর্ণানন্দ যোতির গুরু ব্রহ্মানন্দ গিরি ভগবতীর কৃপাপাত্র হইয়াছিলেন। ভ্রাতা ভগ্নী যখন এইরূপে ক্ষেত্র দর্শন করিতে লাগিলেন, এই সময় পাণ্ডা

ব্রাহ্মণেরা কোলাহল করিয়া বলিতে ল্যাগিল, নিলবরাহ দেখ্লুন্ ফরণামি খৈ, এগুলা এগুলা ফয়সা ছাই, মুশয়রা না দিলে খুথায় ফাইতাম্, কোন ব্রাহ্মণ জিতেন্দ্রিয়ের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বলিতে লাগিলেন।

(খৃষ্টঃ খরোথু খল্যাণং খংশ খুঞ্জর খেশরী।
খালিন্দী জল খল্লোল খুলাঅল খুথোঅলী॥

জাত কৌতকী জিতেন্দ্রিয় বঙ্গীয় উচ্চারণ শুনিয়া হাস্যরসে দ্রব হইতে লাগিলেন। অনাথা জিজ্ঞাসা করিলেন রামকৃষ্ণ, পাণ্ডাগণ কি পাঠ করিল? তুমি ও যাত্রিকগণ হাসিতে হাসিতে ঢলিয়া পড়িলে, বাড়িতে তো টোলে সংস্কৃত কথা শুনিয়া থাকি, আমরা স্ত্রীজাতি হইলেও দুই একটী কথা বুঝিতে পারি; কিন্তু ভাই পাণ্ডাদিগের তো ভাষার একাক্ষর বুঝিতে পারিলাম না। জিতেন্দ্রিয় বলিলেন, দিদি! ইহারি নাম বঙ্গ-ভাষা। উহাঁরা যে শ্লোকটী পাঠ করিলেন, উহা একটী আশীর্ব্বাদের শ্লোক আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। জল বায়ু মৃত্তিকার দোষেই উহাঁরা ঐরূপ বিকৃত বাক্য বলিয়া থাকেন। এই বলিয়া নিলবরাহের পাণ্ডাদিগকে কিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া স্বদেশে যাত্রা করিলেন।

জিতেন্দ্রিয় মধ্যাহ্নসময়ে শস্যক্ষেত্র দিয়া গমন করিতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন কেদারে বসিয়া ব্রাহ্মণেরা ধূমপান করিতেছেন, ধূমপানাভিলাষী জিতেন্দ্রিয় বলিলেন, ভট্টাচার্য্য-মহাশয়দিগের হুকটী অত্যন্ত মলিন হইয়াছে, উহাতে আর ধূমপান করিতে বাসনা হয় না। অধ্যাপকেরা বলিলেন হথ্যই থৈচ বাফু, খি খরবাম্ খদব্যাস্ খরূচি, হুম দেক্লে তীর অইতে

ফারতামনা ওহাডাআমড়ারগোনা থা অইলে আর এথ খালা ঐথ না, ওহাডা এই খৃযক ছাছাগো ছাছারা আইল বান্দ্যা খাদারআতে ওহা দৈর‍্যা থামাক কায়, থাইতে এথো খালা দেহায়। জিতেন্দ্রিয় বলিলেন, নারায়ণঃ আপনারা করিয়াছেন কি? যবনের উচ্ছিষ্ট পাত্রে কি করিয়া ধূমপান করিলেন। পণ্ডিতগণ বলিলেন বাফু বিশ্বামিথ্রফাথ্রে ফাথ্রাফাথ্র বিছার খি, আমড়ারগদ্যাশে হুগনাডাবা ছল আছুন, আট্যা অইলে জলঠাই আট্যা অইচে, ফাথ্‌থ আট্য: অয় নয় আমরাথো আর ওয়াই-নগো জল ফান খরি নয়, আমড়া জল প্যেলাইয়া হুগনাডাবা খরচি। জিতেন্দ্রিয় বলিলেন, বুঝিয়াছি আর পরিচয়ের কায নাই, নমস্কার; এই বলিয়া প্রদোষকালে এক ব্রাহ্মণের বাড়ী আতিথ্য স্বীকার করিলেন। ব্রাহ্মণ সমাদরের সহিত অতিথি সেবার ভোজ্যোপকরণ লইয়া অতিথিশালায় উপস্থিত হইলেন। অনাথা জিজ্ঞাসা করিলেন, রামকৃষ্ণ! অত্যন্ত দুর্গন্ধ হইতেছে কেন? জিতেন্দ্রিয় বলিলেন, দিদি! চুপ কর কথা কহিও না, আমি জিজ্ঞাসা করি, এইবলিয়া বলিলেন, মহাশয়! ভোজ্যের একপার্শ্বে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, ও কি উপকরণ দিয়াছেন, ব্রাহ্মণ বলিলেন, অফবিথ্র খিছুই নয়, হুড়ামাছ। জিতেন্দ্রিয় বলিলেন নারায়ণঃ আমরা আজ আহার করিব না, আপনার ভোজ্য ফরাইয়া লেন, ভোজ্য দেখিয়াই আমাদের ক্ষুধা শান্তি হইয়াছে। ব্রাহ্মণ বলিলেন, আফনি যদি হুড়ামাছ দেক্যা গিণ্ণা খরেন, থবে আমড়ারগ গড়ে খাছামাছ ফাথ খরা আচে দিথা-মুখি? জিতেন্দ্রিয় বলিলেন, আমরা কনজিয়া বৈদিক, পরান্ন খাই না। গৃহস্বামী বলিল আমি রামগথি ছাঠুর্য্যার দৌথ্র রামমাণিক্য বৈদিকের ফুথ্র, স্বশ্রেণীর অন্ন কাইলে দুষ খি।

জিতেন্দ্রিয় বলিলেন, এ কিরূপে হইতে পারে? চাটুয্যা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, আপনি বৈদিক, কিরূপে তাহার দৌহিত্র হইলেন? গৃহস্বামী বলিলেন, আমড়া বল্লালী মান্‌থাম্‌ না, আমড়ারগ দ্যাশে ছাতুর্বর্ণিক বিবাহ ফ্রচলিত আছুন্‌, বৈদ্য শূদ্রের খন্যায় আদান, ফ্রদান অয়, খিন্তু ছলাছল জাথীর শুন্মুন্দু অইল অছলের অন্ন জল ছল জাতী কায় না। শুনিয়া জিতেন্দ্রিয় বলিলেন আপনাদিগের দেশে অতি সুব্যবস্থা, এখনও সত্যযুগ প্রচলিত রহিয়াছে॥

গৃহস্বামী স্বক্রোধে বলিলেন, টাট্টা খরেন নাখি! দূষ গুণ হখল দ্যাশেই আছুন্‌, নেফালে মইশুর মাংশু কায়, হোরাষ্ট্রে মামার মায়্যা বিয়া খরে, বঙ্গে মচ্ছ মাংশু কায়, মোশয় ছন্দ্রদ্বীফে বিখ্রম্‌ফুরে ছাছাগো খাছা দৈ কায়, দুখানের ছিরা কায়, পুঠানি খরেন খেন্‌, জানি জানি আপনারগ গঙ্গা ফাইরা লুকের ব্যাবার জানি, খুলের বধু বেশ্যাবৃত্তি খরে, ঐঠালের বাত কায়, গড়ে গড়ে বরম্‌জ্ঞানী গড়ে গড়ে কিস্টান্‌।

মুথ্যা না ফানি লয়, আজ্ঞা না উচে।
খুণ্থা দিয়া মার্গো ছাটায় থ্যানা দিয়া মুচে॥

মুশয় গো? গঙ্গা ফারের নবদ্বীফের আছারও জান্‌থাম্‌, থ্যাবোল বাইড়ের পুঠানি মাত্র হার; আমড়ারগ দ্যাশের লুক বল্লালের নাম লৈয়্যা ঐ হালার খপালে জারু মারেণ। বল্লালে নিব্বংশ্যায় ফুতেন্‌ অইথ মুশয়গো জাথঠা মাছে। বল্লালী মাইন্যা, খুরীবচ্চরিয়া মায়্যা গড়ৎ রাইখ্যা জম্বর খরেন্‌ অয়থো এক বুড়িয়্যা খুলীন্‌রে দরিয়া ফন্‌ছাসঠা মায়্যা গলায় গাইথ্যা দেন হে বারুয়াথ জন্মের মদ্যে মায়্যার লগে আলাফই খরে না, মায়্যা গুলান ব্রষ্টা অইয়্যা গর্ব্বস্রাব খরিয়া ফিতৃফুরুষ

নরখে ডুবাইয়া দ্যায়। খি খৈন্, খানায় বলে ঠেরা ছোক্ষু বাল্য না, যে য়্যাংরাজি ম্ল্যাচ্ছবাসা উচ্চারণ খরে, আমডারগ দেশে ঐ খান্‌রে বরাম্মণই খয় না।

জিতেন্দ্রিয় কলহ ভয়ে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণের বাক্যে কোন উত্তর না করিয়া উপবাসেই যামিনী যাপন করিলেন; প্রভাতে উঠে স্বদেশে যাত্রা করিয়া ক্রমে ক্রমে মান্দারে উপস্থিত হইঁলেন, সর্ব্বমঙ্গলা জিতেন্দ্রিয়ের অসমসাহসিকের বৃত্তান্ত মান্দারবাসী-দিগের নিকট ঐ সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। জিতেন্দ্রিয় কিছুদিন পরেই অধ্যয়নে যাত্রা করিলেন।

অধ্যয়ন বৃত্তান্ত।

বিক্রমাদিত্যের বিক্রমপুর নগরে মেদিনীমণ্ডল নামক একটী গ্রাম আছে, তথায় গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী নামক এক অধ্যাপক আছেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় কখনও অপলাপ বাক্য বলিতেন না। বিক্রমপুরে তৎকালে বাগ্মিয়ার সমাজ অত্যন্ত প্রজ্জ্বলিত ছিল, উক্ত সমাজের অধ্যক্ষগণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন; অর্থাৎ সভায় শাস্ত্রীয় বিচার হইলে জয় পরাজয় দেখিয়া ষোলআনা পণ্ডিতকে আঠার আনা করিতেন এবং চৌদ্দআনা পণ্ডিতকে ষোলআনা করিতেন; এবং পণ্ডিত মাত্রকেই ক্ষমতানুসারে পদে প্রতিষ্ঠিত করি-তেন। কিন্তু চক্রবর্ত্তী মহাশয় সামাজিক পরীক্ষা উপস্থিত হইলে প্রায়ই পরাজিত হইতেন; পরাজিত হইলেও চক্র-বর্ত্তী মহাশয়কে সমাজপতিরা কখনই নিম্নশ্রেণীতে ভুক্ত করি-তেন না, বরং উত্তরোত্তর তাঁহার উন্নতি বৃদ্ধি করিয়া দিতেন।

কারণ, তৎকালে বিক্রমপুরে ইহা সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ ছিল যে গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ভ্রমেও কদাচ অফল বাক্য বলিয়া প্রতি-পক্ষকে বঞ্চনা পূর্ব্বক সভার জয় বাসনা করেন না, বরং ফল কথা উপস্থিত না হইলে পরাজয় স্বীকার করিয়া বলিয়া থাকেন আমি ইহার সদুত্তর বলিতে পারিলাম না। জিতেন্দ্রিয় যেদিন পাঠার্থী হইয়া বিক্রমপুরের বহুটোল ভ্রমণপূর্ব্বক মেদিনীমণ্ডলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন প্রবোধ বন্ধুর মুখে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এইরূপ প্রসিদ্ধ মাহাত্ম্য শুনিয়া তাঁহাকে অধ্যাপক স্বীকার করিয়া অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। অল্পকাল মধ্যেই কৌমার ব্যাকরণ শেষ হইল, পরে আগমশাস্ত্র পড়িতে একান্ত বাসনা হইল। কিন্তু সংসারের আয়ের অভাব হেতু অধ্যয়ন ব্যয় সংগ্রহ হইতেছে না। ঐ সমকালীন মেদিনীমণ্ডলে একটী অভিচার দর্শন করিয়া প্রবোধকে বলিলেন, ভাবিয়াছিলাম আগমশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ ফল অনুভব করিব, কিন্তু ভাই, আগমশাস্ত্রে নমস্কার, এমন পাপীষ্ঠশাস্ত্র যেন কেহ অধ্যয়ন করে না। আহা! কি সর্ব্বনাশ এ শাস্ত্র জানিলে তো এইরূপ লোকের সর্ব্বনাশ করিতে প্রবৃত্তি হয়, আর কাজ নাই অন্য কোন শাস্ত্র আরম্ভ করা যাক্। প্রবোধ বলিল, সতীর্থ! কিছুদিন দেখ ভাই, দেখিতে দেখিতে প্রায় সকল শাস্ত্রেই এই রূপ অশ্রদ্ধা হইয়া উঠিবে। আর ভাবিয়া কায নাই চল এবার বুধাষ্টমী যোগে ব্রহ্মপুত্র দেখিয়া আসি। এই পরামর্শ স্থির করিতে করিতেই ব্রহ্মপুত্র বুধাষ্টমী যোগ উপস্থিত। অধ্যাপক-দল, বিদ্যার্থীদল যুথে যুথে তীর্থযাত্রা করিল, অনুপায় ভাবিয়া রামকৃষ্ণ ও প্রবোধ পণ্ডিতগণের সঙ্গী হইলেন। ক্রমে ক্রমে লোহিততীর্থে উপস্থিত, বৈধকার্য্য সমাপ্ত করিয়া পণ্ডিতদিগের

সাহায্যেই কিঞ্চিৎ লঘু ভোজন করিলেন। এদিকে পণ্ডিতগণ বিশ্রাম না করিয়াই যেন কোথায় গমনোদ্যোগী হইতেছে। দেখিয়া জিতেন্দ্রিয় বলিলেন, পণ্ডিত মহাশয়গণ! কোথায় গমন করিতেছেন? পণ্ডিতজাতি নিতান্ত ক্রোধী; দন্ত প্রকটিত করিয়া বলিলেন, তুমি ছেলে মানুষ তোমার সে কথায় কায নাই; শুনিবা মাত্র জিতেন্দ্রিয় বিমর্ষ হইয়া বসিলেন।

আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥

ইদানীং এ লক্ষণের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব পণ্ডিতে লক্ষ্য হইতেছে; কাম ক্রোধাদি জয় করাই বিদ্যালাভের এক মাত্র ফল, বর্ত্তমান পণ্ডিতগণ বরং বিদ্বান হইয়া রিপু বাধ্য হইয়া থাকেন, হয়তো পণ্ডিত মহাশয় পূর্ব্বদিক গমন করিতেছেন, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেন উত্তর দিকে যাইব, সে কেবল কথার কথামাত্র, ফলতঃ এইরূপ স্বভাবাপন্ন পণ্ডিতের উত্তর সম্পর্কীয় বস্তুর অধিকার নাই। যাহারা একটা কথার সদুত্তর করিতে বিমুখ তাহাদের উত্তরকাল, উত্তরদেশ, উত্তর পথপরিষ্কার সুখ বৃদ্ধি এবং হৃদয়াকাশে উত্তরার্কের সমুদয়ের কদাচই সম্ভব নাই ফলতঃ ইহাদের পুনঃ২ দক্ষিণদিকেই গমন করিতে হইবে, সে দিকেরই পথ পরিষ্কার হইতেছে, একবার দক্ষিণ যাইবেন পুনর্ব্বার পূর্ব্বে আগমন করিবেন। পণ্ডিতদিগের কথায় আর কাজ নাই, কারণ, ইহা সাধারণ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন, পণ্ডিতগণ স্বব্যবসায় চলিলেন, নিজ নিজ পুত্র ভ্রাতৃ পুত্র, তাহারাও সঙ্গে চলিলেন, কেবল জিতেন্দ্রিয় ভাবিয়া ব্যাকুল, আমি কি করিব।' এই সময় প্রবোধচন্দ্র জিতেন্দ্রিয়কে বলিলেন, ভাই চিন্তা করিও না। চল আমরাও ভ্রমণে যাইব, প্রবোধ বিশেষ শান্তিপুরের লোক, কাহাকেও ভয় করিয়া

কথা কহে না, বলিলেন, সতীর্থ উহারা দান গ্রহণার্থ চলিল, ভয় কি! উহারাও ভিক্ষার্থী, আমরাও ভিক্ষার্থী, উহাদের ক্রীত বিত্তে আমরা যাইব না; এবং উহাদের নৌকা নয়, শিবিকা নয়, অশ্ব নয়, রথ নয়, শকট নয়, রাজপথ সাধারণেরই সমান অধিকার। আমি শুনিয়াছি যশোহরের সেই দুর্দ্দান্ত তালুকদার বুধাষ্টমী যোগে স্নান করিতে আসিয়াছে, চল আমরাও যাই; এই বলিয়া জিতেন্দ্রিয় সতীর্থের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দুর্দ্দান্ত বাবু লোহিত জলে তরণী মধ্যে বসিয়া আছেন। অতি ভীষণ আকার, শার্দ্দূল নেত্রের ন্যায় নয়নযুগল সতত ঘূর্ণিত; আকার ধীবর হইতেও বীভৎস্য, দন্তুর বদন হইতে সততই অশ্লীল বাক্য বিনির্গত হইতেছে; একেত শ্যামল তরণী, দ্বিতীয়তঃ তালুকদারের ভীষণ আকার দেখিয়া বোধ হইল ঠিক যেন কুম্ভীর পৃষ্ঠে একটী ভয়ানক দানব উপবেশন করিয়াছে; এদিকে পণ্ডিতগণ লোহিততীরে দণ্ডায়মান, সকলেরই রুক্ষ কলেবর মলিনবসন ও হরিনামাবলীতে সমাবৃত, উর্দ্ধকলেবর, মুণ্ডনমুণ্ডে শিখাগুচ্ছ মন্দ মন্দ সমীরণ বেগে যেন দূর দূর রবে উড়িয়া পণ্ডিত দিগকে বলিতেছে; পড়িয়াছ, পড়াইয়াছ, আর ধনীর কাছে কেন, দূর দূর হও! মলিন যজ্ঞোপবীত, মলিন কলেবর, মলিন বসন, মলিন অন্তঃকরণ, মলিন নয়ন, ধনাহরণ চিন্তায় ব্রহ্মাণ্ডই মলিন দেখিতেছেন। বহুবিধ অন্নদাসের সহিত তালুকদার জলে অবস্থান করিতেছেন এবং বহু ছাত্রের সহিত পণ্ডিতগণ কূলে দাঁড়াইয়া আছেন, বোধ হইল যেমন লোহিত জলে একটা শব ভাসিতেছে, তোষামোদক বায়সগণ গলিত মাংস ভোজন করিতেছে ফেরু পণ্ডিতগণ তীরে বসিয়া হা হা

রবে ফেৎকার করিতেছে। একটী সঙ্কীর্ণ দারুসোপান তরণী হইতে তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, খোট্টা বীরগণ নীললোহিত বসনাবৃত কলেবরে দেহের বিভীষিকা দেখাইয়া "কৌন," "কৌন" রবে গর্জ্জন করিতেছে; কাহারও সাধ্য নাই যে, বিরূপাক্ষের নিকট গমন করিতে পারে। এইরূপ মহাব্যাপার উপস্থিত। পংক্তিক্রমে সোপানে আরোহণ করিয়া পণ্ডিতগণ দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—শ্রুত্বাপী দূরে ভবদীয় কীর্ত্তিং, করণৌচ তুষ্টৌ নচ চক্ষুষীমে, দ্বয়োর্ব্বিবাদং পরিহর্ত্তু কামঃ, সমাগতোঽহং ভব দীক্ষণায়। শুনিবা মাত্র দৈত্যবর সুগম্ভীর কর্কশ রবে বলিলেন,—তেয়ারি, সব ভটাচার্য্য লোক্কো একদম নিকাল দেও। পাঠক মহাশয় কি বলিব দুর্ব্বৃত্তের আদেশ করিবার অপেক্ষা, কিন্তু খোট্টা বীরদিগের অনুষ্ঠানের আর কিছু অপেক্ষা হইল না, যেমন শিক্ষিত সারমেয় ন্যায় ভাগ ভাগ বলিয়া সোপাণাগ্র উত্তোলন করিয়া ধরিল, অমনি ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ ঝুপ ঝাপ করিয়া লোহিত জলে বিসর্জ্জন হইতে লাগিল। পণ্ডিতেরা অতি ক্লেশে হাপুডুবু খাইতে খাইতে ঢক্কাকার উদরে কুলে উঠিয়া বলিল, তোমার বাপ নির্ব্বংশ হউক, পাপিষ্ঠ বেটা দান করিল না, কেবল প্রলোভন ঘোষণা করিয়া নিরপরাধে আমাদের নিগ্রহ করিল। ব্রহ্মণ্যদেব! তোমার পাদপদ্ম ব্যতিরেকে ব্রাহ্মণের আর কিছুই সম্বল নাই। অতএব ইহার সুবিচার তুমিই করিও। শূদ্রাসুর বলিল, তেয়ারি! আবি সব লোক্কো পাকড় ল্যাও; শুনিবামাত্র শৃগাল তাড়িত মেষের ন্যায় অধ্যাপকগণ পলায়ন করিতে লাগিল। এই দেখিয়া জিতেন্দ্রিয় বলিলেন বন্ধু! চল আর আমাদিগের এস্থানে বিলম্ব

করা উচিত নয়। দুষ্ট তালুকদার ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়াছে, আমাদের ধরিতে পারিলে এখনি দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিবে। ঐ অকৃতজ্ঞ কুলের কিছুই অকর্ত্তব্য নাই, শুনিয়াছি উহাদের আদিপুরুষ তোমাদিগের আদিপুরুষের সহিত বঙ্গে আগমন করিলে আদিশূর যখন জিজ্ঞাসা করেন তুমিও কি বসু মিত্রাদির ন্যায়..এই ব্রাহ্মণের শিষ্য? তখন বলিয়াছিল, "দৈত্য কার ভৃত্য নয় সঙ্গে এসেছি," এইরূপ বলিতে বলিতে সতীর্থের সহিত যেস্থানে পরশুরাম মাতৃহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই ভৃগুরামের মন্দিরে আসিয়া বসিলেন। মুখ নিতান্ত মলিন, অশ্রুপূর্ণ নয়ন যুগল, ভবিষ্যত ভাবিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিতে লাগিলেন, ভাই সতীর্থ ভাবিয়াছিলাম দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিব, জ্ঞানী হইব, এইত প্রত্যক্ষই দর্শনের ফল দর্শন হইল। আহা! এই সকল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ সকলেই নানা দর্শনশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন; দর্শন শাস্ত্র পড়িয়া কি চরমে এইরূপ ফলভোগ করিতে হয়? উহারা অকৃতজ্ঞ শূদ্রের নিকটে ধনকণা লাভের প্রত্যাশায় একবারে অপমানসাগরে নিমজ্জিত হইলেন; লাভের কথা দূরে থাকুক, লোহিত জলে ডুবিয়া যে প্রাণমাত্র লাভ করিয়াছেন ইহা তাঁহাদের পরম লাভ। "ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ" আহা! ব্রহ্মণ্যদেবের উপাসক বলিয়াই উহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, আজ ধনকণা লোভে জঘন্য বিষয়ী কীটের উপাসনা না করিয়া যদি যাহার উপাসনা করিলে ঐহিক সুখ, পরলোক সুখ, অবিদ্যার বিনাশ, তত্ত্বজ্ঞানের সমুদয়, তৎপদার্থের সারূপ্যতা অনায়াসে সুলভ বলিয়া বোধ হয়,—সেই ব্রহ্মণ্যদেব গোবিন্দের উপা-

সনা করিত, তাহা হইলে শূদ্রোপাসনায় যেরূপ জলমগ্ন হই-য়াছে, এরূপ কদাচ হইত না; বরং গম্ভীর ভব জলধি হইতে অনায়াসেই উদ্ধার হইতে পারিত। আহা! কি দুঃখের বিষয়, ধনী ও রমণীর নিকটে যদি বিদ্যালাভ করিয়াও ধন ও কামের নিমিত্ত লালায়িত হইতে হইল, তবে আর তন্ন তন্ন করিয়া নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার প্রয়োজন কি? শুনিয়াছি—"যস্তু ক্রিয়াবান্ পুরুষ স বিদ্বান্" বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়াও যদি গুরুবাক্য বিশ্বাস পূর্ব্বক বাঞ্ছাকল্পতরু গোবিন্দের উপাসনা করা যায়, তাই একমাত্র বিদ্বানের বিদ্যালাভের চরম ফল। উহারা যে রত্ন কখন লাভ করেন নাই এবং লাভ করিবারও প্রত্যাশার স্থিরতা নাই। অমুক দান করিবে, কেবল এই মনের সংকল্প করিয়াই ইতস্তত ধাবিত হইতেছে, সতীর্থ, গীতা ও শান্তিশতকটি কাতন্ত্র বটে, কিন্তু গীতোপনিষদে ও শান্তিশতকে যে সকল বিষয় উপদেশ রহিয়াছে, দর্শন সাহিত্য মাত্রই জানিনা বটে, বোধ হয় পণ্ডিত মহাশয়েরা গীতা ও শান্তিশতকের অনুরূপ ব্যবহার করেন না, তাহা হইলে পণ্ডিত মহাশয়দিগের আর ঐরূপ জলে ঝাঁপদিতে হইত না। সেবার তোমার সহিতইতো এই দুইখানি গ্রন্থ পড়িয়াছিলাম, অধ্যাপক যেরূপ বুঝাইয়া-ছিলেন কৈ সেরূপ তো পণ্ডিতদিগের কোন ব্যবহারই দেখি-তেছি না। পণ্ডিতেরা সততই বলিয়া থাকেন, "আশায়াশ্চৈব যেদাসাস্তেদাসা জগতামপি, আশা দাসীকৃতা যেন তস্যদাসা-য়তে জগৎ" ইহারা যদি আশাদাস না হইয়া আশাকে দাসী করিতেন, সুতরাং জগত স্বয়ংই ইহাদের দাস হইত। ধনীর নিকট ভিক্ষার সময় যাচকের যে অবস্থা হইয়া থাকে বিবেচনা করিলে মরণাবস্থার সহিত প্রায় তাহার তুলনা করা যায়, স্বর

হ্রস্ব, চরণ অচল, হৃৎকম্প, মস্তকবেদনাদি যাতনা মরণ যাচনে সমানই হইয়া থাকে। অতএব বোধ হইতেছে যে শাস্ত্রের বাধ্য হইয়া পণ্ডিতেরা ব্যবহার করিতেছেন না। সতীর্থ মোটামুটী শুনিয়াছি ভগবানে ভক্তি করাই বিদ্যালাভের এক মাত্র ফল, "গর্ভস্থস্যৈব যঃ পূর্ব্বং স্তনে কল্পিতবান পয়ঃ, শেষ বৃত্তিবিধানায় স কিং সুপ্তোথবা মৃতঃ" গর্ভস্থ জীব কি পান করিবে ইহা ভাবিয়া যে ভগবান জন্মের পূর্ব্বে মাতৃস্তনে দুগ্ধ সঞ্চয় করিতেছেন, সে জীব বর্দ্ধিষ্ঠ হইয়া কিরূপে জীবিত থাকিবে, ইহার ব্যবস্থা না করিয়া কি তিনি লীলা সম্বরণ অথবা নিদ্রালাভ রহিয়াছেন, তাহা কখনই নয়। তিনি সততই বিশ্ব ভরণে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, ইহা জানিয়া পণ্ডিতেরা বৃথা ধনের উপাসনা করিতেছেন। যাহারা বিশ্বকর্ত্তা হরির প্রতি ভক্তিরসে প্লাবিত হইয়া আনন্দমূর্ত্তির চিন্তা করেন, তখন তাহাদের প্রেমানন্দসলিল পক্ষিগণ নির্ভয়বিশ্বাসে পান করিয়া পরিতৃপ্ত হয়, শ্বাপদ জন্তুগণ উপজাত বিশ্বাসে অঙ্কারোহণ, কেহ কেহ বা বিষাণে গাত্র কণ্ডুয়ন, গাত্রলেহন করিয়া প্রেমরসে ভাসিতে থাকে। আর ইহারা মনোবিলাস মাত্র স্রক্‌চন্দন, বনিতা, সশস্যক্ষেত্র, প্রভৃত্ব বাসনায় দুর্লভ মানবদেহ শেষ করিতেছেন; "শুক ইব পঠামঃ পরমমী" অর্থাৎ শুকপক্ষী যেমন হরিনাম বলিতে জানে, কিন্তু তাহার একাক্ষরেরও অর্থ বুঝিতে জানে না। তেমনিই পণ্ডিতেরাও নানা শাস্ত্র পড়িয়া তাহার অনুরূপ অনুষ্ঠান করিতে জানে না। শীহ্লনের এই কথাটীই কেবল ইহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছে, ভাই সতীর্থ এই শ্লোকটী মনে পড়ে কি? "জন্মেদং বন্ধ্যতাং নীতং ভবভোগোপলিপ্সয়া কাচ মূল্যেন বিক্রীতোহন্তচিন্তামণির্ময়া" সতীর্থ—ভাই

ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে, অর্থাৎ তুচ্ছ ভববাসনায় নর জন্মমণি হারাইলাম। শাস্ত্রের ফল বনে বসিয়া বিষ্ণুচিন্তা করা বটে, পণ্ডিতগণকে বৃথা অনুযোগ করিতেছি; বোধ হয় বৈরাগ্য সহিত বনেবাস করা বড়ই কঠিন; কিন্তু সংসারে থাকিয়াও ভক্তি বৈরাগ্য লাভ করা দুঃসাধ্য। কিকরি, পররাজ্যে বাস করিয়া আর ভক্তিলাভের উপায় দেখিতেছি না; পণ্ডিত হইলে তো উহাদের মতন সংসারদায়ে ধনী দ্বারে দ্বারে দেহি দেহি করিয়া দুঃখ সাগরে ভাসিতে হইবে। আহা! আমার বৃদ্ধ মাতা পিতা প্রভৃতি বহু পরিবার ইহাদের প্রতিপালন অথচ ধর্ম্মরক্ষা কিরূপে হইবে; পণ্ডিতের বৃত্তি ভাবিলেও তো প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, অক্ষত্রিয় রাজ্যে ব্রাহ্মণের নরকভোগ করিতে জন্ম হইয়াছে। সতীর্থ! তুমি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ তোমার কোন চিন্তা নাই, তোমরা সরল জাতি, সময়োচিত ব্যবহারে তোমাদের নিন্দা নাই, আমাদের পাশ্চাত্য বৈদিকের বড় সুন্দর হৃদয় নয়, পদে পদেই নিয়মাবদ্ধ; কিন্তু আমাদেরইবা দোষ কি ভাই? এদেশ তোমরাই অগ্রে অধিকার করিয়া শূদ্র বৈদ্যকে দ্বিজপদ দিয়াছ, তোমাদের সর্ব্বত্রেই সমাদর; আমাদিগকে আধুনিক বৈদিক ব'লে, প্রায় সকলে বলে বল্লাল তোমাদিগকে মেল দেন নাই তোমাদের গৌরব কি? সতীর্থ! রাঢ়ী, বারেন্দ্র, শূদ্র বৈদ্যের এ অধিকৃত দেশ, তোমাদের মন রাখিয়া এদেশে বাস করিতে হয়; শূদ্র বৈদ্যকে অভিলষিত বেদ বাক্য না বলিলে আর তাহাদের নিকটে এক কপর্দ্দকেরও প্রত্যাশা নাই। ভাই "একংসঙ্কুলতোঽন্যৎ প্রচ্যবতে" সংসার রক্ষা করিতে হইলে বেদ রক্ষা হইবে না, বেদ রক্ষা করিতে হইলে সংসার রক্ষা

হইবে না। আমি আর দর্শন শাস্ত্র পড়িব না, এইবার টোলে যাইয়াই এ জন্মের মতন পুথি বাঁধিব। জিতেন্দ্রিয় এইরূপ উদার বাক্য বলিতে বলিতে সতীর্থের সহিত ভৃগুরামের আশ্রম ত্যাগ করিয়া বিক্রমপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ঐ দিন আর আহার সংঘটন হইল না; ব্রহ্মপুত্রের অনতিদূরে শাদ্দিগ্রামে গোস্বামীদের দেবালয়ে আসিয়া অতিথি হইলেন। তথায়ও বহু লোকের সমাগম; স্থানাভাবে, অতিক্লেশে অনাবৃত স্থানে সতীর্থের সহিত কালযাপন করিতে লাগিলেন। ক্ষুধা তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইলেও বসন্তকালে সুখবায়ু লাভে অনাবৃত স্থানে থাকিয়া বড় ক্লেশ বোধ করিলেন না।

শাদ্দি আসিয়া শুনিলেন ঢাকার যবনগণ যাত্রিকের বৌ চুরি করিয়াছে; কেহ বলিতেছে, কি কুক্ষণে ব্রহ্মপুত্রে যাত্রা করিয়াছিলাম ধন, প্রাণ সকলই হারাইলাম, এমন যবনপ্রধান দেশ জানিলে এ তীর্থে কে আসিত! কাল ব্রহ্মপুত্রে স্ত্রীরত্ন হারাইলাম, কেহ বলে এমন তীর্থের মুখে আগুন, যে স্থানে আসিলে জাত হারাইতে হয়, সে কখনও তীর্থ নয়, সে সাক্ষাৎ কুম্ভীপাক নরক। আহা! এ দেশে কি রাজা নাই যে দুষ্ট যবনদিগকে শাসন করিতে পারে। যদি দুর্ব্বল রাজা হয় তবে তাহার দেশে দেশে ঘোষণা করা উচিত, যে ব্রহ্মপুত্রে কেহই বুধাষ্টমী যোগে যাইও না! তাহা হইলেতো কেহই এ পাপস্থানে পুণ্য করিতে আসিত না! ধিক্ ধিক এ দেশের হিন্দুগণের প্রতি, ইহারা যবনের মুখমধ্যেই বাস করিতেছে, ইহাদের উচিত এদেশের মুখে আগুন দিয়া বনে প্রবেশ করা। এইরূপ অনেকেই ভগ্নী, পত্নী হারাইয়া হাহাকার রব করিতেছে, দুই বন্ধু ইহা শুনিয়া দুঃখে মৌনাব-

লম্বন করিলেন। ইতিমধ্যে প্রভুরা উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন " মহাপ্রভুর ভোগ হইয়াছে কে প্রসাদ লইবে শীঘ্র আসিয়া প্রসাদ সেবা কর। শুনিয়া সতীর্থ বলিল, ভাই প্রসাদের ডাক হইতেছে, চল আমরাও প্রসাদ পাইব। জিতেন্দ্রিয় হাসিয়া বলিলেন, সতীর্থ আমরা বৈষ্ণবানন্দ কুলে জন্মিয়াছি বটে কিন্তু কোন পুরুষেও গৌরাঙ্গ প্রসাদ সেবা করি নাই, চৈতন্য যে সকল উপদেশ দিয়া জগদুদ্ধার করিয়াছেন, তন্মধ্যে এমন কোন কথাই নাই " আমি বিষ্ণুর অবতার; আমায় তোমরা পূজা কর; গোস্বামীগণ স্বার্থসাধন হেতু গৌরাঙ্গের কৃষ্ণাবতার কল্পনা করিয়া তুলিয়াছেন ; উহারা অন্তঃকালঃ বহির্গৌর এই অমূলক বাক্য বলিয়া চৈতন্যকে বিষ্ণুর প্রায় অবতার নিশ্চয় করিয়াছে, বিষ্ণু যখন যে রূপ ধারণ করেন পুরাণ মাত্রেই তাহার সযুক্তি প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। দেখ ভাই, সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ইত্যাদি গীতাবাক্যে বিষ্ণুর কৃষ্ণাবতার সপ্রমাণ হইতেছে, অন্তঃকৃষ্ণ প্রমাণের তো অদ্যাবধি মূলই লাভ হইল না। কিন্তু ভাই গৌরাঙ্গের অন্তর্বাহিরে গৌর, তবে ঐকথাটীতে গোস্বামীকে লক্ষ্য করিতেছে, উহাদেরই অন্তরে কাল বাহিরে গৌর, মনে একভাব মুখে এক ভাব, ভাই উহারা এবং মাতাল শাক্ত বামনেরাই জগৎ ডুবাইল ; চৈতন্য পুরুষোত্তমে, কোন সময় স্থূলতণ্ডুল বিনিময়ে স্ত্রী জাতির নিকট হইতে সূক্ষ্মতণ্ডুল আনিয়াছে এই দোষে একটী সহচরকে জন্মের মতন ত্যাগ করিয়া বলিলেন "পদ্ম্যামপি ক্বচিৎ ভিক্ষুর্নস্পৃশেৎ দারুসুন্দরীং" উহারা সাধুর কলঙ্ক স্বরূপ পবিত্র চৈতন্যধর্ম্মে দোষারোপণ করিয়া শিশ্নোদরপর বর্ণশঙ্করদিগকে দণ্ড কমণ্ডলু দিয়া সচ্ছন্দে তাহাদের অন্ন গ্রহণ

করিতেছে, তাহারাও নিঃশঙ্কে পরদারপরায়ণ হইয়া নরকের পথ পরিষ্কার করিতেছে, উহারা অত্যন্ত দ্বেষপরায়ণ, শিবশক্তি নাম মাত্রেই বধির হইয়া ঋষিবাক্যে অবিশ্বাসী, অথচ বায়ুবৎ সর্ব্বগামী, অগ্নিবৎ সর্ব্বভোগী; অতএব উহাদের অন্ন গ্রহণ করা উচিত নয়। পাঠক মহাশয়, প্রবোধের সহিত জিতেন্দ্রিয় ক্ষুধার্ত্ত দুঃখার্ত্ত হইয়া এইরূপ উচিত আলাপ করিতেছিলেন এমন সময় বিক্রমপুরের অধ্যাপকগণ বলিতে লাগিল; শন শন বাসী তুমি কি পর, পৌরা নাকি, কাট্টোলে পর? জিতেন্দ্রিয় বলিলেন, আজ্ঞা, মেদিনীমণ্ডলে গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর নিকটে আমি কৌমার ব্যাকরণ সমাপ্ত করিয়াছি। অধ্যাপক বলিলেন, বল কি চক্রবর্ত্তী দাদার পৌরা, তুমি শিশু-প্রাচীনতা কর ক্যান্, খাচ্ খাচ্ না খাচ্ না খাচ্ ক্যাচ্ক্যাচাস্ন ক্যান্; কেহ বলিলেন, পরসাদ না খাও চিরা নি খাইবা। পাঠক মহাশয় বিক্রমপুর বিভাগে পণ্ডিত মহাশয়দিগের শুষ্কান্ন এবং শ্রীক্ষে-ত্রান্ন ইহার কিছুই প্রভেদ নাই। "প্রাপ্তিমাত্রেই ভোজন"। জিতেন্দ্রিয় বলিলেন, পণ্ডিত মহাশয় এ রাত্রিকালে চিড়া কোথায় পাইব। পণ্ডিত বলিলেন, ক্যান্ কত খাইবা খাও যত চাও ততই পাইবা, শন নয় যে (টাইটুলার চিরা ফতুল্লার খিরা) চাওত বল চিরা খিরা সাপচিনি পাইবা। জিতেন্দ্রিয় বলি-লেন মহাশয় আমরা কোনদিনও স্বয়ং প্রস্তুত না করিয়া ঐ সকল বস্তু গ্রহণ করিয়া থাকি না। পণ্ডিত সক্রোধে বলিলেন, বাউয়া তর বারি কৈ, ফুটানি করচ ক্যান্; কিনা চিরা খাচ না, চাটচ, শাস্ত্র জানচ না, শুষ্কান্নেত দোষৈ নাই। আনরে চিরা, আমরা খাইমু. ওটা অমৃতেই থাক। এই বলিয়া পণ্ডি-তেরা চিপিটক ভক্ষণ আরম্ভ করিয়া বলিলেন, বাসী তুমি কি

বৈদক? জিতেন্দ্রিয় বলিলেন, হাঁ, আমি বৈদিক শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ বটি, পণ্ডিতগণ বলিলেন, বৈদকের পোল্লা ফুটানি করচ ক্যান্. বৈদকরে ত বামনের মদ্যে গণিয়ই না. আদিসুরে যখন আমাগ আন্‌ছিল তোমরা তখন আছিলা কৈ? জিতেন্দ্রিয় বলিলেন মহাশয়দিগকে আদিসুর আনিয়া জাতিভ্রষ্ট করিয়াছে, তাহার আবার গৌরব কি? আমরা যদি তৎকালে এদেশে আসিতাম, তবে আমাদেরও জাতিঃপাত হইত; মহাশয়েরা আদিসুরের কথা উত্থাপন করিয়া আর গৌরব করিবেন না; ভাবিয়া দেখুন, আদিসুর যদি আপনাদিগকে এদেশে স্থাপন না করিত, তবে আর বহুবিবাহ ও কন্যাগণ নরকে আপনাদিগকে মজিতে হইত না। পণ্ডিত বলিলেন শন শন ব্যাটার কথা শন আমরা কুলিনের সন্তান, ব্যাটা জাত বিক্রুক বৈদক খাইতে দিলে খাচ্, না খাইতে দিলে না খাচ্, আমাদের অন্ন খাইয়া বাচচ্ এট্টু জমাইয়া কথা কচ্‌না। জিতেন্দ্রিয় বলিলেন, একথা অস্বীকার করিতেছি না আপনাদিগের অন্ন বল্লেই আমরা এ দেশে বাস করিয়াছিলাম, কিন্তু যদবধি মহাশয়েরা কুলীন নাম ধারণ করিয়াছেন, তদবধি আর আপনাদের অন্ন আমরা গ্রহণ করিয়া থাকি না। সক্রোধে পণ্ডিতগণ বলিলেন শন শন ব্যাটা আমাগ ব্যঙ্গ করচে, ক্যানবে ব্যাটা আমাগ কুলীনত্বে কি জাত গ্যাছে, "চাঁদ ফরিরের বয়, ছালায় কথা কয়"; তগ আখরাই বৈদিকের অ্যাকথাটা জানচ্ ত? অ্যাবং তাগ অন্ন খাচ্ ত? জিতেন্দ্রিয় বলিলেন উত্তম বলিয়াছেন, হাজি সংসর্গে যে সকল ব্রাহ্মণদিগের জাতিপাত হইয়াছিল তাহারা স্পষ্টতই যবন বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, তবে নিষ্পাপি গ্রামবাসী ব্রাহ্মণদের সংসর্গ করিলে

অপরাধ হইবে কেন ? "নাথাই চট্টের কন্যা হাসাই থানদারে, সেই কন্যা বিয়া করলেন বন্দ্য গঙ্গাধরে"; মহাশয়েরাতো হাসাই নাথাইকে পরিত্যাগ করেন নাই, বরং তাম্রপাত্রে অম্ল মিশাইয়া তাহাকে অর্ঘ্যপাত্র করিয়া রাখিয়াছেন। পণ্ডিতগণ শুনিবামাত্র বলিলেন বড় সন্তুষ্ট অইলাম, যাহাই ঔক "শত্রোরপি গুণাবাচ্যা" তোমার ন্যায় উচিতবক্তা বৈদকশ্রেণীতে অত্যন্ত দুর্ল্লব বৈল্যা বোদ অইতেছে; বাপু তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব দেখি তুমি তাহার সদুত্তর কর্‌তে পার কি না। জিতেন্দ্রিয় বলিলেন, যথাসাধ্য উত্তর করিব আদেশ করুণ। পণ্ডিতগণ বলিলেন, অ্যাতক্ষণ তুমি যে সকল আত্ম-পরিচয় প্রদান কর্‌ছ তাহাতে তোমাকে সেই প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবানন্দ কুল সম্ভূত বৈষ্ণব বলিয়া বোদ অইতেছে, তুমি নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রসাদ রক্ষণে কিরূপে অশ্রেদ্ধা কর্‌তেছ, বৈষ্ণবেরা ত কদাচ বাত প্রসাদ খাইতে অসম্মত অয়্যা থাকে না। জিতেন্দ্রিয় বলিলেন, ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা এইরূপই বটে, আমি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবানন্দ কুল জাত বৈষ্ণব বটি, কিন্তু তাহা হইলেও বর্ত্তমান সময় যেরূপ বৈষ্ণবধর্ম্ম দেখিতেছেন, এজাতীয় বৈষ্ণবের অনুমাত্র সম্বন্ধও আমাদের নাই অর্থাৎ আমাদের কৃষ্ণ আমাদের চৈতন্য আমাদের বৈষ্ণবধর্ম্ম আমাদের নিত্যানন্দ এবং অর্ব্বাচিন বৈষ্ণবদিগের কৃষ্ণ ও চৈতন্য এবং নিত্যানন্দ ইহাদের অনেক অন্তর রহিয়াছে, আমাদের কৃষ্ণ বসুদেবনন্দন দেবকীগর্ভসম্ভূত, অর্ব্বাচিনদিগের কৃষ্ণ নন্দনন্দন, যশোদা গর্ভসম্ভূত। আমাদের চৈতন্য আমাদের রাম, আমাদের শিব ইহারা কেহই স্বয়ং ব্রহ্ম নহে। ইহারা সকলেই গুরুর অব-

তার মাত্র। অর্ব্বাচিন বৈষ্ণবদের চৈতন্যচরিতার্ম্মৃতের মতন আমাদের চৈতন্যচরিতামৃত নয়। তবে শুনুন, আমাদের চতুর্দ্দশ সমাজের মধ্যে নবদ্বীপ একটি পরিগণিত সমাজ এবং মিশ্র বংশ সম্ভুত জগন্নাথ মিশ্র একটি পরিগণিত কুলবান্ বৈদিক, নবদ্বীপে বসিয়া জগন্নাথ মিশ্র পোড়ামায়ের বাড়ী ভগবতী কমলাকে তপপ্রভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, ভগবতী কমলা আদেশ করিয়াছিলেন তোমার পুত্র আমাকে পুনঃ প্রত্যক্ষরূপে দর্শন করিতে পারিবে। কিন্তু তাহাকে আদেশ করিও, শ্রীহট্টে কমলাপীঠে তপস্যা করিতে, তাহা হইলেই পুরুষোত্তমে বিমলা-ক্ষেত্রে যাইয়া আমার কৃপানুভব করিতে পারিবে। এইরূপ আদেশ করিয়া ভগবতী অন্তর্হিতা হইলেন, মিশ্রমহাশয় কালে পুত্রদ্বয় উৎপাদন করিয়া শচীসুন্দরীকে কমলারগুপ্তাদেশ কহিয়া কমলা চরণে বিলীন হইলেন। ক্রমে জেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপ কমলা তপস্যায় অমুদ্দেশ হইলে, কালে চৈতন্য দিক্ষীত হইয়া শ্রীহট্টে আসন গ্রহণ করিলে শ্রীমতি কমলা কালে প্রসন্না হইয়া উপ-দেশ করিয়াছিলেন, নিমাই, তুমি পুরুষোত্তমে বিমলা পীঠে যাইয়া পুনরায় আমার কৃপা অনুভব করিতে পারিবে। এইরূপ বরলাভ করিয়া পুনরায় নবদ্বীপে আসিয়া গুপ্তাবধৌতভাবে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন ; ফলতঃ সিদ্ধপুরুষের এই রূপই বাহ্যিক লক্ষণ হইয়া থাকে। তথাচ অন্তঃশাক্তাঃ বহিঃ শৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবামতাঃ অর্থাৎ শিব-কুলবধু কুলকুণ্ডলিনীকে হৃদপদ্মে গোপনে রাখিয়া বাহ্যিক শৈব-বেশ ধারণ করিবে, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে আমি বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় প্রদান করিবে। চৈতন্য তদ্রূপ আচরণ করিতেন ; এবং বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ সততই হরিগান করিয়া

জগৎ আনন্দিত করিতেন, কিন্তু নারদ দুর্গাশক্তির ঋষি অর্থাৎ প্রথমতঃ শিবের নিকট দিক্ষীত হইয়া দুর্গামন্ত্র উপাসনা করিয়া ছিলেন, ধনঞ্জয়, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, ভৃগুমুনি প্রভৃতিও এইরূপ বাহ্যিক বৈষ্ণব ছিলেন এবং নিত্যানন্দের বৈষ্ণবতা-তো তাহার গলদেশের ত্রিপুরসুন্দরীর যন্ত্র দেখিলেই স্পষ্টতরূপে প্রমাণ হইতেছে এবং চৈতন্য লীলার গ্রন্থের অনেক স্থানেই উহাকে অবধৌত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, ফলতঃ শক্তিপরায়ণ-দিগের আভ্যন্তরিক ভাব সাধারণ লোকমাত্রেই প্রায় অবগত হইতে পারে না। নিমাই নিত্যানন্দাপেক্ষায় কৌল। লৌকিকে গঙ্গাধর পণ্ডিত ও বাসুদেব সর্ব্বভৌম ইহাদের নিকটে ব্যাক-রণ ও ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন!

পাঠকমহাশয়, জিতেন্দ্রিয়ের এইকথা সমাপন না হইতেই প্রবোধ বলিলেন পণ্ডিতমহাশয়গণ আপনারা কি কেমিকেল বোঝেন? সংসারে কৃষ্ণের যে পূর্ণানন্দ রূপে উপাসনা দেখিতেছেন উহা ভাবিয়া দেখিলে বড়মানুষের কেমিকেল গহনার মত। অর্থাৎ মূলবিত্ত অপ্রকাশ। জিতেন্দ্রিয় বলিলেন; বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে গঙ্গেশ উপাধ্যায়, বিশ্বনাথ আগমবাগীশ ও স্মার্ত্ত রঘুনন্দনভট্টাচার্য্য এবং কৃষ্ণ চৈতন্য এই চারিটী ছাত্র তাহার প্রাণ তুল্য প্রিয় ছিল। সার্ব্বভৌম মহাশয়, নৈকষ্য কুলীন ছিলেন, গঙ্গেশ উপাধ্যায় সর্ব্বভৌম মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত পিতৃমাতৃবিহীন কুলীনের সন্তান সাক্ষাত ভাগিনে হইতেন; কিন্তু গঙ্গেশ সুবর্ব্বরচূড়ামণি ছিলেন, নৈকব্য কুলীন, রাশি-কৃত ভগিনী ছিল নিতরাই গঙ্গেশকে ভার দিয়া ভার নিতে হইত অর্থাৎ এক একজন কুলীনকে একএকটী ভগ্নীদান করি-

তেন, এবং ভগ্নিপতিদিগের ভগ্নি এবং পিশিদিগকে গ্রহণ করিয়া কুলের রণ্ডা দোষ দূর করিতেন। ক্রমে রণ্ডাদোষ দূর করিতে করিতে গঙ্গেশের গলদেশে বনিতা মুণ্ডমালা বিরাজ করিতে লাগিল, গঙ্গেশ অত্যন্ত রূপবান্ পুরুষ ছিলেন এবং দেহ অত্যন্ত উত্তুঙ্গ ছিল, অসীম বলরাশী ধারণ করিতেন এবং ভোজনে বৃকোদরের ন্যায়; একেতঃ মূর্খ, দ্বিতীয়তঃ বহুভোক্তা মামা মামী বনিতা ছাত্রগণ সকলেরই চক্ষুর বিষস্বরূপ ছিলেন, বিশেষতঃ বনিতা মণ্ডলীর সহিত সম্পর্ক লেশ মাত্রও ছিল না, প্রায় ছাত্রগণই গঙ্গেশ বনিতাদিগের অতিথী সৎকার করিতেন। ক্রমে ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হইল, গঙ্গেশকে বিনাশ করিলেই এই বনিতা মালা আমরা সচ্ছন্দে কণ্ঠে ধারণ করিতে পারিব, এইরূপে সর্ব্ববাদী সম্মত স্থির সিদ্ধান্ত হইলে ছাত্রমহাশয়েরা গঙ্গেশকে বলিলেন, গঙ্গা দাদা তবে তোমায় বলিব বলবান্; যদি তুমি এই মঙ্গলবার অমাবস্যার দিনে ভূতের বাড়ী যাইয়া ভুতের কপালে কালীরফোটা দিয়া আসিতে পার তাহা হইলে আগামী মনসা সংক্রান্তি দিনে তোমাকে উদর পুরিয়া মাংস খাওয়াইব। পাঠকমহাশয়! তৎকালে নবদ্বীপে একটি প্রসিদ্ধ ভূতাধিকার স্থান ছিল অর্থাৎ অদাহ্য পাপিষ্ঠদিগকে একটি বনাকীর্ণ স্থানে সকলেই বৃক্ষশাখায় বন্ধন করিয়া রাখিতেন; এদিকে গঙ্গেশও তাহাদের বাক্যে স্বীকার করিলে ক্রমে কুলালচক্রের ন্যায় বারচক্র ভ্রমণ করিতে করিতে অমাবস্যাদিনে মঙ্গলবার উপস্থিত হইল। ছাত্রগণ শুক্তিতে কজ্জল করিয়া গঙ্গেশের নীবিস্থলে আবদ্ধ করিয়া দিল, বর্ব্বর গঙ্গেশ দৃঢ় কটিবদ্ধ করিয়া নিশীথকালে ভুত স্থানে উপস্থিত হইয়া বৃক্ষারোহণ পূর্ব্বক শব ধারণের যত্ন করিতে লাগিলেন।

এদিকে শবাধিষ্ঠিত দানব গঙ্গেশকে ধারণ করিয়া বিনাশ করিতে উন্মুখ হইল, বলবান্ গঙ্গেশ শবাধিষ্ঠিত দানবকে ধারণ করিয়া প্রহার করিতে লাগিল এইরূপ উভয়ের দ্বন্দযুদ্ধে ত্রিযামা অবসান প্রায় হইল বলবান্ গঙ্গেশ দানবকে স্বায়ত্ব করিয়া তিলক পরাইবার বাসনায় নীবিস্থলে হস্তার্পণ করিয়া দেখিলেন, নীবিদেশে কজ্জল নাই; দানবযুদ্ধে অত্যন্ত ক্লান্ত, বীর গঙ্গেশ যে দিগ্‌বসন হইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন তাহা তাহার অনুমাত্রও স্মরণ ছিল না এতক্ষণে বুঝিতে পারিলেন নীবিতে অঞ্জন নাই, কটিতেও বসন নাই; অত্যন্ত হতাশ হইয়া তার স্বরে বলিলেন, (আহা কালী হারাইয়াছি) পাঠকমহাশয়, একতঃ মঙ্গলবার দ্বিতীয়তঃ কুহুদিন, তৃতীয়তঃ নিশীথ কাল, চতুর্থতঃ শবাক্রমণ করিয়া কালীনাম স্মরণ, পঞ্চমতঃ পাষণ্ড কলিকাল, যেকালে নাম বিনা ভবনিস্তারের আর উপায় নাই, এই কারণরশ্মি একত্র হইয়া গঙ্গেশের বর্ব্বরান্ধকার বিদূরিত করিল, গঙ্গেশ দেখিলেন নিজে আর বৃক্ষে নাই, বৃক্ষশাখা দোদুল্যমান শব নাই, ভূতলে শবহৃদয়ে বসিয়া বামহস্তে শবের গ্রীবাদেশ আক্রমণ পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে কালীর অন্বেষণ করিতেছেন। অনেক তত্ত্ব করিয়া যোগীগণ যে কালী তত্ত্ব জানিতে পারেন না, ভাগ্যবান গঙ্গেশ একবার কালী নাম উচ্চারণ করিয়াই সেই কালাধন লাভ করিয়াছেন, বাস্তবিক পূর্ব্বসঞ্চিত তপোধনেরা এইরূপই সিদ্ধ হইয়া থাকেন। হরি বলিয়াছেন, শুচীনাং শ্রীমতাঙ্গেহে যোগভ্রষ্টঽভিজায়তে, অথবা যোগীনামেব কুলে ভবতি ভারত॥ অর্থাৎ যাহারা অহৈতুকী ভক্তিসহকারে ভগবদুপাসনা করেন তাহাদিগের উপাসনার ক্রম ভঙ্গ হইবার সম্ভব নাই এবং কোনরূপ প্রত্য-

বায় জনিত অপরাধেরও সম্ভব নাই, ঈষদনুষ্ঠিত হইলেই সংসার নরক হইতে সেই ভক্তিই তাহাকে উদ্ধার করিয়া থাকে এবং তপভ্রষ্ট হইলেও তাহাকে পবিত্র ধনবান্ গৃহে অথবা প্রসিদ্ধ যোগী গৃহে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, ঐ জন্ম মাত্রেই তাহার তপভ্রষ্ট অপরাধ মার্জ্জিত হইয়া যায়, তাহার পর হেলায় হউক শ্রদ্ধায় হউক, কালীই বলুক আর কৃষ্ণই বলুক একবার নাম মন্ত্রাদির উচ্চারণ মাত্রেই পরম পদার্থ লাভ করিতে পারে।

যোগভ্রষ্ট গঙ্গেশ অমনি দেখিলেন সেই কালী মনের কালী দূর করিয়া "ভয় নাই বৎস্য এই আমি আসিয়াছি" এই বলিয়া সুমুখে শবহৃদে দাঁড়াইয়াছেন। অনেক দিনের মেঘাবলী হঠাৎ ভানু কিরণ উদয় মাত্রেই যেমন একবারেই অনুদ্দেশ হইয়া যায়, তদ্রূপ গঙ্গেশের হৃদয়গগণ হইতে ভ্রম-জলদপটলী একবারেই এজন্মের মত অনুদ্দেশ হইয়াছে, সম্মুখে কালী ভানুচরণ কিরণ প্রকাশিত হইয়া সংসার সুতপ্ত জীবাত্মাকে কৃপা জ্যোতি সিঞ্চন করিয়া সুশীতল করিতেছে। ভাগ্যবান্ গঙ্গেশের তখন নিকটে যেন অষ্টসিদ্ধি কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিল, নরোত্তম আমরা তোমার স্বায়ত্ত হইলাম। গঙ্গেশ দোষচতুষ্টয় রহিত হইয়া জগদম্বিকাকে বহুবিধ স্তোত্রে বর্ণন করিতে লাগিলেন, প্রসন্নবদনা ভগবতী বলিলেন বৎস্য দুর্বৃত্ত লম্পট ছাত্রগণ তোমার বনিতাবলী উপভোগ করিয়া আজ তোমায় সমুলে নির্মুল করিতে এই ভুতাধিকার স্থানে প্রেরণ করিয়াছে ; আর কদাচ তুমি তাহাদিগের বাক্যে বিশ্বাস করিও না। গৌতমের ন্যায়দর্শন বিলুপ্তপ্রায় তুমি আমার কৃপা বশতঃ অত্যন্ত সরল ভাষায় সাধারণকে শিখাইতে

পারিবে। এই বলিয়া জগদম্বিকা অন্তর্হিতা হইলে, গঙ্গেশ প্রচ্ছন্ন বর্ব্বরতা প্রকাশ করিয়া মাতুলালয়ে কালযাপন করিতে লাগিলেন। গঙ্গেশের গুপ্তধন গোপনেই রহিল, ছাত্রেরা ইহার বিন্দুমাত্র জানিতে পারিলেন না। বাস্তবিক, হঠাৎ বৃক্ষ মূলে ন্যস্তধন লাভ করিয়া ধনী যেমন নির্ধনীর ন্যায়ই আচরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ যাহারা হঠাৎ পরমধন লাভ করিয়া থাকেন, তাহারাও পূর্ব্ববৎ আপনাকে সাধারণ সমাজে পরিগণিত করিয়া থাকেন। ইহাই সাম্প্রদায়িক রীতি। ক্রমে মনসাসংক্রান্তি উপস্থিত হইল, প্রতি গৃহে গৃহে বিষহরি অর্চ্চনা হইতে লাগিল; পশুচ্ছেদ কার্য্য প্রায় বর্ব্বর জনেরাই করিয়া থাকে, প্রতিবাসিরা গঙ্গেশকে বর্ব্বর ভাবিয়া ছেদন কার্য্যে নিযুক্ত করিল, গঙ্গেশও প্রতিগৃহে বলি সম্পাদন করিয়া মাংসরাশি সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। দিবাবসানে গঙ্গেশ ছাগচরণ ছাগ মুণ্ড, ছাগ পৃষ্ঠ নানা স্থান হইতে সঞ্চয় করিয়া মামীকে সমর্পণ করিলেন, মামীর ত দয়ার পরিসীমাই নাই, ছাত্রেরা মাংস সংস্কার করিয়া দিল মামীও নানা উপকরণে পাককার্য্য সম্পাদন করিলেন; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মাংসে অত্যন্ত লোভ, আজ আর ভাক্তদিবার বিচার হইল না সায়ংসন্ধ্যা করিয়াই সার্ব্বভৌম মহাশয় ছাত্রের সহিত ভোজনে উপবেশন করিলেন, পূর্ব্বেইত বলিয়াছি মামীত দয়াম্বুধি; শুষ্ক পর্য্যুষিত দগ্ধ, দুর্গন্ধ যাহা কিছু সঞ্চিত ছিল, তাহাই গঙ্গেশকে পরিবেশন করিলেন। ভরদ্বাজ বলিয়াছেন—"জনগণের অবস্থারই পূজা হইয়া থাকে" কেহ শরীরের পূজা করে না। বর্ব্বর গঙ্গেশ শয়ন ঘর, ভোজন ঘর এমন কি কোন ঘরেই প্রবেশ করিতে পারিতেন না।

গঙ্গেশ একরূপ যত্রশায়ংগৃহ ছিলেন, কাজে কাজেই গঙ্গেশকে প্রাঙ্গনে ভোজন করিতে হইত; ছয় সাত খানা কলাপাতা পাতিয়া প্রাঙ্গনে ভোজন করিতে বসিলেন, মামী ঐরূপ নানাবিধ অপূর্ব্বান্নই পরিবেশন করিতে লাগিলেন; বীর এতই ভোজন করিতে পারিতেন যে তাহার একরূপ ইয়ত্তাই ছিল না, অন্ন পরিবেশন হইলে বোধ হইল যেন একটি নূতন পর্ব্বত উঠিয়া পুনর্ব্বার বিন্ধ্যাচলের ন্যায় গগনের সীমা নিশ্চয় করিতেছে, গঙ্গেশ ভানু অন্নমেরুর অপরদিকে উদিত হইয়াও অস্ত ভাবাপন্ন হইতে ল্যাগিলেন। মামীও গঙ্গেশকে দেখিতেছেন না, গঙ্গেশও মামীকে দেখিতেছেন না। এইরূপে পরিবেশন কার্য্য ও ভোজন কার্য্য হইতে লাগিল, দয়াম্বুধি মামী যাহা কিছু উপাদেয় বস্তু তাহা পতি, জামাতা ছাত্র, পুত্রদিগকেই পরিবেশন করিতে লাগিলেন, মধ্যে মধ্যে গঙ্গেশভানু অন্নমেরু লঙ্ঘন করিয়া উদিত হইলে দয়াম্বুধি ঐরূপ পঞ্চামৃত পরিবেশন করিতেলাগিলেন; সার্ব্বভৌম মহাশয় বলিলেন গৃহিণি! আহা কি করিতেছ,? কাষ্ঠা হরণ, মৃত্তিকা খনন, ভারবহন করিয়া গঙ্গেশই ত এই সংসার চালাইতেছে, আজ ও রাশিকৃত মাংস বহন করিয়া ঐ গঙ্গেশই তোমার সংসারে সমর্পণ করিয়াছে, কি ব্যভিচার? তাহাতে উহাকে যৎকিঞ্চিৎ মাংস ব্যঞ্জন পরিবেশন করা উচিত; শুনিবা মাত্র দয়াম্বুধি মাতুলানী ক্রোধে জ্বলিয়া মাংস হইতে কঙ্কাল খণ্ড উদ্ধার পূর্ব্বক গঙ্গেশকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন, আমিত পর বই নয়, গঙ্গেশ আর পরের কাছে এতকাল কাটাইতেছে কেন? উহার আপনা জনের নিকট গিয়া সুখে থাকিলেও ত পারে। যম, জামাই, ভাগ্না, তিন নয় আপনা; এতকাল যাহা করিলাম ছাইতে

জল ঢালা হইয়াছে, সার্ব্বভৌম ঐ ব্যাপার দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখী হইতে লাগিলেন, গঙ্গেশ মামীর মুখ চাহিয়া বলিলেন, মামী, আমি ত সে গঙ্গা নই; শুনিবা মাত্র, মামী বুঝিয়া অবাঙ্মুখী হইলেন, সার্ব্বভৌম বলিতে লাগিলেন; গরু! আবার ব্যঙ্গ বলিতেও শিখিয়াছ? গঙ্গেশ বলিলেন কিং গবিগোত্ব মুতা-গবিগোত্বং অগবিচ গোত্বমনর্থকমেতৎ, অগবিচগোত্বং যদি-ভবদিষ্টং ভবতি ভবত্যপিঃসম্প্রতি গোত্বং (অর্থাৎ ওহে! গোত্ব গোতে হয় কিবা অগোতে হইয়া থাকে; অগোতে গোত্বারো-পণ ইহা অনর্থক মাত্র যদি অগোতে গোত্ব (তোমার) ইষ্ট হয়, সম্প্রতি তোমাতে গোত্ব হইয়াছে। যেমনি মামা তেমনি ভাগ্না। শুনিবা মাত্র সার্ব্বভৌম মহাশয় বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে, আঃ, একিরে! বলিয়াই অবাঙ্মুখ হইলেন। সক্রোধে ছাত্রগণ গঙ্গেশের সহিত ন্যায়ের বিচার আরম্ভ করিলেন, গঙ্গেশ দুই এক কথা বলিয়াই তাহাদিগকে নির্ব্বাক করিলেন। সার্ব্ব-ভৌম তর্কসমরে ছাত্রগণকে নিপতিত দেখিয়া অগত্যা স্বয়ং সেনাপতি হইয়া সম্মুখে দাড়াইলেন ক্রমে গোত্ব বিচারে ত্রিযামা অবসান প্রায় কাহারই চৈতন্য নাই গঙ্গেশ প্রাতঃ-কালেই তর্কাস্ত্র দ্বারায় মামা দৈত্যের হৃদয় বিদারণ করিয়া নিপাতন করিলেন। ক্রমে সার্ব্বভৌম চৈতন্য লাভ করিয়া আচমনান্তে গোপনে গঙ্গেশকে কোলে করিয়া বলিতে লাগি-লেন বাপ! গঙ্গেশ এতকাল মেঘাবৃত তিমিরারির ন্যায় প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কেন আমায় বঞ্চনা করিয়াছিলে? আজ কৃতার্থ হইলাম, বাপ! অপরাধ করিয়াছি, তুমি সাধুগুণে সহিষ্ণু হইয়া আমার অপরাধ মার্জনা কর। গঙ্গেশ মাতুলের চরণধারণ করিয়া প্রসন্ন বদনে বলিলেন, মামা, এবিষয় আর

কাহাকেও প্রকাশ করিবেন না। আমি আপনাকে সংসার নিস্তারের উপায় বলিয়া দিব। দয়াম্বুধি মামী বিরলে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, আহা! গঙ্গেশত মানুষ নয় আমি এই গঙ্গেশকে চিরদিন বিড়ম্বনা করিয়াছি, এখন কিরূপে গঙ্গেশকে এই পাপমুখ দেখাইব, বনিতামালা ভাবিয়া অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন, আহা, এমন পশুপতির ন্যায় পতি গঙ্গেশ পতি পাইয়া এক দিনের তরেও তাহার চরণ সেবা করিলাম না; চিরকাল লম্পট সেবা করিয়াই জীবন যৌবন বিসর্জ্জন করিলাম। ধিক্ আমাদিগের যৌবন মত্ততায়, ছাত্র ভট্টাচার্য্যেরা কাঁদিয়া ব্যাকুল হইয়া বলিতে লাগিলেন, ডুবিল্যাম! অতলস্পর্শ কুম্ভীপাকে মজিতে হইল! এই নবদ্বীপ সরস্বতীর অধিষ্ঠিত স্থান, স্বর্গ বিশেষ। তাহাতে পরদার করিয়াই এই জীবন অতিবাহিত করিয়াছি। এইরূপ সকলে ভাবিয়া অকুল সমুদ্রে পতিত প্রায় সার্ব্বভৌম টোলে আসিয়া স্পষ্টাক্ষরে ছাত্রবৃন্দকে বলিলেন, ভট্টাচার্য্যেরা আজ হইতে আমি আর কাহাকেও পড়াইব না, যদি তোমাদের প্রবৃত্তি হয়, তবে আমার গঙ্গেশের নিকটে পড়িতে পার; এই কথা বলিবা মাত্রেই আগমবাগীশ, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, নিমাই পণ্ডিত, তাহারা অসম্মত হইয়া গঙ্গাধর পণ্ডিতকে অধ্যাপক স্বীকার করিলেন। যে ছাত্রেরা গঙ্গেশের বনিতামালা উপভোগ করিয়াছিলেন তাহারা লজ্জাভিভূত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিলেন। গঙ্গেশ অভিনব ছাত্র লইয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। বনিতামালা নিজ নিজ পিত্রালয় গমন কয়িয়া স্বীয় ব্যবসার উন্নতি আরম্ভ করিলেন। কিছুদিন পর গঙ্গেশ মাতুলকে পোড়া কালীবাড়ী লইয়া নির্জ্জনে

বলিলেন, মামা, আর কি, এস্থানে বসিয়া ভবনিস্তারের সম্বল সঞ্চয় করিয়া লউন, শক্তিবিনা মুক্তি নাই। মাতুলও তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। রাঢ়, গৌড়, বঙ্গ, বিভাগত্রয়ে গঙ্গেশের যশোমেখলায় পরিবেষ্ঠিত হইল। নিমাইপণ্ডিত যৌবনোন্মুখ হইয়াও অত্যন্ত চঞ্চল চূড়ামণি ছিলেন; কোনদিন কালীবাড়ী উপস্থিত হইয়া পরশ্রী কাতরতা বশতঃ বলিতে লাগিলেন গঙ্গেশ তুমি না কি ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছ, যশ পতাকা উড়াইয়া দেশত্রয় ত কিনিয়া লইয়াছ, যাহা হউক আজ আমার সহিত বিচার করিতে হইবে। গঙ্গেশ বলিলেন নিমাই, তাহাই হউক, কিন্তু প্রতিজ্ঞা রহিল আমাদের উভয়ের মধ্যে যে বিচারে যাহার নিকট পরাজিত হইবে, তাহাকেই তাহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে হইবে। নিমাই তাহা স্বীকার করিয়া বিচার আরম্ভ করিলেন। ক্রমে সপ্তাহ পর্য্যন্ত বিচার করিয়া নিমাইপণ্ডিত গঙ্গেশকে পরাজয় করিয়া বলিলেন এখন আমার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে; লজ্জাভিভূত গঙ্গেশ বলিলেন অবশ্যই প্রতিজ্ঞা পালন করিব। এই বলিয়াই দীক্ষার আয়োজন করিয়া উভয়ে কালীমন্দিরে বসিলেন, এমন সময় দীক্ষোন্মুখ গঙ্গেশ দেখিলেন, উত্তুঙ্গদেহ মেঘকান্তি দিগম্বরী মুক্তকেশী-কামিনী জলদগ্নী লইয়া কালীগৃহ দগ্ধ করিবার উদ্যোগ করিতেছে, দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, নিমাইপণ্ডিত দেখিয়াছ? দিগম্বরী কামিনী গৃহে আগুণ দিয়া আমাদিগকে দগ্ধ করিবার আয়োজন করিতেছে। হাসিয়া নিমাই পণ্ডিত বলিলেন, গঙ্গেশ, ওদিকে তুমি লক্ষ্য না করিয়া তন্মনা হইয়া দীক্ষা গ্রহণ কর, এইরূপ ক্ষণকাল অতীত হইলে ঐ কামিনী উল্কা লইয়া যেমন গৃহে অগ্নিপ্রদান করিতে উদ্যত

হইল, উপাধ্যায় অত্যন্ত ত্রাসিত হইয়া বলিলেন হে পণ্ডিত, আমি আর এগৃহে থাকিব না, নিশ্চয়ই ঐ সর্ব্বনাশী ঘরে অগ্নিপ্রদান করিয়া আমাদিগের সর্ব্বনাশ করিবে, এই বলিয়াই উপাধ্যায় যেমন গৃহ হইতে পলায়ন চেষ্টা করিতে লাগিলেন, দিগম্বরী মুখব্যাদন করিয়া উপ্যাধ্যায়কে গ্রাস করিবার উদ্যম করিল ; উপাধ্যায় উন্মত্ত প্রায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত, বলিতে লাগিলেন, পণ্ডিত ! সর্ব্বনাশ হইয়াছে। শীঘ্র পলায়ন কর, ঐ দেখ দিগম্বরী আমাদিগকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। নিমাই বলিলেন, উপাধ্যায় ও বিভীষিকা দেখিয়া অণুমাত্রও ত্রাসিত হইও না, তন্মনা হইয়া দীক্ষা গ্রহণ কর ; পুনর্ব্বার ক্ষণকাল অতীত হইলে, উপাধ্যায় দেখিতে পাইলেন, দিগম্বরী উল্কা লইয়া গৃহদাহের চেষ্টা করিতেছেন। একটী কৃষ্ণবর্ণ শিশু মন্থরগতিতে আসিয়া দিগম্বরীর চরণ ধারণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, মা এটী আমার গৃহ, মা, তুমি আমার গৃহ দাহ করিও না ; শ্রবণ মাত্রেই দিগম্বরী হাসিয়া অতি সমাদরের সহিত ধূলিধূসরিত নীলকলেবর বালকটীকে কোলে করিয়া মুখচুম্বন পূর্ব্বক স্তন্যপান করাইতে আরম্ভ করিলেন। উপাধ্যায় বলিলেন, পণ্ডিত, দেখ ! দেখ ! দিগম্বরী একটী কাল বালক কোলে করিয়া স্তনপান করাইতেছে, বালকটী বলিতেছে, মা, আমার গৃহে আগুণ দিওনা। নিমাই বলিলেন, উপাধ্যায়, আর তোমার ভয়ের কারণ নাই, এখণ তুমি আমার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে পার। উপাধ্যায় বলিলেন, পণ্ডিত পশ্চাৎ দীক্ষা গ্রহণ করিব অগ্রে তোমাকে বলিতে হইবে, কে ও দিগম্বরী? কেনইবা গৃহ দাহ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল? কেও বালক? কেনইবা দিগম্বরীর চরণধারণ করিয়া বলিল ? মা

আমার গৃহ দাহ করিও না, দিগম্বরী ও বালক বাক্যানুসারেই উহাকে কোলে করিয়া স্তনপান করাইতে লাগিলেন আর গৃহ দাহের চেষ্টা করিতেছে না। নিমাই পণ্ডিত বলিলেন, উপাধ্যায় এ আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? সন্তান মায়ের কাছে কান্দিয়া থাকে, মায়ের পায়ে ধরিয়া থাকে, মাও সন্তানকে সান্ত্বনা করিয়া স্তনপান করাইয়া থাকে, ইহাত স্বভাবসিদ্ধ বিষয়ই বটে। উপাধ্যায় বলিলেন, পণ্ডিত ইহা যে স্বভাব-সিদ্ধ তাহা কে না জানে, আমি তো তোমায় এবিষয় জিজ্ঞাসা করি নাই, আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কে'ও দিগম্বরী কামিনী, কেও নীলকলেবর অপৌগণ্ড বালক, তুমি ইহাই আমায় ভাল করিয়া বুঝাইয়া বল। পণ্ডিত বলিলেন, তুমি যে মূল প্রকৃতির প্রভাবে ন্যায়ের সারগ্রহণ করিয়া বিশ্ব বিজয় করিয়াছ, এই সেই মূল প্রকৃতি রূপিণী আদ্যাশক্তি শ্যামা; ইহাঁর উপাসনা ত্যাগ করিয়া তুমি এক্ষণে যাহার দীক্ষা গ্রহণ করিবে এই সেই ভুবনমোহন নন্দেরনন্দন বালকরূপী গোবিন্দ। উপাধ্যায় বলিলেন, ধিক আমার বিচার জয় আশায়, ধিক্ আমার পাষণ্ডজীবনে, এমন ত্রিভুবন জননী আদ্যাশক্তি শ্যামা ধন পরিত্যাগ করিয়া একটী স্তনপায়ী পায়েধরা বালককে আশ্রয় করিতেছি; দেখ্ নিমাই তুই মনে করিয়াছিস্ যে অনেক ন্যাড়া নেড়িকে হরিনাম দিয়া ভুলাইয়াছিস্ বলিয়া আজ গঙ্গেশ উপাধ্যায়কেও হরিনাম দিয়া ভুলাইবি। যাবেটা ব্রাহ্মণ কুলের কুলাঙ্গার আমি তোকেও চাই না। আর তোর শিশুব্রহ্মও চাই না, বলিবামাত্র নিমাই পণ্ডিত হাসিতে হাসিতে কালীগৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন, দিগম্বরীও পুনর্ব্বার উল্কা লইয়া গৃহদগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। উপাধ্যায় আর গৃহে অব-

স্থান করিতে পারিলেন না, প্রাণভয়ে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন এবং দিগম্বরী কালীগৃহ দগ্ধ করিয়া উপাধ্যায়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভয়ঙ্করী রূপে ধাবিত হইতে লাগিলেন। উপাধ্যায়, ভয়ঙ্করী রূপ দেখিয়া উভয় ভ্রষ্ট হেতু উন্মাদগ্রস্থ হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। নিমাই পণ্ডিত এইরূপে উপাধ্যায়কে উন্মত্ত করিয়া ও নবদ্বীপ লীলা সমাপ্ত করিয়া ক্রমে কৌল নিত্যানন্দের সহিত বগলাক্ষেত্র, কাত্যায়নীক্ষেত্র, দর্শন করিয়া ক্রমে অভিলষিত মহাপীঠ পুরুষোত্তমে বিমলাক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কমলাচরণ চিন্তাতেই এজীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। জীবনান্তের কিছুদিন পূর্ব্বেই কৌল নিত্যানন্দকে উপদেশ করিলেন, অবধৌত, তুমি গৌড়ে প্রস্থান করিয়া হরিনাম দিয়া ত্রিপুর সুন্দরীযন্ত্র খড়দহে সংস্থাপন পূর্ব্বক জগদম্বিকার পাদপদ্ম আশ্রয় করিও। নিত্যানন্দ চৈতন্যের বাক্যানুষ্ঠান করিয়া ত্রিপুরসুন্দরীচরণ আশ্রয় করিলেন; পরে গ্রামে, গ্রামে নিত্যানন্দ, চৈতন্য, অদ্বৈতপ্রভুর পরিচয় দিয়া অনেকে গোস্বামী সাজিতে লাগিল। উহাদের বর্ণশঙ্করসংসর্গ করিয়া তাহাদের অন্ন এবং স্ত্রী গ্রহণ করাই একমাত্র উদ্দেশ্য; ভট্টাচার্য্য মহাশয় এখন বুঝিলেন, কৃত্রিম গোস্বামীদিগের অন্নগ্রহণ করা কি ভদ্রলোকের ব্যবস্থা হইতে পারে? এই আক্ষায়িকাতে রাত্রি প্রভাত হইলে জিতেন্দ্রিয় প্রবোধের সহিত রাম নবমী স্নান সমাপন করিয়া ঢাকানগরীতে যাত্রা করিলেন। জিতেন্দ্রিয় প্রবোধবন্দের সহিত ঢাকানগরীতে উপস্থিত হইয়া মুড়োপাড়ার বাবুদের বাসায় আতিথ্য সৎকারে ভোজন সম্পাদন করিয়া শুনিতে পাইলেন ঢাকানগরীতে রামযাত্রা গান হইবে,

'জিতেন্দ্রিয় স্বভাবত সঙ্গীত প্রিয় ছিলেন, প্রবোধকে বলি- লেন, সতীর্থ, !—আজ গান না শুনিয়া কোথাও যাইব না ; প্রবোধবন্দও জিতেন্দ্রিয়ের কথায় সম্মতি প্রদান করিলেন। ক্রমে বিভাবরী আগত উভয়ে পশ্চিমাসন্ধ্যা সমাপন করিয়া বৈকালিক ভোজনের আর অপেক্ষা না করিয়া যাত্রাসম্প্রদায় আসরে আসিতে না আসিতেই দুইবন্ধু আসর জুড়িয়া বসি- লেন। ক্রমে যন্ত্রের সহিত অভিনেতৃগণ সঙ্গীত আরম্ভ করিল, পালাটী সীতার বনবাস, সুপ্রসিদ্ধ রসিক রামকুমার বাবুর বিরচিত ; একে রামের কথা তাতে আবার সীতার বনবাস, রামকুমার বাবুর রচনা, অভিনেতৃগণ কায়মনোবাক্যে এইরূপ অভিনয় আরম্ভ করিল যে, শ্রোতৃবর্গ যে, যেভাবে অবস্থান করিতেছিল সে সেই ভাবেই অনন্যমনা হইয়া মনে করিতে লাগিল, যেন যথার্থই রামচন্দ্র জানকীকে নির্ব্বাসিতা করিতে- ছেন। ক্রমে যামিনী গভীরা হইলে একটী ব্রাহ্মণপণ্ডিত সুমধুর রামলীলা শ্রবণ করিয়া স্বেদ, বৈবর্ণ্য অশ্রুগদ্গদ্ ভাবে মুর্চ্ছিত হইয়া, একটী বৈষ্টব সভ্যের অঙ্গে পতিত হইল। পতনমাত্র চতুর্দ্দিক হইতে বৈষ্টবেরা "মার" 'মার' রব করিয়া উঠিল ব্রাহ্মণ পতিত হইয়াই মূর্চ্ছিত। বৈরাগীরা ব্রাহ্মণ- ণকে মুষ্ঠাঘাত, চপটাঘাত করিতে আরম্ভ করিল। দয়ালু জিতেন্দ্রিয় বলিলেন "আহা" কি করিতেছ ? মারিও না ব্রাহ্মণ ভগবদাবেশে পতিত হইয়াছে ইহাতে কোন দোষ নাই। বৈরাগীদল মুখবিকৃতি করিয়া বলিতে লাগিল, "তরে আন্‌ছে কে ? তুই কথা কচ্ কেন্" গুমাইতে গুমাইতে গ্যায়ের উপর জিমাইয়া পড়্‌ল কেন্ ? মারুম না অরে খাইমু" এই বলিয়া পাষণ্ডেরা মুর্চ্ছিত ব্রাহ্মণকে যথেষ্ঠ প্রহার করিতে লাগিল।

প্রহার বেগে ব্রাহ্মণের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল, ব্রাহ্মণ বলিল, দুর্গে! রক্ষা কর, কি বিপদ, কেন ভাই মারিতেছ; আমিত তোমাদের নিকট কোন অপরাধ করি নাই, ব্রাহ্মণ বিপদে পড়িয়া যেমন দুর্গা নাম স্মরণ করিল, শ্রবণমাত্র মহাযম বৈষ্টবেরা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল "বাবাজীরা কর কি? অ্যাকেতো জিনাইয়া পড়ছে, আবার মুহে আতি শুরার মায়ের নাম লৈছে। অ্যাকনো চাও, বামুনারে অলৈদের মতন পেইসা দ্যাও, এই বলিবামাত্রই বৈষ্টবেরা ব্রাহ্মণকে দ্বিগুণ রূপে প্রহার করিতে লাগিল। অত্যন্ত সাহসী জিতেন্দ্রিয় প্রবোধকে বলিলেন "সতীর্থ! কি দেখিতেছ? পাষণ্ডেরা ব্রহ্মহত্যা করিতে উদ্যত হইল, চল চল যথাসাধ্য ইহার রক্ষার চেষ্টা করিগে"। এই বলিয়া দুই সতীর্থ বৈষ্টবদলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণের রক্ষার্থ যত্ন করিতে লাগিলেন। ঢাকা প্রদেশে বৈষ্টবের ভাগ অধিক, ভদ্রলোক অতি অল্পাই বাস করে; সভায় যে দুই চারিজন ভদ্রলোক ছিল তাহারাও জিতেন্দ্রিয়ের অনুগামী হইয়া ব্রাহ্মণের রক্ষার্থ বহুচেষ্টা করিল, কিন্তু বৈষ্টবের দল অধিক বলিয়া কাহারই চেষ্টা সফল হইল না। প্রহার তাড়িত ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিল, বাপুরা মারিতেছ, মার, আমার কর্ম্মফলই ফলিতেছে, কিন্তু আমার নামাবলীখানা তোমাদের পদদলিত হইতে লাগিল। ইহা শুনিয়া রাসভবিহারী নামক গোস্বামী বলিতে লাগিলেন, "দ্যাক দ্যাক পেম দাস নামাবলী খানা তুইলা চুরাইয়া দ্যাও'। চৈতন্যচরিতামৃতে ল্যাকছে "কিস্ট অইতে কিস্টের নামৈ বর"। বৈষ্টবেরা গোস্বামীর অনুমতি ক্রমে নামাবলী উত্তোলন করিয়া বলিল, প্রবু, নামাবলীতে কিষ্টের নাম ল্যাখা নাই, জেব্বাকাটা কালা রাক্ষ-

সির নাম ল্যাকা রৈছে। “শুনিবামাত্রই সক্রোধে গোস্বামী বলিল (অ্যাকন্, অর পরাণ থাকতে ছাইরো না”। শুনিবা মাত্র বৈষ্টবেরা পুনঃ প্রহার আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণকে মৃত-প্রায় করিয়া প্রস্থান করিল। যখন এই অপূর্ব্ব বৈষ্টবতা আরম্ভ হইয়াছিল তখন অভিনেতৃগণ যাত্রা ভাঙ্গিয়া প্রস্থান করিয়াছিল। জিতেন্দ্রিয় ও প্রবোধচন্দ্র ক্রমে নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন ব্রাহ্মণ মৃদুস্বরে বলিতেছে— “জল দেও” জিতেন্দ্রিয় প্রবোধকে বলিলেন সতীর্থ তুমি উত্তরীয় বায়ুদ্বারা ইহার শুশ্রুষা কর আমি জল আনিতে চলিলাম এই বলিয়া বুড়ীগঙ্গা হইতে উত্তরীয় আর্দ্র করিয়া জল লইয়া আসিয়া ব্রাহ্মণের মুখে প্রদান করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণ ক্রমে সুস্থতা লাভ করিলে এই সময় রাত্রি প্রভাতা দেখিয়া প্রবোধ ও জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণকে ধারণ পূর্ব্বক মুড়োপাড়ার বাবুদের বাসায় উপস্থিত করিয়া নায়েব বাবুর নিকট সমুদায় বর্ণনা করিলেন।

“শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনক” ইহারা বৈষ্ণবের গুরু ; শ্রীসম্প্রদায়, ব্রহ্ম সম্প্রদায়, রুদ্রসম্প্রদায়, সনকসম্প্রদায় এই চারি প্রকার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতেই কলিতে বিষ্ণুর উপাসনা হইতেছে, কিন্তু পূর্ব্ব বিভাগে একরূপ বৈষ্ণবত্বের অনুষ্ঠান হইতেছে যে তাহার সহিত এই চারিসম্প্রদায়ের কোন সম্পর্ক দেখা যাইতেছে না। বর্ত্তমান সময় চারি সম্প্রদায়ই বিলুপ্ত হইয়া নূতন নূতন মতের আবিস্কার হইতেছে, তাহার প্রথম কিশরী ভজন, ইহাদের সম্পদায় গুরু কথক মহাশয়েরা, ইহারা গৃহস্থের গৃহে পুরাণ আরম্ভ করিয়া স্বয়ং কৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করেন এবং গৃহস্থ বধু-কন্যাগণ গোপীরূপ ধারণ করেন, প্রায়ই বস্ত্রহরণ, রাসলীলা প্রত্যক্ষ করাইয়া কৃত্রিম কৃষ্ণ সহজ ভজন আরম্ভ করেন

অর্থাৎ কথকু মহাশয়ের কথা সমাপন হইলে পর কৃত্রিম গোপীকাগণ খাদ্যদ্রব্য ও পুষ্পমালা লইয়া বৈষ্টবী চক্রে উপস্থিত হন। পাঠকমহাশয়! বৈষ্টবী চক্রের অন্তলীলা বর্ণনা করিতে আপনাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। দ্বিতীয় সম্প্রদায় করা সেবা; অর্থাৎ ইহাদের মতে প্রেমভজা প্রভৃতি ঘৃণিত দ্রব্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, পাঠকমহাশয়! আজ কাল বৈষ্ণব জিনিষের দোকানে সাইন বোড ও মার্কা অবিকল রহিয়াছে, কিন্তু দোকানে প্রবেশ করিলে দেখিবেন সোণার বাক্সে ছাই পোরা মাত্র। ইদানীং চৈতন্যদেবের দোহাই দিয়া মালা, তিলক, শিখা, কোপীন, বহির্বাস সকলই বৈষ্টব ভিক্ষুকেরা ধারণ করিতেছে কিন্তু আচরণে চৈতন্য মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহারা বৈষ্ণবমত একবারে বিসর্জ্জন করিয়াছে। এইরূপ ঢাকার বৈষ্ণবতার কদর্য্য দেখিয়া দুই বন্ধু নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া কলিকাতা দর্শন পূর্ব্বক শারদীয় মহোৎসব দেখিতে বীরভুমে উপস্থিত হইয়া কোথাও শারদীয় মহোৎসব দেখিতে না পাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া জিতেন্দ্রিয় বলিলেন সতীর্থ! শারদীয় মহোৎসব পশ্চাৎ করিয়া এভ্রষ্টরাজ্যে আগমন করা অতীব গর্হণীয় কার্য্য হইয়াছে। ভাল? এ রাজ্যে ভগবতীর অনাগমনের কারণ কি? দুই বন্ধুর এইরূপ কথার আলোচনা হইতেছে, এমন সময় কয়েকটী বীরভুমে বামন শুনিয়া সক্রোধে বলিতে লাগিল, জংলি! এদেশে শারদীয় মহোৎসব না হইবার কারণ জান না? এ দেশের লোক যদি শারদীয় মহোৎসব করিত, তবে তোমাদের ন্যায় দেশে দেশে লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে, বেড়াইত, তোমাদের ভক্তির মুখে আগুণ, তোমাদের দুর্গার মুখে আগুণ,

তোমাদের উৎসবের মুখেও আগুণ, উলুই পাগলের মতন গলায় উত্তরী করিয়া ভিক্ষা করে বেড়াতে কি ঘৃণা লজ্জা হয় না, এমন দুর্গোৎসবে কায কি? যে ভিক্ষা করেও কর্ত্তে হবেই হবে, আমার দেশের লোক পরাধীন নয়, যে শিষ্যের কাণে মন্ত্র দিবে আর যজমানের দশকর্ম্ম করাবে, আর ন্যায় বেদান্ত পড়িয়া বড় মানুষের বাড়ী বৎসরের মধ্যে ২।১ বার বিদায় আনিবে, আমরা তাঁত বুনবো, গাড়ী হাঁকাবো. ক্ষেতচাস করবো রসুয়েগিরি কর্‌বো, পূজরীর কাজ কর্‌বো, খাট্‌বো আর খাব, মাইনের পয়সা লোকের ঘাড়ে জুত মেরে আদায় কর্‌বো, আমরা ও সব ভাল বাসি না, আমার দেশে ভিক্ষা কর্ত্তে এসে আবার আমার দেশকেই ভ্রষ্টরাজ্য বলতেছিস্‌ বুঝেশুঝে কথা বার্ত্তা কস্‌ যেন কাতলা ফাড়া হস্‌ না। ইহা শুনিয়া প্রবোধ বলিলেন, নাংলা চটিস্‌নে; দুর্গোৎসব না হওয়ার কারণ শোন্‌, কোন সময় সিংহবাহিনী এই পতিত রাজ্য উদ্ধার করিতে আগমন করিয়াছিলেন; সিংহ রাঢ় অতিক্রম করিয়া যখন বীরভূমাভিমুখে গমন করিতে উদ্যত হইল, অমনি বজ্রনিনাদ শুনিয়া বিমুখ ভাবে পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, দশভুজা ত্রিশূল প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারায় বহু তাড়না করিলেও আদ্যাশক্তি সিংহকে বীরভূমাভিমুখে চালাইতে অশক্তা হইলেন। আনন্দময়ী নন্দীভৃঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওরে নন্দীভৃঙ্গি এত তাড়না করিলাম কিছুতেই সিংহ বীরভূমাভিমুখে গমন করিল না কেন? নন্দি বলিল মা বীরভূম হইতে যে ভয়ানক ভিয়ানের সার সার রব উঠিয়াছে, সিংহ পশু উহার কথা দূরে থাকুক আমি যে নন্দী দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করিয়াছি কিন্তু মা ঐরব শুনিয়া

আমার প্রাণও পলাই পলাই রব করিতেছে ; মা সর্ব্বমঙ্গলে ! যদি মঙ্গল চাও তবে আর পূজা খেয়ে কাজ নাই তুমি আমাদের লয়ে পলায়ন কর। মা একবার দক্ষযজ্ঞে তোমায় হারাইয়া ভোলানাথকে সন্ন্যাসী করিয়াছিলাম, আবার কি আজ বীরভুমে আসিয়া তোমায় হারাইয়া পাগলকে পাগল করিব। ভগবতী বলিলেন, নন্দি ! আমি দুর্গ, মহীষ, গজ, শুম্ভ, নিশুম্ভ প্রভৃতি দানব বিনাশ করিয়াও কি ভয়ে বীরভুম হইতে পলায়ন করিব ? নন্দি বলিল, মা ! এদেশের লোক অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত তোমায় পাইলেই একবারে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। অভয়ে ! ভিয়ানের রব শুনিয়া তোমার কি কিছুই ভয় হইতেছে না। ভগবতী বলিলেন, নন্দি ; ভীয়ান কি রাক্ষস, না দৈত্য, না দানব, আমি যে ভিয়ান শব্দের অর্থই বুঝিতেছি না ; নন্দি বলিল, মা ! ভিয়ান দৈত্য নয়, দানব নয়, রাক্ষস নয় এ দেশের আপামর সাধারণ লোক, প্রাতঃকালে উঠিয়া শৌচাচার না করিয়াই দধি দিয়া মুড়ি ভিজাইয়া থাকে, তাহারি নাম ভিয়ান ; কি জানি মা এরা যখন ক্ষুধাতে এতই কাতর যে প্রাতঃকাল হইতেই শৌচাচার বর্জ্জিত হইয়া সতত ভোজন্ করিয়া জীর্ণ করিতে পারে, মা ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরি ! এতে যে তোমায় উদারসাৎ করিয়া জীর্ণ করিবে ইহার আর সন্দেহ কি ? শুনিয়া রোমাঞ্চিতা ভগবতী বলিলেন, নন্দিন্ ভালই বলিয়াছ, বাপ ! বরং যমালয়ে যাইয়া কালনিবারণেও সমর্থ, তথাচ এমন ব্রহ্মরাক্ষসের দেশে আমার গমনে শক্তি হইবে না। কাজ নাই আমার পূজায় চল বাপ অন্যদেশে যাইয়া মহাপূজা গ্রহণ করিব। সতীর্থ ! তদবধি ভগবতী ইহাদের ভিয়ানদানবের ভয়েতে আর বীরভুমে আগ-

মন করিতেছেন না। শুনিয়া ব্রাহ্মণেরা নির্ব্বাক হইল। জিতেন্দ্রিয় হাসিতে হাসিতে প্রবোধের হস্তধারণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কলিকাতা আসিতে আসিতেই শারদীয় মহোৎসব পথে পথে সমাপ্ত হইয়া গেল, দীপান্বিতার পূর্ব্ব দিন মহানগরীতে দুইবন্ধু উপস্থিত হইলেন। এমন সময় একটী পঞ্চগোত্র জাতীয় বৈদিক জিতেন্দ্রিয় ও প্রবোধকে ফলাহারের নিমন্ত্রণ করিল; জিতেন্দ্রিয় বলিলেন, পঞ্চগোত্র মহাশয় নিমন্ত্রণ করিলেন বটে আমরা বাস্তবিকই ফল আহার করিব। পঞ্চগোত্র বলিলেন কেন বাপু আমরা নিজেই পাক করিয়া ভোজন করিব তাহাতে আর আপত্তি কি? জিতেন্দ্রিয় বলিলেন অবশ্যই স্বশ্রেণীর অন্ন অগ্রাহ্য নয় যে আজ্ঞে আমরা স্বীকার করিলাম। পঞ্চগোত্র বাবুর নাম ধাম বলিয়া প্রস্থান করিল। দুইবন্ধু পরদিন নিশিথ কালে বাবুরবাড়ী উপস্থিত হইয়া দেখিলেন; অপূর্ব্ব শ্যামার মন্দির বাহিরের যাকযমক কিছুই ত্রুটি নাই, সুসজ্জিতা প্রতিমা মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন, নাটমন্দিরের মধ্যে যবনেরা তৈলজল মিশ্রিত করিয়া আলো প্রজ্জ্বালিত করিতেছে, প্রতিমার উভয় পার্শ্বে গোবসা নির্ম্মিত বর্ত্তি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে এমন সময় পাচকেরা ঐ নাটমন্দিরের মধ্য দিয়া লুচিভোগ লইয়া দেবমন্দিরে উপস্থিত করিল, জিতেন্দ্রিয় বলিলেন, আহা! আহা! সর্ব্বনাশ হইয়াছে, যবন গৃহের মধ্য দিয়া দেবতার ভোগ আনিলেন? বাবু বলিলেন জেঠাম কচ্ছ কেন খেতে এসেছ খাবে ও সব কেরমো ছেড়ে দেও। কোন দেশের লোক! পূর্ব্বদেশের বুঝি? তা না হলে এত পাকাম জানে না। ভোগতো যবনদিগকে ছোঁয়াইয়া আনে

নাই, তবে আর দোষ কি? জিতেন্দ্রিয় বলিলেন [এত বড় অব্যবস্থার কথা, মহাশয়ের কি নাম? বাবু আরক্তিম নয়নে বলিলেন, আমার নাম টেরিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, আমরা বেইঘের গাঙ্গুলী। জিতেন্দ্রিয় বলিলেন সেকি মহাশয়, আপনি পূর্ব্বদেশীয় হইয়া এত পূর্ব্বদ্বেষী হইলেন কেন? আমরা পূর্ব্ব-দেশী পূর্ব্ববেশী পূর্ব্বভাষী পূর্ব্বপ্রয়াসী, আমরা পূর্ব্বজাতি পূর্ব্বপ্রসিদ্ধ তৎপদবাচ্য ব্রহ্মণ্যদেবের উপাসক বলিয়াইত আমা-দিগকে ব্রাহ্মণ বলে। আপনি যে বেঘের গাঙ্গুলী সে বেঘের সমাজ কখন দেখিয়াছেন কি? শুনিবা মাত্র বাবুর আরক্তিম নয়ন অনেক সাদা হইয়া উঠিল অধোবদনে বলিলেন না, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ প্রায় ৪।৫ শত বৎসর হইল এদেশে আসিয়া কুলভঙ্গ করিয়াছেন, আমাদের আর সে দেশে গতি বিধি নাই। জিতেন্দ্রিয় বলিলেন আপনার যদি সে দেশে গতি বিধি রহিত হইয়া থাকে, তবে আর আমাদের পূর্ব্বদেশী শ্যাম-বর্ণ শ্যামা পূজা না করিয়া পশ্চিম দেশী শ্বেত শ্যামার পূজা করা উচিত ছিল; কাল শ্যামা দিগম্বরী জীব কাটা অত্যন্ত অসভ্য, আর পশ্চিম দেশী শ্বেত শ্যামা শ্বেতাম্বরী অত্যন্ত সভ্য; আপনি কেন এই অসভ্যতার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। বাবু আর এ কথার কিছুই উত্তর করিতে পারিলেন না, পঞ্চ-গোত্র মহাশয়তো ভয়ে আড়ষ্টং মাড়ষ্টং বলিতে লাগিলেন বাপু ক্ষমা কর; বড়মানুষের মুখে মুখে উত্তর কর্ত্তে নাই। জিতেন্দ্রিয় বলিলেন, আমরা উচিত কথা রাজাকেও বলিয়া থাকি। এই কথা বলিতে বলিতেই কলাহারের উদ্যোগ হইল নিমন্ত্রিতগণ আসনে উপবেশন করিলেন। বাবু বলিলেন আপ-নারা বসুন, জিতেন্দ্রিয় বলিলেন, আমরা লুচি মিঠাই খাইব

না, আমাদিগকে কিছু প্রসাদি ফল দেন তাহাতেই পরিতৃপ্ত হইব; এবং আমাদিগকে পৃথক স্থানে পরিবেশন করিয়া দেন। বাবু বলিলেন উত্তম, দেবমন্দিরের বহিঃপ্রকোষ্ঠে ইহা-দের আসন করিয়া দাও; দেখাদেখি অনেক পূর্ব্বদেশী ব্রাহ্মণ আসিয়া তথায় উপবেশন করিলেন। বাবু বলিলেন এই দুইটী ভটাচার্য্যকে পুটে ফল পরিবেশন করিয়া দাও; জিতে-ন্দ্রিয় বলিলেন, সতীর্থ! আবার পুটে ব'লে যেন আমাদের কোন অখাদ্য এনে পরিবেশন না করে। উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন মহাশয়, আমরা কখনও পুটে খাই না। বাবু হাসিয়া বলিলেন ভাল ঝগমারি হয়েছে, কোন দেশের লোক বাবু! পুটে কি খাবার জিনিষ, শুনিয়া প্রবোধ বলিলেন আপনি স্থির হউন আমি ইহাকে বুঝাইয়া দিতেছি। বন্ধু তোমাদের দেশে যেমন ছোট ছোট ছেলেকে কোকা নসিংগা বলিয়া থাকে, তেমনি আমাদের এ প্রদেশের ছেলেদের পুটে বলে ডেকে থাকে শুনিবামাত্র বাবু হাস্য করিয়া বলিলেন বাঁগালরা কি বলে? ওদের দেশে কি ছেলেকে কোকা নসিঙ্গা বলে? যেমনি দেশ তেমনি ভাষা, মহাত্মা বলিলেন বালককে যে কোকা নসিঙ্গা বলিতে হইবে ইহাইত ঋষিদিগের শাস্ত্র, নৃসিংহ ও বরাহ পুরাণে দ্বৈপায়ন লিখিয়াছেন, এই যে হরির কোক বরাহ এবং নরসিংহ নাম হইল যে বালকদিগের এইরূপ কোক নরসিংহ নাম হইবে তাহাদিগের শিশু গ্রহে মৃত্যু হইবে না এখন ভাবিয়া দেখ কোক বরাহ, নরসিংহই ভাল কিম্বা পুটেই ভাল এবং শঙ্কেতাদিতেও হরিনাম উচ্চারিত হইলে জীব নিস্তার করে; ইহাও কি আপনাদের দেশীয়েরা জানে না, তাতেই বলে কলিশক্তি কলিকাতায় বিরাজ মান।

তাঁহারা এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে বাবুর পুত্র সেই স্থানে একটি কুকুর লইয়া উপস্থিত হইল। জিতেন্দ্রিয় ও প্রবোধচন্দ্র তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উঠিলেন এবং ক্রোধ সহকারে বাবুটিকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, মহাশয়! আপনার কি কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাই? ব্রাহ্মণেরা যেস্থানে আহার করিতেছেন, সেই স্থানে আপনি কেমন করিয়া কুকুর লইয়া আসিলেন? বাবু উত্তর করিলেন, "ঠাকুর অত চট কেন? এ যে বিলাতি কুকুর" এতে কি আর খাওয়া নষ্ট হয়? পঞ্চগোত্র বৈদিকেরা "বাবু বেস বলিয়াছেন" বলিয়া ভোজন করিতে আরম্ভ করিলেন। জিতেন্দ্রিয় আর কোন উত্তর না করিয়া বন্ধুর সহিত একেবারে বাসাতে উপস্থিত হইলেন। অপমানে কাতর হইয়া জিতেন্দ্রিয় স্থির করিলেন, দরিদ্রতাই মনুষ্য স্বভাবকে নীচ করিবার একমাত্র কারণ। কারণ অর্থের নিমিত্তই এই সকল নীচ ব্যক্তিদের দ্বারস্থ হইতে হয়। অতএব যাহাতে দরিদ্রতা দূর করা যায় তাহা করা কর্ত্তব্য—বন্ধু প্রবোধচন্দ্রেরও পূর্ব্ব হইতে সংসারে বিরাগ জন্মিয়াছিল এক্ষণে এই সকল নীচ ব্যবহার দেখিয়া শান্তির নিমিত্ত শ্রীবৃন্দাবনধামে যাত্রা করিলেন। জিতেন্দ্রিয় বন্ধুকে বিদায় দিবার কালে অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না!

জিতেন্দ্রিয় অত্যন্ত পরোপকারী ছিলেন এবং যথা সাধ্য সাহায্য দান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এক সময়ে পঞ্চগোত্র এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন "মহাশয়! আমার একটি যজমানের বাটিতে জগদ্ধাত্রী পূজা হইবে, অতএব আপনি যদি সেখানে পূজা করেন তাহা হইলে আমার যজমানটী থাকে"। জিতেন্দ্রিয় তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হইলেন।

অনন্তর যথা সময়ে ব্রাহ্মণের সহিত যজমানালয়ে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেস্থানে দুইটি স্ত্রীলোক ভিন্ন অন্য কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। কথাবার্ত্তায় বুঝিতে পারিলেন যে অর্থলোভী পূজা করাইতে তাঁহাকে বেশ্যালয়ে আনাইয়াছে। জিতেন্দ্রিয় কোন ছলে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া একেবারে বাসাতে আসিলেন।

অগ্রজ রামধন পূর্ব্ব হইতে পিতৃব্য জগন্নাথের সহিত একত্র বাণিজ্য করিতেন। এক্ষণে জিতেন্দ্রিয় আসিয়া তাহাতে যোগদান করিলেন। বৃত্তির অভাবে লোভ পরায়ণ হইয়া কুকার্য্যে মতি হইতে পারে ইহা স্থির করিয়া বাণিজ্যে দৃঢ় মনোনিবেশ করিলেন। জিতেন্দ্রিয়ের সর্ব্ব বিষয়োন্মুখী প্রতিভা ছিল। তিনি যে বিষয়ে মনোযোগ করিতেন সেই বিষয়েই কৃতকার্য্য হইতেন। এক্ষণে বাণিজ্যে তাঁহার উন্নতি দেখিয়া জগন্নাথের ঈর্ষার উদয় হইল, দুই সিংহ এক গুহাতে বাস করিতে পারে না; মহাত্মা পিতৃব্যের অধীনে থাকা অস্বীকার পূর্ব্বক পৃথক্ বাণিজ্য করিতে লাগিলেন।

১২৭১ সালে শারদীয়োৎসবের সময় জিতেন্দ্রিয় পিতৃব্য জগন্নাথের সহিত জলপথে স্বদেশে যাত্রা করিলেন। তৎকালে জলপথে যাত্রা অত্যন্ত বিপদ সঙ্কুল ছিল; বিশেষতঃ সঙ্গে অনেক মূল্যবান্ বস্তু থাকাতে তাঁহাদের আত্মীয়েরা সাবধানে যাইতে পরামর্শ দিলেন। জিতেন্দ্রিয় এবং জগন্নাথ অত্যন্ত সাহসী ও বলশালী ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের মনে কোন শঙ্কার উদয় হয় নাই। ১৬ ই আশ্বিন তারিখে তাঁহারা মধুমতী নদী দিয়া যাইতেছিলেন, সেই দিনে সন্ধ্যার প্রাক্কালে দস্যুগণ তাঁহাদের নৌকা আক্রমণ করিল। জিতেন্দ্রিয় ও জগন্নাথ

সাবধানে নৌকা রক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু নৌকার মাঝিগণ জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বাঁচাইল। দুইজনে সমস্ত দস্যুর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অবসন্ন হইলেন এবং সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত নিবন্ধন শোণিত স্রাবের জন্য উভয়ে অবশাঙ্গ হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। দস্যুগণও ইত্যবসরে সমস্ত লুণ্ঠন করিয়া পলায়ন করিল। চেতনা প্রাপ্ত হইয়া জিতেন্দ্রিয় দেখিলেন নৌকার উপরিভাগ রক্তাক্ত হইয়া রহিয়াছে, সমস্ত দ্রব্য দস্যুগণ লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে। পরে স্ত্রীগণকে যথাসম্ভব শান্ত্বনা করিয়া জগন্নাথের নিকট আসিয়া, তাহার জীবনের কোন লক্ষণ দেখিলেন না।

মাঝিরা পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছিল। সুতরাং জিতেন্দ্রিয় একখানি কাষ্ঠ লইয়া তদ্দ্বারা অতিকষ্টে বাহিতে বাহিতে তীরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে থানায় সংবাদ দিয়া স্ত্রীগণকে লইয়া বাটিতে আসিলেন, পরে জিতেন্দ্রিয়ের সাহায্যে পুলিষ দস্যুগণকে ধৃত করিয়া চির কারাবদ্ধ করিল।

এই ডাকাইতির কতিপয় বৎসর পরেই জিতেন্দ্রিয়ের মাতার মৃত্যু হয়। মাতৃভক্ত জিতেন্দ্রিয় জননীর স্নেহ ও মমতা কখনও ভুলিতে পারেন নাই। যখনই মাতাকে স্মরণ করিতেন তখনই অবিরত অশ্রুধারায় ধরণীতল সিক্ত করিতেন।

মাতার মৃত্যুর পরেই জিতেন্দ্রিয় কলিকাতায় আসিলেন এবং কমলার অনুগ্রহে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কখনও পূর্ব্বাবস্থা বিস্মৃত হন নাই। কেহ অভাবে পড়িলে স্বয়ং সাহায্য করিতে যত্নবান হইতেন।

জিতেন্দ্রিয় যতই ধন উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন ততই তাঁহার ধর্ম্মোপার্জ্জনের ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; একদিন

পিতা রামচরণকে বলিলেন "আমার ইচ্ছা এই উপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা আপনি কোন সৎকার্য্য করুণ। রামচরণ বলিলেন আমার তুলাপুরুষদানের বিশেষ ইচ্ছা আছে, অতএব তাহা যদি করিতে পার ত কর। জিতেন্দ্রিয় আনন্দিত মনে তাহা স্বীকার করিলেন এবং তৌলিত স্বর্ণ রৌপ্যাদি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন। ইহার পরেই জিতেন্দ্রিয় স্বীয় কন্যা সরলা সুন্দরীকে সামন্তসার নিবাসী ভৃগুবংশীয় সৌনকগোত্র সম্ভূত কাশীচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের পুত্র কৈলাসচন্দ্রের সহিত বিবাহ দেন। পূর্ব্বে বৈদিকগণের বিবাহে অনেক বিঘ্ন বিপত্তি হইত। এক্ষণে জিতেন্দ্রিয়ের সৌজন্যে ও সদ্ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিলেন।

কোন সময় তাঁহার একটী জ্ঞাতি তাঁহাকে বলিলেন, যে মুর্ত্তিবিক্রয় পল্লিতে শ্যামার ব্রহ্মভাব প্রকাশ সূচক প্রতিমা নির্ম্মিত রহিয়াছে, মন্দারগ্রামে বাণেশ্বরের উপাসনা মন্দিরটীও শূন্য রহিয়াছে, ইহাতে যদি কোন উপায় থাকে করিতে পারেন। শুনিবামাত্রই মহাপুরুষ প্রসন্নবদনে বলিলেন, আমায় দেখাইতে পার? তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে মূর্ত্তি দর্শন করাইলেন, দেখিবা মাত্র মহাত্মার ভগবদ্ভক্তি প্রেমপরিপূর্ণ নয়ন যুগল হইতে আনন্দাশ্রু পতিত হইতে লাগিল; আনন্দময়ীর রূপ ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বলিলেন, সদাশিব শবাকারে শ্মশান স্থানে শয়ান, হৃদপদ্মে কুলকুণ্ডলিনী শ্রীপাপদদ্ম সমর্পণ করিয়া শিবের শিবত্ব প্রকাশ করিতেছেন, রামকদলীর ন্যায় উরুদ্বয় বৃহন্নীতম্বস্থল দানবচ্ছিন্ন করশ্রেণীতে ভবাগলা রূপেসমাবৃত, ত্রিবলী বিরাজিত উদরদেশ, বিশ্বসন্তানের পানপাত্র, উত্তুঙ্গ পীনস্তনদ্বয় যেন কৃপাপয়ো ক্ষরণোন্মুখ, দনুজমুণ্ডাবলী কেশ-

গ্রথিত কণ্ঠ অবধি পাদপর্য্যন্ত দোদুল্যমান অতি করালদন্ত পংক্তি রসনা দংশিত হইয়া লোল লম্বিত, চন্দ্র সূর্য্যাগ্নি ত্রিনয়ন, উন্নত নাসিকা, প্রসন্ন হাস্য বদন, শ্রুতিযুগলে বাণবিদ্ধ দানবশিশু মুক্তকেশীর উদরের বহির্ভাগে বিশ্বের অভাব হেতু অথবা সতত বিশ্বসন্তানের প্রসব হেতু দিগম্বরী হইয়াছেন; পদ পর্শমণি স্পর্শ মাত্রই বিশ্ব পরম শিবরূপ ধারণ করিতে পারে, তাহারই শিক্ষাস্বরূপ যেন জগৎগুরু ভোলানাথ চরণতল আশ্রয় করিয়াছেন। অসুর শির, অসীলতা, বর, অভয়, চারিকরে ধারণ করিয়া যেন দেখাইতেছেন আমি এইরূপে দুষ্টদমন ও শিষ্ট পালন করিয়া থাকি। বিশ্ব! শ্যামারূপে কি এই ভাব প্রকাশ করিতেছে? গুণরাজ, তুমি ধর্ম্মত মূল্য যাহা বলিবে আমি তাহাই সমর্পণ করিব এ অমূল্যরত্নের মূল্য কে দিতে পারে; গুণরাজ মহাপুরুষের ভক্তিপ্রবলতা দেখিয়া অধিক বলিতে পারিল না, বলিল দুইশত টাকা হইলেই আমি সন্তুষ্ট হইব; অমনি মহাত্মা দ্বিরুক্তি না করিয়া মুদ্রাগুলি সমর্পণ পূর্ব্বক শ্যামারত্ন ক্রোড়ে ধারণ করিয়া পদব্রজে গৃহে আনয়ন করিলেন, সৎকাজের বহুবিঘ্ন হইয়া থাকে, ক্রমে বাণেশ্বর সন্ততিগণ বলিলেন, এমন্দিরে তোমার শ্যামাপ্রতিষ্ঠা করিতে দিব না, কারণ তুমি ভবিষ্যতে বলিতে পার যে আমার শ্যামা আমি অন্যত্র রাখিব অথবা তোমরা এই শ্যামার ভাগ পাইবে না। সরল মহাপুরুষ শুনিবামাত্র অম্লানবদনে বলিলেন, বাণেশ্বর মন্দিরে যেমন সাধারণ ভক্তগণ উত্তম উত্তম দ্রব্যাদি প্রদান করিয়া থাকে আমিও সেইরূপ এই শ্যামামূর্ত্তি সমর্পণ করিলাম, ইহাতে সাধারণেরই তুল্যাধিকার বলিয়া বোধ করিবেন, জ্ঞাতিগণ এই কথা শুনিবা মাত্র স্বীকার করিলেন।

মহাত্মাও বাণেশ্বর মন্দিরে শ্যামা প্রতিষ্ঠা করিয়া জীবনের চরিতার্থতা লাভ করিলেন। কোন সময় শ্যামামন্দিরে জিতেন্দ্রিয় উপস্থিত হইয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাগবত! শ্যামাকৃপা লাভ করিবার উপায় বলিতে পার? আমি বলিলাম শ্রীমৎভাগবত আদ্যোপান্ত ইহাই বলিয়াছেন যে নারায়ণ কৃপা বিনা জীব শ্যামা কৃপা কদাচ লাভ করিতে পারে না। মহাত্মা বলিলেন, ভালই বলিয়াছ, এখন মনে হইল আদ্যাশক্তি ও বিশ্বেশ্বর জীবের সুখ মোক্ষ প্রদানের নিমিত্ত চিন্তা করিয়া ঐ নারায়ণ সন্তান প্রসবকরিয়াছিলেন। কাশীমাহাত্ম্যে শুনিয়াছি যৎকালে দিবদাস কর্ত্তৃক সদাশিব কাশী বঞ্চিত হইয়াছিলেন, তখন অন্য দেবগণের কথা দূরে থাকুক ভববিঘ্ন বিনাশন গজাননও সদাশিবকে পুনঃ কাশীতে সংস্থাপন করিতে পারিলেন না। কেবল মোক্ষদাতা গোবিন্দই বুদ্ধরূপ ধারণ করিয়া সদাশিবকে পুনঃ কাশীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, আরও মনে হইল ধ্রুবের নিকটে বাসুদেব শেষ এই কথাই বলিয়াছিলেন যে ধ্রুব শিবশক্তি বিনা জীবকে নিত্যমুক্তি প্রদান করিতে কাহারও সাধ্য নাই। আমি জগন্মাতা দুর্গার প্রসাদেই জীবকে এই মোক্ষের উপদেশ বলিয়া থাকি, সংসারে আমি বিনা শিবশক্তি তত্ত্ব আর কেহই জানেনা। ভাগবতে নারায়ণ বলিয়াছেন,আমি শ্যামাবলে কৃষ্ণ রূপে মদনমোহন ৺ শক্তিধর হইয়াছি, শ্যামা বলেই নারায়ণ রূপে মেনকাদি স্ত্রীকে জয় করিয়াছি, শ্যামা বলেই ইন্দ্র রূপে তেজো মধ্যে অন্যের অপ্রাপ্য শ্যামা রূপ দর্শন করিয়াছি, তুমি আমায় সেই পরমগুরু নারায়ণধন ভজনার উপায় বলিয়া দাও, আমি নিশ্চয়ই বুঝিয়াছি যে নারায়ণ ভজনা করিলেই

নারায়ণী শ্যামা কৃপা লাভ করিতে পারিব, আমি মহাত্মার ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া তদবধি অন্বেষণ করিতে লাগিলাম, দৈবে এই কলিকাতার অবিদূর দক্ষিণদেশে ভ্রমণ করিয়া একটি লক্ষ্মীনারায়ণ লাভ করিয়া মনে করিলাম যে এই লক্ষ্মীনারায়ণ আমার জীবন দাতাকে সমর্পণ করিয়া কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিব, এই বলিয়া মহাত্মাকে লক্ষ্মীনারায়ণ সমর্পণ পূর্ব্বক বলিলাম এই লন আপনার নারায়ণ গুরু ইঁহাকে ভজনা করিতে করিতেই নারায়ণী শ্যামাকৃপা লাভ করিতে পারিবেন। মহাপুরুষও লক্ষ্মীনারায়ণ লাভ করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণের সম্পূর্ণ কৃপাপাত্র হইতে লাগিলেন।

বর্ত্তমান সময় অনেক ভাগ্যবান্ ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া, এমন কি ইষ্ট, দেবতা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়, কিন্তু আমার জিতেন্দ্রিয় লক্ষ্মীনারায়ণ কৃপায় ঐশ্বর্য্য সমুদ্রে ভাসমান হইয়াও একদিনের তরে ঈশ্বরের অবতার মাত্রেই বিস্মৃত হন নাই। আমার নিকট লক্ষ্মীনারায়ণ ল্যাভ করিয়া নারায়ণক্ষেত্রে শয়ন পর্য্যন্ত স্বয়ং পূজার উপহার আহরণ পূর্ব্বক প্রতিদিন পূজা, স্তবপাঠ, প্রদক্ষিণ, করিয়া নারায়ণধন অন্তের সাথী করিয়া লইয়াছিলেন, মহাত্মার চিত্র বৃত্তির সততই হরিচরণে নিবিষ্ট থাকিত, কেবল তাঁহার দেহমাত্রেই সংসারকার্য্যে ব্যাপৃত হইত, ফলতঃ সতের ইহাই হইয়া থাকে, তুলসী বলিয়াছেন,—তুলসি তুম্ চিত রাখ, যেসা বিয়ানকো গাই, হম্বারবে তৃণ চুয়ায় তো চিত রাখে বাছুয়াই—অর্থাৎ হে তুলসি যেমন নব প্রসূতি গাভী তৃণচর্ব্বণ করিতে করিতে বৎসের প্রতি চিত্ত সমর্পণ করিতে বিস্মৃত হয় নাই, তুমি ঐরূপ আত্মারামে চিত্ত সমর্পণ করিয়া সংসার বাণিজ্য করিতে থাক। আমার

জিতেন্দ্রিয় এই দোঁহার দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের স্থল ছিলেন, তাঁহাকে অনেকে বলিত, পাঠক মহাশয়! আপনি পেণ্টুলেন, পাগড়ি, ওয়েষ্টকোট ব্যবহার করুণ, টিকিটি কাটিয়া একজোড়া গোঁপ রাখুন, পৈতেটী কোমরে রাখিয়া তিলকটী পুছিয়া সাহেবদের কাছে যাওয়া উচিত; দশটায় ভাত খেয়ে কি করে থাকেন লুচি মেঠাই কিছু খান, নচেৎ সাহেবেরা আপনাকে অসভ্য বলিয়া ঘৃণা করিবে, যাদের কাছে থেকে কাজ নিতে হয়, তাহাদের মন রাখা উচিত। মহাত্মা হাসিয়া উত্তর করিলেন সাহেব রাগই করুণ বা ভালই বাসুন, এরূপ কাজ কখনই করিতে পারিব না, অন্নপূর্ণা অন্ন দিলে সাহেবের বেজারে ক্ষতি নাই। ভাল বাজারের লুচি কিরূপে খাইব। আফিস ফ্রেণ্ডেরা বলিলেন, কেন ঘৃতপক্ক সামগ্রী শূদ্রাদির প্রস্তুত হইলে ব্রাহ্মণেরা গ্রহণ করিতে পারে? মহাত্মা বলিলেন, আপনারা যে আয্যপক্কের কথা শুনিয়াছেন, উহার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। যদি আয্যেন পক্কং এমন সমাস হইত, তবে সকলের প্রস্তুত লুচি ব্রাহ্মণেরা ব্যবহার করিতে পারিত। কিন্তু আয্যস্থ পক্কং এইরূপ যখন সমাসার্থ রহিয়াছে, তখন উহাদের পক্ক ঘৃত গ্রাহ্য হইতে পারে অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা শূদ্র পক্ক ঘৃত এবং দুগ্ধ গ্রহণ করিতে পারে; ঘৃত দ্বারা কিম্বা দুগ্ধ দ্বারা পাক সামগ্রী গ্রহণ করিলে তাহা উচ্ছিষ্ট গ্রহণকরা হয়। আপনাদিগের এইমত অতি কুসংস্কৃত বলিয়া বোধ হইতেছে। ফ্রেণ্ডেরা আর উত্তর করিতে পারিল না। কিন্তু সাহেবেরা জিতেন্দ্রিয়কে স্বধর্ম্ম নিষ্ঠ দেখিয়া লক্ষ মুদ্রা মূল্যের বস্তু দিয়া বিশ্বাস করিত যাহারা টিকি কাটিয়া সাহেবের মন রাখিতেন তাহাদিগকে শতমুদ্রা মূল্যের বস্তুও দিয়া বিশ্বাস করিত না।

এইরূপ প্রচুরতর বিত্ত লাভ করিয়া জিতেন্দ্রিয় ধনী পদাভিষিক্ত হইলেন। ইতিমধ্যে ভাগ্যবান রামচরণের পরলোকগমন হইল। মহাত্মা সর্ব্বস্বান্ত করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পাদন করিলেন, কিন্তু ধর্ম্ম কৃপাবশতঃ পুনর্ব্বার চতুর্গুণ বিত্ত লইয়া কমলা জিতেন্দ্রিয় গৃহে স্থিরভাবে বিরাজ করিতে লাগিলেন। কোন সময় এক ব্রাহ্মণ অনন্যগতি হইয়া মহাত্মাকে বলিলেন, আমার ভাগ্যবান যজমান স্বর্ণোপকরণে পিতৃশ্রাদ্ধ করিবে, আমার ঐ কার্য্য করিবার অধিকার নাই, আপনি অনুগ্রহ করিয়া ঐ কার্য্যটী সমাধা করাইয়া দিলে আমি প্রচুর বিত্তলাভ করিতে পারি। মহাত্মা দ্বিরুক্তি না করিয়া ঐ কার্য্য সম্পন্ন পূর্ব্বক অম্লানচিত্তে এক কপর্দ্দক গ্রহণ না করিয়া প্রায় সহস্র মুদ্রার বিত্ত ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করিলেন; ব্রাহ্মণ সাধারণ সমাজে মহাত্মার নির্লোভতার ঘোষণা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, কোনদিন মহাপুরুষ শ্যামা চরণানুভব করিতেছেন, এমন সময় মহাবল কাল সৎসঙ্গচ্ছলে জিতেন্দ্রিয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত হইলেন। মহাপুরুষ অত্যন্ত ধীরস্বভাববশতঃ অকুণ্ঠতা পূর্ব্বক অমনি নিত্যধামে গমনে কটিবদ্ধ হইয়া প্রিয়পুত্র বামনদেবকে ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন, "বাপ বামন! আর আমার বলিবার কিছুই নাই, তুমি আমার প্রিয়সন্তান, মনের সাধে তোমার বামন নাম রাখিয়াছিলাম; এইবার আমি যাত্রাসম্বল বামন নাম বলিতে বলিতে সুরধনীর কূলে যাত্রা করিলাম, আমায় লইয়া সেস্থানে গমন কর"। প্রিয় কুমার বামন পিতার অন্তর্যাত্রা জানিয়া জলপূর্ণ নয়নে বন্ধু বান্ধবের সহিত তাহারই অনুষ্ঠান করিলেন। ক্রমে বান্ধব মণ্ডলী তীরে উপস্থিত হইল, বামন-

দেব জিজ্ঞাসা করিল "বাবা! আমরা কি করিব? কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিব?" মহাত্মা হাসিয়া বলিলেন "বাপ! ভয় কি? আমার বাক্য অন্যথা করিও না, আমার শ্যামা সুন্দরী বাণেশ্বরের মন্দিরে যাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, তাঁর পাদপদ্মই তোমাদের আশ্রয়; এবং লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র যাহা ভাগবতের নিকট লাভ করিয়াছি, উহা জগতের আশ্রয়, এবং তোমাদেরও আশ্রয়বলিয়া জানিবে। আর আমার কোন দুঃখ নাই; অন্তঃসময় প্রবোধ বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল না, ইহাই আমার হৃদয়ে গ্রথিত রহিল।" মহাপুরুষ ইহা বলিয়া অশ্রুজল সম্বরণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় কাষায় বসন পরিধায়ী দণ্ডকমণ্ডলুপাণি হাসিতে হাসিতে প্রবোধ বন্দ্য, "বন্ধু! বন্ধু! বলিতে বলিতে সুরধনী কূলে উপনীত হইলেন। মুমুর্ষাবস্থায় মহাপুরুষ বন্ধুকে দেখিয়া হাস্যবদনে বলিতে লাগিলেন, "বন্ধু! আসিয়াছ? বন্ধুতার ইহাই উচিত। বন্ধু! বলত? দণ্ডগ্রহণ করিয়া এবং গৃহাশ্রমে সনাতন ধর্ম্ম কিরূপ অনুভব করিয়াছ? মরণ যাতনায় জ্বলিত দেহ তোমার মুখে ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণ করিলে সুশীতল হইলেও হইতে পারে। প্রবোধ হাসিয়া বলিলেন, "তা বৈ কি বন্ধু! তাহা না হইলে এ সময়ে কি করিতে আসিয়াছি? ভয় নাই; এখনি তোমায় যমযাতনা দূর করিয়া আনন্দ ভবনে পাঠাইব।" বন্ধু! গৃহাশ্রম ও সন্ন্যাসাশ্রমে ধর্ম্ম একরূপই অনুভব করিতেছি। ধর্ম্ম কলিতে অত্যন্ত বিরল, বর্ত্তমান সমাজে ধর্ম্ম বলিয়া যাহা অনুষ্ঠিত হইতেছে, উহা ধর্ম্ম নয়, উহা কেবল সমাজ কালিকার পূজা মাত্র। ইদানীং সৌর নাই, বৈষ্ণব নাই, শৈব নাই,

গাণপত্য নাই, সর্ব্ব দেশেই শক্তির উপাসনা হইতেছে। ইহা গৃহস্থ ভাবেও দেখিয়াছিলাম, এখন সন্ন্যাস ভাবেও দেখিতেছি। ধর্ম্ম নাই! ধর্ম্ম নাই! ধর্ম্ম নাই! ইহাই স্থিরসিদ্ধান্ত; ধর্ম্মাগ্নি অনেক দিন হইতেই নিবিয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে ধর্ম্মধ্বজী নামক একটী বাবু দুর্গোৎসব করিতেন, ক্রমে নবমীতে হোমের উদ্যোগ হইল; বাবু ভক্তি সহকারে ভদ্রাসন করিয়া হোম দেখিতে লাগিলেন, বড় কষ্টে একটুকু গব্য ঘৃতের আয়োজন করিয়াছিলেন, পুরোহিত ঘৃত স্পর্শও করিল না, গঙ্গাজল বিল্বপত্র দিয়া আহুতি দিতে আরম্ভ করিল, জলযোগে যজ্ঞাগ্নি ক্রমে নির্ব্বাণ হইতে লাগিল, ক্রোধে বাবু বলিলেন, এ বামন বেটারাই ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল সংহার করিল, রাস্কেল ব্রাহ্মণ ঘি টুকুন চুরি ক'রে বুঝি গিন্নিকে খাওয়াবে, দেখ বিট্‌লে বামনের কাজ দেখ, জল দিয়া আমার যজ্ঞের আগুণ নিবায়ে দিল। ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, শ্রুক্ হস্তে দণ্ডায়-মান বলিতে লাগিলেন, পাষণ্ড বেটা এতদিনের পর তুমি বুঝিতে পারিলে যে তোমার যজ্ঞাগ্নি নিবিতেছে? আজ ষাট বৎসর তোমার মণ্ডপে বসিয়া তোমার বাপ্‌কে নির্ব্বংশ করিতেছি। বরণ নাই, দক্ষিণা নাই, কোন দ্রব্য ত্রুটী হইলে তুমি বলিয়া থাক গঙ্গাজলে সারিয়া নেও, গঙ্গা-জলে নৈবিদ্যের কার্য্য হইতে পারে, দক্ষিণার কার্য্য হইতে পারে, যদি এক গঙ্গাজল দিয়া তোমার গুষ্টির শ্রাদ্ধ করা যায়; তবে গঙ্গাজলে হোম করিতে আগুণ নিবিয়ে যাইবে কেন? পাষণ্ড! তোমার যজ্ঞাগ্নি আজ নিবিতেছে, না ষাট বৎসর যাবত-ই তোমার যজ্ঞাগ্নি নিবিয়া আসিতেছে।

তোমার জামাই বেয়াই কুটুম্ব সাক্ষাত সামাজিক ভোজন করাইতে চব্যচষ্যের অণুমাত্র অভাব নাই, আর জগদম্বার মন্দিরে ঠটে কলা ঘুচল না; তোমার ঝি, বৌ, সাজাতে কেরেপ, কিংখাপ, গরনেট, বোম্বাই, বারাণসী; রাসমণ্ডলের অভাব নাই। তুমি আমার মা দিগম্বরীকে বিতস্তি জোড় পরাইয়াই ষাট বৎসর কাটাইয়া দিলে, তোমার চুনি পান্না, হীরে, সোণার অলঙ্কারে পরিবারগণকে সাজাইতে কিছুরই ত্রুটী নাই, আর আমার মা ভুবনসুন্দরীকে সাজাইতে সৃষ্টির রাংতা উপস্থিত করিয়া থাক, তোমার জামাই, শ্যালা-দিগকে অমেধ্য মাংসে অনায়াসে ভোজন করাইতেছ, আর আমার ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরীকে একটী ছাগ পশু বলিদান করিতে হইলেই তুমি নেড়া নেড়ীর দোহাই দিয়া বৈষ্ণবতার নিশান ফর ফর করিতে থাক। মা জগদম্বিকা ব্রাহ্মণের এ অপমান দেখিয়া যদি কোন উচিত ব্যবস্থা না কর, তবে ত্রিরাত্রির মধ্যে তোমার তিন চক্ষের মাথা খাও; নচেৎ বলির পরিবর্ত্তে ধ্বজিবাবুর বংশাবলী ধরিয়া খাও। দোহাই তোমার শিবের, তুমি আর এ মন্দিরে পদার্পণ করিও না। এই নে তোর দুর্গোচ্ছব, আমি যদি তোর মণ্ডপে আর প্রবেশ করি, তবে আমি ব্রাহ্মণের সন্তান নই, আমি আর কদাচ তোকে যজাইব না, যে দিন শুনিব তুই স্বয়ং পুত্র পৌত্রের শ্রাদ্ধ করিতে বসিয়াছিস, সেই দিন আসিয়া তোর গুষ্টির পিণ্ডের মন্ত্র পড়াইব। আমি আর তোর ভয়ে বিন্দুমাত্রও কাতর নই, এই বলিয়া ব্রাহ্মণ গমনোদ্যত হইলেন। বাবু অতীব দুর্দ্দান্তই ছিলেন বটে, কিন্তু আজ ব্রাহ্মণকে অত্যন্ত ক্রোধাগ্নিতে জ্বলিতে দেখিয়া কিছু আর বলিতে পারিলেন না, মন কেতে লাগিলেন, কি

কুকার্য্যই করিয়াছি, একদিন নয়, দুদিন নয়, ব্রাহ্মণকে ষাট বৎসর হইতেই জ্বলাইয়া আসিতেছি, কি জল দিয়া এ অগ্নি নিবাইব, নিশ্চয়ই আজ আমার সর্ব্বনাশ হইল।

আজ কাল সনাতন ধর্ম্ম নৃসিংহ মূর্ত্তি-বাবুরা সিংহ ও "বাব্বীরা" নররূপী রহিয়াছেন, বাহিরে যতই কিছু করুন না কেন? অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেই বিষ্ণুমায়াদিগের স্বর্ণশত-মার্জ্জনী ভয়ে সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, উহাদের কোন ধর্ম্মেরই স্থিরতা নাই, কেবল বিলাসিতা আর ব্যয়-কুণ্ঠতাই স্থির রহিয়াছে। গৃহিণী ভীষণ ব্যাপার দেখিয়া মুক্তকেশে স্খলিতাঞ্চলে হাহাকার করিয়া আসিয়া দুর্গামণ্ডপের দ্বারে পতিতা হইয়া বলিতে লাগিলেন, পুরোহিত মহাশয়! আজ পূজার দক্ষিণা না করিয়া কিছুতেই যাইতে পারিবেন না, তাহা হইলে আমি গলায় ছুরি দিয়া স্ত্রীহত্যার পাপ তোমায় গছাইব। মা! মহিষমর্দ্দিনি! ব্রাহ্মণের বাক্যও রক্ষা কর, আমার বাক্যও রক্ষা কর, আমার পুত্র পৌত্রদিগকে ত্যাগ করে এই বুড়ো মহিষটেকে ধরে খাও। ব্রাহ্মণ গিন্নির আগ্রহতায় কিছুতেই দক্ষিণান্ত না করিয়া মণ্ডপ হইতে যাইতে পারিলেন না; দক্ষিণা সমাপন করিয়া মণ্ডপ হইতে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। গৃহিণী ব্রাহ্মণের চরণধারণ করিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, বাবা! রক্ষা কর, আজ যদি তুমি আমার এই মণ্ডপ হইতে কিছু ভোজন না করিয়া যাও, তবে জানিলাম নিশ্চয়ই আমার কুলটীকে একেবারে ভোজন করিয়া যাইবে। ব্রাহ্মণ বলিল, গিন্নিমা ছাড়িয়া দেও, আমি আর তোমার বাড়ী জলগ্রহণ করিব না। এদিকে বর্কব্রতী নামে বাবুর পুত্র বলিতে লাগিলেন, ইষ্টুপিট বেরো

বেটা আমার বাড়ী থেকে, মা তুমি ওর পা ছাড়িয়া দেও, আমরা অত শাপ তাপের ভয় করি না, ও বেটা যা কর্ত্তে পারে করুক। সক্রোধে ব্রাহ্মণ যাইতে উদ্যত হইলে গিন্নি কিছুতেই পা ছাড়িলেন না; উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন "কুল গেলরে" "কুল গেলরে" আ চৌদ্দপুরুষে পুরোহিত তাকে তোরা অমন করে গালাগালি দিস না, এমন সময় বৈড়ালব্রত নামক বাবুর পৌত্র গর্জ্জন করিয়া বলিল চোবে চাবুক ল্যাও ড্যাম্‌কে এখনি দক্ষিণা দিব। গৃহিণী আহা কি হইল, তবে তোরাতো শ্মশানে গিয়াছিস, "ক্ষমা দে" "ক্ষমা দে" "কুল গেলরে" "কুল গেলরে" অনেকে একত্র হইয়া বিড়ালব্রতীকে ধারণ করিল, সে পাশকরা ছেলে, কিছুতেই থামে না, আমায় বলিল দুর্গোৎসব বুঝাইতে হইবে, নচেৎ ওকে চাবকে রক্তগঙ্গা করিব, দারুণ ব্যাপার দেখিয়া আমি বৈড়ালকে দুর্গোৎসব বোঝাইয়া ব্রহ্মহত্যা বারণ করিলাম; আমি এখন সেইরূপ দুর্গোৎসব প্রতি গৃহে গৃহেই দেখিতেছি। ধর্ম্ম নাই! ধর্ম্ম নাই! ধর্ম্ম নাই!

এইরূপে প্রবোধ বন্ধু শক্তিপূজার কথা বলিতে বলিতেই আদ্যাশক্তি মহাত্মার সর্ব্ব কলেবর ত্যাগ করিয়া, কেবল কণ্ঠদেশকে আশ্রয় করিলেন।

পতিদেবতা জয়মনী প্রবোধের সহিত পতির আলাপ শুনিয়া এতক্ষণে বুঝিতে পারিলেন, তাহাকে অনাথ করিয়া নাথ পরলোকে গমন করিবেন। পুত্র হরিদাস ও ভুবনমোহনের, দ্বারা ওব্রায়েন ও মেকোনেল, এস, পি সর্ব্বাধিকারিকে আনাইয়া রতনরাশি সমর্পণ পূর্ব্বক বলিলেন 'আমার পতিদান করিতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে বৈদ্য-চুড়ামণি দ্বারকা

নাথ কবিরত্ন মহাত্মার চিকিৎসায়ে নিযুক্ত ছিলেন। জিতেন্দ্রিয় হাসিয়া বলিলেন, গীন্নি! তুমি রত্নরাশি অথবা সর্ব্বস্ব ডাক্তারকে সমর্পণ কর, আমার জীবন সত্বে কদাচ ম্লেচ্ছের ঔষধ পান করিব না। কবিরাজের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন (ঔষধং জাহ্নবী তোয়ং বৈদ্যো নারায়ণঃ স্বয়ং) এখন আমার দ্বারকানাথ বৈদ্য, গঙ্গাজল মহৌষধি। পরে-পতি দেবতা নাথের চরণ ধারণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, সত্য সত্যই কি আমায় পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। মহাত্মা বলিলেন, গিন্নী কাঁদিওনা কাঁদাইও না, প্রিয়া কাহাকে বলে? প্রিয়-কার্য্য করিলেই তাহাকে প্রিয়া বলিতে হয়, এত দিনে প্রিয়-কার্য্য করিয়া এখন কি যাত্রাকালে অপ্রিয় কার্য্য করিতে বসিলে, তোমার নিমিত্ত আমি উত্তম ধাম নির্ম্মাণ করিতে চলিলাম, তুমি ব্রহ্মচারিণী হইয়া কিছু দিন শ্যামাচরণ চিন্তা কর, পরে তোমায় আমি আনন্দমন্দিরে লইয়া যাইব।

সাধ্বীও পতিবাক্যের সার গ্রহণ করিয়া নাথের অন্তর্যাত্রার অনুকূলারম্ভ করিলেন, মহাত্মা অন্তর্শ্বাস বচনে বলিলেন, "কৈ? এসময় আমার প্রবোধ বন্ধু কৈ? বন্ধু! এখন বলিয়া দাও কোন পথে যাইব? ইন্দ্রিয় শিথিল, বুদ্ধি মলিন, বাক্যের কুণ্ঠতা, প্রায় হইয়া আসিল। প্রবোধ বলিলেন—"ভয় নাই, স্বর্গারোহণ সোপান সুরধনী সলিলে আসিয়াছ, এই সুপথেই গমন করিতে হইবে। জিতেন্দ্রিয় বলিলেন, শ্রীনাথ যাহা বলিয়াছেন, কৈ তাহাতে ত গঙ্গাও নাই, নারায়ণও নাই। কেবল পার্ব্বতী-শ্যামার শ্রীপাদপদ্মই ভবসাগর পারের তরণী বলিয়া শুনিয়াছি। তুমি বলিতেছ গঙ্গাসলিল সুপথেই মোক্ষ পথ পাওয়া যাইবে। প্রবোধ বলিলেন, তবে এখন প্রাণের

কথা খুলিয়া বলি, বন্ধু শিবের জটাকটাহে পার্ব্বতীর চরণ পরাগলগ্ন ছিল বলিয়া শিবজটাবিহারী গঙ্গাজলের জীব-নিস্তারের ক্ষমতা রহিয়াছে। প্রবোধ পার্ব্বতীচরণ পরায়ণ ছিলেন। তাই বলিলেন, গৃহীর দুর্গোৎসব সন্ন্যাসীর ব্রহ্ম সমাধি দুই সমান দেখিয়াছি—জীব নিস্তারেব আর উপায় নাই। এক মাত্র পার্ব্বতীশ্যামার যুগল নাম মহামন্ত্রই জীবনিস্তারের উপায়। আমি বলাই তুমি বল, বন্ধুগণ যে আছ তাহারা বল, "ওঁ গঙ্গা নারায়ণ. ওঁ গঙ্গা নারায়ণ।" অমনি মহাপুরুষ উত্তার নয়নে তারকব্রহ্ম দেখিয়া কুণ্ঠ কণ্ঠে বলিলেন "ওঁ গঙ্গা নারায়ণ" এই সমকালীন অন্তিমের বান্ধবেরা তারকণ্ঠে বলিলেন "ওঁ গঙ্গা নারায়ণ।" এই যুগলমন্ত্র নিনাদ গঙ্গাতীর পরিপূর্ণ হইল। জিতেন্দ্রিয় অর্দ্ধাঙ্গ গঙ্গাজলে নিমগ্ন করিয়া চৈতন্য শক্তিতে বিলীন হইলেন। আমি জিতেন্দ্রিয়কে গীতা শুনাইতে ছিলাম, জিতেন্দ্রিয়ের জীবন-শূন্য কলেবর দেখিয়া পার্ব্বতীচরণ পরায়ণ প্রবোধবন্ধু আমায় বলিলেন, ভাগবৎ! এতদিনে বৃহস্পতি মন্ত্রী হারাইলাম। ভাবিয়াছিলাম, জিতেন্দ্রিয় আমায় সুমন্ত্রণা দিয়া অন্তর্যাত্রা করাইবেন। সে আশালতা উন্মুলিতা হইল। পরে সপুত্রা জয়মণীকে সান্তনা করিয়া বন্ধুর ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য সম্পাদন করিলেন।

সম্পূর্ণম্